মাসুদ রানা
অনুপ্রবেশ ১
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা

মাসুদ রানা-১৬৮

অনুপ্রবেশ-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

পুরনো শত্রু, কোমর বেঁধে নেমেছে এবার
রানার বিরুদ্ধে—ইচ্ছে, শেষ কামড় দেবে। যেমন করে হোক,
শেষ করবে সে এবার মাসুদ রানাকে।
অস্ত্রোপচারের পর দ্রুত আরোগ্যের জন্যে
একটা ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে রানাকে, কিন্তু ওষুধের
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ভোঁতা হয়ে গেছে ওর মাথাটা। অসহায়।
আর সেই সুযোগটাই নিয়েছে শত্রুপক্ষ।
রানার মাথার দাম ধরে দিয়েছে বিশ মিলিয়ন ডলার।
বিশ মিলিয়ন! মাই গড! সত্তর কোটি টাকা!
স্বয়ং লেখকেরই লোভ জাগছে, আর রানার শত্রুদের
কেমন লাগবে ভাবুন একবার! কমপক্ষে
আড়াইশো খুনী বেরিয়ে পড়েছে, খুঁজছে রানাকে।
কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। কাউকে না।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বিশ টাকা

সেবা প্রকাশনী

অনুপ্রবেশ-১

দুইখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চোপন্যাস

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে অসুবিধে নেই

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-১৬৮

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারতনাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক * মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ঙ্কর * সাগরসঙ্গম * রানা! সাবধান!! * বিস্মরণ * রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক * কায়রো * মৃত্যুপ্রহর * গুপ্তচক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র * রাত্রি অন্ধকার * জাল * অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা * ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দূত * এখনো ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই? * বিপদজনক * রক্তের রঙ * অদৃশ্য শত্রু * পিশাচদ্বীপ * বিদেশী গুপ্তচর * ব্ল্যাক স্পাইডার * গুপ্তহত্যা * তিন শত্রু * অকস্মাৎ সীমান্ত * সতর্ক শয়তান * নীলছবি * প্রবেশ নিষেধ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ * লাল পাহাড় * হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা * হংকং সম্রাট * কুউউ! * বিদায়, রানা * প্রতিদ্বন্দ্বী * আক্রমণ * গ্রাস * স্বর্ণতরী * পপি * জিপসী * আমিই রানা * সেই উ সেন * হ্যালো, সোহানা * হাইজ্যাক * আই লাভ ইউ, ম্যান * সাগর কন্যা * পালাবে কোথায় * টার্গেট নাইন * বিষ নিশ্বাস * প্রেতাত্মা * বন্দী গগল * জিম্মি * তুষার যাত্রা * স্বর্ণ সংকট * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা * নিরাপদ কারাগার * স্বর্গরাজ্য * উদ্ধার * হামলা * প্রতিশোধ * মেজর রাহাত * লেনিনগ্রাদ * অ্যামবুশ * আরেক বারমুডা * বেনামী বন্দর * নকল রানা * রিপোর্টার * মরুযাত্রা * বন্ধু * সংকেত * স্পর্ধা * চ্যালেঞ্জ * শত্রুপক্ষ * চারিদিকে শত্রু * অগ্নিপুরুষ * অন্ধকারে চিতা * মরণকামড় * মরণখেলা * অপহরণ * আবার সেই দুঃস্বপ্ন * বিপর্যয় * শান্তিদূত * শ্বেত সন্ত্রাস * ছদ্মবেশী * কালপ্রিট * মৃত্যু আলিঙ্গন * সময়সীমা মধ্যরাত * আবার উ সেন * বুমেরাং * কে কেন কিভাবে * মুক্ত বিহঙ্গ * কুচক্র * চাই সাম্রাজ্য

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৯০

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শরাফত খান

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-168
ONUPROBESH-1
By Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর-সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

সেবা
প্রকাশনী

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে কিংবা উল্টোপাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতরে আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন। —প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।—লেখক।

এক

লাল আলো জ্বেলে একেবারে শেষ মুহূর্তে সংকেত দিলো মাসুদ রানা, অকস্মাৎ সজোরে ব্রেক কষলো, ই-ফাইভ মোটরওয়ে থেকে সর্বশেষ নির্গমন পথে নামিয়ে আনলো প্রকাণ্ড গাড়িটাকে। ব্রাসেলস-এর খানিক উত্তরে রয়েছে ও, রাস্তা বদলের অন্যতম কারণ রাজধানীসহ বড় শহরগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া। কিছু না, স্রেফ একটু সতর্কতা অবলম্বন।

মাঝরাতের আগে স্ট্রাসবর্গ-এ পৌঁছুতে হলে ব্রাসেলসকে বেড় দিয়ে রাখা রিঙ রোডেই থাকা উচিত ছিলো রানার, তারপর বেলজিয়ান এন-ফোর ধরে যেতে পারতো দক্ষিণে। তবে, এমনকি ছুটির সময়ও, রানা জানে, সতর্ক বা দূরদর্শী হওয়ার প্রয়োজন আছে। ঘুরপথ ধরায় অচিরেই জানা যাবে কেউ পিছু নিয়েছে কিনা, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ই-ফরটি অর্থাৎ সোজা পথে উঠতে পারবে ও।

ইদানীং বি. সি. আই. হেডকোয়ার্টার থেকে সব এজেন্ট ও অফিসারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'প্রতি মুহূর্তে সজাগ ও সতর্ক

থাকতে হবে, এমনকি ডিউটির পরও, বিশেষ করে ছুটির ও বিদেশ ভ্রমণের সময়।'

লণ্ডন থেকে রওনা হয়েছে রানা। সকালের ফেরি ধরে পৌঁচেছে অসটেণ্ড-এ। যথাসময়ে নয়, এক ঘণ্টা দেরি করেছে ফেরি। অর্ধেক পথ এসে থেমে গেল জাহাজ, পানিতে একটা বোট নামানো হলো। বেশ খানিকটা পিছনে চওড়া বৃত্ত রচনা করে কি যেন খুঁজলো ওরা। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর ফিরে এলো বোট, জাহাজ আবার রওনা হবার সময় মাথার ওপর চলে এলো একটা হেলিকপ্টার। খানিক পর গোটা জাহাজে ছড়িয়ে পড়লো খবরটা। জাহাজ থেকে পানিতে পড়ে গেছে দু'জন লোক। যতোদুর জানা গেল, একজনকেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

'দু'জন তরুণ আরোহী,' বারম্যান বললো। 'বাতাসে ডানা মেলার খেসারত দিতে হয়েছে। কি উদ্ধার করবে? প্রপেলারের গায়ে লাগলে আস্ত থাকে কিছু?'

কাস্টমসের ঝামেলা সারার পর সরু একটা গলির ভেতর একবারই থেমেছে রানা। বেণ্টলি মুলসেন টার্বো চালাচ্ছে ও। ড্যাশবোর্ডের গোপন খুপরি থেকে নাইন-এমএম এ-এস-পি অটোমেটিক আর স্পেয়ার অ্যামুনিশন ক্লিপ বের করলো, চেক করার পর রেখে দিলো আবার। একই খুপরি থেকে হাতে চলে এলো কনসিলেবল অপারেশনস ব্যাটন। নরম লেদার হোলস্টারে শুয়ে আছে নিরীহদর্শন একটা খাটো ছড়ি। গোপন কমপার্টমেণ্ট বন্ধ করার পর কোমরের বেল্ট ঢিল করলো রানা, জায়গামতো হোলস্টারটা বাঁধার পর ব্যাটনটা ঝুলে থাকলো ওর ডান নিতম্বের ওপর।

ব্যাটনটা কালো, লম্বায় পনেরো সেন্টিমিটারের বেশি নয়। ব্যবহার করতে জানলে অস্ত্র হিসেবে ওটা ভয়ংকর।

স্ট্রাসবর্গের পথে রয়েছে রানা, সিটের ওপর নড়েচড়ে বসতে গিয়ে কঠিন ব্যাটনের শক্ত স্পর্শ অনুভব করলো নিতম্বে—ভারি স্বস্তিকর। গাড়ির গতি কমিয়ে চল্লিশ কিলোমিটারে নামিয়ে আনলো ও। প্রতিটি বাঁক ও মোড় ঘোরার সময় রিয়ার ভিউ মিররে সতর্ক নজর। ঘোরা শেষ করামাত্র প্রতিবার আরো কমিয়ে আনলো গতি। আধ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চিত হলো, কেউ ওকে অনুসরণ করছে না।

ব্যাপারটা কি? নিজেকেই প্রশ্ন করলো রানা। সাধারণত যতোটা সতর্ক থাকে, আজ যেন তার চেয়ে বেশি সতর্ক ও। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিপদের কোনো আভাস পেয়েছে? নাকি দু'দিন আগে বস্ রাহাত খানের অদ্ভুত আচরণটাই দায়ী? বুড়ো কি যেন একটা চেপে গেছে, ভাবলো রানা। এর আগেও তিনি ওর সাথে রহস্য করেছেন, কিন্তু এ-ধরনের রহস্যের সাথে রানা পরিচিত নয়। আচরণটাকে কৌতুক বলে মনে হলেও, আসলে যে তা নয়, তা বোঝা গেছে তাঁর চোখের দৃষ্টিতে। বসের চোখে এ-ধরনের অদ্ভুত দৃষ্টি আগে কখনো দেখেনি রানা। সব কথা আবার মনে পড়ে গেল ওর।

সহজ, ছোটো কোনো অপারেশন নয়। জটিল তো বটেই, আবার জরুরীও, দেরি করলে ব্রেন-এর ক্ষতি হতে পারে। গোপনীয়তার কারণে যার অপারেশন তাকেও বিশদ কিছু জানতে দেয়া হয়নি। শুধু বলা হয়েছে ঘাড়ের কাছে, শরীরের ভেতর দিকে কোথাও থেকে একটা টিউমার সরাতে হবে. তা না হলে মস্তিষ্কে রক্ত

সরবরাহ প্রক্রিয়ায় হঠাৎ ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। বড় কোনো অপারেশন করাবার আগে বি. সি. আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের অনুমতি দরকার হয়। কাজেই লণ্ডন থেকে ঢাকার সাথে যোগাযোগ করেছিল রানা।

বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্স একটি এসপিওনাজ সংস্থা, মাতৃভূমির স্বার্থবিরোধী যে-কোনো ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্যে পাল্টা আঘাত হানার গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে ওরা। সংস্থার দুর্ধর্ষ এজেণ্টদের মধ্যে মাসুদ রানা একজন। রোমাঞ্চপ্রিয় এই চির-তরুণের মনে রয়েছে শেখার প্রবল আগ্রহ, মাথায় রয়েছে ক্ষুরধার বুদ্ধি, বুকে রয়েছে দুর্দান্ত সাহস। রক্তমাংসের সাধারণ বাঙালী, কিন্তু নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, দেশপ্রেম ও ত্যাগ অজেয় বীরের মহিমা দান করেছে তাকে। সঙ্গত কারণেই রানা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির ডিরেক্টর হতে হয়েছে ওকে। নুমায় রয়েছে অনারারী প্রজেক্ট ডিরেক্ট-রের পদ। ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশনের একজন কমাণ্ডার ও। মাঝে-মধ্যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজ জগতেও বিচরণ করতে হয় ওকে। একদল অফিসারের বেঈমানী ফাঁস হয়ে যাবার পর আক্ষরিক অর্থেই ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস অচল হয়ে পড়ে, ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে বি. সি. আই. তথা রানা এজেন্সি, তথা মাসুদ রানাকে ওদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দিতে হয়। এছাড়াও, আরো অনেক সংগঠন ও সংস্থার সাথে জড়িত রানা। ঠেকায়-বেঠেকায় কে. জি. বি. ও সি. আই. এ.-কেও সাহায্যের আশায় বি. সি. আই. বা রানা এজেন্সির অফিসে ধরনা দিতে হয়।

ঢাকা থেকে অনুমতি পাওয়া গেল, কালবিলম্ব না করে অপারেশন

করাও। সেই সাথে বি. সি. আই.-এর নিজস্ব ক্লিনিকে ফোন করে ডিরেক্টরকে নির্দেশ দিলেন রাহাত খান, 'বিশ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে হবে রানাকে।'

ক্লিনিকের ডিরেক্টর, প্রফেসর আশরাফুল হক, পাল্টা প্রস্তাব দিলেন, 'দু'বার অপারেশন করার দরকার হতে পারে, কাজেই দেড়মাসের মধ্যেও ওকে সুস্থ করে তুলতে পারবো বলে মনে হয় না। তবে, নতুন একটা ওষুধ বেরিয়েছে, ইঞ্জেকশন ; সেটা যদি ব্যবহার করি, পনেরো দিনের মধ্যে সেরে উঠবে রানা। তবে সে-ক্ষেত্রে, সাইড এফেক্টের কথা ভাবতে হবে।'

'কি ধরনের সাইড এফেক্ট?' জানতে চাইলেন রাহাত খান।

'রোগীর মাথা ঠিকমতো কাজ করবে না। মানে, খানিকটা ভোঁতা হয়ে যাবে বুদ্ধিসুদ্ধি। অবশ্য একমাস পর আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কেউ কেউ বাইশ-তেইশ দিনের মাথায় ওষুধের প্রভাব কাটিয়ে ওঠে, নির্ভর করে রোগীর শারীরিক ও মানসিক শক্তির ওপর।'

ঘোর আপত্তি জানালো রানা। অসহায় থাকতে রাজি নয় সে, এমনকি একদিনের জন্যেও নয়। কিন্তু ওর আপত্তি বাতিল হয়ে গেল ওপরঅলার নির্দেশে। শেষ অপারেশনটা মার্চের এক তারিখে সম্পন্ন হলো, সফল অপারেশন। একই তারিখে ইঞ্জেকশনটা দেয়া হলো ওকে। তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলো না রানা, শুধু মাথাটা একটু ভার হয়ে থাকে, কোনো বিষয় নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবতে গেলে কপালের দু'পাশ ব্যথা করে। কিন্তু বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যাবার কোনো লক্ষণ টের পেলো না। প্রশ্নের উত্তরে মৃদু হেসে প্রফেসর

আশরাফুল হক বললেন, 'যখন বুদ্ধির খুব দরকার হবে, তখন হয়তো টের পাবে।'

ক্লিনিকে শুয়ে-বসে দিন কাটছে রানার, দেখতে দেখতে দু'হপ্তা পেরিয়ে গেল। হঠাৎ একজন নার্সের কাছে শুনলো রানা, রাহাত খান নাকি দু'দিন হলো লণ্ডনে রয়েছেন। শুধু যে অবাক হলো তাই নয়, অভিমানও হলো রানার। বসের সাথে প্রায় সার্বক্ষণিক যোগাযোগ সব সময়ই আছে ওর, তিনি ওকে কিছু না জানিয়ে লণ্ডনে চলে এলেন। আসার পর দু'দিন কেটে গেছে অথচ ওকে একবার দেখার জন্যে ক্লিনিকে আসতে পারলেন না।

তিন দিনের দিন রানাকে দেখতে এলেন রাহাত খান, সাথে ক্লিনিকের ডিরেক্টর আশরাফুল হক। রানার বিছানার পাশে বসে প্রথমেই তিনি একটা প্রশ্ন করলেন, 'ইঞ্জেকশনটা গতকাল দেয়া হয়েছে তোমাকে, তাই না? ওষুধের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে একমাস, প্রফেসর?' শেষ প্রশ্নটা ডাক্তার বন্ধুকে করলেন।

প্রফেসর কিছু বলার আগেই রানা ভুলটা ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো, 'না, স্যার। কাল নয়। ইঞ্জেকশনটা আমাকে দেয়া হয়েছে এক তারিখে, চোদ্দ দিন আগে।'

মুহূর্তে ব্যাঘ্রমূর্তি ধারণ করলেন রাহাত খান। 'তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো?' কড়া ধমক লাগালেন রানাকে। 'সত্যি দেখছি ভোঁতা হয়ে গেছো তুমি। হক, তুমি কি বলো, আমার কথাই ঠিক তো? ইঞ্জেকশনটা কাল দেয়া হয়েছে রানাকে, মার্চ মাসের চোদ্দ তারিখে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' শান্তভাবে, রানার চোখে চোখ রেখে সায় দিলেন আশ-

রাফুল হক। 'গতকাল।'

বিছানার ওপর উঠে বসতে যাচ্ছিলো রানা, বস্ ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছেন দেখে আবার শুয়ে পড়লো। ওকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রাহাত খান, ডিরেক্টরকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকলো রানা। মাথার ভেতর তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সব। একবার এমনকি নিজের ওপরও সন্দেহ হলো, সত্যি কাল ওকে ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে? মাথাটা ঠিকমতো কাজ করছে না বলে ভুলে গেছে? হেসে উঠলো রানা, তা সম্ভব নয়। দিবালোকের মতো পরিষ্কার ব্যাপার, এক তারিখে ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে ওকে। ধীরে ধীরে মুছে গেল মুখের হাসি। রহস্যটা কি? রাহাত খান একা নন, যিনি ইঞ্জেকশন দিয়েছেন তিনিও বলছেন কাল দেয়া হয়েছে।

শারীরিক সুস্থতা ফিরে পেয়েছে রানা, কাজেই পরদিন বস্ ওকে দেখতে আসার সাথে সাথে ছুটি চেয়ে বসলো ও।

'এমন নাজুক সময়ে ছুটি চাইছো, রানা,' অসন্তুষ্ট হলেন বস্, তবে বিশেষ গুরুত্ব দিলো না রানা। ছুটি চাইলেই তিনি বিরূপ হয়ে ওঠেন, জানে ও।

'অপারেশনের আগেই আপনাকে বলেছিলাম, স্যার। আপনি রাজিও হয়েছিলেন। তাছাড়া, এক মাসের ছুটি আমার পাওনাও হয়েছে।' এক নিঃশ্বাসে এতো কথা বসের সাথে বলে না রানা, আজ বলতে পারলো রেগে আছে বলে। কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই ওর সাথে রহস্যময় আচরণ করা হয়েছে কাল।

'হুম।' গম্ভীর আওয়াজ করলেন রাহাত খান। 'তোমার সেক্রেটারী শায়লাও ছুটি নিয়েছে। তার নাকি অনেকদিনের ইচ্ছে ইউরোপটা একবার ঘুরে দেখবে। তুমি নিশ্চয়ই ?'

'শায়লার সাথে কোথাও যাচ্ছি কিনা, স্যার ? জ্বী না…।'

'সম্ভবত জ্যামাইকায় যাচ্ছো, তাই না ? নাকি ক্যারিবিয়ানের কোনো দ্বীপে… ?'

'না, স্যার। প্রথমে রোমে যাবো। তারপর কয়েকটা দিন রিভেইরা ডেই ফিয়োরি-তে কাটিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে অস্ট্রিয়া, রাঙার মাকে আনার জন্যে। বুড়িকে ঢাকায় পৌঁছে দিয়ে…।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' চেহারায় অসন্তোষ আর অনীহার ভাব নিয়ে মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'ভালো কথা, লণ্ডন অফিসে তোমার প্রোগ্রাম সম্পর্কে ডিটেইলস জানিয়ে যেয়ো। কেউ বলতে পারে না কখন তোমাকে আবার দরকার হয়।'

'আজ সকালেই সব জানিয়ে দিয়েছি, স্যার।'

'টেক কেয়ার, এম. আর. নাইন,' অনেক দিন পর রানার কোড নাম্বার উচ্চারণ করলেন রাহাত খান। 'টেক স্পেশাল কেয়ার। কন্টিনেণ্ট ইদানীং ভিলেনদের স্বর্গে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া, বুঝতেই পারছো, তোমার শত্রুর অভাব নেই, মাথাও ঠিকমতো কাজ করছে না।' বসের চোখে তীক্ষ্ণ, ইস্পাতের মতো কঠিন দৃষ্টি। তাজ্জব বনে গেল রানা। কোনো সন্দেহ নেই, কিছু একটা গোপন করা হচ্ছে। আজও রানাকে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হলো না। অকস্মাৎ বিদায় নিলেন রাহাত খান, কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার আগে শুধু বললেন, 'আশা করি রাঙার মা ইতিমধ্যে সুস্থ

হয়ে উঠেছে।'

এই মুহূর্তে, রানার ব্যক্তিগত আকাশে রাঙার মা ছাড়া আর কোনো কালো মেঘ নেই। দেশ-বিদেশে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে রানা, কোনো পিছুটান নেই, ভীষণভাবে নিঃসঙ্গ, শুধু রাঙার মা'র কথা মনে পড়লে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো উপলব্ধি করতে পারে ও, ওর-ও একটা ঠিকানা আছে। এই বৃদ্ধা ওর জীবনের সাথে কখন যে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে পড়েছে, আজ আর ভালো করে স্মরণ করতে পারে না রানা। বুড়ির নাম কি, যশোরের কোন্ এলাকায় বাড়ি, সেখানে ওর আপনজন কে কোথায় কি করছে ভুলে গেছে রানা। আজ অনেকদিন হলো দেশে যায় না রাঙার মা। প্রশ্নের উত্তরে হেসে উত্তর দেয়, 'সবাই ভালো আছে, আব্বা। ওদের নিয়ে ভাবি নাকো। সব ছেড়েছুড়ে দে চলে এয়েছি, মাথার ওপরে তিনি আছেন, আমার আব্বার জন্যি তাঁর কাছে দোয়া চেয়ে বাকি ক'টা দিন কেটে যাবে।'

মোখলেস যখন বেঁচে ছিলো, ঠাট্টা করে বলতো, 'রানার মা।' রানা কোন অ্যাসাইনমেন্টে বেরুলেই রাঙার মা'র প্রথম কাজ, বাস ধরে মীরপুরের মাজারে ছোটা। বুড়ির অটুট বিশ্বাস, মাজারে মানত করলে দুনিয়ার কোনো শক্তি নেই তার আব্বার কোনো ক্ষতি করতে পারে।

সেই রাঙার মা গত শীতে দু'দু'বার ব্রংকাইটিসের আক্রমণে বিছানা নিলো। দ্বিতীয় আক্রমণের পর বি. সি. আই.-এর একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখালো রানা। রাঙার মা যেতে চায়নি, তার

ধারণা রানা বিয়ে করে ঘরে বউ না আনা পর্যন্ত মরবে না সে। জোরজার করে রানা নিজেই ডাক্তারের ক্লিনিকে নিয়ে এলো তাকে। এক হপ্তার জন্যে ভর্তি করা হলো ক্লিনিকে। বিদেশে কাজ ছিলো, সব বাতিল করে দিয়ে ঢাকায় থাকতে হলো রানাকে। বারবার টেস্ট করার পর একই ফলাফল পাওয়া গেল, সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। রাঙার মা'র বাম ফুসফুসটার সিরিয়াস ক্ষতি হয়েছে, প্রচুর সম্ভাবনা আছে রোগটা আরো ছড়াতে পারে। কয়েকজন ডাক্তার একমত হয়ে জানালেন, ফুসফুসটা যদি সরানো না হয়, তারপর অন্তত তিনমাস যদি বিশ্রাম না পায়, আর এক বছরও বাঁচবে না রাঙার মা। তাঁরা পরামর্শ দিলেন, অপারেশনটা লণ্ডনের কোনো ভালো ক্লিনিকে হওয়া উচিত।

রানার ব্যাংক ব্যালান্স প্রায় খালি হয়ে গেল। খরচের কথা ভেবে কোনো রকম ইতস্তত করেনি ও। ধার-কর্জ করতে হয়নি, তাতেই খুশি। সবচেয়ে দক্ষ সার্জেনকে দিয়ে অপারেশন করিয়েছে, অপারেশন সফল হবার পর শুশ্রূষা ও বিশ্রাম পাবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে সালজবার্গ-এর পাহাড়ী দক্ষিণে, গুডবাই ক্লিনিকে। সেবা ও শুশ্রূষার জন্যে গোটা ইউরোপে সুখ্যাতি রয়েছে গুডবাই ক্লিনিকের। নিয়মিত টেলিফোন করে রাঙার মা'র খবর নেয় রানা। ওকে জানানো হয়েছে, দ্রুত সেরে উঠছে বুড়ি।

কাল সন্ধ্যায়ও টেলিফোন করেছে রানা। এই প্রথম রাঙার মা'র সাথে সরাসরি কথা হয়েছে ওর। ফোনে কথা বলা অভ্যেস নেই, রিসিভারটা উল্টো করে ধরেছিল বুড়ি, চিঁ চিঁ করছিল গলা। পাশেই ক্লিনিকের একজন ডাক্তার দাঁড়িয়ে ছিলো, রিসিভারটা সিধে করে

দেয় সে। ব্যাপারটা নিয়ে রসিকতা করার চেষ্টা করলেও, উৎসাহ দেয়নি রানা। ক্লিনিকের এবং ডাক্তার ও নার্সদের খুব প্রশংসা করেছে রাঙার মা। তবে দেশে ফেরার জন্যে অস্থির হয়ে আছে। কুঁচো চিংড়ি, লালশাক আর পান্তাভাতের জন্যে নাকি হাঁসফাঁস করছে বুকের ভেতরটা। 'কি সব খেতে দেয় এরা, আমার গা ঘিন ঘিন করে।' তারপরই কান্না। তার পিছনে আব্বার সব টাকা বোধ হয় শেষ হয়ে গেল। আব্বা ঠিকমতো নাওয়া-খাওয়া করেন তো?

ফুয়েল চেক করলো রানা। ই-ফরটি দীর্ঘ পথ, তার আগেই ট্যাংক ভরে নেয়া দরকার। আগেই নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে কেউ পিছু নেয়নি, এবার একটা পেট্রল পাম্পের সন্ধানে থাকলো। হাত ঘড়ির ওপর চোখ বুলালো একবার। সন্ধ্যা সাতটা। রাস্তায় যানবাহন খুব কম। ছোটো দুটো গ্রাম ছাড়িয়ে আসার পর একটা সাইনবোর্ড দেখলো রানা, মোটর চলার উপযোগী পথে থাকতে হলে ডান দিকে বাঁক নিতে হবে। তারপর সরল একটা বিস্তৃতি। ফাঁকা রাস্তা, একধারে নিঃসঙ্গ একটা সাইনবোর্ড দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই পাওয়া যাবে ফিলিং স্টেশন।

জায়গাটা নির্জন বলে মনে হলো। দুটো পাম্প, একটাতেও লোক নেই। খোলা দরজা, ভেতরে ছোট্ট অফিস। অফিসেও কাউকে দেখলো না রানা। একটা নোটিস টাঙানো রয়েছে, পাম্প-গুলো সেলফ-সার্ভিস নয়। কাজেই সুপার পাম্পের কাছে গিয়ে মূলসেন থামালো রানা, বন্ধ করলো এঞ্জিন। গাড়ি থেকে নামার পর, মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙছে, এমন সময় কাচ আর ইঁটের তৈরি ছোট্ট ঘরটার পিছন থেকে দ্রুত নিঃশ্বাস পতনের আও-

য়াজ ভেসে এলো। তারপর আরো একটা শব্দ হলো, কেউ যেন ধাক্কা খেলো গাড়ির গায়ে। তাড়াতাড়ি গাড়ি লক করে ঘরটার কোণ লক্ষ্য করে এগোলো রানা।

অফিসের পিছনে গ্যারেজ। গ্যারেজের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সাদা আলফা রোমিও স্প্রিন্ট। বনেটের ওপর এক মেয়েকে চেপে ধরেছে দু'জন লোক। ড্রাইভারের দরজা খোলা, মাটিতে পড়ে রয়েছে একটা সদ্য ছেঁড়া হাতব্যাগ, ভেতরের জিনিস-পত্র চারদিকে ছড়ানো।

'জলদি!' একজন লোক কর্কশ ফ্রেঞ্চ ভাষায় হিসহিস করে উঠলো। 'জলদি বল। কোথায় রেখেছিস? কিছু টাকা না থেকেই পারে না! বের কর!' সঙ্গীর মতো তারও পরনে রঙচটা জিনস, শার্ট আর স্নীকার। দু'জনেই মাঝারি আকৃতির, তবে কাঁধগুলো চওড়া, পেশীবহুল বাহু। দেখেই বুঝলো রানা, গুণ্ডা। তাদের অসহায় শিকার নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি করছে। দ্বিতীয় লোকটা তাকে মারার জন্যে ঘুসি তুললো।

'স্টপ দ্যাট!' এগিয়ে আসছে রানা, চাবুকের মতো সপাং করে উঠলো ওর কণ্ঠস্বর।

মুখ ফেরালো লোকগুলো, হতভম্ব হয়ে গেছে। পরমুহূর্তে ওদের একজনের ঠোঁটে নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠলো। 'এক ঢিলে দুই পাখি,' নরম সুরে বললো সে, মেয়েটার কাঁধ ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো, ফেলে দিলো গাড়ির কাছ থেকে খানিকটা দূরে।

রানার সামনে দাঁড়ানো লোকটার হাতে বড় একটা রেঞ্চ। রানাকে সহজ স্বীকার বলে ধরে নিয়েছে সে। খুব বেশি হলে বিশ-

বাইশ বছর বয়স হবে, রাস্তায় মারপিট করে এরইমধ্যে সারা মুখে অনেকগুলো কাটা দাগ সংগ্রহ করেছে। মাথায় এলোমেলো চুল, নাকটা ভাঙা। সামনের দিকে ঝুঁকে লাফ দিলো সে, নিচু করে ধরে আছে রেঞ্চটা। বিশাল একটা বানরের মতো লাফ দিলো ছোকরা, ভাবলো রানা, ডান নিতম্ব থেকে ওর হাতে চলে এলো ব্যাটনটা।

এ. এস. পি. নাইন-এমএম আর এই ব্যাটন একই কোম্পানীর তৈরি। রাবার মোড়া ছোট্ট একটা ছড়ি, দেখে বিপজ্জনক মনে হবার কোনো কারণ নেই। তবে, হোলস্টার থেকে হ্যাঁচকা টানে বের করার সময়, ডান হাতের কব্জিটা সজোরে ঝাঁকালো রানা। রাবার মোড়া হাতল থেকে স্যাৎ করে বেরিয়ে পড়লো আরো পঁচিশ সেন্টিমিটার লম্বা কঠিন ইস্পাত, শ্রুতিমধুর ধাতব শব্দ তুলে জায়গা-মতো লক হয়ে গেল সেটা।

অস্ত্রটা ভোজবাজির মতো হঠাৎ বেরিয়ে আসায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল প্রতিপক্ষ। শক্ত মুঠোয় ধরা রেঞ্চটা মাথার ওপর তুলেছে সে, আঘাত করার আগে এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো। এই সুযোগে ঝট করে বাম দিকে সরে গিয়ে ব্যাটন চালালো রানা। ভোঁতা একটা শব্দ হলো মাংস থেঁতলানোর, বাহু খামচে ধরে গুঙিয়ে উঠলো ছোকরা। হাতের রেঞ্চ ফেলে দিয়ে কুঁজো হয়ে গেল সে, কনুইয়ের ওপর ভাঙা হাড় নিয়ে নিজের ভাষায় গালমন্দ করছে রানাকে।

আবার নড়লো রানা, এবার আগের চেয়ে আস্তে মারলো, ঘাড়ের পিছনে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল প্রতিপক্ষের, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। সগর্জনে দ্বিতীয় ছোকরার দিকে ঘুরলো রানা।

কিন্তু লড়ার কোনো ইচ্ছে তার মধ্যে দেখা গেল না। রানা তার দিকে ফিরতেই ঘুরলো সে, পালানোর জন্যে ছুটলো। তবে খুব জোরে দৌড় দিতে পারলো না, কারণ ব্যাটনের ডগাটা সবেগে নেমে এলো তার বাঁ কাঁধে, সন্দেহ নেই হাড়টা ভেঙে দিয়েছে।

সঙ্গী শুধু গোঙালেও, এ আর্তনাদ করে উঠলো। দু'হাত ওপরে তুলে ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষা চাইলো সে। অসহায় একটা মেয়েকে একা পেয়ে যারা হামলা চালায় তাদের ওপর দয়া দেখাবার কোনো ইচ্ছে রানার নেই। লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো ও, ব্যাটনের ডগা দিয়ে মৃদু, মাপা খোঁচা দিলো তলপেটের ঠিক নিচে। আবার আর্ত-চিৎকার শোনা গেল, বাম কাঁধের ওপর আঘাত করে সেটা থামালো রানা। শেষ মারটাও মাপা, স্রেফ অজ্ঞান হয়ে গেল ছোকরা, আর কোনো ক্ষতি হবে না।

মেয়েটার দিকে এগোবার সময় লাথি দিয়ে রেঞ্চটা সরিয়ে দিলো রানা। ওর পৌঁছুনোর আগেই নিজেকে সামলে নিয়েছে তরুণী, গাড়ির পাশে ছড়িয়ে পড়া জিনিসগুলো তুলছে।

'কোথাও লেগেছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলো রানা, এগোবার সময় খুঁটিয়ে দেখে নিলো মেয়েটাকে। দীর্ঘ, লাল চুল। ঈল মাছের মতো শরীর, নড়াচড়ার মধ্যে ক্ষিপ্র ও পিছলে বেরিয়ে যাবার একটা ভাব। চোখের রঙ খয়েরী, চমৎকার সুন্দর মুখ।

'না। ধন্যবাদ, না।' কথার সুরে কোনো টান নেই। আরো কাছে এসে পায়ের লোফার জোড়া লক্ষ্য করলো রানা। অত্যন্ত দামী, গুইসাপের চামড়া দিয়ে তৈরি। পা দুটো লম্বা, জিনস-এ ঢাকা। গায়ে সিল্ক শার্ট। 'সময়মতো তুমি এসে পড়ায় বেঁচে গেলাম। ওরা

যে শুধু টাকা নিয়ে চলে যেতো তা মনে হয় না। তুমি কি বলো, আমাদের পুলিশ ডাকা উচিত?' মাথাটা সামান্য ঝাঁকালো সে, নিচের ঠোঁট সামনের দিকে বাড়িয়ে ফু দিয়ে চুল সরালো চোখ থেকে।

'পেট্রল নিতে এসেছিলাম।' ঘাড় ফিরিয়ে আলফা রোমিওর দিকে তাকালো রানা। 'কি ঘটেছিল?'

'বলতে পারো আমি ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি।' রানাকে অবাক করে দিয়ে হেসে উঠলো মেয়েটা। এতো তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে ওঠা একটু যেন বেমানান। 'দেরাজ খুলে শুধু হাত দিয়েছে টাকায়, আমিও এসে হাজির। অফিসে উঁকি দিলেই দেখতে পাবে, অ্যাটেনড্যান্ট বেহুঁশ হয়ে আছে।'

প্রশ্ন করে ঘটনার বর্ণনা আদায় করলো রানা। গাড়িটাকে আসতে দেখে অফিস থেকে বেরিয়ে আসে গুণ্ডারা, অ্যাটেনড্যান্টের ভূমিকায় অভিনয় শুরু করে। মেয়েটাকে জানায়, সামনের পাম্পগুলো কাজ করছে না, গাড়ি নিয়ে পিছন দিকে যেতে হবে তাকে। 'ফাঁদে পা দিই আমি,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো মেয়েটা। 'পেছনে গাড়ি থামাতেই ওরা আমাকে টেনেহিঁচড়ে নিচে নামালো।'

রানা জিজ্ঞেস করলো, 'কি করে জানলে তুমি অফিস ঘরে অজ্ঞান হয়ে আছে অ্যাটেনড্যান্ট?'

'ওদের কথাবার্তা শুনে। একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করছিল, খুব জোরে মারিসনি তো, অ্যাটেনড্যান্ট যদি মারা যায়?' রানার প্রশ্ন মেয়েটিকে অপ্রস্তুত করতে পারেনি, তার আচরণেও কোনো জড়তা নেই। লম্বা চুল ঠিকঠাক করার সময় তার হাত দুটো লক্ষ্য

করলো রানা, একটুও কাঁপছে না। 'তোমার যদি তাড়া থাকে, এখানে অপেক্ষা করার কোনো দরকার নেই। পুলিশকে আমিই ফোন করবো।'

'নির্জন জায়গা, তোমারও এখানে একা থাকা উচিত নয়,' ক্ষীণ হাসির সাথে বললো রানা। 'ভালো কথা, আমি রানা। মাসুদ রানা।'

'ভারতীয়? নাকি অ্যারাবিয়ান?' আবার হেসে উঠলো মেয়েটা। বিনা নোটিসে পুলকের একটা ঢেউ জাগলো রানার বুকে, হাসিটার মধ্যে জলতরঙ্গের মিষ্টি সুর। তারপর মেয়েটা একটা হাত বাড়িয়ে দিলো। 'জিনা, রোজিনা,' রানার আপাদমস্তকে তির্যক দৃষ্টি হানলো সে। 'রোজিনা টরটেলিনি।'

'বাংলাদেশী।'

শেষ পর্যন্ত পুলিশের অপেক্ষায় দু'জনেই ওরা থেকে গেল।

মাথায় আর ঘাড়ে চোট পেয়েছে পাম্প অ্যাটেনড্যান্ট, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠানো দরকার তাকে। যতোটুকু পারলো তার সেবা করলো রোজিনা, ফোনের রিসিভার তুলে পুলিশ স্টেশনের সাথে কথা বললো রানা। অপেক্ষার সময়টায় কথা বললো ওরা। ভদ্রভাবে যতোটুকু সম্ভব মেয়েটা সম্পর্কে আরো তথ্য পাবার চেষ্টা করলো রানা, কারণ গোটা ব্যাপারটা ওর মনে একটা খুঁতখুঁতে ভাব এনে দিয়েছে। কি কারণে ঠিক বলতে পারবে না, ওর মনে হলো কি যেন গোপন করে যাচ্ছে মেয়েটা। কিন্তু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যতো কৌশলেই প্রশ্ন করুক, প্রতিবার এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে এমন উত্তর পেলো যে নতুন কিছু জানা গেল না।

শুধু চোখের দেখায় খুব সামান্যই আঁচ করা গেল। নিজের ওপর দৃঢ় আস্থা রয়েছে মেয়েটার, যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিজে-কে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। স্বাধীনচেতা ধনীর দুলালী হতে পারে, লইয়ার বা সোসাইটি গার্ল হওয়াও বিচিত্র নয়, বিশেষ করে বয়স যখন ত্রিশ বা বত্রিশ ধরা যাচ্ছে না। তবে চেহারার চাকচিক্য আর অলংকার দেখে বোঝা যায়, আরাম আয়েশে থাকার সঙ্গতি আছে। নেপথ্য কাহিনী যা-ই হোক, মেয়েটাকে আকর্ষণীয়া বলেই মনে হলো রানার। মৃদুকণ্ঠ, মিষ্টি সুর, নড়াচড়ার মধ্যে মাপা একটা ভাব লক্ষ্য করার মতো, প্রয়োজনে নির্লিপ্ত ও গম্ভীর হতেও জানে। ট্রেনিং পাওয়া মেয়ে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো রানার। তবে কি বিষয়ে ট্রেনিং পেয়েছে, আন্দাজ করতে পারলো না।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবিষ্কার করলো রানা, অন্তত তিনটে ভাষায় কথা বলতে পারে রোজিনা টরটেলিনি। টরটেলিনি? উঁহু, কোনো-মতেই ওকে ইটালিয়ান বলে মনে হয় না। তবে টাইটেলটা ইটা-লিয়ান। তারমানে কি বিবাহিতা? নাকি বাবা ইটালিয়ান, মা ইংরেজ, মানুষ হয়েছে ইংল্যাণ্ডে? তিনটে ভাষা জানে, অর্থাৎ লেখাপড়া ভালোই শিখেছে, মাথাটাও ফেলনা নয়। আভাসে জিজ্ঞেস করে জাতীয়তা সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু জানা গেল না। তবে টাইটেলের মতো গাড়িটাও ইটালিয়ান। মাফিয়া পরিবার-গুলোর কথা মনে পড়ে গেল রানার। চর হিসেবে এ-ধরনের মেয়েকে ভাড়া করে ওরা।

সাইরেন বাজিয়ে পুলিশ হাজির হবার আগেই নিজের গাড়িতে ফিরে এলো রানা, লুকিয়ে রাখলো ব্যাটনটা—যে-কোনো দেশেই

এটা একটা অবৈধ অস্ত্র। জেরা করা হলো ওকে, একটা জবান-বন্দীতে সই করতে বলা হলো। ‘এবার আপনি পেট্রল নিয়ে চলে যেতে পারেন,’ পুলিশ অফিসার জানালো। ‘তবে চলতি মাসে কোথায় থাকবেন তার ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিয়ে যান, প্লিজ।’ লণ্ডনের একটা ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিলো রানা। ঘণ্টা দেড়েক দেরি হয়ে গেল ওর।

অকুস্থল ত্যাগ করলো রানা, রোজিনা টরটেলিনিকে তখনো জেরা করা হচ্ছে। স্থান ত্যাগ করলেও, সারা মন জুড়ে অদ্ভুত একটা অস্বস্তি বোধ করলো রানা। রাহাত খানের ইস্পাত কঠিন দৃষ্টির কথা ভাবলো, মনে পড়ে গেল ফেরির ব্যাপারটা।

মাঝরাতের খানিক পর মেজ আর স্ট্রাসবর্গের মাঝখানে ই-টৌয়েনটিফাইভে রয়েছে রানা। ট্যাংকটা আবার ভরে নিয়েছে ও, ফ্রেঞ্চ সীমান্তে দু'কাপ কফি খেয়েছে।

রাস্তা প্রায় খালিই বলা চলে, তাই চার কিলোমিটার দূরে থাকতেই সামনের গাড়িটার পিছনের লাল আলো দেখতে পেলো রানা। স্পীড বাড়িয়ে ওটাকে পাশ কাটালো ও। ঘণ্টায় একশো দশ কিলোমিটারে ছুটছে মুলসেন। সাদা, প্রকাণ্ড বি-এম-ডব্লিউ-র গতি ঘণ্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার, রাস্তার কিনারা ঘেঁষে যাচ্ছে।

পাশ কাটাবার আগে, অভ্যেসবশতঃ গাড়িটার নাম্বার প্লেটের ওপর চোখ বুলালো রানা। প্রথমে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাজ ডি, তারপর সংখ্যা। ডি মানে গাড়িটা জার্মান।

এক কি দেড় মিনিট পর সতর্ক হয়ে উঠলো রানা। বি-এম-ডব্লিউ স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে, সরে আসছে সেন্ট্রাল লেন-এ, তবে

যতোটা সম্ভব কাছাকাছি থাকছে মুলসেনের। দূরত্ব বারবার কমবেশি হলো, পাঁচশো মিটার থেকে একশো মিটারের মধ্যে। নিঃসন্দেহ হবার জন্যে মুলসেনের গতি বাড়িয়ে দিলো রানা।

একশো ত্রিশ। একশো চল্লিশ। তারপরও তুটো গাড়ির মাঝখানে দূরত্ব বাড়ছে না। ঘণ্টায় একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার তুললো রানা। তারপরও তিনশো মিটার পিছনে লেগে থাকলো বি-এম-ডব্লিউ।

শুরু হলো কপালের তু'পাশে বিরক্তিকর ব্যথা। প্রফেসর আশরাফুল হকের কথাটা মনে পড়ে গেল, সংকটে পড়লে টের পাবেন।

স্ট্রাসবর্গ কাছে চলে এসেছে, আর মাত্র পনেরো কিলোমিটার দূরে। এই সময় আরো একজোড়া হেডলাইট দেখতে পেলো রানা। প্রথম লেনে রয়েছে গাড়িটা, সরাসরি ওর পিছনে। ঝড়ের বেগে কাছে চলে আসছে।

মুলসেনকে একশো পঞ্চাশে ধরে রাখলো রানা। বি-এম-ডব্লিউ তিনশো কি সাড়ে তিনশো মিটার পিছনে। তৃতীয় গাড়িটা দ্রুত এগিয়ে আসছে।

মাঝখানের লেনে সরে এলো রানা, ঘন ঘন তাকাচ্ছে সামনের রাস্তা আর রিয়ার-ভিউ মিররে। আগের চেয়ে একটু পিছিয়ে পড়লো বি-এম-ডব্লিউ। ওটার পিছন থেকে রকেট গতিতে ছুটে এলো জোড়া হেডলাইট। ছোট্ট কালো গাড়িটা স্যাৎ করে পাশ কাটালো বেণ্টলিকে, সামান্য ঝাঁকি খেলো সেটা। সন্দেহ নেই, একশো সত্তর কিলোমিটার স্পীডে ছুটছে কালোটা। মুলসেনের আলোয় গাড়িটার নাম্বার প্লেট মাত্র পলকের জন্যে দেখতে পেলো

রানা, শুকনো কাদা লেগে ঢাকা পড়ে আছে। মনে হলো সুইস নাম্বার। এক নিমেষে দূরে সরে গেল কালো গাড়ি, তবে রানা প্রায় নিশ্চিত যে রিয়ার প্লেটের ডান দিকে একটা টিসিনো ক্যান-টন শীল্ড দেখেছে ও। যদিও গাড়িটা কি দেখার সময় হলো না।

ওর পিছনে মাত্র কয়েক মুহূর্ত থাকলো বি-এম-ডব্লিউ। গতি কমে যাচ্ছে, পিছিয়ে পড়ছে দ্রুত। তারপর রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ ধাঁধানো লাল আগুন বিস্ফোরিত হতে দেখলো রানা, ওর ঠিক পিছনে, মাঝখানের লেনে। শক ওয়েভে ঝাঁকি খেলো বেণ্টলি মুলসেন। আয়নায় চোখ রেখে বি-এম ডব্লিউ-এর আগুন ধরা বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে হাইওয়ের ওপর নাচানাচি করতে দেখলো ও। দৃশ্যটা শ্বাসরুদ্ধকর হলেও, সামনেও একটা চোখ রেখেছে রানা। ইতিমধ্যে রহস্যময় কালো গাড়িটার টেইল লাইটও অদৃশ্য হয়েছে। রাস্তার সরল বিস্তৃতির দু'দিকে যতোদূর দৃষ্টি চলে, বেণ্টলি মুলসেনই একমাত্র সচল গাড়ি।

স্পীড কমিয়ে এনেছিল, আবার বাড়ালো রানা। রাতের এই সময়, বিশেষ করে নির্জন রাস্তায়, থামার কোনো ইচ্ছে নেই ওর। তারপর, হঠাৎ করেই উপলব্ধি করলো, আজ সারাদিন ব্যাখ্যাহীন ঘটনা-দুর্ঘটনা ওকে নার্ভাস করে তুলেছে। ওর চারপাশে একের পর এক এ-সব কি ঘটছে, ওর কোনো ধারণা নেই। নাকি বোঝার মতো যথেষ্ট সূত্র থাকলেও, মাথায় ঢুকছে না? সত্যিই কি তাহলে ভোঁতা হয়ে গেছে মাথাটা? অন্তত কপালের দু'পাশে ব্যথাটা কমেনি।

রাত একটা এগারোয় স্ট্রাসবর্গে পৌঁছুলো রানা। প্লেস সেইণ্ট-

পিয়েরে-ল-জিউন-এর কাছাকাছি এসে লক্ষ্য করলো, টহলপুলিশের একটা গাড়ি ওর ফেলে আসা পথের দিকে যাচ্ছে, গতি মন্থর। হোটেল ক্রিলন-এর বাইরে থামলো রানা। একজন দারোয়ান গাড়ির দরজা খুলে দিলো, পোর্টার এগিয়ে এসে বের করে নিলো ব্যাগেজগুলো। লবিতে রিসেপশনিস্ট ছাড়া আর মাত্র দু'জন লোক বসে আছে, তিনজনই ঝিমুচ্ছে। চোখ কচলে রিসেপশনিস্ট হুঁ-হঁ্যা করলো শুধু। সোফায় বসা লোক দু'জন সম্ভবত কারো জন্যে অপেক্ষা করছে। রানা তাদের দিকে বার দুয়েক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেও, ওর উপস্থিতি সম্পর্কে দু'জনের একজনকেও সচেতন বলে মনে হলো না। রিসেপশনিস্ট জানালো, হ্যাঁ, মঁশিয়ে রানার জন্যে একটা স্যুইট রিজার্ভ করা আছে। চাবি নিয়ে সরাসরি নিজের স্যুইটে গেল না রানা, বেরিয়ে এসে নিজেই প্রাইভেট পার্কিং-এ রেখে এলো গাড়িটা।

আবার যখন লবিতে ঢুকলো রানা, দেখলো সোফায় বসা দু'-জনের মধ্যে একজন নেই। বার-এর দরজাটা খোলা, উঁকি দিয়ে সেখানেও কাউকে দেখলো না ও। প্রৌঢ় পোর্টার ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, রানাকে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে চোখে প্রশ্ন নিয়ে সে-ও রিসেপশনিস্টের দিকে বার দুয়েক তাকালো, তবে রিসেপশনিস্ট ইতিমধ্যে আবার চোখ বুজে ঝিমাতে শুরু করেছে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছে রানা, সামনে পোর্টার। কি ভেবেছে কে জানে, ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে একবার তাকালো লোকটা। প্রশ্ন করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো রানা।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা থাকার জন্যে স্যুইটটা অসম্ভব বড় বলে মনে

হলো ওর। সিটিংরুমে ঝুড়ি ভর্তি আপেল আর আঙুর দেখে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো। ছোট্ট একটুকরো কাগজে লেখা রয়েছে, হোটেল ম্যানেজারের তরফ থেকে উপহার। সতর্ক হওয়া উচিত, নাকি খুশি, ঠিক বুঝতে পারলো না রানা। হোটেল ক্রিলনে আগে কখনো ওঠেনি ও। মোটা বখসিস পেয়ে হাসলো প্রৌঢ় পোর্টার। ফিসফিস করে বললো, 'ঘটনাটা সত্যি অদ্ভুত, মঁশিয়ে রানা।'

'তাই?' রানার মুখে নরম হাসি। 'ঠিক কি ঘটেছে?'

'আমাকে দু'বার ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক, আপনি পৌঁচেছেন কিনা,' বললো পোর্টার, 'কিন্তু আপনি আসার পর হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। যেন পালিয়ে গেলেন।'

'বোধহয় আমাকে দেখেনি।'

'হতে পারে,' তাড়াতাড়ি বললো প্রৌঢ়। 'তা হতে পারে।' চেহারায় অপ্রস্তুত ভাব নিয়ে বিদায় নিলো লোকটা।

দরজা বন্ধ করে পায়চারি শুরু করলো রানা। এটাও কি কাক-তালীয় একটা ব্যাপার? বুঝতে পারছে, কাল আবার রওনা হতে হলে রাতটুকু ঘুমানো দরকার। তার আগে অবশ্য কয়েকটা কাজ সারতে হবে। প্রথম কাজ ক্লান্তি দূর করা। শাওয়ার সেরে রুম-সার্ভিসকে ডেকে ভদকা দিতে বললো ও। খুব কড়া কিছু না হলে চলবে না। অন্তত কপালের ব্যথাটাকে তাড়ানো দরকার।

আবার পায়চারি শুরু করে ভাবছে রানা। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো বুড়োর ওপর। কিছু একটা ঘটছে। সবটা যদি না-ও হয়, অনেকটাই তিনি জানেন। অথচ বিন্দু-বিসর্গ কিছুই ওকে জানান-নি। ওর ওপর এটা একধরনের অন্যায়। ওকে সম্পূর্ণ অন্ধ-

কারে রাখার কোনো মানে হয় না।

তিন মিনিটের মাথায় নক হলো দরজায়। এক হাতে দরজার হাতল ধরলো রানা, নাইন-এমএম ধরা অপর হাতটা থাকলো পিছনে। দরজা খুলে দেখলো, হাতে ট্রে, চোখে ঘুম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রুম-সার্ভিস। প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশংকা করছে ও, মেয়েটাকেও সন্দেহ হলো। রুম সার্ভিস এতো সুন্দরী আর অল্পবয়েসী কেন?

দরজার কাছ থেকে নড়লো না রানা, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেয়েটির প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করলো। নিচু টেবিলে ট্রে-টা নামিয়ে রেখে ঘুরলো সে। সোজা হেঁটে এসে রানার সামনে দাঁড়ালো। 'যখন যা দরকার, একটা ফোন করলেই হবে, মঁশিয়ে,' বললো সে। রানার গম্ভীর চেহারা লক্ষ্য করে হাসতে গিয়েও হাসলো না, মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

ভদকার গ্লাসটা নিয়ে বেডরুমে চলে এলো রানা। দুটো ব্রিফ-কেসের একটা খুলে ভেতর থেকে অত্যাধুনিক স্ক্র্যাম্বলিং ইকুইপমেণ্ট বের করলো, অভ্যস্ত হাতে টেলিফোনের সাথে জোড়া লাগালো সেটা। গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে ডায়াল করলো লণ্ডনে, ইউনি-ভার্সাল ট্রেড সেণ্টারের নম্বরে। বি. সি. আই.-এর লণ্ডন শাখার কাভার ওটা।

ওর কথা ধৈর্য ধরে শুনে গেল ডিউটি অফিসার। তিনটে ঘটনার কথা রিপোর্ট করলো ও। সংক্ষেপে রিপোর্ট দিতে হলো, কারণ লাইনে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে রুম-সার্ভিসকে আবার ফোন করলো রানা। সাড়া দিলো একটি

মেয়েলি কণ্ঠ। সকাল আটটায় ওর ঘুম ভাঙাতে হবে, বলে রিসিভার রেখে দিলো ও।

দিগম্বর হলো রানা। বিছানায় লম্বা হয়ে চাদরটা টেনে নিলো বুকের ওপর। সারাদিন গাড়ি চালিয়ে ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; ঘুম দরকার। কিন্তু এক এক করে মনে পড়তে শুরু করলো ঘটনাগুলো। রাহাত খানের চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। তারপর অসটেণ্ড ফেরি থেকে সাগরে পড়ে নিখোঁজ হলো দু'জন লোক। চোখের সামনে ভেসে উঠলো ফিলিং স্টেশনের দৃশ্যটা, দু'জন গুণ্ডা মেয়েটাকে চেপে ধরেছে। কোনো প্রশ্নেরই স্পষ্ট উত্তর দেয়নি রোজিনা। নির্জন রাস্তায় বিস্ফোরিত হলো একটা গাড়ি। হোটেলে পা দিয়েই শুনলো ওর পৌঁছুতে দেরি হচ্ছে দেখে কেউ একজন অস্থিরতায় ভুগেছে। অথচ ওকে আসতে দেখার পর চুপিসারে কেটে পড়েছে লোকটা।

ঘুম হারাম হয়ে গেল রানার। এতোগুলো ঘটনা, কাকতালীয় হতে পারে না। অজানা একটা ভয় কুরে কুরে খেতে লাগলো ওকে।

দুই

সকালের রুটিন অনুসারে ঘেমে নেয়ে উঠলো রানা—ভি-সিটাপ করলো বিশবার, পঞ্চাশবার ওঠ-বস করলো, স্টেশনারি রানিং করলো বিশ মিনিট, হাত দিয়ে পায়ের আঙুল ছুঁলো পঞ্চাশবার।

শাওয়ার সারার আগে রুম সার্ভিসকে ডেকে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলো, পনেরো মিনিট পর পৌঁছুনো চাই। শুধু গমের আটার তৈরি দুই স্লাইস ব্রেড, সাথে মাখন, আর যদি সম্ভব হয় টিপট্রি লিটল স্কারলেট জ্যাম বা কুপার'স অক্সফোর্ড মারমালেড। দুঃখিত, মঁশিয়ে, আমাদের এখানে আপনি কুপার পাবেন না, তবে টিপট্রি আছে। ডি ব্রাই কফি পাওয়া যাবে না ধরে নিয়ে দু'একটা প্রশ্ন করলো রানা, শেষ পর্যন্ত ওদের স্পেশাল ব্লেণ্ড-এ রাজি হলো।

প্রথমে অত্যন্ত গরম, তারপর হিম শীতল পানিতে শাওয়ার সারলো রানা। রাতে ভালো ঘুম হয়নি, তবু ঝরঝরে হয়ে গেল শরীরটা। অভ্যাসের ভক্ত, সাধারণত পরিবর্তন পছন্দ করে না ও, তবে ইদানীং সাবান আর শ্যাম্পুর বদলে ডানহিল ব্লেণ্ড থারটি

ব্যবহার করছে, জিনিসটার পুরুষসুলভ গন্ধটা পছন্দ করে। তোয়ালে দিয়ে গা মোছার পর সারা শরীরে কোলন ঘষলো ভালো করে। সিল্কের ট্র্যাভেলিং হ্যাপি-কোট পরে বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে, এক মিনিট পর নক হলো দরজায়।

ব্রেকফাস্টের সাথে স্থানীয় দৈনিকটাও পৌঁছুলো। বি-এম-ডব্লিউ অর্থাৎ সেটার অবশিষ্ট জঞ্জাল সামনের পাতায় বড় করে ছাপা হয়েছে। হেডলাইনে লেখা হয়েছে: 'অপরাধী চক্রগুলোর এই অঘোষিত যুদ্ধ থামাতে হবে।' খবরটা পড়লো রানা। গত কয়েক হপ্তা ধরে গোটা ফ্রান্সে ব্যাপক বোমাবাজি শুরু হয়েছে, প্রথমে তার একটা বর্ণনা। অপরাধী চক্রের যারা খুন হয়েছে তাদের একটা তালিকা দিতেও ভুল করেনি রিপোর্টার। তারপর লিখেছে, এভাবে চলতে দিলে শান্তিপ্রিয় সাধারণ নাগরিকদের বেঁচে থাকা দুষ্কর হবে। সবশেষে কাল রাতের বিস্ফোরণ সম্পর্কে লেখা হয়েছে। তেমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িটা পিটার ব্রনসনের নামে রেজিস্ট্রি করা। ভদ্রলোক একজন জার্মান ব্যবসায়ী, ফাইবার্গ-এর বাসিন্দা।

গাড়িতে মাত্র একজনই ছিলো, ড্রাইভার। হের পিটার ব্রন-সনের বাড়িতে খোঁজ নেয়া হয়েছে। ভদ্রলোক নিখোঁজ রয়েছেন। গাড়ির পুড়ে যাওয়া লাশটা সম্ভবত তাঁরই, তবে সনাক্ত করার কোনো উপায় নেই। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে। রহস্যময় কালো গাড়ি বা বেণ্টলি মুলসেন সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

দৈনিকটা পড়া শেষ করার সময় দু'কাপ কালো কফি খেলো রানা, চিনি ছাড়া। সিদ্ধান্ত নিলো, জার্মানীতে ঢোকার পর আজ

ওর ফ্রাইবার্গ শহরটাকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। আবার সীমান্ত পেরুবে ব্যাসলে। সুইটজারল্যাণ্ডে ঢোকার পর সরাসরি টিসিনো ক্যানটন-এর লেক ম্যাগিওর-এ যাবে, রাত কাটাবে লেকের সুইচ প্রান্তে ছোট্ট ট্যুরিস্ট ভিলেজে। তারপর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ইটালিতে ঢুকবে ও, অটোস্ট্রাডাস ধরে পৌঁছুবে রোমে।

অজয় আর সুপ্রিয়ার চেহারা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। সুখী একটা দম্পতি, ওদেরকে দেখলেই ঈর্ষা হয় রানার। যদিও শুধু অজয়ের সাথেই বন্ধুত্ব রানার, সুপ্রিয়াকে পছন্দ করলেও তার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ বা ইচ্ছে কোনোটাই হয়নি ওর। অজয়ের সাথে বন্ধুত্বটা আজকের নয়, অনেকদিনের পুরনো। ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট হলেও, অজয়কে বিশ্বাস করে রানা। তাছাড়া বি. সি. আই.-এর গোপন রিপোর্টেও বলা হয়েছে, অজয় মুখার্জিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়।

ধ্যেৎ, নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলো রানা। প্রিয় বন্ধু সম্পর্কে এ-ধরনের চিন্তা-ভাবনা খানিকটা অপরাধবোধের জন্ম দিলো মনে। অজয় তার বন্ধু, এটাই বড় কথা, তার সম্পর্কে কারো সার্টিফিকেট না পেলেও চলে।

অনেকদিন পর সুযোগ পাওয়া গেছে, অজয় আর সুপ্রিয়াও জেদ ধরেছে, কাজেই রোমে পৌঁছে ওদের বাড়িতেই উঠবে রানা। প্রসঙ্গ রোম, কাজেই মনে পড়ে গেল বি. সি. আই.-এর রোম প্রতিনিধি ছুটি নিয়ে ঢাকায় গেছে, সম্ভবত আবহাওয়া বদলের কারণে সর্দি লেগে শয্যাশায়ী।

আজকের রাস্তাটা ভালো, দুপুরের পর রওনা হলেও চলে।

আশপাশটা ঘুরে দেখা হবে, খানিক বিশ্রামও নেয়া যাবে। তবে দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো গুডবাই ক্লিনিকে ফোন করে রাঙার মা'র খবর নেয়া।

এক আর নয় ডায়াল করলো রানা, ফ্রান্স থেকে বিদেশে কল করার কোড। এরপর ডায়াল করলো ছয় আর এক, অস্ট্রিয়ান টেলিফোন সিস্টেমের সাথে সংযোগ পাবার জন্যে। সবশেষে গুডবাই ক্লিনিকের নম্বর ঘোরালো।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই লাইনে এলেন ডাঃ হ্যাগেনবাচ। 'গুড মর্নিং, মিঃ রানা। আপনি ভালো তো? বেলজিয়াম থেকে বলছেন, তাই না?'

বিনীত সুরে রানা তাকে জানালো, বেলজিয়াম নয়, ফ্রান্সে রয়েছে ও, কাল থাকবে সুইটজারল্যাণ্ডে, পরদিন ইটালিতে। বলার পর বুঝলো, এতো কথা না বললেও চলতো। মাথাটা যে ঠিকমতো চলছে না, এটা কি তার একটা প্রমাণ নয়? আপনমনে হাসলো রানা।

'লোকে যেমন বলে, প্রচুর রাবার পোড়াচ্ছেন আপনি, মিঃ রানা,' রসিকতার সুরে বললেন ডাঃ হ্যাগেনবাচ। ভদ্রলোক ছোটোখাটো হলে কি হবে, তাঁর কণ্ঠস্বরটা অসম্ভব ভারি আর ভরাট, কথাও বলেন প্রায় চিৎকার করে। ক্লিনিকের ভেতর-রুমে কথা বলেন, বাইরে থেকে তাঁর গলা পাওয়া যায়। কৌতুক করে নার্সরা তাঁর নাম রেখেছে, লাউডস্পীকার।

রাঙার মা'র খবর জানতে চাইলো রানা।

পাল্টা প্রশ্ন করলেন ডাঃ হ্যাগেনবাচ, 'কিছু যদি মনে না করেন,

মিঃ রানা, আব্বা শব্দটার মানে কি বলবেন আমাকে ?'

'বাপ ও ছেলে দুটোই,' হাসিমুখে বললো রানা। 'কেন ?'

'আমার রোগিণী শুধু আব্বা আব্বা করেন। যদি বলি আব্বা ভালো আছেন, সুস্থ হয়ে গেছেন এই দাবি করে উনি বলেন এখুনি আমাকে দেশে পাঠিয়ে দাও। আর যদি বলি, আব্বা একটু অসুবিধের মধ্যে আছেন, চোখে পানি নিয়ে বলেন, এখুনি আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন ডাঃ হ্যাগেনবাচ। 'ওষুধ, পথ্য যাই বলুন, আপনিই তার সব, মিঃ রানা। এমন মেইড-সারভেন্ট গোটা পৃথিবীতে বিরল, বিলিভ মি। বাড়িয়ে বলছি না, বিরল আপনার মতো মনিবও। সত্যি পরস্পরের প্রতি আপনাদের দরদ আছে।'

'রাঙার মা'র কথা আপনারা বুঝছেন কিভাবে ?' মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো রানা। 'ইংরেজি, জার্মান কিছুই তো জানে না সে।'

'এখানে একটু রহস্য করার সুযোগ রয়েছে,' সহাস্যে বললেন ডাঃ হ্যাগেনবাচ, 'তবে তা করবো না। শুনুন তাহলে,' করবেন না বলেও রহস্যের সুরে বলে গেলেন তিনি, 'আমরা একজন অনুবাদক পেয়েছি, যিনি আমার রোগিণীর বাংলা জার্মান ভাষায় তরজমা করে শোনাচ্ছেন আমাদেরকে।'

'ও, আচ্ছা,' বলে রানা জিজ্ঞেস করলো, 'রাঙার মা'র সাথে কথা বলা যাবে, ডাঃ হ্যাগেনবাচ ?'

'এইমুহূর্তে ? দুঃখিত, না। ট্রিটমেন্ট চলছে কিনা, টেলিফোনে কথা বলতে পারবেন না। আজই, পরে এক সময়, আপনি যদি

আবার কল করেন, লাইন দেবো।'

মনে মনে একটা হিসাব করলো রানা। তারপর বললো, 'ঠিক আছে, যদি সুযোগ হয়, সুইটজারল্যাণ্ড থেকে ফোন করবো আবার।' ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার রেখে দিতে যাচ্ছিলো রানা, ডাঃ হ্যাগেনবাচ বাধা দিলেন ওকে।

'একমিনিট, প্লিজ। অনুবাদক ভদ্রমহিলার সাথে কথা বলবেন না? উনি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, মিঃ রানা। নিন, কথা বলুন।' ভদ্রলোকের চাপা হাসির আওয়াজ পেলো রানা।

ওকে অবাক করে দিয়ে অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো অতি পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর। 'স্যার, আমি শায়লা বলছি। কেমন আছেন আপনি?' শায়লা শারমিন, রানার পার্সোনাল সেক্রেটারী।

'তুমি, শায়লা? তুমি গুডবাই ক্লিনিকে কি করছো?'

'কেন,' পাল্টা প্রশ্ন করলো শায়লা, 'বস্ আপনাকে কিছু বলেন-নি, স্যার? আমিও তো আপনার মতো ছুটিতে আছি। আমার অনেকদিনের স্বপ্ন ইউরোপ ট্যুর করার, তাই বেরিয়ে পড়লাম। সালজবার্গে এসে ভাবলাম, এসেই যখন পড়েছি, রাঙার মা'কে একবার দেখে যাই। বুড়ি খুব ভালো আছে, স্যার। আপনি চিন্তা করবেন না।'

শায়লা খুব উত্তেজিত ও হাসিখুশি। রানা গম্ভীর ও চিন্তিত। 'বলছো ছুটিতে আছো? জিজ্ঞেস করতে পারি, ছুটি নিয়ে তুমি কোথায় যাবে না যাবে সেটা আমাকে বসের কাছ থেকে শুনতে হবে কেন? প্ল্যানটা নিশ্চয়ই অনেকদিনের পুরনো, আমি কেন জানিনি?'

'না, স্যার! ইচ্ছেটা পুরনো, প্ল্যানটা নতুন। বলতে পারেন, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছি, তাই আপনাকে বলা হয়নি। আপনি ঢাকায় নেই, অফিসেও তেমন কাজ নেই, লম্বা এক মাসের ছুটি পেয়ে গেলাম, তাই···।'

খোলা লাইন, সরাসরি কোনো প্রশ্ন করা যায় না। কেউ আড়ি-পেতে শুনছে কিনা কে জানে। 'ক'দিন থাকছো সালজবার্গে?'

'চারপাশটা ঘুরে ফিরে দেখতে যে ক'দিন লাগে।'

এড়িয়ে যাওয়া উত্তর, ভাবলো রানা। 'তারপর? নাকি তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো হয়ে যাচ্ছে?'

'ছি-ছি, কি যে বলেন! নাক গলানো হবে কেন! আসলে, স্যার, এখনো কিছু ঠিক করিনি কোথায় যাবো। সুইটজারল্যাণ্ডে যেতে পারি। রোমে তো যাবোই। স্যার, আপনার সাথে আমার দেখা হতে পারে না?'

'তুমি একা, শায়লা? নাকি সাথে কোনো বয়-ফ্রেণ্ড আছে?'

'ন্‌না! সম্পূর্ণ একা। বলতে পারেন, নিঃসঙ্গ। স্যার, আপনার সাথে···।'

'বোধ হয়, না। সম্ভবত আমার কাছ থেকে দূরে থাকাই ভালো হবে তোমার জন্যে। শায়লা, সাবধানে থেকো।' ইঙ্গিতে সতর্ক করার চেষ্টা করলো রানা।

'কেন, এ-কথা কেন বলছেন, স্যার?'

মেয়েটা দেখছি ভারি বোকা, ভাবলো রানা। ইঙ্গিত বোঝে না। 'বলছি এই কারণে যে তোমার মতো সুন্দরী একটা মেয়ে ইউরোপিয়ান রোমিওদের চোখে পড়ে যেতে পারে।'

'আমি ভয় পাবার মেয়ে নই, স্যার। আপনি জানেন, নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় শেখা আছে আমার। শুনুন, আসল কথা-টাই বলা হয়নি। রাঙার মা আমাকে নিজের হাতে বেগুন দিয়ে শুঁটকি রান্না করে খাইয়েছে। ইস, কি যে মজা লাগলো! স্যার, ক্লিনিকে কবে আসছেন আপনি?'

এবার এড়িয়ে গেল রানা, 'ঠিক নেই।' তারপর বিপদের আভাস দেয়ার জন্যে বললো, 'রাস্তাঘাট বিশেষ সুবিধের নয়, পৌঁছুতে দেরি হয়ে যেতে পারে। তোমাদের ওদিকের সব খবর ভালো তো?'

'আমাদের···হ্যাঁ, ভালো।'

রাঙার মা'কে দেখতে গেছে বলে শায়লাকে ধন্যবাদ জানালো রানা, তারপর আরেকবার সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়ে রিসি-ভার নামিয়ে রাখলো। সালজবার্গে শায়লার আকস্মিক উপস্থিতি, বলতে চাও এটাও একটা কাকতালীয় ঘটনা? যেন নিজেকেই চ্যালেঞ্জ করলো রানা। বুড়োর অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকানোর সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই?

মাথা ঘামিয়ে কোনো ফায়দা হচ্ছে না বুঝতে পেরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সব ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো রানা। ব্রিফকেস গুছিয়ে রেখেছে ও। খোলা জানালা পথে উজ্জ্বল, মিষ্টি রোদ ঢুকছে কাম-রায়। চারপাশটা একবার ঘুরে দেখে নিলে মন্দ হয় না, ভাবলো ও। গাড়িটাও চেক করা দরকার। তারপর এক কাপ কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়বে। লবিতে নামার সময় উপলব্ধি করলো রানা, ছুটিটা কি রকম দরকার ছিলো ওর। সারাটা বছর শরীরের ওপর দিয়ে

সাংঘাতিক ধকল গেছে। তারপর অপারেশন। তবে সিদ্ধান্তটা সঠিক হয়েছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছে না এখনো, ঢাকা থেকে অল্প দূরে কোথাও ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় কোনো গ্রামে গেলেই হয়তো ভালো করতো।

লবিতে নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করলো ওর। পরিচিত লাগলো একটা মুখ, চোখের কোণে ধরা পড়েছে। সময়মতো নিজেকে সামলে নিতে পারলো রানা, আচরণে কোনো পরিবর্তন ঘটলো না। লবির মাঝখান দিয়ে এগোলো ও। লবির ভেতর পাশাপাশি কয়েকটা দোকান, কাঁচ ঘেরা জানালার সামনে দাঁড়ালো। রিসেপশন ডেস্কের কাছাকাছি বসা লোকটার প্রতিচ্ছবি পরিষ্কার দেখতে পেলো।

রানাকেও সে দেখেছে কিনা ভাব দেখে বোঝা গেল না। সোফার ওপর বসে আছে, চোখের সামনে মেলে ধরা গতকালের হেরাল্ড ট্রিবিউন। লোকটা বেঁটে, টেনেটুনে চার ফুট দু'ইঞ্চি হতে পারে। অত্যন্ত দামী, নিখুঁতভাবে কাটা স্যুট পরে আছে সে। দুনিয়ার প্রায় সব খাটো লোকদের চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ছাপ থাকে, এর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বেঁটে লোকদের প্রতি এক ধরনের সমীহ আছে রানার, সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করে। সাধারণত বুদ্ধিমান এবং একরোখা হয় ওরা, কেউ কেউ নির্দয়। অনেককেই রানা দেখেছে, নিজেদের উপস্থিতি ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্যেই যেন বেঁচে আছে।

জানালার কাঁচে লোকটাকে দেখে পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হলো রানা। দোকানের সামনে থেকে সরে এলো ও। সরু মুখটা শকুন-

সুলভ, চোখে হিংস্র জানোয়ারের চঞ্চল দৃষ্টি। কিন্তু, ভাবলো রানা, দা র‍্যাট ওরফে আলডো বেলি স্ট্রাসবর্গে কি করছে?

বছর কয়েক আগে ছড়ানো একটা গুজবের কথা মনে পড়ে গেল রানার। আমেরিকান সরকারী এজেন্সির মিথ্যে পরিচয় দিয়ে কে. জি. বি. একবার নাকি আলডো বেলিকে ব্যবহার করেছিল নিউ ইয়র্কে।

আণ্ডারগ্রাউণ্ডে তার পরিচয় দা র‍্যাট, এনফোর্সার। এনফোর্সার মানে কিলার, খুনী। ভাড়াটে তো বটেই, তবে শুধুমাত্র নিউ ইয়র্কের একটা মাফিয়া পরিবারের হয়ে ভাড়া খাটে। দুনিয়ার প্রায় সব ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি ও পুলিশ হেডকোয়ার্টারে তার ফটো আর রেকর্ড আছে। এ-ধরনের মুখ চিনে রাখা রানার পেশার একটা অংশ, যদিও যতোটা না এসপিওনাজ জগতে তারচেয়ে বেশি ক্রাইম জগতেই বিচরণ করে আলডো বেলি। কুখ্যাত এই খুনীটার স্ট্রাসবর্গে উপস্থিতিও কি আরেকটা দৈব-দুর্ঘটনা?

লবি থেকে বেরিয়ে পিছন দিকে একবারও তাকালো না, পার্কিং এরিয়ায় চলে এলো রানা। খুঁটিয়ে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চেক করলো বেণ্টলি মুলসেন। ডিউটিরত লোকটাকে বললো, আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়িটা নিতে আসবে ও। হোটেলের কোনো লোক যেন ওটা না সরায়। সত্যি কথা বলতে কি, হোটেল স্টাফদের মধ্যে ওকে নিয়ে বিরূপ গুঞ্জন উঠেছে। গাড়ির চাবি ডেস্কে রেখে যেতে রাজি হয়নি ও।

হোটেল থেকে বেরুবার সময় কুৎসিতদর্শন কালো গাড়িটা রানার চোখ এড়ালো না। হোটেলের সামনে পার্ক করা হয়েছে, ভেতরে

বা আশপাশে কাউকে দেখা গেল না। তিন নম্বর সিরিজের পোর্শে নাইন-ওয়ান-ওয়ান টার্বো। পিছনের প্লেটে শুকনো কাদা থাকলেও, টিসিনো ক্যানটন ডিস্ক পরিষ্কার দেখা গেল। বি-এম-ডব্লিউ বিস্ফোরিত হবার সামান্য আগে মোটরওয়েতে যে-ই ওকে ওভার-টেক করে থাকুক, লোকটা এখন হোটেল ক্রিলনে রয়েছে। স্ট্রাস-বর্গ ত্যাগ করার সময় হয়েছে, উপলব্ধি করলো রানা। ভীতিকর ছোট্ট কালো মেঘটা আকারে আরো একটু বড় হয়েছে।

হোটেলে ফিরে এসে লবিতে আলডো বেলিকে দেখলো না রানা। কাল রাতে সোফায় বসে থাকা লোকটার সাথে কি কোনো সম্পর্ক আছে বেলির? কারো ওপর নজর রাখার জন্যে একাধিক লোক দরকার হয়।

নিজের স্যুইটে ফিরে এসে লণ্ডনে, ইউনিভার্সাল ট্রেড সেণ্টারে আবার ফোন করলো রানা, এবারও স্ক্র্যাম্বলার ইকুইপমেণ্ট ব্যবহার করলো। এমনকি ছুটির সময়ও, দা র‍্যাটের মতো কুখ্যাত একজন খুনীর উপস্থিতি রিপোর্ট করা ওর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বিশেষ করে, নিজের বিচরণক্ষেত্র ছেড়ে হায়েনাটা যখন এতো দূরে চলে এসেছে।

বিশ মিনিট পর। ছুটছে বেণ্টলি। হুইল ধরে বসে আছে রানা। জার্মান সীমান্তের দিকে যাচ্ছে ও। রাস্তায় অনেক গাড়ি, কেউ পিছু নিয়েছে কিনা বোঝা গেল না। সীমান্ত পেরুলো ও, কিছুই ঘটলো না। ফ্রাইবার্গের কিনারা ঘেঁষে ছুটলো গাড়ি। ওর সাথেই আরো তিনটে গাড়ি সীমান্ত পেরিয়ে জার্মানীতে ঢুকেছে। সবচেয়ে কাছে, ওর পাঁচশো মিটার পিছনে, একটা জাপানী গাড়ি। চালাচ্ছে এক

বৃদ্ধা। তারপর একটা আমেরিকান গাড়ি. সীমান্তে অপেক্ষা করার সময় আরোহীদের দেখেছে রানা, প্রৌঢ় এক মার্কিন দম্পতি। একেবারে পিছনে রয়েছে একটা ফরাসী গাড়ি, সিত্রোঁ। কে চালাচ্ছে, ক'জন আরোহী, রানার কোনো ধারণা নেই।

বিকেলে আবার সীমান্ত পেরুলো রানা, ব্যাসল-এ। ইতিমধ্যে পিছনের তিনটে গাড়িই অদৃশ্য হয়েছে। তবে নতুন আরো ক'টা গাড়ি রয়েছে সামনে ও পিছনে। কেউ ওর ওপর নজর রাখছে কিনা, বলা কঠিন।

আরো কয়েক ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে সেণ্ট গটহার্ড পাস পেরুবার জন্যে কার ট্রেনে চড়লো রানা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, লোকার্নো-র রাস্তা ধরে লেকের ধারে পৌঁছে গেল বেণ্টলি। এরপর আস-কোনা পেরিয়ে এলো রানা। পেশাদার ও সৌখিন, দু'দল শিল্পীর জন্যেই আসকোনা স্বর্গবিশেষ। তারপর ছোট্ট কিন্তু অপরূপ সুন্দর একটা গ্রাম, ব্রিসাগো।

পাহাড়গুলোর গায়ে সবুজ ঘাস যেন মখমলের মতো, রোদ লেগে ঝলমল করছে। একজোড়া পাহাড়ের মাঝখানে যথেষ্ট ফাঁকা সমতলভূমি, একটা পাহাড়ও খুব বেশি খাড়া নয়, যদিও কোনো কোনোটা এতো উঁচু যে মনে হয় আকাশ ছুঁয়েছে। পাহাড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকে সুইস গ্রাম। ছোট্ট জলাশয়, তারই পাশে রঙচঙে ঘর-বাড়ি, যেন পটে আঁকা ছবি। যতোই দক্ষিণে গেল রানা, অদ্ভুত এক পুলকে দেহ-মন ছেয়ে গেল ওর, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভুলিয়ে দিলো সমস্ত উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা। কাল ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো কেমন যেন তাৎপর্য হারিয়ে ফেললো, আজ স্ট্রাসবর্গে দেখা মাফিয়া

পরিবারের ভাড়াটে খুনীটাকে মনে হলো অতীত স্মৃতি।

তবে, লেক ম্যাগিওর-এর দিকে যতোই এগোলো রানা, ওর মনে হতে লাগলো একটা মেয়ে, তার নাম রোজিনা টরটেলিনি, মাত্রা ছাড়ানো আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়ে ওর অহমিকায় খোঁচা দিয়ে গেছে। অন্যায় আশা কিনা জানে না, কিন্তু ওর ব্যক্তিত্ব মেয়েটাকে মোটেও আকৃষ্ট করতে পারেনি বলে মনের কোণে একটা ক্ষোভ অনুভব করলো ও। একটা মেয়ে এতো নির্লিপ্ত হয় কি করে? গুণ্ডাদের হাত থেকে তাকে বাঁচালো রানা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে তার বাধলো কোথায়? রোজিনা হেসেছে বটে, ধন্যবাদও দিয়েছে, কিন্তু সে-সব অন্য প্রসঙ্গে।

লেকের ধারে লাল আর খয়েরী রঙের ছাদ নিয়ে বাড়ি-ঘর দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে আসতে আপনমনে হেসে উঠলো রানা। মনের বিষণ্ণ ভাবটুকু আবার মুছে গেল নিঃশেষে। মন আর মেজাজের এই ঘন ঘন পরিবর্তন লক্ষ্য করলো রানা, তবে উদ্বিগ্ন হলো না। নতুন ওষুধের সাইড এফেক্ট কতো রকমই তো হতে পারে।

স্টেরিও প্লেয়ারে একটা কমপ্যাক্ট ডিস্ক ঢোকালো রানা। প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাথে প্রিয় গানের সুর আনন্দিত করে তুললো ওকে। ও জানে, আনন্দময় মুহূর্তগুলোই জীবনের সঞ্চয়, বাকি সব অর্থহীন জঞ্জাল।

এই দেশটায় ওর প্রিয় অংশগুলো ছড়িয়ে আছে জেনেভার চারদিকে, তাসত্ত্বেও ইটালির সাথে কাঁধ মিলিয়ে থাকা সুইটজার-ল্যাণ্ডের এই প্রান্তটুকুও ভালো লাগে রানার। অনেক বছর আগের কথা, তবু যেন মনে হয় এই তো কাল—লেক ম্যাগিওরের চারদিকে

হাঁটাহাঁটি করে অলস সময় কাটিয়েছে ও, লোকার্নো-তে খেয়েছে জীবনের শ্রেষ্ঠ খাবার, তারপর একদিন, চাঁদের রূপালি আলো ঝরা এক রাতে, মাঝিদের কুপির আলো আর জেলে নৌকার আনাগোনায় জ্যান্ত হয়ে ওঠা পানির কিনারায়, মিলিত হয়েছিল এক ইটালিয়ান কাউন্টেসের সাথে। সে মধুর অভিজ্ঞতা ভোলার নয়।

হোটেলটাও চেনা রানার, খানিক পর গাড়ি নিয়ে যেখানে পৌঁছুবে। চার্চের নিচে, সাইপ্রাস গাছ ঘিরে রেখেছে, পরিবেশটা নিতান্তই ঘরোয়া। হোটেলের কাছেই জেটি, প্রতি ঘণ্টায় স্টীমার ভেড়ে।

সুইটজারল্যাণ্ডে কেউ একবার এলে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে, ট্যুরিস্টরা কেন এতো ভিড় করে এখানে। আহা, বাংলা-দেশে যদি এরকম সুন্দর লেক তৈরি করা যেতো! আমেরিকা আর ইউরোপ যদি সব পেয়েছির দেশ হয়, বাংলাদেশকে বলতে হবে সব হারানোর দেশ। কি নেই আমাদের, ভাবলো রানা। আছে সবই, কিন্তু সাজানোর গরজ নেই কারো। রয়েল বেঙ্গল টাইগার শুধু সুন্দরবনেই পাবে তুমি। দুনিয়ার দীর্ঘতম সাগরসৈকতও পাবে বাংলাদেশে। সাগর, নিঃসঙ্গ দ্বীপ, পাহাড়, সমতল মাঠ, সবই তো আছে আমাদের। আসলে, থেকেও নেই। স্বাধীনতার পর আশা করা হয়েছিল, সব হারানো সম্পদ খুঁজে নেবো আমরা। তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ছিলো গণতন্ত্র। লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে, সেই আসল কাজটিই আমরা করতে পারিনি। বাংলাদেশ যেন লুটের মাল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুবিধা ভোগীর ভাগ-বাঁটোয়ারা আর

নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি দেখতে হচ্ছে নিরুপায় দেশবাসীকে। বিদেশীরা যেভাবে লুট-পাট করেছে, ঠিক তেমনি ভাবে লুট-পাট করছে এখন স্বদেশী কয়েকজন। কবে যে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে সেকথা কেউ বলতে পারে না। বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘ-শ্বাস বেরিয়ে এলো রানার। দেশের দুর্দশার কথা মনে হলে নিজেকে বড় অসহায় লাগে ওর।

হোটেলের বয়স্ক পোর্টার পুরনো বন্ধুর মতো অভ্যর্থনা জানালো ওকে। কেই দ্য ইয়েদেত, এই হোটেলেই কাউন্টেসকে নিয়ে উঠে-ছিল রানা। পুরনো সেই স্যুইটটাই খালি পাওয়া গেল, ছোট্ট ঝুল-বারান্দা থেকে সামনের উঠন আর জেটি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে দাঁড়িয়ে, সূর্যোদয় দেখতে দেখতে পুলকে শিউরে উঠলো কাউন্টেস, দৃশ্যটা পরিষ্কার মনে করতে পারলো ও।

ব্রিফকেস খুলে কিছু বের করার আগে গুডবাই ক্লিনিকে ফোন করলো রানা। হের ডিরেক্টর এই মুহূর্তে জরুরী কাজে ব্যস্ত, কথা বললো একজন জুনিয়র ডাক্তার। ভাব বিনিময়ে ভাষা একটা বাধা সৃষ্টি করতে পারতো, কারণ তরুণ ডাক্তার ইংরেজি জানে না, তবে রানা মোটামুটি ভালোই জার্মান জানে। রাঙার মা'কে ডেকে দিতে বললো রানা। ডাক্তার সবিনয়ে জানালো, রাঙার মা ক্লান্ত, ঘুমাচ্ছে, কাজেই তার সাথে কথা বলা যাবে না। কি রকম ক্লান্ত? কেন ক্লান্ত? উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো রানা। না, ওকে আশ্বস্ত করলো ডাক্তার, চিন্তার কিছু নেই। এক ভিজিটর এসেছিলেন, তার সাথে অনেক-ক্ষণ কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছেন আর কি। কেন যেন রানার মনে হলো, ডাক্তার সত্যি কথা বলছে না। ওর উদ্বেগ বেড়ে গেল।

'ভিজিটরের নাম কি মিস শায়েল ?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'হ্যাঁ, হের রানা। এক ভদ্রমহিলা।'

'ঠিক আছে, ডাক্তার, তাকে ডেকে দিলেও চলবে।'

'দুঃখিত, হের রানা। তিনি এই খানিক আগে চলে গেছেন।'

এক সেকেণ্ড পর রানা বললো, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন না, সালজবার্গে কোথায় উঠেছেন তিনি ?'

জানে না। 'শুনেছি কাল আবার তিনি আমাদের রোগিণীকে দেখতে আসবেন, হের রানা।'

ধন্যবাদ জানিয়ে রানা বললো, আবার ফোন করবে সে। শাওয়ার সেরে কাপড় বদলাতে চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো। লেকের ওপারে, মাউন্ট টামারো-র গা থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিলো গোলাপি রোদ। লেকের কিনারা ঘেঁষে একটা দুটো করে আলো জ্বলে উঠলো।

হোটেলের অনেক অতিথিই বাইরে বেরিয়ে সামনের উঠনে বসলো। ওয়েটাররা ওখানেই তাদেরকে পানীয় পরিবেশন করছে। তবে বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়, একটা দুটো করে উড়ে আসতে শুরু করেছে পোকারা। খানিক পর অতিষ্ঠ হয়ে উঠে পড়লো তারা, রয়ে গেল শুধু একটা দম্পতি। নাকে নাক ঠেকিয়ে প্রেমালাপে মগ্ন ওরা।

নিজের স্যুইট থেকে বেরিয়ে নিচে নামছে রানা, রেস্তোরাঁর কোণে বার-এ যাবে। এই সময় তিন নম্বর সিরিজের কালো একটা পোর্শে নাইন-ওয়ান-ওয়ান টার্বো প্রায় নিঃশব্দে এসে থামলো সামনের উঠনে, নাকটা তাক করা থাকলো লেকের দিকে।

নিচে নামলো গাড়ির আরোহী, তালা দিলো দরজায়, তারপর মাপা পদক্ষেপে সোজা হেঁটে চললো ফেলে আসা পথ ধরে, চার্চের দিকে।

দশ মিনিট পর। শুধু বাইরে বসা দম্পতিটি নয়, রেস্তোরাঁ আর বারে বসা অতিথিরাও শুনতে পেলো চিৎকারটা। সে এমনই আর্তচিৎকার, বুকের রক্ত পানি হয়ে গেল সবার। বাইরের অটুট নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে দিলো আওয়াজটা। একবার নয়, বারবার। রেস্তোরাঁ আর বারে থেমে গেল অনুচ্চ গুঞ্জন, প্রথম কয়েক সেকেণ্ড কেউ এমনকি নড়ার শক্তিও পেলো না। এ-ধরনের আতংকিত চিৎকার সাধারণত সিনেমায় শুনতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে হরর ছবিতে। তারপর একজন নড়ে উঠলো—রানা। ওর দেখাদেখি বাকি সবাই।

সবার আগে নড়ে উঠলেও, প্রথমে যারা বাইরে বেরুলো তাদের সামনে থাকলো না রানা। ইচ্ছে করেই একটু পিছিয়ে পড়লো ও। খারাপ একটা কিছু ঘটে গেছে, সেটাকে উল্টে দেয়ার ক্ষমতা নেই ওর। এমনও তো হতে পারে, কেউ আশা করছে সবার আগে ও-ই বেরিয়ে আসবে?

লেকের ধারে হাঁটাহাঁটি করছিল কয়েকটি দম্পতি, হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো অনেকে—সবাই এদিক ওদিক তাকাচ্ছে শব্দের উৎস বোঝার জন্যে। পোর্শেটা প্রথমে চোখে পড়লো রানার। তারপর চার্চের দিকে একটা মেয়েকে দেখতে পেলো।

তার মুখ সাদা, চুল পিছনে উড়ছে, অসম্ভব বড় হাঁ হয়ে আছে গাল, ফাঁকের ভেতর থেকে বিরতিহীন চিৎকার বেরিয়ে আসছে।

হাত দুটো মুহূর্তের জন্যে থেমে নেই—নিজের মুখ খামচে ধরলো, তারপর ঠিক যেন বাতাসকে কাপড়ের মতো ধরে নিঙড়ালো, পরমুহূর্তে আঁকড়ে ধরলো নিজের মাথাটা। চার্চের সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের বেগে নেমে আসছে সে। আরো কাছে চলে আসার পর চিৎকারটা বোঝা গেল।

'অ্যাসাসিনিয়ো! অ্যাসাসিনিয়ো!' তারমানে খুন।

রানার সামনে পাঁচ-সাতজন লোক, সিঁড়ি বেয়ে উঠলো ওরা। সিঁড়ির মাথা থেকে শুরু হয়েছে কাঁকর ছড়ানো রাস্তা, রাস্তার শেষ মাথায় চার্চ। চওড়া রাস্তার ওপর গোল হয়ে দাঁড়ালো সবাই, মাঝখানে ঠিক যেন একটা কাপড়ের পোঁটলা পড়ে রয়েছে। কারো মুখে কথা নেই, দৃশ্যটা হতভম্ব করে তুলেছে ওদেরকে। যে-কোনো মৃত্যুই দুঃখজনক, তবে কারো প্রাণ কেড়ে নেয়া হলে তার চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু হতে পারে না।

কাঁধের মৃদু ধাক্কায় ভিড় ঠেলে সামনে বাড়লো রানা। একা শুধু ওর মনেই কোনো দুঃখবোধ জাগলো না। অলডো, দা র‍্যাট, বেলি পথের ওপর পিঠ দিয়ে পড়ে আছে, ভাঁজ করা হাঁটু দুটো বুকের কাছে, একটা হাত বাইরের দিকে প্রসারিত, মুচড়ে আছে মাথাটা, মাত্র একটা কোপ খেয়ে প্রায় দু'ভাগ হয়ে গেছে গলাটা। শুষে নিতে দেরি করছে, পাথুরে মাটিতে পুকুর তৈরি হয়েছে রক্তের।

ভিড় ঠেলে নিচে নেমে এলো রানা, লেকের কিনারা ধরে হাঁটছে। দৈব-দুর্ঘটনায় কোনো কালেই বিশ্বাস নেই ওর। প্রথম থেকেই জানে ও, পানিতে পড়ে ডুবে যাওয়ার ঘটনা, ফিলিং স্টেশনের নাটক, মোটরওয়ের বিস্ফোরণ, আলডো বেলির আবির্ভাব; এসব

একই সুতোয় গাঁথা। লক্ষ্য বা উপলক্ষ্য খুব সম্ভব সে, কারণ তাকে ঘিরেই যতো কাণ্ড। ওর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে ভেতরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলছে। কারা ওরা ? কি চায় ? শিকেয় উঠলো ছুটি। লণ্ডনে ফোন করতে হবে ওকে, রিপোর্ট পাঠিয়ে নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে।

হোটেলে ফিরে এলো রানা। এখানে ওর জন্যে আরেক বিস্ময় অপেক্ষা করছে। রিসেপশন ডেস্কের একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, খাটো নীল লেদার আউটফিট-এ একাধারে লোভনীয় ও বিপজ্জনক লাগছে তাকে। চেহারাতে হাসিখুশি ভাব, আত্মবিশ্বাসেরও কোনো কমতি নেই। আপনমনে একটু হাসলো রানা। রোজিনা টরটেলিনিকে দেখে একটুও অবাক হয়নি ও।

তিন

'মাসুদ রানা!' উল্লাসটুকু নির্ভেজাল বলেই মনে হলো, তবে সুন্দরী মেয়েদের কথা কিছুই বলা যায় না।

'বহাল তবিয়তে,' বললো রানা, এগিয়ে আসছে। এই প্রথম ভালো করে দেখার সুযোগ হলো চোখ জোড়া—বিশাল, খয়েরির ওপর বেগুনী ফুটকি, ডিম্বাকৃতি, পাতা জোড়া ধনুকের মতো বাঁকা। এমন এক জোড়া চোখ, ভাবলো রানা, একজন পুরুষের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে, আবার তাকে নতুন জীবনও দান করতে পারে। গায়ে নিখুঁতভাবে ফিট করেছে লেদার আউটফিট, নারীসুলভ বক্ষসৌন্দর্য তাতে শুধু মোড়া গেছে, লুকানো যায়নি। সে তার নিচের ঠোঁটটা সামনে বাড়ালো, কপাল থেকে চুল সরাবার জন্যে, ঠিক যেমন আগের দিন করেছিল।

'আশা করিনি আবার আমাদের দেখা হবে।' মুখে চওড়া, উষ্ণ, আন্তরিক হাসি। 'সত্যি ভারি খুশি হয়েছি। কাল তোমাকে ঠিক-মতো ধন্যবাদ জানানোর সুযোগ হয়নি আমার।' স্কুলছাত্রীর

ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গি নিলো সে, কৃত্রিম বিনয়ের সাথে কুঁজো হলো, গলা বিকৃত করে বললো, 'মিঃ রানা, এমনকি হয়তো প্রাণ দিয়েও আমি আপনার ঋণ শোধ করতে পারবো না। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। আই মীন, ভেরি মাচ।'

রিসেপশন ডেস্কের একধারে সরে এলো রানা, যাতে রোজিনা ছাড়াও বড় দরজাগুলোর ওপর চোখ রাখা যায়। ওর মন বলছে, কাছেই কোথাও বিপদ রয়েছে। রোজিনা টরটেলিনির কাছাকাছি থাকাটাও বিপদ হতে পারে।

বাইরে এখনো থামেনি শোরগোল। ইতিমধ্যে আশপাশের গ্রাম থেকে কৌতূহলী লোকজন চলে এসেছে। সাইরেন বাজিয়ে পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্সও পৌঁচেছে। রানা জানে, এখন থেকে প্রতি মুহূর্তে ওর পিঠ থাকা উচিত একটা দেয়ালের দিকে। কি ঘটেছে, জিজ্ঞেস করলো রোজিনা।

রানা ব্যাখ্যা করার পর সে বললো, 'জীবনের বেশিরভাগ সময়টা যেখানে কাটিয়েছি, সেখানে এ-সব রোজকার ব্যাপার। যেদিন দু'একটা মানুষ খুন হয় না, রোমকে সেদিন অচেনা লাগে। তবে এখানে, সুইটজারল্যাণ্ডে, ঠিক এ-ধরনের ব্যাপার কেউ আশা করে না।'

যেচে-পড়ে তথ্য দিচ্ছে? বলতে চাইছে বেশিরভাগ সময় রোমে কাটিয়েছে? 'আজকাল সবখানে ঘটছে এ-সব,' বলে ভুবনভোলানো নিজস্ব হাসিটুকু উপহার দিলো রানা। 'কিন্তু তুমি এখানে কি করছো, মিস টরটেলিনি? নাকি মিসেস, অথবা সিনোরা?'

নাক কুঁচকে দুষ্টামি করার ঢঙে হাসলো রোজিনা। ভুরু জোড়া

কপালে তুললো। 'আনুষ্ঠানিক হতে চাইলে আমাকে কাউন্টেস বলে সম্বোধন করতে হবে।'

ভুরু নাচালো রানা। 'কাউন্টেস টরটেলিনি।' আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে বাউ করলো ও।

'জিনা,' প্রশস্ত হাসি নিয়ে বললো সে, বিশাল চোখ জোড়ায় শিশুসুলভ সারল্য, তবে একেবারে যে বিদ্রূপ-শূন্য দৃষ্টি তা বলা যাবে না। 'আমাকে তুমি অবশ্যই জিনা বলবে, মিঃ রানা। রোজিনা অনেক বড় হয়ে যায়। প্লিজ।'

'তারমানে কি বলতে চাইছো, তাতে কাউন্ট ভদ্রলোক কিছু মনে করবেন না?' নিরীহভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো রানা।

গলা ছেড়ে হেসে উঠতে গিয়ে মুখে হাতচাপা দিলো রোজিনা, কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'এইমাত্র একজন লোক খুন হয়েছে এখানে, আর তুমি আমাকে এভাবে হাসাতে চেষ্টা করছো। অন্যায়, ভারি অন্যায়। তবে,' মুখভঙ্গি গম্ভীর হলো তার, 'কাউন্টকে তোমার ঈর্ষা করা উচিত নয়। সত্যি, একদম উচিত নয়।'

এই সময় রোজিনার বুকিং সম্পন্ন করার জন্যে সবিনয়ে তাগাদা দিলো রিসেপশনিস্ট। রোজিনাকে তার পুরো নাম, টাইটেলসহ, লিখতে দেখে আড়ষ্ট হাসি দেখা দিলো রানার মুখে। ব্যাপারটা কৃত্রিম তো থাকলোই না, কৌতুককরও থাকলো না।

'আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি,' বললো রানা। 'এখানে তুমি কি করছো?' রোজিনার আরো কাছে সরে এসেছে ও, যাতে কেউ ওদের কথা শুনতে না পায়।

'উত্তরটা কি ডিনারে বসে পেলে হয় না?' পাল্টা প্রশ্ন করলো

রোজিনা টরটেলিনি। 'অন্তত এইটুকু ঋণ আমার হয়েছে।'

রানা মুখ খুলতে দেরি করছে দেখে সুঠাম একটা হাত বাড়িয়ে ওর কব্জিটা স্পর্শ করলো সে। রানা যেন বিদ্যুতের ধাক্কা খেলো। 'প্লিজ, আমাকে বঞ্চিত করো না!' প্রত্যাশায় ব্যাকুল দৃষ্টি তুলে রানার চোখে তাকালো সে।

রানার সারা শরীরে পুলক, কিন্তু মাথার ভেতর ঝন ঝন শব্দে বাজতে শুরু করেছে বিপদসংকেত। কোনো ঝুঁকি নিয়ো না, ভাবলো ও, ভুলেও কারো ফাঁদে পা দিয়ো না। বিশেষ করে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই বিষবৎ এড়িয়ে যাবে। অফিশিয়াল নির্দেশগুলো একটাও ভোলেনি ও।

তবে অফিস যখন ওকে সাহায্য করছে না, নিজের চেষ্টাতেই তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। মেয়েটাকে এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো লাভ দেখছে না ও, বরং কাছাকাছি থাকলে ওর ওপর একটা চোখ রাখা যাবে। 'একজন কাউন্টেস আমাকে ডিনার খাওয়াতে চাইছে, এ তো সৌভাগ্যের ব্যাপার,' বললো ও, তার আগে আবার জিজ্ঞেস করলো, লেক ম্যাগ্গিওর-এ কি করছে সে।

'আমার ছোট্ট গাড়িটা অচল হয়ে পড়েছে। এখানকার গ্যারেজের লোকজন বলছে, কোথাও মারাত্মক কোনো গোলমাল আছে, যার অর্থ সম্ভবত এই যে ওরা শুধু প্লাগ বদলাবে। তবে জানিয়ে দিয়েছে, সারাতে কয়েকটা দিন লেগে যাবে।'

'আসলে তুমি যাচ্ছো কোন্‌দিকে?'

'রোম, স্বভাবতই।' আবার রোজিনা ফুঁ দিয়ে চুল সরালো।

'খুশির খবর। কি অদ্ভুত মিল!' আবার বাউ করলো রানা।

'আমি যদি তোমার কোনো উপকারে লাগি···।'

পলকের জন্যে ইতস্তত করলো রোজিনা। 'লাগবে, আমি জানি লাগবে। তবে আমি তোমার কোনো উপকারে লাগবো কিনা এই মুহূর্তে ঠিক বলতে পারছি না।' মুখে হাতচাপা দিয়ে হেসে উঠলো সে। 'প্লিজ, কাউন্টের প্রসঙ্গ তুলো না যেন আবার।'

'তাহলে···।'

'আধঘণ্টা পর এখানে আমাদের আবার দেখা হচ্ছে।'

'আমি অপেক্ষা করবো, কাউন্টেস।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে পোর্টারের পিছু নিলো রোজিনা। রানার মনে হলো, ও যেন দেখলো, ঘুরে দাঁড়াবার ঠিক আগের মুহূর্তে নাক কুঁচকে জিভের ডগা বের করলো মেয়েটা, দুষ্টু স্কুলছাত্রীরা যেমন করে।

নিজের স্যুইটে ফিরে এসে আবার লণ্ডনে ফোন করলো রানা, আলডো বেলির পরিণতি রিপোর্ট করার জন্যে। স্ক্র্যাম্বলার ইকুইপ-মেণ্ট ফিট করে নিয়েছে, হঠাৎ চিন্তাটা মাথায় খেলে যেতে নিজেদের ও ইণ্টারপোলের কমপিউটরে একটা নাম চেক করে দেখতে বললো ও—কাউন্টেস রোজিনা টরটেলিনি। ডিউটি অফি-সারকে জিজ্ঞেস করলো, বি-এম-ডব্লিউ-এর মালিক হের ব্রনসন সম্পর্কে ওরা কিছু জানতে পেরেছে কিনা। এখনো কিছু জানা যায়নি, বলা হলো ওকে, তবে আজ বিকেলে কিছু কাগজ-পত্র বি. সি. আই. চীফের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সবশেষে ডিউটি অফিসার বললো, 'গুরুত্বপূর্ণ হলে নিশ্চয়ই শুনতে পাবে। হ্যাভ আ

নাইস হলিডে।'

ব্যাটা একটা ভাঁড়, ভাবলো রানা। স্ক্র্যাম্বলার খুলে ব্রিফকেসে ভরে রাখলো ও। এটা একটা সি-সি ফাইভ হানড্রেড, দুনিয়ার যে-কোনো টেলিফোনে ব্যবহার করা যায়, এর সাহায্যে শুধুমাত্র যাকে ফোন করা হয়েছে সে-ই পরিষ্কার রিসিভ করতে পারবে কথা-বার্তা। প্রতিটি সি-সি ফাইভ হানড্রেড আলাদাভাবে প্রোগ্রাম করা থাকে, যাতে আড়িপাতা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কেউ যদি ওদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করে, অর্থহীন শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পাবে না সে। ছুটিতে থাকো আর ডিউটিতে, বি. সি. আই. নতুন আইন করেছে, বিদেশে গেলে প্রত্যেক এজেন্ট ও অফিসারকে একটা করে সি-সি ফাইভ হানড্রেড সাথে রাখতে হবে। অ্যাকসেস কোড প্রতিদিন বদলানো হয়।

রোজিনার সাথে দেখা করার আগে দশ মিনিট সময় রয়েছে হাতে। যদিও সময়মতো মেয়েটা আসবে কিনা সন্দেহ আছে রানার। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুলো ও, হাতে আর চুলে কোলন ঘষলো। শার্টের ওপর নীল সুতী জ্যাকেট পরলো। নিচে নেমে এসে চার-দিকটা ভালো করে দেখে নিলো, হন হন করে চলে এলো পার্কিং এরিয়ায়। চার্চের উঠনে এখনো ভিড় লেগে রয়েছে, পুলিশরাও খুব ব্যস্ত। রানা দেখলো, লাশটা যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে আলো জ্বালার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গাড়ির ভেতর ঢুকে কার্টিসি লাইট না নেভা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো রানা। মেইন প্যানেলের একটা বোতামে চাপ দিলো ও, সাথে সাথে উন্মুক্ত হলো নিচের একটা গোপন খুপরি। জ্যাকেটের

ভেতর নাইন-এমএম এ. এস. পি. আগেই ঢুকিয়ে নিয়েছে রানা, কমপ্যাক্ট হোলস্টারসহ। গোপন খুপরি থেকে ব্যাটন হোলস্টার বের করে বেল্টে গুঁজে নিলো এবার। ওর চারপাশে যা কিছু ঘটছে, সবই বিপজ্জনক। এরইমধ্যে অন্তত দু'জন লোক মারা গেছে—সম্ভবত আরো বেশি—এবং পরবর্তী লাশ হবার কোনো ইচ্ছে ওর নেই।

হঠাৎ রানার মনে হলো, কি কারণে যেন অস্বস্তি বোধ করছে ও। আড়াল থেকে কেউ ওর ওপর নজর রাখছে? সাথে নিতে ভুলে গেছে কিছু? তারপর নিচের ঠোঁট কামড়ে গম্ভীর হলো ও। সেই ব্যথাটা, কপালের দু'পাশে। আবার শুরু হয়েছে, তবে খুবই সামান্য, মনে পড়ার পরই কেবল টের পাওয়া গেল।

হোটেলে ফেরার পর অবাকই হলো রানা, এরইমধ্যে বার-এ পৌঁছে গেছে রোজিনা টরটেলিনি।

'দেখো, অপেক্ষা করিয়ে রেখেছো আমাকে, তবু তোমার ওপর আমি রাগিনি। আর অপেক্ষা করার সময়, ডিউটিফুল পার্টনার হিসেবে, কিছুর অর্ডারও দিইনি।'

'ডিউটিফুল পার্টনার আমি পছন্দ করি। তবে আমরা পার্টনার কিনা, কে তার মীমাংসা করবে?'

'সময়।'

উঁচু টুলে বসলো রানা, রোজিনার পাশে। বসার আগে টুলটা একটু ঘুরিয়ে নিলো যাতে সামনের কাচ লাগানো দরজা দিয়ে কেউ ঢুকলে দেখতে পায়। 'বলো, কি পছন্দ করো তুমি?'

'আরে না, আজ রাতে তুমি আমার অতিথি। আমার সম্মান

বাঁচানোর জন্যে তোমার সম্মানে, রানা।' আবার রোজিনার আঙুল-গুলো রানার হাত স্পর্শ করলো, আগের মতোই বৈদ্যুতিক ধাক্কা অনুভব করলো রানা।

মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে আত্মসমর্পণ করলো রানা। 'আমি শুধু একটা সোডা নেবো।'

কোনো প্রশ্ন নয়, তবে উৎসাহিত হয়ে উঠলো রোজিনা। 'আমিও মদ্যপান করছি না। আমার জন্যেও সোডা ওয়াটার।'

'কেন, তোমাদের বাইবেলে তো লেখা আছে, মুখ দিয়ে যা ভেতরে ঢোকে তা অন্তর স্পর্শ করতে পারে না, শুধুই পেটে যেতে পারে। স্পর্শ করতে না পারলে নাপাকও করতে পারে না, কাজেই মদ খাওয়া হারাম নয়।'

'প্রশ্নটা হারাম-হালালের নয়, রানা,' কৃত্রিম গাম্ভীর্যে থমথমে হয়ে উঠলো রোজিনার চেহারা। 'আমি ভুলিনি তোমার সম্মানে ডিনার খেতে বসেছি আমরা।'

'তাহলে বলতেই হয়, হ্যাম-এ আমার কোনো রুচি নেই। কিন্তু মদ আমি মাঝেমধ্যেই খাই। যদিও আজ খাবো না।'

'আমিও না। হ্যামও বাদ।'

ওদের হাস্য-কৌতুকে যোগ দিলো ওয়েটার, হাতে মেনু। 'আপ-নাদের হাসির সাথে আরেকটা আয়ুবর্ধক মেডিসিন যোগ করতে চাই আমি, কাউন্টেস—ভেজিটেবল।'

'হ্যাঁ,' দু'জনে ওরা একযোগে রাজি হলো।

'আর চপ, মশলার সামান্য ঝাঁঝ যদি থাকে?' ওয়েটারের চোখে চকচকে দৃষ্টি। 'রসুন না হয় একটু কম করে দেবো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে রোজিনা বললো, 'তবে গ্রীন সালাডে যেন অ্যালকোহল না থাকে।'

সোডা ওয়াটার শেষ করে টেবিলে বসলো ওরা। সময় নষ্ট না করে ভ্রমণবিলাসে রোজিনাকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিলো রানা। 'সকালে আমি বেরিয়ে পড়বো। রোমে যাচ্ছি। তোমাকে একটা লিফট দিতে পারলে খুশি হতাম। তবে সাধারণ একজন লোক তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে দেখে কাউণ্ট যদি কিছু মনে করেন···।'

ফুঁ দিয়ে কপালের চুল সরালো রোজিনা। 'কিছু মনে করার অবস্থানে নেই সে। কাউণ্ট এগ্নিচ টরটেলিনি গত বছর মারা গেছেন।'

'আমি দুঃখিত, সত্যি আমি···।'

ট্রাফিক পুলিশের মতো হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিলো জিনা টরটেলিনি। 'দুঃখিত হয়ো না। তাঁর বয়স হয়েছিল তিরাশি, আশি যোগ তিন। দেড় বছরের বিবাহিত জীবন আমাদের। সুযোগ অনুসন্ধানের ফসল ছিলো ব্যাপারটা, এই আর কি।' গম্ভীর হলো না, ব্যাপারটাকে তরল করারও চেষ্টা করলো না।

'চাহিদা মেটানোর জন্যে বিয়ে?'

'তা-ও বলতে পারো। ভালো জিনিস আমি পছন্দ করি। তাঁর ছিলো টাকা। আমি সুন্দরী। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ। রাতে সঙ্গ দেয়ার জন্যে তাঁর একটা সুন্দরী মেয়ে দরকার ছিলো। বাইবেলের কথা বললে, তাহলে, নিশ্চয়ই পড়েছো—কিং ডেভিড একটা মেয়েকে নেননি—আবিশাগ-কে—উষ্ণ হবার জন্যে?'

'সবটুকু পড়া নেই,' হার মানলো রানা।

'আমি তাই ছিলাম—রোজিনা টরটেলিনি আবিশাগ। আমাকে পেয়ে তিনি সুখী হয়েছিলেন, এখন আমি তার টাকা পেয়ে সুখী হয়েছি।'

'ইটালিয়ান হিসেবে চমৎকার ইংরেজি বলো তুমি।'

'বলা উচিত। কারণ আমি ইংরেজ।' ঠোঁট টিপে হাসলো রোজিনা, তারপর শব্দ করে, যেন টুংটাং করে উঠলো জলতরঙ্গ।

'তাহলে ইংরেজ হিসেবে চমৎকার ইটালিয়ান বলো তুমি।'

'এবং ফ্রেঞ্চ, এবং জার্মান। কালই তোমাকে বলেছি, তাই না, তুমি যখন কৌশলে আমাকে জেরা করছিলে, আমার সম্পর্কে জানার আগ্রহ নিয়ে?' হাত বাড়িয়ে রানার কব্জি ধরলো সে। 'ভয় পেয়ো না, রানা। আমি ডাইনি নই। তবে কে আমাকে কি জিজ্ঞেস করছে, বুঝতে পারি। নানদের কাছে শিখেছি, তারপর টরটেলিনি-রাও নেহাত কম শেখায়নি।'

'নান্?'

'কনভেন্টে পড়া মেয়ে আমি, রানা। ছাত্রীও ভালো ছিলাম। কনভেন্টে পড়া কোনো মেয়ের সাথে পরিচয় আছে তোমার?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'বেশ কয়েকজনের সাথে।'

ছোট্ট করে আবার ঠোঁট বাঁকালো রোজিনা। ওখানে আমার ব্রেনটা ওয়াশ করা হয়। ফটকাবাজারে দালালি করতো বাবা। একটা পরিবারে যা যা থাকার কথা সবই ছিলো—শহরে বাড়ি, গ্রামে ছোট্ট খামার, দুটো গাড়ি, দু'চারটে দুর্নাম, একটা কলংক। জাল চেক নিয়ে ধরা পড়লো বাবা, পাঁচ বছরের জন্যে জেল হয়ে

গেল। কনভেন্টের পাঠ শেষ করে অক্সফোর্ডে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছি মাত্র।'

'কিন্তু সে প্রশ্ন আর উঠলো না।'

'কিন্তু সে প্রশ্ন আর উঠলো না। টাইমে একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম। একজন ন্যানি দরকার, একগাদা সুযোগ-সুবিধে দেয়া হবে। অভিজাত টরটেলিনি পরিবার, কাউন্ট এগনিচ মৃত্যুর প্রহর গুণছেন, তবে শুয়ে আছেন টাকার পাহাড়ে। দিলাম একটা আবেদন ঠুকে।'

'এবং ন্যানির চাকরিটা পেয়ে গেলে।'

'এবং পেয়ে গেলাম।'

টরটেলিনিরা ইংলিশ ন্যানিকে পরিবারের একজন হিসেবে গ্রহণ করলো। বৃদ্ধ কাউন্ট টরটেলিনি দ্বিতীয় জনক হয়ে উঠলো রোজিনার। তাঁর প্রতি অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মালো ওর মনে, আর তাই তিনি যখন বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, নির্দয় হতে পারলো না সে। প্রস্তাবটা গ্রহণ করার পিছনে নির্দিষ্ট কিছু 'জ্ঞান'-এরও ভূমিকা ছিলো, স্বীকার করলো রোজিনা। তবে, যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে, বিয়ের আগেই একটা ব্যাপার ফয়সালা করে নিলো সে—বিয়েটা যেন কাউন্টের দুই ছেলেকে তাদের বৈধ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত না করে।

'ওরা যে খানিকটা বঞ্চিত হয়নি তা নয়,' বললো রোজিনা। 'তবে দু'জনেই ওরা যার যার ব্যবসায়ে সফল, এতো আছে যে বাবার টাকা না পেলেও ক্ষতি ছিল না। সুখের কথা, ওরা কোনো আপত্তি তোলেনি। বনেদী ইটালিয়ান পরিবারগুলো সম্পর্কে তুমি

জানো? পুরনো মূল্যবোধ এখনো ত্যাগ করেনি—পাপা'র মুখ বড় কথা, পাপাই ঠিক, পাপাকে সম্মান করো·· ।'

দুই ছেলের সাফল্য অর্জিত হওয়ার পিছনে রহস্যটা কি, জিজ্ঞেস করলো রানা। জবাব দিতে গিয়ে এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো রোজিনা, তারপর সপ্রতিভভাবে বললো 'কেন, ব্যবসা! কোম্পানী ইত্যাদি আছে ওদের। আর, হ্যাঁ, রানা, আমাকে রোমে পৌঁছে দেয়ার তোমার প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

বাচ্চা ভেড়ার মাংস তখনো শেষ হয়নি, তাড়াহুড়োর সাথে এগিয়ে এলো ওয়েটার। নতমস্তকে কাউন্টেসের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলো সে, ঝুঁকে রানার কানে ঠোঁট নামিয়ে বললো, জরুরী একটা টেলিফোন এসেছে। বার-এর দিকে ইশারা করলো সে, একটা হুকের সাথে ঝুলছে রিসিভার।

'রানা,' রিসিভারে বললো ও।

'রানা, তোর আশপাশে কেউ নেই তো?' গলাটা সাথে সাথে চিনতে পারলো রানা। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল ওর। ভয়ানক কোনো ব্যাপার না হলে সোহেল আহমেদ ওকে ফোন করবে না, বিশেষ করে রানা যখন ছুটিতে রয়েছে। খানিকটা স্বস্তিবোধও করলো রানা। আশা যায় ডিউটি অফিসার বা অন্যান্য বি. সি. আই. কর্মকর্তাদের মতো সোহেল অন্তত ওর সাথে লুকোচুরি খেলবে না। পরস্পরের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ওরা।

'আশপাশে কেউ আছে?' প্রায় ধমকের সুরে আবার প্রশ্ন করলো সোহেল। 'তুই একা?'

'না। ডিনার খাচ্ছি। লণ্ডন থেকে বলছিস তুই, সোহেল?'

'হ্যাঁ। দিস ইজ আর্জেন্ট। কোনো প্রশ্ন করবি না। ভেরি আর্জেন্ট। তুই কি…?'

'অবশ্যই।' রিসিভার নামিয়ে রেখে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে রোজিনার কাছে ফিরে এলো রানা। 'খুব বেশি সময় নেবো না।' রানার মা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ব্যাখ্যা করলো রানা, ক্লিনিক থেকে পাল্টা ফোন করার অনুরোধ করা হয়েছে ওকে।

নিজের স্যুইটে ফিরে এলো রানা। টেলিফোনে সি-সি ফাইভ হানড্রেড লাগিয়ে লণ্ডনের সাথে যোগাযোগ করলো। সাথে সাথে লাইনে এলো সোহেল। 'কি ব্যাপার বলতো…?'

'কিছু বলবি না, রানা, শুধু শুনে যা। নির্দেশগুলো সব বসের। শুনছিস তো?'

সোহেল যদি বলে বসের পক্ষ থেকে নির্দেশ দিচ্ছি, সে-নির্দেশ যতো কঠিনই হোক, শুনতে তো হবেই, মানতেও হবে রানাকে।
'হ্যাঁ।'

'যেখানে আছিস সেখানেই থাকতে হবে তোকে,' সোহেলের গলায় উদ্বেগ। 'আর সম্ভাব্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।'

'কিন্তু কাল আমার রোমে যাওয়ার কথা। আমি…।'

'আমার কথা মন দিয়ে শোন, রানা। রোম নিজেই তোর কাছে আসছে।' সোহেলের এই কথাটা বুঝতে দু'সেকেণ্ড দেরি হলো রানার। ওকে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে বলে চলেছে সে, 'তুই, আই রিপিট, তুই, ভয়ংকর বিপদের মধ্যে পড়েছিস। বিপদ

মানে জেনুইন ডেঞ্জার। লণ্ডন বা আর কোথাও থেকে তোর কাছে সময়মতো কাউকে আমরা পাঠাতে পারছি না, কাজেই নিজের পিঠ নিজেকেই তোর রক্ষা করতে হবে। তবে যেখানে আছিস সেখানেই মাটি কামড়ে পড়ে থাক, চোখ-কান খোলা রাখ, কোনো ঝুঁকি নিবি না। বুঝতে পারছিস?'

বি. সি. আই.-এর রোম প্রতিনিধি ঢাকায়, কাজেই সোহেল যখন বলছে যে রোম নিজেই তোর কাছে আসছে, তখন ধরে নিতে হবে অজয় মুখার্জির কথা বলছে সে। রানার মনে পড়লো, অতীতেও এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তখনো অজয়কে রোম প্রতিনিধি বলে সম্বোধন করেছিল সোহেল। সোহেল বা রানার সাথে অজয়ের শুধু যে গভীর বন্ধুত্ব আছে তাই নয়, তাকে বি. সি. আই.-এর একজন উপকারী সুহৃদ হিসেবেও গণ্য করা হয়। অজয় যে প্রলোভন জয় করতে পারে, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবু রানা জিজ্ঞেস করলো, 'রোম প্রতিনিধি ছাড়া আর কেউ সময়মতো আমার কাছে পৌঁছুতে পারবে না কেন?'

'বলেছি না, কোনো প্রশ্ন করবি না!' রেগে উঠলো সোহেল। 'পৌঁছুতে পারবে না, কারণ পৌঁছুবার উপায় নেই।'

অশুভ একটা চিন্তা জাগলো রানার মনে। সম্ভবত আর কাউকে না পেয়ে বাধ্য হয়ে অজয়কে পাঠানো হচ্ছে ওর কাছে। তাহলে কি ইউরোপের অন্যান্য বি. সি. আই. বা রানা এজেন্সির প্রতিনিধিদের অচল করে দেয়া হয়েছে? ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে কেউ? রাহাত খানের মতোই রহস্যময় আচরণ করছে সোহেল, কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি নয়। 'রোম কেন

আসছে?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্যে। সে তোকে ব্রিফ করবে। চেষ্টা করবে তোকে বের করে আনার।' অপরপ্রান্তে সোহেলকে হাঁপাতে শুনলো রানা। 'রানা, দোস্ত, বিপদটা কতোটুকু ভয়ংকর, বুঝিয়ে বলার ভাষা আমার নেই। ভুল বুঝিসনে, ভাই।' আবার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার, সোহেলকে কখনো এমন অসহায় সুরে কথা বলতে শোনেনি ও, আগে কখনো ভাই বলেও সম্বোধন করেনি। 'তুই লণ্ডন ছাড়ার আগেই ব্যাপারটা সন্দেহ করেছিলেন বস্। কিন্তু নিরেট তথ্য পেয়েছি আমরা মাত্র এক ঘণ্টা আগে। বস্ জেনেভায় গেছেন। জেনেভার পথে রয়েছে অজয়ও। ওখান থেকে বসের নির্দেশ নিয়ে সরাসরি তোর কাছে যাবে সে। আশা করছি, কাল লাঞ্চের আগেই তোর সাথে দেখা হবে তার। মাঝখানের এই সময়টা কাউকে বিশ্বাস করবি না। ফর গডস সেক, রানা, নিজেকে চারদেয়ালের ভেতর বন্ধ করে রাখ।'

'এই মুহূর্তে আমি রোজিনা টরটেলিনির সাথে রয়েছি। কথা দিয়েছি রোম পর্যন্ত লিফট দেবো ওকে। ওর ব্যাপারে কিছু জানিস?' তীক্ষ্ণ প্রশ্ন রানার।

'সমস্ত তথ্য এখনো আমাদের হাতে আসেনি, তবে মেয়েটার কানেকশন যথেষ্ট ক্লিন বলেই মনে হয়। অন্তত অশুভ কোনো চক্রের সাথে যোগাযোগ করতে দেখা যায়নি কখনো। তাতে অবশ্য কিছুই প্রমাণ হয় না। কাজেই, ওর ব্যাপারেও সাবধান থাকতে হবে তোকে। ও যেন তোর পিছনে যেতে না পারে।'

'আমিও ওর সামনে থাকার কথাই ভাবছিলাম,' রানার মুখে

নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটলো।

সোহেল ওকে পরামর্শ দিলো, 'মেয়েটা যাতে হোটেলেই থাকে, তার ব্যবস্থা কর। রোমের ব্যাপারটা পিছিয়ে দে, তবে এমন কিছু বলবি না যাতে সতর্ক হয়ে ওঠে। তুই সত্যি আসলে জানিস না কে বন্ধু বা কে শত্রু। রোম তোকে কাল সব জানাবে।'

'দুপুরের আগে আমরা রওনা হতে পারবো বলে মনে হয় না,' টেবিলে ফিরে এসে রোজিনাকে বললো রানা। 'এইমাত্র আমার বিজনেস পার্টনারের সাথে কথা হলো, বুড়ী হাউজকীপারকে দেখতে গিয়ে ফোন করেছে। কাল দুপুরের আগে এদিক দিয়ে যাবে সে, দেখা করার এই সুযোগ ছাড়া যায় না।'

হালকাভাবেই নিলো রোজিনা। খুব বেশি হালকাভাবে কি, ভাবলো রানা। 'কাল আমি একটু বেলা করে ঘুমাবো ভেবেছিলাম, ভালোই হলো।'

রোজিনার গলার সুরে কি আমন্ত্রণ?

গল্প-গুজবে সময় বয়ে চললো। কফি খেলো ওরা। ইটালিয়ান ওয়েট্রেস আর জার্মান ওয়েটার দূর থেকে ওদের দিকে ঘন ঘন তাকালো, চোখ নাচিয়ে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলছে, সম্ভবত ওদেরকে প্রেমিক-প্রেমিকা ধরে নিয়ে জোড়া কেমন মিলেছে তা-ই নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে।

'ওদের হাবভাব দেখে ছেলেমানুষ হয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে আমার,' এক সময় রসিকতার সুরে বললো রোজিনা। 'মানে, সত্যি প্রেম করতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'গো অ্যাহেড!' ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে সম্মতি জানালো

রানা।

'কিন্তু ভুলি কি করে যে আমি একজন কাউন্টেস! স্বামী মারা গেছেন; কিন্তু টাইটেলটা তো আছে। বললেই তো প্রেম করতে পারি না। আমাকে এমনকি প্রেমে পড়তে হলেও, আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে সারতে হবে কাজটা।' মাথা নাড়লো রোজিনা। 'হুট করে কিছু করা যাবে না।'

'তোমাকে আমি সহজে কাছছাড়া হতে দিচ্ছি না, কাজেই আনুষ্ঠানিকতা সারার যথেষ্ট সময় পাবে।'

'চলো, বাইরে গিয়ে বসি। অন্ধকার আমার ভালো লাগে, বিশেষ করে পাশে যদি কোনো সমর্থ পুরুষ থাকে।'

তাড়াতাড়ি অজুহাত দেখালো রানা। 'মশার জ্বালায় এক মিনিটও বসতে পারবে না। আমি চাই না তোমার এতো সুন্দর চামড়া নষ্ট হোক।'

রোজিনা জিজ্ঞেস করলো, বাংলাদেশী মাসুদ রানার ব্যবসাটা কি? কাঁধ ঝাঁকিয়ে, হাত নেড়ে এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট সম্পর্কে দু'-চারটে কথা বললো রানা, টাকা প্রসঙ্গে কোটির নিচে নামলো না। চেহারা দেখে মনে হলো, নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছে রোজিনা। দু'-জনেই গেছে, এমন শহর সম্পর্কে মত বিনিময় হলো। আলাপ হলো ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান আর জার্মান খাবার সম্পর্কে। রোজিনা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা নাকি নিষ্ফল একটা স্বাধীনতা পেয়েছো?'

'বাংলাদেশ সম্পর্কে সম্ভবত কোনো রাজাকার তোমাকে এই জ্ঞান দিয়েছে,' মন্তব্য করলো রানা। 'তবে একথা ঠিক যে এখনো আমরা চলনসই একটা সিস্টেম চালু করতে পারিনি।'

'পাল্টা ডিনার রোমে, কেমন?' বললো রোজিনা।

'শুধু আমি নই, দেখা যাচ্ছে তুমিও আমাকে কাছছাড়া করতে চাও না!'

'চাই না-ই তো! ঘনিষ্ঠতা না জন্মালে বুঝবো কিভাবে কেমন পুরুষ তুমি? আমার হাত ধরার শক্তি তোমার আছে কিনা?'

সন্ধ্যাটা ভালো লাগছে রানার, যদিও সোহেলের ফোন পাবার পর থেকে হাসতে হচ্ছে জোর করে। আজ রাতটা কিভাবে কাটবে, ওর কোনো ধারণা নেই।

হাত ধরাধরি করে ওপরতলায় উঠে এলো ওরা, রোজিনাকে তার স্যুইটে পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব দিলো রানা। দরজার কাছে পৌঁছে বুঝতে পারলো ও, এরপর কি ঘটতে যাচ্ছে। সহজেই রোজিনাকে নিজের আলিঙ্গনের ভেতর পেলো রানা, কিন্তু চুমো খেতে গিয়ে দেখলো মেয়েটা সাড়া দিচ্ছে না—ঠোঁট শক্ত করে চেপে রেখেছে, শরীর আড়ষ্ট। আচ্ছা, ভাবলো রানা; বোঝা গেল কোন্ জাতের মেয়ে। যতোভাবে সম্ভব প্ররোচিত করে পুরুষদের, কিন্তু ধরতে গেলেই পিছলে বেরিয়ে যেতে চায়। এক ধরনের খেলা। অনেক মেয়ের মধ্যেই স্বভাবটা আছে, অত্যন্ত নিন্দনীয়। আবার চেষ্টা করলো রানা, কেননা মেয়েটাকে কাছে রাখার জন্যে শক্ত একটা বাঁধন দরকার। এবার নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো রোজিনা, আস্তে করে একটা আঙুল রাখলো রানার ঠোঁটে।

'আমি দুঃখিত, রানা। কিন্তু, না।' আড়ষ্ট হাসলো রোজিনা। 'আদর্শ কনভেন্ট গার্ল, মনে আছে? তবে সেটাই একমাত্র কারণ নয়। সত্যি যদি তুমি সিরিয়াস হও, ধৈর্য ধরো। আপাততঃ

বিদায়, শুভরাত্রি। চমৎকার একটা সন্ধ্যা উপহার দেয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

'আমারই ধন্যবাদ দেয়া উচিত, কাউন্টেস,' স্মিত হেসে বললো রানা।

রোজিনাকে দরজা বন্ধ করতে দেখলো ও, তারপর ধীর পায়ে ফিরে এলো নিজের স্যুইটে। দরজা বন্ধ করে ঘুম তাড়ানিয়া ট্যাবলেট খেলো একজোড়া। তারপর তৈরি হলো রাত জাগার জন্যে।

চার

বিশালদেহী পুরুষ অজয় মুখার্জি। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। দাড়ি আছে, যদিও সেটা ফ্রেঞ্চকাট, তবু রসিকতা করে সুপ্রিয়া তার স্বামীকে 'ছাগল দেড়ে মুষিক' বলে রাগায়। কৌতুকরসের ড্রাম বলা যেতে পারে রানার বন্ধু পত্নীটিকে, সবকিছু অন্যরকম করে দেখা এবং উল্টে বলা তার একটা স্বভাবও বটে, যেমন হাতিকে শুঁড় বিশিষ্ট ইঁদুর। অজয় মুখার্জি অকপট ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সাধারণত এ-ধরনের লোককে কোনো ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের গুরুত্বপূর্ণ পদে দেখা যায় না।

জানালার আধ-খোলা শাটারে চোখ রেখে নিচে তাকিয়ে আছে রানা। ভাড়া করা গাড়ি থেকে নেমে হোটেল এন্ট্রান্সের দিকে এগিয়ে আসছে অজয়। হোটেলে ঢোকার মুহূর্তে প্রকাণ্ড মাথাটা ঘুরিয়ে দেখে নিলো চারদিক। বিশালদেহী, তবে নিরীহ ভালোমানুষের সমস্ত লক্ষণ ফুটে আছে তার হাবভাবে। কয়েক সেকেণ্ড পর ফোন বাজলো। লবি থেকে জানানো হলো একজন ভিজিটর

এসেছেন, নাম অজয় মুখার্জি। ওপরে পাঠিয়ে দিতে বললো রানা।

টোকা দেয়ার আওয়াজটা তখনো বোধহয় বাতাসে মিলিয়ে যায়নি, অজয় ভেতরে ঢোকার পর দরজায় তালা পড়েছে এরইমধ্যে। ভেতরে ঢুকে সাথে সাথে কথা বললো না সে, সোজা হেঁটে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, শাটারে চোখ রেখে খুঁটিয়ে দেখলো হোটেলের সামনের উঠন, তারপর দৃষ্টি ছুটে গেল জেটির দিকে, ওখানে এইমাত্র একটা স্টিমার ট্যুরিস্টদের নিয়ে নোঙর ফেলেছে। শুধু লেক-এর সৌন্দর্যেই ভ্রমণবিলাসীদের দম বন্ধ হয়ে আসে, কিন্তু আজ এতোটা দূর থেকেও ঝগড়াটে এক ইংলিশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সম্ভবত স্বামীকে তিরস্কার করছে, 'এ কোথায় নিয়ে এসেছো তুমি আমাকে, এখানে তো দেখার কিছুই নেই, ডার্লিং।'

নাক দিয়ে আওয়াজ করলো রানা, 'হুঁহ্!' ক্ষীণ হাসলো অজয়, দাড়ির ভেতর দেখা যায় কি যায় না। রানার অবশিষ্ট ব্রেকফাস্টের দিকে তাকালো সে, তারপর নিঃশব্দে খেতে শুরু করে জিজ্ঞেস করলো, 'জায়গাটা পরিষ্কার তো?'

'রাতে সার্চ করার পর বাইরে বেরুইনি। টেলিফোনে বা অন্য কোথাও কিছু পাইনি।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকালো অজয়। 'তুমি যখন খুঁজে পাওনি, আমিও পাবো না।'

প্রথমেই রানা জানতে চাইলো, বি. সি. আই. জেনেভাকে কেন ওর কাছে পাঠায়নি।

'কারণ, জেনেভার নিজের সমস্যা আছে,' বললো অজয়। রানার বুকের দিকে একটা আঙুল তাক করলো সে, 'তবে, দোস্ত,

তোমার সমস্যার তুলনায় ওরটা নস্যি।'

'আর সবাই?'

'ওদের সবার সামনে ব্যারিকেড।'

'মাই গড! ব্যারিকেড··· কারা?'

'ব্যারিকেড সরানোর চেষ্টা চলছে, চিন্তা করো না।'

"সব আমাকে শোনাও, অজয়,' নির্দেশের সুরে বললো রানা, ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার প্রতিকৃতি যেন, অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেছে ও। 'আমার বসের সাথে দেখা হয়েছে তোমার? তিনি তোমাকে ব্রিফ করেছেন?'

'হ্যাঁ। আমার দ্বারা যতোটুকু সম্ভব, করছি, রানা। জেনেভা ব্যাপারটা পছন্দ করছে না, তবে গুরু-র নির্দেশে আমার দু'জন লোক তোমার ভালো-মন্দ দেখার জন্যে এখানে আসছে, এতোক্ষণে ওদের পৌঁছে যাওয়ার কথা।' রাহাত খানকে গুরু বলে সে। 'গুরু তোমাকে লণ্ডনে চাইছেন—যদি সম্ভব হয়, অক্ষত অবস্থায়।' ম্লান হাসলো সে।

'তারমানে আমার কাছে পৌঁছুতে চাইছে ওরা, আমার রক্ষাব্যূহ ভেদ করে অনুপ্রবেশ করতে চাইছে,' নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো রানা, তবে বিস্ফোরিত গাড়ি আর আলডো বেলির লাশটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। 'ওরা কারা?'

ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসলো অজয়, ফিসফিস করে শুরু করলো, 'না, ওরা নয়, রানা। সবাই। একজন বা একটা দল তোমার পিছু লাগেনি। দুনিয়ার সমস্ত টেরোরিস্ট গ্রুপ, এসপিওনাজ নেটওঅর্ক, ফ্রি-ল্যান্সার স্পাই, ভাড়াটে খুনীদের সংগঠন,

ক্রিমিনাল গ্যাং, শত্রুভাবাপন্ন ও এমনকি বন্ধুভাবাপন্ন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস, মাফিয়া পরিবারগুলো—সবাই তোমাকে জবাই করার জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। জবাই, আই রিপিট। আক্ষরিক অর্থে। তোমার মাথার জন্যে একটা চুক্তিতে সই করেছে সবাই ওরা। বড় অদ্ভুত একটা চুক্তি। কেউ একজন এমন একটা প্রস্তাব রেখেছে, প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য কারো নেই।'

'ঠিক আছে,' কঠিন, আধো-হাসি ফুটলো রানার ঠোঁটে। 'ধীরে-সুস্থে বলো আমাকে। কতো দাম ধরেছে ওরা আমার?' হঠাৎ টের পেলো ও, কপালের দু'পাশ ব্যথা করছে।

'না, উঁহুঁ। সবটুকু ওরা চায় না। শুধু তোমার মাথাটা।'

ধীরে ধীরে পুরো কাহিনীটা ব্যাখ্যা করলো অজয় মুখার্জি। রানা ছুটি নেয়ার হপ্তা দুই আগে প্রথম আভাস পান রাহাত খান। জেল ভেঙে বের করার চেষ্টা করা হয় গ্যারি রুবিনকে। প্ল্যানটা ছিলো ওয়াণ্ডার নামে একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড অর্গানাইজেশনের, ওরাই সাউথ লণ্ডনের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। হাই সিকিউরিটি প্রিজনে ছিলো গ্যারি রুবিন, লণ্ডন আণ্ডারওয়ার্লডের কুখ্যাত এক ড্রাগ ব্যবসায়ীকে খুন করার দায়ে যাবজ্জীবন খাটছিল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড জানে, আরো অন্তত বারোটা খুন করেছে গ্যারি রুবিন, যদিও প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। সংক্ষেপে, খুনের পেশায় গ্যারি রুবিন সেরা মিস্ত্রী, ভাড়াটে খুনী হিসেবে জুড়ি নেই তার।

'জেল ভেঙে গ্যারিকে বের করে আনে ওরা ঠিকই, কিন্তু পেছনে পুলিশ লেগে যায়, ফলে তাকে ওরা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে পারেনি। ভাগ্যই বলতে হবে, লণ্ডনের বি. সি. আই. এজেন্টরা

তার হদিস বের করে ফেলে। ওদের হাতেই ধরা পড়ে রুবিন। ধরা পড়ার পর গ্যারি একটা চুক্তিতে আসার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু বি. সি. আই. এজেন্টরা তার প্রস্তাব শুনতে রাজি হয়নি। গ্যারি তখন তোমাদের ইন্টেলিজেন্স-এর কোনো অফিসারের সাথে দেখা করতে চায়। বলে, তাতে তোমাদের উপকার হবে।'

তার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়, তবে তখুনি তাকে পুলিশের হাতে তুলে না দিয়ে সব কথা জানানো হয় রাহাত খানকে। বি. সি. আই.-এর সবচেয়ে দক্ষ ইন্টারোগেটর-কে পাঠান তিনি। একটা সেফ হাউসে গ্যারি রুবিনকে জেরা করা হয়। গ্যারির বক্তব্য: তাকে জেল থেকে বের করা হয়েছে এমন একটা কাজ করার জন্যে, যেটা করলে বি. সি. আই. ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জিনিসটা সে যদি ওয়াণ্ডার অর্গানাইজেশনের কথামতো নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে, তাহলে যে টাকা পাবে তা নাকি ওদেরকে অর্ধেক দেয়ার পরও সারা জীবন ধরে দু'হাতে ওড়ালেও শেষ হবার নয়।

ধীরে ধীরে, একঘেয়ে সুরে দুঃস্বপ্নের বর্ণনা দিচ্ছে অজয়, চেহারায় অদ্ভুত এক নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছে রানা। তার জানা আছে, নিরেট তথ্যের বিনিময়ে আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে দেয়ার দাবিও মেনে নেবেন বস্, তবে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবেন সোর্স-কে যতোটা কম দিয়ে পারা যায়। আরো দু'জন ইন্টারোগেটরকে পাঠালেন তিনি। তারা দীর্ঘক্ষণ কথা বললো গ্যারির সাথে। তারপর রাহাত খান স্বয়ং লণ্ডনে চলে এলেন চুক্তি করার জন্যে।

'সব কথা খুলে বললো গ্যারি রুবিন?' অবশেষে নিস্তব্ধতা

ভাঙলো রানা।

'অংশবিশেষ। বাকিটা সে বলবে, হাতে স্বর্গ পাবার পর— ক্যারিবিয়ানের একটা দ্বীপ কিনে দিতে হবে তাকে, নগদ টাকা দিতে হবে বিশ লাখ ডলার, তার সাথে চাই প্লাস্টিক সার্জারীর খরচ, নতুন পরিচয়-পত্র, ইত্যাদি।' অজয়ের চেহারা কঠিন, প্রায় হিংস্র হয়ে উঠলো। 'গুরুর সাথে দেখা হওয়ার পরদিন, সেফ হাউস থেকে পালাতে গিয়ে, রাস্তায় খুন হয়ে গেল গ্যারি রুবিন। ছ'টা বুলেটই বুকে লেগেছে।'

বাইরে থেকে বাচ্চাদের শোরগোল ভেসে আসছে, জেটির ধারে খেলাধুলা করছে তারা। একটা বোট ভট ভট আওয়াজ করছে লেকে। দূর থেকে ভেসে আসছে অস্পষ্ট হেলিকপ্টারের শব্দ। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'গ্যারি রুবিন কি বলে গেল?'

'বললো যে এই অদ্ভুত কন্ট্রাক্টের টার্গেট হলে তুমি, মাসুদ রানা। এ এক ধরনের প্রতিযোগিতা।'

'প্রতিযোগিতা?'

'কিছু নিয়ম ঠিক করা হয়েছে, সব ক'টা নিয়ম বলে যায়নি গ্যারি। যে গ্রুপটা রূপোর প্লেটে করে তোমার মাথাটা প্রস্তাবক বা অর্গানাইজারদের হাতে তুলে দিতে পারবে, তারাই জিতবে। যে-কোনো বোনাফাইড ক্রিমিনাল, টেরোরিস্ট বা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে প্রস্তাবকদের অনুমতি নিতে হবে। প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে চারদিন আগে। সময়সীমাও ঠিক করে দেয়া হয়েছে, তিন মাস। বিজয়ীকে দেয়া হবে দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।'

'কে, কারা…?' কথাটা বলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো রানা।

'চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি উত্তরটা জানতে পেরেছেন গুরু, লণ্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের সাহায্যে।' এক হপ্তা আগে সাউথ লণ্ডনের কয়েকজন গ্যাংল্যাণ্ড চীফকে ধরে আনা হয়, রাহাত খানের নেতৃত্বে একদল বি. সি আই. এজেন্টের হাতে তুলে দেয়া হয় তাদের। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কোনো রকম ইতস্তত না করেই সব রকম সহযোগিতা করছেন তাঁর সাথে, অবশ্য কারণও আছে। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস অচল হয়ে পড়ার পর তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বি. সি. আই.-কে দিয়ে করিয়ে নিতে হচ্ছে। গ্যাংল্যাণ্ড চীফদের কি দাওয়াই দিয়েছে বঙ্গশার্দুলরা অজয় জানে না, তবে জানে আতংকিত চারজন চীফ চব্বিশ ঘণ্টার প্রতি মুহূর্তের জন্যে প্রোটেকশন চেয়ে আবেদন জানায়। প্রোটেকশন যে ওদের দরকার, সেটা বোঝা গেল গ্যাংল্যাণ্ড চীফদের পঞ্চম ব্যক্তি পালিয়ে যাবার পর। অজয় বললো, 'শুনেছি কাল তাকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। হ্যাঁ, উদ্ধার করেছে। শরীরের অবস্থা কহতব্য নয়।'

সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলো অজয়, লোকটা কি রকম কষ্ট পেয়ে মারা গেছে। এমনকি রানাও শিউরে উঠলো। 'ওহ্, গড!'

'ফরেনসিক থেকে বলা হয়েছে, মরার জন্যে অযৌক্তিকভাবে বেশি সময় নেয় ব্যাটা।'

'লোকটা বোধহয় পালিয়ে যায়নি, তাকে চলে যাবার সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল,' বললো রানা। 'বস্ বোধহয় পাঁচজনের মধ্যে চারজনকে আটকে রেখে বাকি একজন ছেড়ে দিলে কি হয় দেখতে চেয়েছিলেন?'

'ঠিক ধরেছো।' চকচক করে উঠলো অজয়ের চোখ।

'এরপর স্বভাবতই বাকি চারজন মুখ খুলতে রাজি হয়, প্রোটেক-শনের বিনিময়ে?'

'রাইট।'

'তাহলে কে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে?'

'এমনকি প্রতিযোগিতার একটা নামও দেয়া হয়েছে,' গম্ভীর সুরে বললো অজয়। 'নামটা হলো, হেড হান্ট। তবে কোনো সান্ত্বনা পুরস্কার রাখা হয়নি, পুরস্কার ওই একটাই। গুরুর ধারণা, স্টার্টিং গেট থেকে কমপক্ষে ত্রিশজন প্রফেশনাল কিলার বেরিয়ে এসেছে।'

'পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে কে?'

'তোমার পুরনো এক বন্ধু, হার্মিসের বর্তমান চেয়ারম্যান। ইতি-মধ্যে আমি জেনেছি, উ সেন-এর ইউনিয়ন কর্স নাম পাল্টে হার্মিস হয়েছে। গুরু আমাকে জানিয়েছেন, বর্তমান চেয়ারম্যানের সাথে তোমার নাকি একবার পাঞ্জা কষা হয়ে গেছে…।'

'পিয়েরে দ্য মালিন। কর্নেল পিয়েরে দ্য মালিন।'

'যে কিনা তিন কি চার মাসের মধ্যে স্বর্গীয় পিয়েরে দ্য মালিনে পরিণত হবে। সেজন্যেই সময়সীমা।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো রানা। পিয়েরে দ্য মালিন কতো-টুকু বিপজ্জনক হতে পারে সে-সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ও। রানার হাতে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হার্মিস মুখ থুবড়ে পড়ার পর ধারণা করা হয়েছিল, কুখ্যাত ফরাসী অপরাধী চক্রটি আর বোধহয় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না, কারণ নেতৃত্ব দেয়ার মতো লোক তাদের

ছিলো না। তারপর, সংগঠনের অনেক নিচের স্তর থেকে, প্রায় ধুমকেতুর মতো উঠে আসে একজন—পিয়েরে দ্য মালিন। এমনকি প্রায় বিধ্বস্ত হামিসের চীফ এক্সিকিউটিভ হওয়াও সহজ কথা নয়। একহাজার একটা কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে তাকে। প্রমাণ করতে হয়েছে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড রণক্ষেত্রে সে একজন দক্ষ সমরনায়ক। লোকটার চেহারাটা রানার মানসপটে ভেসে উঠলো—গায়ে গাঢ় রঙের চামড়া, পেশীবহুল, গোটা অস্তিত্ব থেকে যেন বিপুল শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটছে। পিয়েরে মালিন আন্তর্জাতিক অর্থে মহাশক্তিশালী একজন লিডার, তার নিষ্ঠুরতার কোনো তুলনা হয় না।

মালিনকে শেষ কোথায় দেখেছে, মনে পড়ে গেল রানার। জেনেভার ওপর, প্যারাস্যুট নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। লিডার হিসেবে দ্য মালিনের বৈশিষ্ট্য হলো, সে যুদ্ধ পরিচালনা করে সামনের সারি থেকে। শেষবার দেখার একমাস পর রানাকে আবার খুন করার চেষ্টা করে সে। তারপর তাকে খুব কমই দেখা গেছে। তবে রানা বিশ্বাস করে, এ-ধরনের নৃশংস প্রতিযোগিতা শুধু বোধহয় দ্য মালিনের মাথা থেকেই বেরুতে পারে। 'তুমি কি বলতে চাইছো, সময় ফুরিয়ে এসেছে লোকটার? সে মারা যাচ্ছে?'

'কিছু দিন আগে নাকি হঠাৎ করে তার প্যারাস্যুট নিয়ে পালাবার দরকার হয়?' রানার চোখের দিকে তাকালো না অজয়।

'হ্যাঁ।'

'শুনেছি, ল্যাণ্ডিঙের সময় মেরুদণ্ডে আঘাত পায় সে। এই আঘাতের দরুন ফুলে ওঠে একটা টিউমার, নাগালের মধ্যে পেয়ে যায় স্পাইনাল কর্ড-কে। ছ'জন স্পেশালিস্ট দেখেছে তাকে।

কোনো আশাই নাকি নেই। চারমাসের মধ্যে পিয়েরে দ্য মালিন পটল তুলবে। তার আগে সে তার শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করতে চায়।'

'হামিস ছাড়া আর কারা জড়িত?'

কালো দাড়ির ওপর একটা হাত বুলালো অজয়। 'জানার চেষ্টা করছেন গুরু। বলাই বাহুল্য, তোমার পুরনো শত্রুদের অনেকেই আছে। কয়েকজনের নাম বলতে পারি আমি। কে. জি. বি.-র গুস্তাফের কথা মনে আছে তোমার? তারপর ধরো, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের গা ঢাকা দিয়ে থাকা তিনজন অফিসার—রবসন, ডানহিল, হুইসপার। মোসাডের কথা না-ই বা বললাম, ওরা গোটা একটা গ্রুপকে পাঠিয়েছে। সি. আই. এ.-র অন্তত দু'জন এজেন্টের কথা জানি, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। পশ্চিম জার্মান ইন্টেলিজেন্স-এর দু'জন। আর আছে পরিচিত টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনগুলো, রেড বিগ্রেড থেকে শুরু করে সবগুলো। দশ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার, বহু রথী-মহারথীকে আকৃষ্ট করেছো তুমি।'

'আণ্ডারওয়ার্লডের কারা আছে?'

অধৈর্য হয়ে একটা হাত ঝাঁকালো অজয়। 'বলো কারা নেই। ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, অন্তত তিনটে মাফিয়া পরিবার··· ।'

'হুম।'

বিশাল দেহ নিয়ে চেয়ার ছাড়লো অজয় মুখার্জি। আকৃতির তুলনায় তার অনায়াস ক্ষিপ্রতা রীতিমতো বিস্ময়কর। বসে থাকা আর দাঁড়িয়ে রানার কাঁধে হাত রাখার মধ্যে সময়ের ব্যবধান বোধহয় এক সেকেণ্ডের কম। 'জানি, রানা, জানি—তোমার জন্যে এটা একটা চরম পরীক্ষা। মন খারাপ করে লাভ নেই, বুদ্ধি দিয়ে

টিকে থাকতে হবে।' এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো সে। 'হেড হাণ্ট সম্পর্কে আরেকটা কথা তোমার জানা দরকার···।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাতটা নামিয়ে দিলো রানা। অজয়ের কথা ভালো করে শুনতে পাচ্ছে না ও। ইউনিয়ন কর্স, উ সেন, সও মং আর হামিসের কথা ভাবছে। ইউনিয়ন কর্স অর্থাৎ হামিসের সাথে আগেও পাঁচ-সাতবার যুদ্ধ করতে হয়েছে ওকে। উ সেন মারা গেল, বেশ কয়েক বছর পর উ সেনের ছদ্মনাম সও মং ধারণ করে রানাকে খুন করার প্ল্যান করলো বাননা বেলাডোনা। তারও মৃত্যু হয়েছে। শেষবার রানাকে খুন করার চেষ্টা করলো পিয়েরে দ্য মালিন। রানার ধারণা ছিলো, হামিসের সব নেতৃস্থানীয় অপরাধী সহ মালিনও মারা গেছে। এখন দেখা যাচ্ছে তা নয়। আবার ওরা ওকে খুন করার প্ল্যান করেছে। এবারের প্ল্যানটা, সন্দেহ নেই, তুলনাহীন। দশ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার পাবার জন্যে যদি বিশ লাখ লোক রানার মাথা কাটতে ছুটে আসে, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। 'কিসের আরেকটা কথা?' ঝাঁঝের সাথে, প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো রানা। 'খুব ভালো করেই বোঝাতে পেরেছো, কাউকে বিশ্বাস করতে পারবো না। এমনকি তোমাকেও কি আমি বিশ্বাস করতে পারি, অজয়?'

শেষ কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ, তিক্ততার সাথে, ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলো রানা। সত্যি, কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। অজয়-কে তো নয়ই, কারণ সে এমনকি বি. সি. আই. বা রানা এজেন্সির এজেন্টও নয়, স্রেফ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী। কিন্তু মাথার দাম যেখানে দশ মিলিয়ন ডলার, সেখানে বন্ধুত্বের বাঁধন কতোটুকু শক্ত থাকবে

বলা সত্যি ভারি কঠিন। রানা এজেন্সি বা বি. সি. আই. এজেন্ট-দের অনেককেই নিজের হাতে গড়ে পিটে তৈরি করেছে রানা, এই চরম সংকটে তাদেরও কি পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়? বাকি সবাই—সোহেল, জাহিদ, সলীল, আনিস, যারা পুরনো? মনে মনে হাসলো রানা। ওদেরকে যদি বিশ্বাস করতে না পারে, নিজের ওপরও বিশ্বাস রাখার কোনো মানে হয় না। তবে নতুন এজেন্ট-দের সম্পর্কে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় কি?

'তোমার সমস্যাটা আমি বুঝতে পারছি, রানা,' শান্ত গলায় বললো অজয়। 'না, আমাকেও তুমি বিশ্বাস করতে পারো না। নিজেকে ছাড়া আর যাকেই বিশ্বাস করবে, চরম মূল্য দিতে হতে পারে তোমাকে। এটাই বাস্তব পরিস্থিতি, এটাকে মেনে নিয়েই আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে।'

মাথার চুলে আঙুল চালালো রানা।

'যে-কথা বলছিলাম,' আবার শুরু করলো অজয়। 'হেড হাণ্ট প্রতিযোগিতার একটা নিয়ম—প্রতিটি সংগঠন থেকে মাত্র একজন লোক অংশগ্রহণ করতে পারবে। শেষ তথ্য পাওয়া গেছে...।'

'কিন্তু তুমি বললে ইসরায়েল গোটা একটা গ্রুপকে পাঠিয়েছে? তারপর বললে...।'

'তাহলে ব্যাখ্যা করতে হয়। মোসাড একটা গ্রুপই পাঠিয়েছে, তবে সদস্যরা এক একজন এক একটা সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছে। ইসরায়েলি মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স, মোসাড, সিক্রেট পুলিশ, গেরিলা ও কমাণ্ডো ইউনিট, সবগুলো থেকে একজন করে পাঠানো হয়েছে। সি. আই. এ., কে. জি. বি. বা অন্যান্য টেরো-

রিস্ট অর্গানাইজেশন সম্পর্কেও এ-কথা সত্যি। যা বলছিলাম,' থেমে একটা সিগারেট ধরালো অজয়, রানা লক্ষ্য করলো তার হাত দুটো একটুও কাঁপলো না। 'সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, এরই-মধ্যে প্রতিযোগীদের চারজন নৃশংসভাবে খুন হয়েছে, গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে—একজন আমরা যেখানে বসে আছি সেখান থেকে কয়েক শো মিটার দূরে।'

'পিটার ব্রনসন। আলডো বেলি। বাকি দু'জন অসটেণ্ড ফেরির আরোহী।'

'রাইট। ফেরির আরোহীরা দুটো আই আর এ টেরোরিস্ট গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করছিল। পিটার ব্রনসন ছদ্মবেশী ইসরায়েলি এজেণ্ট। আর আলডো বেলিকে ভাড়া করে পাঠিয়েছে একটা মাফিয়া পরিবার।'

চারজনই মারা গেছে, ভাবলো রানা, ওর কাছাকাছি আসার পর। কি করে এটাকে কাকতালীয় ঘটনা বলা যায়? তবে অজয়-কে কোনো প্রশ্ন করলো না ও, অজয়ও ওকে কোনো আভাস-ইঙ্গিত দেয়ার চেষ্টা করলো না। রানা জানতে চাইলো, 'বসের নির্দেশ কি?'

'যতো তাড়াতাড়ি পারো লণ্ডনে ফিরে যেতে হবে তোমাকে। আগেই শুনেছো, তুমি যাতে বি. সি. আই. বা রানা এজেন্সির সাহায্য না পাও তার ব্যবস্থা করেছে ওরা। সমস্ত এজেন্টের পথে কোনো না কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমার ওপর নজর রাখার জন্যে যথেষ্ট ম্যান পাওয়ার গুরুর হাতে নেই। তবে, লণ্ডনে পৌঁছুতে পারলে, উনি তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা

করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন। বিশ্বাসের প্রশ্ন তুলো না, কারণ বিশ্বাস করি বলেই ওদের ছ'জনকে বেছে নিয়েছি আমি—ওরা তোমাকে সবচেয়ে কাছের একটা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে। পৌঁছে দেবে মানে তুমি নিরাপদে পৌঁছুলে কিনা দেখবে। তুমি প্লেনে ওঠার পর তোমার গাড়িটার একটা ব্যবস্থা করবে ওরা...,'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো রানা। 'গাড়ির ব্যবস্থা যা করার আমি করবো। আমার হয়ে ওটার ব্যবস্থা আর কেউ করবে না—ঠিক আছে?'

কাঁধ ঝাঁকালো অজয়। 'তোমার ব্যাপার। তবে গাড়িটা তোমাকে চিনিয়ে দেবে।'

জিনিস-পত্র এরইমধ্যে গুছিয়ে নিতে শুরু করেছে রানা, কামরার এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করছে দ্রুত, যদিও এক পলকের জন্যেও অজয়ের ওপর থেকে দৃষ্টি বা মনোযোগ হারাচ্ছে না। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না ঃ এমনকি অজয়কেও সে বিশ্বাস করতে পারে না। 'তোমার ছ'জন লোক?' প্রশ্ন করলো ও। 'চেহারার বর্ণনা?'

'বাইরে অপেক্ষা করছে ওরা। নিজেই দেখো না।' ইঙ্গিতে জানালাটা দেখিয়ে দিলো অজয়। তারপর এগিয়ে গিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালো। প্রকাণ্ডদেহীর ঠিক পিছনে দাঁড়ালো রানা।

পিছনে ওর উপস্থিতি টের পেয়ে অজয়ের কাঁধ ছটো কি একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো?

'ওই তো,' বললো অজয়, 'হৃৎপিণ্ড আকৃতির পাথরটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন, নীল শার্ট। গাড়িগুলোর শেষ মাথায়

আরেকজন, সিলভার রেনল্ট-এর পাশে।'

গাড়িটা রেনল্ট টোয়েনটিফাইভ ভি-সিক্স-আই, রানার প্রিয় গাড়িগুলোর একটা নয়। ইচ্ছে করলে লোক দু'জনকে অনায়াসে ফাঁকি দিতে পারবে ও। 'আরেকজন সম্পর্কে তথ্য চাই আমি,' পিছিয়ে কামরার মাঝখানে চলে এসে বললো রানা। 'ইটালিয়ান টাইটেল, মেয়েটা ইংরেজ...।'

'টরটেলিনি?' ঠোঁটের কোণ বাঁকা হয়ে উঠলো অজয়ের।

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'প্রতিযোগিতায় সে আছে বলে গুরু মনে করেন না। তবে টোপ হওয়া খুবই সম্ভব। তিনি বলেছেন, তোমাকে সাবধান থাকতে হবে। ধরে নিচ্ছি, আশপাশেই আছে সে?'

'হ্যাঁ। তাকে আমি রোম পর্যন্ত লিফট দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।'

'ফেলে পালাও।'

'দেখা যাক। ঠিক আছে, অজয়, ধন্যবাদ। আর বোধহয় কিছু বলার নেই তোমার। লণ্ডনের পথে বেরিয়ে পড়ছি আমি। সন্দেহ নেই, জার্নিটা উপভোগ্য হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা হাত লম্বা করে দিলো অজয়, না দেখার ভান করে এড়িয়ে গেল রানা। 'গুড লাক, দোস্ত,' বললো অজয়। 'সাবধানে থেকো। প্রার্থনা করি, ভাগ্য তোমার সহায় হোক।'

'কোনো কোনো ব্যাপারে ভাগ্যে আমি একদম বিশ্বাস করি না। অটুট বিশ্বাস আছে শুধু আমার নিজের ওপর।'

ভুরু কোঁচকালো অজয়, মাথা ঝাঁকালো, তারপর রানাকে তৈরি হবার সুযোগ দিয়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

এক সেকেণ্ড চিন্তা করলো রানা। সব কাজ খুব তাড়াতাড়ি সারা দরকার, তবে এই মুহূর্তে ওর সবচেয়ে বড় উদ্বেগ, রোজিনাকে নিয়ে কি করবে ও। সশরীরে উপস্থিত রয়েছে মেয়েটা, অচেনা, তবু মনে হলো তাকে কোনোভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। জিম্মি হিসেবে, সম্ভবত? কাউন্টেস রোজিনা টরটেলিনি জিম্মি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, এমনকি একটা বর্ম হিসেবেও, যদি রানা যথেষ্ট নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়। যেন টেলিপ্যাথি জানে মেয়েটা, ঠিক এই সময় নিচে থেকে ফোন করলো রোজিনা। রিসিভার তুলতেই রানার কানে জলতরঙ্গের সুর বাজলো, 'ভাবছিলাম, ঠিক কোন্ সময় তুমি রওনা হতে চাও, রানা?'

'তুমি তৈরি হওয়া মাত্র। আমার প্রায় হয়ে এসেছে।'

হেসে উঠলো রোজিনা, মনে হলো কর্কশ ভাবটুকুর অস্তিত্ব নেই। 'আমারও প্রায় হয়ে এসেছে, খুব বেশি হলে আর পনেরো মিনিট লাগবে। তুমি চাও, রওনা হবার আগে এখানে আমরা খেয়ে নেবো?'

রানা বললো, 'রাস্তায় কোথাও থামলে ভালো হয়।' তারপর বললো, 'শোনো, রোজিনা, ছোট্ট একটা সমস্যা হয়েছে। এমন হতে পারে যে আমাদেরকে হয়তো একটু ঘুরে যেতে হবে। রওনা হবার আগে তোমার কাছে আসতে পারি আমি, কথা বলার জন্যে?'

'আমার কামরায়?'

'সেটাই ভালো হয়।'

'কনভেন্টে পড়া একটা মেয়ে তথা একজন কাউন্টেসের জন্যে

ছোট্ট একটা কলংকের বীজ বপনের জন্যে মন্দও হয় না।'

'আমি তোমাকে কথা দিতে পারি, কলংক হবে না। দশ মিনি-টের মধ্যে, ঠিক আছে?'

'এভাবে জেদ ধরলে কি আর করা,' বললো রোজিনা। বিরক্ত হয়নি, তবে আগের চেয়ে একটু যেন সতর্ক বা ফরম্যাল বলে মনে হলো রানার।

ও বললো, 'ব্যাপারটা একটু জটিল। দশ মিনিট পর দেখা হচ্ছে।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছে কি রাখেনি, আবার সেটা ঝনঝন শব্দে বেজে উঠলো।

'মিঃ রানা?' লাউডস্পীকারের কণ্ঠস্বর সাথে সাথে চিনতে পারলো রানা। গুডবাই ক্লিনিকের ডিরেক্টর, ফোনেও তিনি চিৎ-কার করেন। ভদ্রলোককে আতংকিত মনে হলো।

'হের ডিরেক্টর?' দুশ্চিন্তার সুর নিজের গলাতেও টের পেলো রানা।

'আমি দুঃখিত, মিঃ রানা। আমি আপনাকে একটা খারাপ খবর দিচ্ছি...।'

'রাঙার মা!'

'আপনার রোগিণী, মিঃ রানা। তিনি গায়েব হয়ে গেছেন। পুলিস এসেছে, আমার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন অফিসাররা। আরো আগে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি বলে দুঃখিত। আপনার মেইড সারভেন্ট সেই ভিজিটর ভদ্রমহিলার সাথে অদৃশ্য হয়েছেন। তারপর একটা টেলিফোন কল আসে, এবং

পুলিশ আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায়। আপনার রোগিণী-কে, কি যেন বলা হয়, ন্যাপ…!'

'কিডন্যাপ?' দম বন্ধ হয়ে এলো রানার। 'রাঙার মা'কে কিডন্যাপ করা হয়েছে? রাঙার মা আর শায়লাকে?' এক মুহূর্তে হাজারটা চিন্তা ও সম্ভাবনা খেলে গেল রানার মাথায়, মাত্র একটা অর্থবহ মনে হলো। প্ল্যানটা যারই হোক, সে তার হোম ওঅর্ক-এ ফাঁকি দেয়নি। কাকে কিডন্যাপ করলে মাসুদ রানা উদ্ধার করতে আসবে, সে জানে। রাঙার মা'র সাথে শায়লাকেও, তারমানে এক ঢিলে দুই পাখি। রাঙার মা'র প্রতি ওর আন্তরিক দায়িত্ববোধ আছে, আর শায়লা ওর প্রাইভেট সেক্রেটারী, অনেক গোপন তথ্য তার জানা। হেড হান্ট প্রতিযোগীদের কেউ একজন কাছ থেকে নজর রাখতে চায় রানার ওপর, রাঙার মা আর শায়লাকে রানা খুঁজতে বেরুলে তার আশা পূর্ণ হয়।

কি করবে এখন রানা? বসের নির্দেশে লণ্ডনে ফিরে যাবে?

পাঁচ

সমস্ত দিক বিবেচনার মধ্যে রেখে বলতেই হবে, ভাবলো রানা, কাউন্টেস রোজিনা টরটেলিনি অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা প্রকৃতির মেয়ে। কোটটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিলো ও, পরে গুছিয়ে রাখবে, তার-পর লম্বা আয়নার দিকে ফিরে বিবস্ত্র শরীরটার ওপর চোখ বুলালো। যা দেখলো, খুশি হয়ে উঠলো রানা ; মিথ্যে অহমিকা বা আত্মপ্রেম নয়, চোখে লাগার মতো ফিটনেস লক্ষ্য করে—বুক, উরুর পেশী টান টান হয়ে আছে, ফুলে আছে বাইসেপ।

অজয় আসার আগেই শাওয়ার সেরে দাড়ি কামিয়ে নিয়েছে রানা, এই মুহূর্তে কাপড় পাল্টানোর ফাঁকে ভাবছে কিভাবে সাম-লানো যায় রোজিনাকে। স্ল্যাকস্ পরলো রানা, সফ্ট্ লেদার মোকাসিন গলালো পায়ে, গায়ে চড়ালো একটা সী আইল্যাণ্ড কটন শার্ট। নাইন-এমএম এ. এস. পি. লুকানোর জন্যে শার্টের ওপর পরলো গ্রে অস্কার জ্যাকবসন আলকানটারা জ্যাকেট। স্যুট-কেস আর ব্রিফকেস দুটো দরজার কাছাকাছি রাখলো, অস্ত্রটা

চেক করলো, তারপর নেমে এলো নিচের লবিতে। রিসেপশন ডেস্কে থেমে নিজের ও রোজিনার বিল মেটালো, আবার ওপর-তলায় উঠে দাঁড়ালো রোজিনার দরজায়।

দরজার পাশে রোজিনার ব্যাগ আর স্যুটকেসগুলো এক লাইনে সাজানো। নক করতেই দরজা খুলে দিলো সে। আজ আবার জিনস পরেছে, তবে শার্টটা কালো সিল্ক।

সামান্য ঠেলা দিয়ে তাকে কামরার ভেতর নিয়ে এলো রানা। রোজিনা প্রতিবাদ করলো না, শুধু বললো রওনা হবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে সে। রানার চেহারা থমথম করছে, দেখে কোমল সুরে জিজ্ঞেস করলো, 'রানা, কি ব্যাপার? খুব খারাপ একটা কিছু ঘটেছে, তাই না?'

'দুঃখিত, জিনা। হ্যাঁ। আমার জন্যে সত্যিই অত্যন্ত খারাপ, এমনকি তোমার জন্যেও বিপজ্জনক হতে পারে…।'

'আমি ঠিক বুঝলাম না…।'

'আমার দু'একটা কাজ তোমার ঠিক পছন্দ হবে না, জিনা। শোনো তাহলে, আমাকে হুমকি দেয়া হয়েছে…।'

'হুমকি দেয়া হয়েছে? কি হুমকি দেয়া হয়েছে?' এখনো পিছিয়ে যাচ্ছে রোজিনা।

'সব কথা খুলে বলার সময় নেই, জিনা। তবে আমার কাছে একটা ব্যাপার পরিষ্কার। শুধু আমার কাছে নয়—আরো অনেকের কাছে, এর সাথে তোমার জড়িত থাকার সম্ভাবনা আছে।'

'আমি? কিসের সাথে জড়িত, রানা? তোমাকে হুমকি দেয়ার সাথে?'

'ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর, জিনা। আমার জীবন-মরণের প্রশ্ন।

একটা কথা তো ঠিক যে আমাদের দেখা হলো রহস্যময় একটা পরিস্থিতিতে।'

'কি! মানে? পরিস্থিতির মধ্যে রহস্য কোথায় দেখলে তুমি? ছোকরা তুই গুণ্ডা বাদে?'

'মনে হলো, ঠিক যেন মাহেন্দ্রক্ষণটিতে উপস্থিত হলাম আমি; ফলে সম্মান হারানোর মহা একটা বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেলে তুমি। তারপর তোমার গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল, ঠিক যেখানটায় নষ্ট হলে ভালো হয়, আমি যেখানে উঠেছি। তোমাকে আমি রোম পর্যন্ত লিফট দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছি। গোটা ব্যাপারটাকে কেউ যদি একটা ফাঁদ বা সেট-আপ হিসেবে দেখে, তাকে তুমি দোষ দিতে পারো না।'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না...।'

'সত্যি দুঃখিত, জিনা! আমি...।'

'তুমি আমাকে রোমে নিয়ে যেতে পারছো না?' চেহারা থমথমে, তবে গলা শান্ত, একটু যেন বেশি শান্ত। 'ঠিক আছে, রানা, ঠিক আছে। আমি বুঝতে পারছি। এ নিয়ে আর ভেবো না। আমি একটা উপায় বের করে নেবো, একটু সমস্যা হয়তো হবে...।'

'তুমি বোঝোনি, জিনা। আমার সাথেই যাচ্ছো তুমি, হয়তো শেষ পর্যন্ত রোমেও যাওয়া হবে। আমার আর কোনো বিকল্প নেই। তোমাকে সাথে রাখতে হবে, দরকার হলে এমনকি জিম্মি হিসেবে। সঙ্গে একটা বীমা থাকা দরকার। তুমিই আমার পলিসি, জিনা।'

থামলো রানা, হজম করার জন্যে সময় দিলো রোজিনাকে, তারপর অবাক হয়ে দেখলো মৃদু হাসি ফুটছে রোজিনার ঠোঁটে।

'বাহ্, চমৎকার! আগে কখনো জিম্মি হইনি, রানা। নতুন একটা অভিজ্ঞতা হবে।' হঠাৎ থেমে গেল সে, চোখ নামিয়ে রানার হাতের আগ্নেয়াস্ত্রটা দেখলো। 'ওহ্, বয়! মেলোড্রামা? ওটা তোমার দরকার নেই, রানা। আছি তো ছুটির মধ্যে, তাই না? তোমার জিম্মি হতে সত্যি আমার কোনো আপত্তি নেই, একান্তই যদি প্রয়োজন বলে মনে করো।' থামলো সে, চেহারায় মুগ্ধ বিস্ময়। 'কে জানে, ব্যাপারটার মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনার খোরাকও থাকতে পারে। তুমি জানো না, একসাইটমেন্টের ভারি ভক্ত আমি।'

'যাদের বিরুদ্ধে আমাকে লড়তে হবে তারা লেজে পা পড়া গোক্ষুরের মতো উত্তেজিত হয়ে আছে, জিনা। আমি শুধু আশা করতে পারি, এখন যা ঘটবে, তাতে যেন তোমার খুব একটা ক্ষতি না হয়ে যায়। সত্যি আমার আর কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বাস করো, এটা কৌতুক বা খেলা নয়। আমি যা বলবো তাই তুমি করবে, করবে সাবধানে, অত্যন্ত ধীরেসুস্থে। এখন থেকেই শুরু হলো—ঘুরে দাঁড়াও, জিনা। মাথার ওপর হাত তুলে ঘোরো।'

ছুটো জিনিস খুঁজলো রানা—একটা অস্ত্র, সুচতুরভাবে লুকানো; আরেকটা বিকল্প অস্ত্র, চোখের সামনে থাকলেও সহজে যেটা অস্ত্র বলে চেনা যায় না। রোজিনা তার শার্টের গলার কাছে একটা ক্যামিও ব্রোচ পরেছে। তাকে দিয়ে ব্রোচটা খোলালো ও, ছুঁড়ে দিলো বিছানার দিকে, ওখানে তার শোল্ডার ব্যাগটাও পড়ে রয়েছে। এবার তাকে জুতো জোড়া খুলতে বললো রানা।

ক্যামিও ব্রোচটা নিজের কাছে রাখবে ও। দেখতে জিনিসটা যথেষ্ট নিরাপদ বলেই মনে হয়, তবে ব্যবহার করতে জানলে

অবিশ্বাস্য ক্ষতি করতে পারে। মাত্র এক হাতে সার্চ করলো রানা রোজিনাকে, এ. এস. পি. ধরা অপর হাতটা সতর্কতার সাথে যথেষ্ট পিছনে রাখলো। জুতো বা বেল্টে কিছু পাওয়া গেল না। বিব্রত করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলো রানা, কিন্তু শরীর আর কাপড়-চোপড়গুলো পরীক্ষা না করলেই নয়। দেহ-তল্লাশি করে যদি কিছু না পাওয়া যায়, লাগেজগুলো পরীক্ষা করতে হবে। তবে এখুনি নয়, রাস্তায় কোথাও থামার সুযোগে। তার আগে লক্ষ্য রাখতে হবে ওগুলো যেন রোজিনার নাগালের বাইরে থাকে।

শোল্ডার ব্যাগটা বিছানার ওপর খালি করলো রানা। সাদা চাদরে মেয়েলি জিনিস-পত্র ছড়িয়ে পড়লো, সাথে রয়েছে একটা চেক বই, ডায়েরী, ক্রেডিট কার্ড, নগদ টাকা, টিস্যু, চিরুনি, ট্যাবলেট ভরা ছোটো একটা শিশি, ভিসার কাগজ-পত্র ইত্যাদি।

'আমি জানি, রানা, কাজটা তুমি উপভোগ করছো না,' ম্লানকণ্ঠে বললো রোজিনা। 'যদি উল্টোটা সত্যিহয়, তোমার প্রতি আমার··· ।'

'শ্রদ্ধা কমে যাবে, জানি,' তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো রানা, একটু কঠিন সুরেই।

'না, রানা, জানো না।' হাসলো রোজিনা, দুঃখের হাসি। 'আমি চাই না তোমাকে আমার শ্রদ্ধা করতে হোক। শ্রদ্ধা জিনিসটাকে কে কিভাবে দেখে বলতে পারবো না, তবে আমার মনে হয় একজন মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে শ্রদ্ধার একটা জোরালো ভূমিকা আছে। এমন হতে পারে, আসলে হয়তো কেউ আমরা কাউকে সেভাবে শ্রদ্ধা করি না। না, শ্রদ্ধা নয়; তোমার প্রতি

আমার টান কমে যাবে, রানা। কারণ, তোমাকে আমার রুচিশীল পুরুষ বলে মনে হয়েছে।'

'যদিও কাজটা আমি অরুচিকর করছি,' বললো রানা। জানে, রোজিনা হয়তো ওকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করছে। চিরুনি, দিয়াশলাই, সেলাই-এর সরঞ্জাম, সেন্ট স্প্রে, লিপস্টিক আর কমপ্যাক্টটা নিজের কাছে রেখে দিলো ও। স্প্রে, লিপস্টিক আর কমপ্যাক্ট পরে ভালো করে পরীক্ষা করতে হবে। অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, সেন্ট স্প্রে-তে থাকতে পারে বিষাক্ত কেমিকেল, লিপস্টিকে থাকতে পারে ক্ষুরের মতো ধারালো ইস্পাতের ফলা বা এমনকি হাইপডারমিক সিরিঞ্জ, আর পাউডার কমপ্যাক্টটা খুদে রেডিও হওয়া বিচিত্র নয়।

নরম সুরে রোজিনাকে বিবস্ত্র হতে অনুরোধ জানালো রানা, যদিও চেহারাটা থমথমেই থাকলো। যতোটা রাগলো, তারচেয়ে বেশি আড়ষ্ট হয়ে উঠলো রোজিনা। ক্রীম ঢালা কফির মতো তার গায়ের রঙ, ভারি মসৃণ আর কোমল, এ-ধরনের ত্বক শুধু কষ্টকর রৌদ্রস্নানের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব—ধৈর্য, বাছাই করা লোশন, নির্দিষ্ট মাত্রার রোদ আর কাপড় খোলার যথেষ্ট সাহসও দরকার হয়। পুরুষরা এ-ধরনের শরীর স্বপ্নে দেখে, শিল্পীরা তাদের তুলির সাহায্যে আঁকতে চেষ্টা করে। আদর্শ দেহ-সৌষ্ঠব, দেখামাত্র ভাবতে ইচ্ছে করে নির্ঘাৎ মেয়েটা ছটফট করে বিছানায়।

জিনস আর শার্ট সার্চ করলো রানা, নিশ্চিত হলো লাইনিং আর সেলাইয়ের মাঝখানে কিছু নেই। সন্তুষ্ট হবার পর আবার ক্ষমা প্রার্থনা করলো ও, অনুমতি দিলো কাপড় পরার, বললো,

'এবার তুমি পোর্টারকে ডাকতে পারো।'

'সার্চ করা হয়ে গেল?' জিজ্ঞেস করলো রোজিনা, চোখে ধারালো বিদ্রূপ।

তাকিয়ে থাকলো রানা, কিছু বললো না। অপেক্ষা করছে।

'আমি ভাবলাম, আরো কিছু দেখার ও করার আছে তোমার।' ভাবটা যেন নিরাশ হয়েছে রোজিনা।

রানা এবারও কোনো কথা বললো না।

'সত্যি তুমি ভদ্রলোক,' খানিকটা দ্বিধা নিয়ে প্রশংসা করলো রোজিনা। 'তবে, একটা সংকট থেকে বেঁচে গেলাম আমি। মস্ত একটা ঝুঁকি নিতে হতো আমাকে, এমনকি আমি হয়তো তোমার হাতে খুনও হয়ে যেতে পারতাম।'

রানার চোখে প্রশ্ন।

'নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয়, আমার জানা নেই, রানা। আমারই হার হতো, তবু আমাকে তুমি রেপ করার চেষ্টা করলে আমি বাধা দিতাম।' দ্রুত কাপড় পরছে সে।

'পোর্টারকে কি বলতে হবে শুনে নাও,' বললো রানা। 'বলবে, তোমার আর আমার ঘরে ব্যাগেজ তৈরি হয়ে আছে। নিচে নিয়ে গিয়ে সব আমার গাড়িতে তুলতে হবে।'

কথামতো কাজ করলো রোজিনা। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে বললো, 'যা যা বলেছো সব করেছি, রানা। কোনো সন্দেহ নেই, মরিয়া হয়ে উঠেছো তুমি। আর, তুমি যে কোনো না কোনো ধরনের প্রফেশনাল, তা-ও বেশ বুঝতে পারছি। তবে, আমাকে বোকা ভেবো না।'

'বোকা ভাবলে সার্চ করতাম না।'

'আসলে তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। কাজেই, যুক্তির মধ্যে হলে যা বলবে সবই করবো আমি। কিন্তু শোনো, সমস্যা একটা আমারও আছে।' রোজিনার গলা শুধু উদ্বিগ্ন নয়, একটু যেন কেঁপেও গেল, যেন এইমাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনাটা নার্ভাস করে তুলেছে ওকে।

মাথা ঝাঁকালো রানা, সমস্যা খুলে বলার অনুমতি।

'ক্যানোবিও-তে আমার এক স্কুল-ফ্রেণ্ড আছে, উপকূলের কাছাকাছি···।'

'হ্যাঁ, জায়গাটা চিনি। খুব বেশি দূরে নয়, ইটালিয়ানদের প্রিয় ট্যুরিস্ট স্পট। প্রকৃতি ওখানে সত্যি ভারি সুন্দর। বেশ, আছে তো কি হয়েছে?'

'আমি কথা দিয়েছি, যাবার পথে তাকে আমরা তুলে নেবো। ভেবেছিলাম গতরাতে তার সাথে দেখা হবে। ওখানে অপূর্ব সুন্দর একটা চার্চ আছে, তুমি নিশ্চয় জানো। লেকের ধারে; আমাদের জন্যে সেখানে অপেক্ষা করছে সে।'

'ম্যাডোনা দেলা পিয়েতা,' চার্চটার নাম বললো রানা।

'হ্যাঁ, দুপুরের পর থেকে ওখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে সে।'

'স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, প্রাণচঞ্চল একটা সিংহ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ঠাট্টা নয়, রানা। স্বাস্থ্যবতী, সুদর্শনা, প্রাণচঞ্চলা হরিণী।'

'এড়িয়ে যাওয়া যায় না? টেলিফোনে?'

মাথা নাড়লো রোজিনা। 'নষ্ট গাড়ি নিয়ে পৌঁছুনোর পর তার হোটেলে আমি ফোন করেছিলাম। কাল রাতের কথা। হোটেলে তখনো পৌঁছায়নি সে। ডিনারের পর আবার তাকে ফোন করি, অপেক্ষায় ছিলো সে। হোটেলে কোনো রুম খালি পায়নি, অন্য কোথাও খুঁজে দেখার কথা ভাবছে। তুমি আমাকে বলেছিলে রওনা হতে আমাদের দেরি হতে পারে, তাই তাকে আমি ম্যাডোনা দেলা পিয়েত্তায় অপেক্ষা করতে বলে দিয়েছি, দুপুরের পর থেকে। ভাবিনি আবার তাকে ফোন করার দরকার হতে পারে...।'

বাধা এলো পোর্টারের তরফ থেকে, ব্যাগেজ নেয়ার জন্যে উঠে এসেছে।

রানা তাকে ধন্যবাদ দিলো, বললো একটু পরই নিচে নামছে ওরা। লোকটা চলে যেতে সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করলো ও। প্ল্যানটা যা-ই হোক, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে ওকে। প্রথম পৌঁছুতে চায় গুডবাই ক্লিনিকে, ওখানে খানিকটা পুলিশ প্রোটেকশন পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়, কারণ রাণ্ডার মা আর শায়লাকে ওরা সাধ্যমতো খুঁজছে। ইটালিতে যাবার কোনো ইচ্ছেই রানার নেই, আর ক্যানোবিও সম্পর্কে যতোটুকু জানে ও, ফাঁদ পাতার জন্যে জায়গাটা আদর্শ। লেকের ধারে রাস্তা আর ম্যাডোনা দেলা পিয়েতার সামনেটায় সারাক্ষণ গিজগিজ করছে লোকজন, কারণ জায়গাটা শুধু ট্যুরিস্ট স্পটই নয়, শিল্পশহরও বটে। চার্চের সামনের চৌরাস্তায়, ভিড়ের ভেতর থেকে, একজন লোক গুলি করে পালিয়ে যেতে পারে অনায়াসে। কিংবা একজন মোটর সাইকেল আরোহী ব্রাশ ফায়ার করে কেটে পড়তে পারে। রোজিনা কি,

জেনে বা না-জেনে, ওখানে কোণঠাসা করার জন্যে নিয়ে যেতে চাইছে ওকে?

'তোমার স্কুল-ফ্রেণ্ডের নাম কি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রানা। অনুভব করলো, কপালের দু'পাশ সামান্য ব্যথা করছে। ব্যথাটা ভুলে থাকার চেষ্টা করলো ও, ভাবলো, ওষুধের প্রতিক্রিয়া না-ও হতে পারে।

'মলি,' বললো রোজিনা। 'মলি মণ্টানা। সবাই তাকে মলি বলে ডাকে। মণ্টানা পেট্রোকেমিকেলস্, মানে ওর বাবা।'

মাথা ঝাঁকালো রানা, প্রতিষ্ঠানের নামটা ওর পরিচিত। বহু-জাতিক একটা সংস্থা, হেড অফিস লণ্ডনে। 'ঠিক আছে, তোমার বান্ধবীকে তুলে নেবো আমরা, কিন্তু আমার প্ল্যানের সাথে নিজেকে তার খাপ খাইয়ে নিতে হবে।' রোজিনার কনুইটা শক্ত করে চেপে ধরলো রানা, বুঝিয়ে দেয়া দরকার সে-ই কর্তৃত্ব করছে।

রানা জানে, ক্যানোবিও-য় গিয়ে ফিরে আসতে মাত্র এক ঘণ্টা দেরি হবে ওর। সীমান্ত পেরোতে চায় ও, অস্ট্রিয়ায় যেতে হবে। ঝুঁকিটা যদি নেয়, একজনের জায়গায় হাতে চলে আসে দু'জন জিম্মি। তাতে অনেক লাভের একটা হলো, গাড়িতে ওদেরকে এমন পজিশনে বসাতে পারবে, লক্ষ্যস্থির করা কঠিন হয়ে উঠবে আততায়ীর।

আরেকটা চিন্তা স্বস্তি বয়ে আনলো। পুরস্কার পাবার জন্যে উপযুক্ত বিবেচিত হবে শুধু ওর মাথাটা হাজির করতে পারলে। যে-ই আক্রমণ করুক, কাজটা তাকে করতে হবে রাস্তার নির্জন বিস্তৃতিতে, অথবা রাতে যেখানে থামবে।

একজন মানুষের মুণ্ডু ধড় থেকে আলাদা করা তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়, এমনকি তোমার খুব শক্তিশালী না হলেও চলে। যে:কোনো হ্যাক-স্ত্র' এক মিনিটে কাজটা সারতে পারে। দরকার হবে শুধু বেশ খানিকটা নির্জনতা। ক্যানোবিওর প্রধান চার্চের সামনে ম্যাগিওর লেকের ধারে, কাজটা করার কথা পাগল ছাড়া কেউ ভাববে না।

ওরা কেউ কারো ওপর সন্তুষ্ট নয়—সম্ভবত কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি, তবু রোজিনাকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে বলে ভাবতে পারছে না রানা, আর মুখে যতোই প্রশংসা করুক, সঙ্গত কারণেই রানার ওপর খেপে আছে রোজিনা—তবু বিনয় আর ভদ্রতা দেখাতে কেউ কারো চেয়ে কম গেল না।

'ধন্যবাদ, রানা। বান্ধবীকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারছি, সেজন্যে তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ··· উহ্, লাগছে যে!'

রোজিনার কনুইয়ে মুঠোর চাপ একটু কমালো রানা। 'সত্যি দুঃখিত।'

নিচে নেমে এলো ওরা। সবুজ মুলসেন টার্বোর পিছনে লাগেজ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পোর্টার। চোখের কোণ দিয়ে অজয় মুখার্জির লোকটাকে দেখতে পেলো রানা। হৃৎপিণ্ড আকৃতির পাথরটার কাছ থেকে রওনা হলো, সার সার গাড়ির সামনে দিয়ে নিজেদের রেন-ল্টের দিকে হেঁটে যাচ্ছে সে। লোকটা একবারও পিছন ফিরে রানার দিকে তাকালো না, ভাব দেখে মনে হলো মাটিতে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে এগোচ্ছে। লোকটা লম্বা, গ্রীক মূর্তির মতো শরীরের গড়ন, রোদে পোড়া তামাটে চামড়া।

গাড়ি আর নিজের মাঝখানে রোজিনাকে নিয়ে এগোলো রানা, কাছাকাছি পৌঁছে রোজিনার পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে গাড়ির বুট খুললো। লাগেজগুলো ভেতরে রাখার পর পোর্টারকে মোটা বকশিশ দিলো ও, তারপর রোজিনাকে সামনে নিয়ে গাড়িতে উঠলো।

'আমি চাই, সিটবেল্ট বেঁধে হাত দুটো আমার চোখের সামনে ড্যাশবোর্ডের ওপর রাখো তুমি,' মৃদু হাসির সাথে নির্দেশ দিলো রানা।

গাড়িগুলোর শেষ মাথা থেকে স্টার্ট নিলো রেনল্ট।

বড় করে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে রোজিনা বললো, 'বাঁচলাম। আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম তুমি আমার চোখে পট্টি বাঁধবে।'

'রোজিনা, প্লিজ বোকার মতো কিছু করে বসো না। আমার রিফ্লেক্স সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই।' নাকি আছে? 'আমাকে দিয়ে এমন কিছু করিয়ো না যার দরুন কষ্ট পেতে হয়—আমাকে বা তোমাকে।'

জলতরঙ্গের শব্দ তুলে হেসে উঠলো রোজিনা। 'আমি জিম্মি। নিজের পজিশন সম্পর্কে আমি সচেতন। চিন্তা করো না, রানা।'

পিছিয়ে এলো ওরা, র্যাম্প বেয়ে উঠলো গাড়ি, সাত মিনিট পর কোনো ঘটনা ব্যতিরেকেই পেরিয়ে এলো ইটালিয়ান সীমান্ত।

'যদি লক্ষ্য করে না থাকো, আমাদের পেছনে একটা গাড়ি রয়েছে,' সামান্য উত্তেজিত কণ্ঠে বললো রোজিনা।

'হ্যাঁ।' গম্ভীর একটু হাসি ফুটলো রানার মুখে। 'ওরা আমাদের

দেখাশোনা করছে। তবে এ-ধরনের প্রোটেকশন আমার দরকার নেই। সময় হলে ওদেরকে আমরা ফাকি দেবো।'

মাথা ঝাঁকালো রোজিনা। 'এর মানে কি, নিজের ওপর বিপুল আস্থা ?'

উত্তরে কিছু বললো না রানা। একটু পর মলি মণ্টানার কথা তুললো ও। মেয়েটাকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সামলাতে হবে। রোমে যাবার ব্যবস্থা নিজেই করে নিক সে, এ-কথা ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না তাকে। প্রশ্নের উত্তরে জানানো যেতে পারে যে প্ল্যান বদলাতে হওয়ায় তাড়াহুড়োর মধ্যে দিয়ে সালজবার্গে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে। 'সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তার ওপর ছেড়ে দেবে তুমি। দুঃখ প্রকাশ করবে, তবে চেষ্টা করবে ওকে যেন এড়ানো যায়। বুঝতে পারছো তো ?'

ম্যাডোনা দেলা পিয়েতায় পৌঁছুলো ওরা। চারদিকে ভিড় আর ব্যস্ততা। ছোট্ট একটা স্যুটকেসের পাশে, লোভনীয় দেহভঙ্গিমা নিয়ে, দাঁড়িয়ে আছে যেন কোনো বিশ্বসুন্দরী। বেশ লম্বা মেয়ে, অমাবস্যার রাতের মতো রঙ তার চুলের, শক্ত খোঁপায় আটকানো। নকশা কাটা সুতী পোশাক পরে আছে, মুহূর্তের জন্যে সেটাকে চেপে ধরলো বাতাস, কাপড়ের বাইরে ফুটে উঠলো সুগঠিত উরু, লম্বা পা, গোল তলপেট আর নধর নিতম্ব। গাড়ি থেকে রোজিনা ডাক দিতে নিঃশব্দে হাসলো মেয়েটা। চিৎকার করে বললো, 'ওহ্, সুপার! বেণ্টলি! আমার অত্যন্ত প্রিয় গাড়ি!'

'মলি, আয় রানার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। জানিস, আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে।' পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলো সে, ঠিক

যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছে রানা।

প্রতিটি মুহূর্ত মলি মণ্টানার শান্ত মুখভাব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করলো রানা। লম্বাটেই বলা যায় মুখটা, গাঢ় ধূসর রঙের চোখ দুটো এতো চকচকে, যেন বেরিয়ে আছে সামনের দিকে, চশমার ভেতর থেকে ঝিলিক দিচ্ছে বুদ্ধিমত্তা। চেঁছে তুলে ফেলে, নতুন করে আঁকা হয়েছে ভুরু, রঙটা চুলের সাথে মেলানো, চেহারায় এনে দিয়েছে মিষ্টি একটা ভাব।

'তো কি হয়েছে, প্ল্যান তো বদল হতেই পারে! আমাকে তুই চিনিস না? আমি অ্যাডজাস্ট করার মেয়ে নই?' সহাস্যে বললো মলি মণ্টানা, নিচু গলায় টেনে টেনে। 'আসল কথা ছুটি কাটাতে বেরিয়েছি—রোম নাকি সালজবার্গ, সেটা কোনো ব্যাপার না। তোরা আমাকে গুডবাই জানাবি, সেটি হচ্ছে না।'

গাড়ি নিয়ে খোলা জায়গায় রয়েছে, নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছে রানা। ওদের উচ্ছ্বাসে বাধা দিলো ও। 'তুমি আমাদের সাথে আসছো, মলি?'

'অবশ্যই। এই সুযোগ ছাড়ে কেউ!' গাড়ির দরজা খুলে ফেললো মলি, তবে বাধা দিলো রানা।

'বুটে রাখতে হবে লাগেজ,' নিজের অজান্তেই একটু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো ওর কণ্ঠস্বর, তারপর নিচু গলায় রোজিনাকে বললো, 'হাত চোখের সামনে, আগের মতো। সিরিয়াস না হয়ে আমার উপায় নেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ড্যাশবোর্ডের ওপর হাত রাখলো রোজিনা, সাবধানে গাড়ি থেকে নেমে বুটের তালা খুলে দিলো রানা। খোলা

বুটের ভেতর স্যুটকেসটা রাখলো মলি মণ্টানা।

'শোল্ডার ব্যাগটাও, প্লিজ,' বলে ভুবনভোলানো ব্যক্তিগত হাসিটুকু উপহার দিলো রানা।

'রাস্তায় এটা আমার দরকার হবে। কিন্তু কেন···?'

'প্লিজ, মলি, লক্ষ্মী মেয়ের মতো যা বলছি শোনো। সমস্যার কথা বলছিলো না রোজিনা? ওটা সত্যি সিরিয়াস একটা ব্যাপার। গাড়িতে আমি কোনো লাগেজ রাখতে দিতে পারি না। সময় হলে তোমাদের ব্যাগ চেক করবো আমি, তারপর ফেরত দেবো—কেমন?'

মাথাটা পিছিয়ে, সামান্য দূর থেকে রানাকে ভালো করে লক্ষ্য করলো মলি মণ্টানা; কৌতূহল আর কৌতুক চিকচিক করছে চোখে। 'অদ্ভুত তো!' বিড়বিড় করলো সে। আর কিছু বললো না, তবে নির্দেশটা মেনে নিলো।

রানা লক্ষ্য করলো, ওদের খানিকটা সামনে দাঁড়িয়েছে রেনল্টটা, এঞ্জিন চালু। ভালোই, ভাবলো রানা, ওরা ভাবছে ইটালির ভেতর দিয়ে এগোবার প্ল্যান করেছে সে।

রানার দিকে আরেকবার কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গাড়ির দরজার দিকে এগোতে যাবে মলি, একপাশে সামান্য কাত হয়ে তাকে বাধা দিলো রানা। 'মলি, এইমাত্র দেখা হয়েছে আমাদের, কাজেই তুমি কি করতে চাও বা পারো, আমার কোনো ধারণা নেই—সুতরাং সতর্ক আমাকে হতেই হবে। জানি তুমি বিব্রত হবে, তবে তোমাকে না ছুঁয়ে কোনো উপায়ও নেই আমার,' নিচু গলায় বললো রানা। চারদিকে প্রচুর লোকজন, কিন্তু কাজটা না করলেও

তো নয়। 'ধস্তাধস্তি বা চিৎকার করো না। আমি তোমাকে সার্চ করবো। কথা দিচ্ছি, অন্যায় কোনো সুযোগ নেবো না।'

মলি মণ্টানার শরীরের ওপর দক্ষ হাত বুলালো রানা, শুধু আঙুলের ডগা ব্যবহার করলো চেষ্টা করলো ব্যাপারটা যেন যতোটা সম্ভব কম অস্বস্তিকর হয়। সার্চ করার সময় কথা বলে গেল রানা। 'তুমি আমাকে চেনো না।' নাকি চেনে? 'শুধু এইটুকু জেনে রাখো, আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজেই গাড়িতে যদি ওঠো, তোমারও বিপদ হতে পারে। অচেনা একটা মেয়ে হিসেবে, তুমিও আমার জন্যে বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারো। বুঝতে পারছো তো?'

রানাকে অবাক করে দিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো মলি মণ্টানা। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমার খুব মজা লাগছে। কিছুই বুঝছি না, তবে উত্তেজনা বোধ করছি। কোনো এক সময় এই কাজটা আবার আমরা করবো, কেমন? নিভৃতে।' হাসলো রানা।

গাড়িতে ফিরে এলো ওরা। মলিকে সিটবেল্ট বেঁধে নিতে বললো রানা। গাড়ি খুব জোরে ছুটবে। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে যান-বাহনের মাঝখানে ফাঁক পাবার অপেক্ষায় থাকলো ও। তারপর ঝট করে রিভার্স গিয়ার দিয়ে বেণ্টলির হুইল বন বন করে ঘোরালো, অ্যাকসিলারেটর আর ব্রেকের ওপর সজোরে আঘাত করলো পা দিয়ে, টায়ারের সাথে কংক্রিটের ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলো, সবেগে পিছিয়ে এসে অর্ধবৃত্ত রচনা করলো গাড়ি, তারপর অপেক্ষারত রেনল্টের উল্টো পথ ধরে সগর্জনে ছুটলো। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে তোবড়ানো একটা ফোক্সওয়াগেন আর সবজি ভর্তি

একটা ট্রাকের মাঝখানে চলে এলো বেণ্টলি।

আয়নায় চোখ রেখে রেনল্টটাকে দেখতে পেলো রানা। বুঝতে পারলো, আরোহীরা তাজ্জব বনে গেছে। রেসট্রিকটেড জোন ছাড়িয়ে এসে স্পীড বাড়িয়ে দিলো ও, বাঁক আর মোড়গুলো বিপজ্জনক গতিতে পেরিয়ে আসছে।

সীমান্তে পৌঁছে গার্ডদের একটা গল্প বানিয়ে শোনালো রানা। সম্ভবত রাহাজানির উদ্দেশ্য নিয়ে একদল লোক পিছু নিয়েছে ওদের। একটা রেনল্ট নিয়ে আসছে তারা। ডিপ্লোম্যাটিক পাস-পোর্টটা বের করে যতোটা পারা যায় সম্মান ও সুবিধে আদায় করলো রানা, জরুরী পরিস্থিতির জন্যে সব সময় কাছে রাখে ওটা। অত্যন্ত প্রভাবিত হলো গার্ডরা, ওকে এক্সেলেন্সি বলে সম্বো-ধন করলো, বাউ করলো ভদ্রমহিলাদের উদ্দেশ্যে, কথা দিলো রেনল্ট যদি পৌঁছায় আরোহীদের আটকে রেখে করা হবে।

'তুমি কি সব সময় এভাবে ড্রাইভ করো?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করলো মলি মণ্টানা। 'আমার তাই মনে হয়। তুমি বোধহয় দ্রুত-গামী গাড়ি, টগবগে ঘোড়া আর চঞ্চলা নারীর ভক্ত, তাই না? অ্যাকশন ম্যান, ঝুঁকি নিতে পছন্দ করো।'

কোনো মন্তব্য করলো না রানা। ডেঞ্জার ম্যান, ভাবলো ও; মন দিলো নিজের কাজে। প্রথমে স্কুল-জীবন, তারপর পার্টি আর পুরুষদের নিয়ে গল্পে মেতে উঠলো দুই বান্ধবী।

দীর্ঘ যাত্রাপথে মাঝেমধ্যে সমস্যা দেখা দিলো, বিশেষ করে ওর আরোহীরা যখন একা হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলো। বিকেলের দিকে দু'বার গাড়ি থামাতে হলো রানাকে সার্ভিস এরিয়ায়, দু'-

বারই গাড়িটাকে এমন ভঙ্গিতে দাঁড় করালো ও, যাতে টেলিফোন বুদ আর লেডিস রুমের দরজা পুরোপুরি দেখা যায়। একজন ফিরে এলে তারপর অপরজনকে যেতে দিলো, হাসিমুখে হুমকি দিতে ভুললো না যে বোকার মতো কিছু করে বসলে গাড়িতে বসে থাকা মেয়েটার কপালে খারাবি আছে। রানার নিজের ব্লাডারেও চাপ বাড়ছে, তবে ভুলে থাকার চেষ্টা করলো ও সেটা।

এরপর সামনে দীর্ঘ পাহাড়ী রাস্তা, অস্ট্রিয়ায় পৌঁছুতে হলে ওটা পেরুতে হবে। তার আগে রাস্তার ধারে থেমে একটা কাফেতে ঢুকে কিছু মুখে দিয়ে নিলো ওরা। এই প্রথম ওদের দু'জনকে একা ছেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিলো রানা।

একটু পরই ফিরে এলো ও। দু'জনকেই শান্ত, নিরীহ দেখলো; চেহারায় ষড়যন্ত্রের কোনো ভাব নেই। কফির সাথে রানাকে এক-জোড়া ট্যাবলেট খেতে দেখে বিস্মিত হলো ওরা।

'আমরা ভাবছিলাম...,' শুরু করলো মলি মন্টানা।

'হ্যাঁ?'

'আমরা ভাবছিলাম, রাতে কোথাও যখন থামবো, শোয়ার আয়োজন কি হবে? মানে, বোঝাই যাচ্ছে, আমাদের তুমি চোখের আড়াল করতে চাইবে না...।'

'তোমরা গাড়িতে ঘুমাবে। আমি ড্রাইভ করবো। কোনো হোটেলে আমরা থামছি না।'

'গাড়িতে ঘুমাবো?' রোজিনার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালো মলি। 'কি রে? তুই কি বলিস?'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো রোজিনা, কথা না বলায়

এটাকেই তার উত্তর বলে ধরে নিতে হলো।

'ঠিক। কারো বলাবলিতে কোনো কাজ হবে না,' বললো রানা। 'আমরা কোথাও থামছি না।'

'কিন্তু আমার যে বালিশ ছাড়া ঘুম আসে না?' মলির গলায় একটু ক্ষোভ, খানিকটা অভিমান। রোজিনার হাতে চিমটি কাটলো সে, উফ্ করে উঠলো রোজিনা। 'এই, জিনা, আমার সাথে সিট বদল করবি? চেষ্টা করে দেখতাম, এই ব্যাটার উরুটা বালিশ হিসেবে ধার পাওয়া যায় কিনা।'

'তওবা!' আঁতকে উঠলো রোজিনা। 'টিপে দেখিনি, তবে জানি—রানার ওটা শক্ত পাথর!'

'আমার ওপর অন্যায় করা হচ্ছে!' ঠোঁট ফোলালো মলি মণ্টানা।

'যতো তাড়াতাড়ি সালজবার্গে পৌঁছুতে পারি, ততোই ভালো,' বললো রানা। 'ওখানে পৌঁছে তোমাদের আমি মুক্তি দিতে পারি। তারপর স্থানীয় পুলিশ দায়িত্ব নেবে।

'কে বলেছে, মুক্তি পাবার জন্যে কাঁদছি আমরা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো রোজিনা।

টেনে টেনে, প্রায় তিরস্কারের সুরে মলি বললো, 'দেখো, রানা, পরস্পরকে আমরা চিনি না বললেই চলে। তবে, তোমাকে বুঝতে হবে, গোটা ব্যাপারটাকে আমরা অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে নিয়েছি। এ-ধরনের ঘটনা বাস্তবে ঘটে না বলেই জানি, শুধু বই-পুস্তকে পাওয়া যায়। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, যদি আমাদের বোধবুদ্ধি ধোঁকা দিয়ে না থাকে, তুমি সম্ভবত শুভশক্তির প্রতিনিধিত্ব

করছো। খুশির কথা! কিন্তু আমাদেরকে সব কথা খুলে বললে ভালো হতো না? সব কথা বলতে যদি বাধা থাকে, দু'একটা কথা? আমাদেরকে অন্ধকারে না রাখলে তোমারই লাভ। আমরা হয়তো তোমার উপকারেও লাগতে পারি।'

'গাড়িতে ফেরার সময় হয়েছে,' মনে করিয়ে দিলো রানা, তারপর বললো, 'ব্যাপারটা যে বিপজ্জনক তা আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি রোজিনাকে। যে-কোনো অ্যাডভেঞ্চারেই ঝুঁকি থাকে। তবে, আমার জন্যে ব্যাপারটা মোটেও অ্যাডভেঞ্চার নয়।' বুঝতে অসুবিধে হলো না, যার হাতে বন্দী হয়েছে তার পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করছে মেয়ে দুটো। ব্যাপারটা নির্মল কৌতূহল হতে পারে, আবার গূঢ় কোনো উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। কিংবা ওরা হয়তো স্রেফ ওকে হাসিখুশি রাখার চেষ্টা করছে। অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে নির্লিপ্ত থাকতে হবে রানাকে, যদিও অত্যন্ত আকর্ষণীয়, সাবলীল ও উদার প্রকৃতির দুটো মেয়ে দু'পাশে থাকায় কাজটা সহজ নয়।

'কি রে,' মলিকে জিজ্ঞেস করলো রোজিনা, 'হাল ছেড়ে দিলি নাকি?'

এবার কথা না বলে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো মলি।

রোজিনা আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলো, রানা নির্দেশ দিলো। 'গাড়িতে চলো।'

এঁকেবেঁকে এগিয়েছে মালোজাপাস, সতর্কতার সাথে গাড়ি চালিয়ে সেন্ট মরিজ-এ পৌছুলো ওরা, অবশেষে ভিনাডি-তে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়লো অস্ট্রিয়ায়।

সাড়ে সাতটার খানিক পর, ইনসব্রুক ছাড়িয়ে এসে এ-টুয়েলভ অটোবান ধরে উত্তর-পুবে ছুটলো বেণ্টলি। এক ঘণ্টার মধ্যে পুব দিকে ঘুরে যাবে ওরা, এ-এইট ধরে পৌঁছে যাবে সালজবার্গে।

বিরতিহীন মনোযোগের সাথে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। দিনটা সুন্দর, খানিক পরপর প্রাকৃতিক দৃশ্য বদলে যাচ্ছে। ছুটি নিয়ে বেড়ানোর মতো জায়গাই বটে। মনে ক্ষোভ নিয়ে ভাগ্য ও পরিস্থিতিকে অভিশাপ দিলো রানা। এবারের ছুটিটা সত্যি উপভোগ করতে পারতো ও, এমনকি হয়তো স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো ছুটি হতো এটা। সামনের রাস্তাটায় চোখ বুলালো ও, যানবাহনগুলো খুঁটিয়ে দেখলো। পরমুহূর্তে চেক করলো বেণ্টলির স্পীড, ফুয়েল আর এঞ্জিন টেমপারেচার।

'সিলভার রেনল্টের কথা মনে আছে তোমার, রানা?' প্রায় খোঁচা মারার সুরে জিজ্ঞেস করলো রোজিনা। 'পিছন থেকে খুব জোরে আসছে ওটা।'

'পাহারাদার,' বললো রানা। 'মিত্রপক্ষের সাহায্য।'

'প্লেট একই আছে,' বললো রোজিনা। 'ব্রিসাগোয় দেখেছি, মনে আছে। তবে লোকগুলো বোধহয় বদলেছে।'

রিয়ার ভিউ মিররে তাকালো রানা। হ্যাঁ, একটা রেনল্ট টোয়েনটিফাইভ, সিলভার কালার, ওদের প্রায় আটশো মিটার পিছনে রয়েছে বটে। আরোহীদের ভালো করে দেখতে পেলো না ও। ভাবলো, উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই, অজয়ের লোকই তো ওরা। লেন বদল করে একধারে চলে এলো ও, অফসাইড উইং মিররে একটা চোখ রাখলো।

মেয়ে দুটোর মধ্যে উত্তেজনা, টের পেলো রানা। শিকারকে কোণঠাসা করার মুহূর্তে শিকারীরা যেমন উত্তেজিত হয়ে ওঠে? নাকি শিকারীর উপস্থিতি আঁচ করে শিকার যেমন টেনশনে ভোগে?

রানার পাশে রোজিনা প্রায় হাঁপাচ্ছে।

পিছনের সিটে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে মলি।

গাড়ির ভেতর একটা ভয় ছড়িয়ে পড়লো। সামনের রাস্তা খালি, লম্বা একটা ফিতের মতো, দু'পাশে ঘাস মোড়া ঢাল, পাথুরে পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে, পাহাড় ঢাকা পড়ে আছে গাছপালায়। উইং মিররে আবার চোখ বুলালো রানা। রেনল্টের ড্রাইভারের চেহারা দেখতে পেলো, গভীর মনোযোগের সাথে গাড়ি চালাচ্ছে সে।

ওদের পিছনে লাল থালার মতো সূর্য। সম্ভবত আগেকার দিনের ফাইটার পাইলটদের কৌশল অবলম্বন করছে ড্রাইভার, অকস্মাৎ সূর্য থেকে বেরিয়ে আসবে।

বেণ্টলি মৃদু একটা ঝাঁকি খেতেই উইং মিররে কেউ যেন লাল রক্ত ঢেলে দিলো। পরমুহূর্তে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলো রানা, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছে।

সাথে সাথে সাড়া দিলো বেণ্টলি মুলসেন, আরোহীদের নিয়ে অনায়াসে সামনে লাফ দিলো। তবে সামান্য দেরি করে ফেলেছে রানা, প্রায় ওদের পাশে পৌঁছে গেছে রেনল্ট, পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে।

মেয়েদের একজন চিৎকার করে উঠলো, পিছনের একটা জানালা খুলে দেয়ায় বাতাসের ধাক্কা অনুভব করলো রানা। এ. এস. পি.-টা টেনে নিয়ে কোলের ওপর ফেললো ও, হাত বাড়ালো সুইচের

দিকে, বোতাম টিপে জানালা খুলবে। চিৎকারটা রোজিনার গলা থেকে বেরিয়েছে, বুঝতে পারলো রানা, সবাইকে মাথা নামাতে বলছে সে। আর নিজের দিকের বোতাম টিপে পিছনের জানালাটা খুলে দিয়েছে মলি।

'মেঝেতে বসো!' নির্দেশ দিলো রানা, বোতামে চাপ দিতেই বাতাসের দ্বিতীয় একটা ধাক্কা লাগলো গায়ে।

পিছন থেকে চিৎকার করলো মলি, 'গুলি করছে! ওরা গুলি করছে!'

একটা পাম্প-অ্যাকশন উইনচেস্টারের ব্যারেল রেনল্টের পিছনের জানালা থেকে বেরিয়ে এলো।

পরমুহূর্তে দুটো গুলির শব্দ হলো। একটা তীক্ষ্ণ, রানার ডান কাঁধের পিছন থেকে। বাদামি ধোঁয়ায় ভরে উঠলো গাড়ির ভেতরটা, নাকে করডাইটের গন্ধ ঢুকলো। দ্বিতীয় আওয়াজটা জোরালো, তবে ভেসে এলো কিছুটা দূর থেকে—বাতাস, এঞ্জিনের আওয়াজ আর কানে তালা লেগে যাওয়ায় কোনো রকমে শুনতে পেলো রানা।

প্রকাণ্ড মুলসেন টার্বো ধাক্কা খেয়ে ডান দিকে সরে এলো, যেন পিছন দিকে কোথাও উন্মত্ত ষাঁড়ের গুঁতো খেয়েছে। একই সাথে টপ্ করে একটা শব্দ হলো, যেন পাথর ছোঁড়া হয়েছে। তারপর আরেকটা ধাক্কা খেলো মুলসেন।

রেনল্টটাকে বাঁ দিকে দেখলো রানা, প্রায় ওদের পাশে, পিছন থেকে খানিকটা ধোঁয়াকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বাতাস, ওখানে জানালার ভেতর ওত পেতে রয়েছে কেউ একজন, হাতের উইন-

চেস্টার বেণ্টলির দিকে তাক করা।

'নিচু হও, জিনা!' গর্জে উঠলো রানা, ডান হাতটা জানালার ওপর তুললো। নিখুঁতভাবে পরপর ছুটো গুলি করলো ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে।

ছুটো গাড়ি ঘষা খেলো, বিচ্ছিন্ন হলো আবার, পরমুহূর্তে পিছনে আরেকটা ধাক্কা খেলো মুলসেন।

প্রতি ঘণ্টায় এক শো কিলোমিটার গতিতে ছুটছে ওরা, দিকভ্রান্ত গাড়িটা প্রায় আড়াআড়িভাবে রাস্তা পেরুতে শুরু করেছে। নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার চেষ্টা করছে রানা। ব্রেক স্পর্শ করলো, সামনের চাকা ছুটো ঘাস ঢাকা ঢালে উঠতে শুরু করায় অনুভব করলো গতি কমছে। তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো বেণ্টলি। 'বেরোও!' চিৎকার করলো রানা। 'আউট! ওপাশে গিয়ে আড়াল নাও!'

গাড়ির আরেক পাশে, খানিকটা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে এসে রানা দেখলো, ওর সাথে একা শুধু ব্রোজিনা এসেছে। তার হাব-ভাব দেখে মনে হলো, মাটির ভিতর সেঁধিয়ে লুকাতে চাইছে।

ওদিকে বুটের পিছনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মলি মণ্টানা, সুতী শার্টটা নাভি পর্যন্ত তুলে ফেলায় মোজার ডগা আর সাদা সাসপেণ্ডার বেল্টের অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে। তার স্কার্ট একটা নরম লেদার হোলস্টারের সাথে আটকানো, হোলস্টারটা উরুর ভেতর দিকে তেরছাভাবে ঝুলে আছে। ছোট্ট একটা পয়েণ্ট টু-টু পিস্তল ছু'হাতে বাগিয়ে ধরেছে মলি মণ্টানা, বুটের উপর দিয়ে লক্ষ্যস্থির করছে।

'আইনের প্রতি ওদের শ্রদ্ধা নেই,' বললো [illegible]। 'ফিরে আসছে ওরা। মোটরওয়ের রঙ সাইড ধরে।'

'এ-সব কি   ?' শুরু করলো রানা।

'অস্ত্র বের করে ওদের গুলি করো,' হেসে উঠে বললো মলি।

'জলদি, মিঃ রানা, জলদি! মলি যা বলে শোনো!' বললো রোজিনা।

ছয়

বেণ্টলির লম্বা বনেটের ওপর দিয়ে রানা দেখলো, সিলভার রেনল্ট ওদের দিকে ফিরে আসছে। নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও স্লো লেন ধরে আসছে ওটা। রেনল্টের সামনে তিনটে গাড়ি দেখা গেল, একটা ট্রাক, দুটো কার। তিনজন ড্রাইভারই ব্যস্ততার সাথে চওড়া অটো-বানের আরেক পাশে সরে গেল দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে। রাস্তা আর রেনল্টের ওপর মনোযোগ রানার, এই মুহূর্তে চিন্তা করার সময় নেই কেন বা কিভাবে মলি মণ্টানার অস্ত্রটা ওর চোখ এড়িয়ে গেছে।

'টায়ারে!' মলি নিরুদ্বিগ্ন। 'টায়ারে গুলি করো!'

'তুমি করো!' খেঁকিয়ে উঠলো রানা, পরামর্শ দেয়ায় রেগে গেছে মলির ওপর। গাড়িটাকে থামাবার নিজস্ব পদ্ধতি আছে ওর। ইতিমধ্যে ওটা প্রায় ওদের ঘাড়ের ওপর চলে এসেছে।

গুলি করার আগের মুহূর্তে অনেকগুলো চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়। প্রথমে রেনল্টে ছিলো দু'জন লোকের একটা দল। দ্বিতীয়-

বার যখন উদয় হলো, দেখা গেল লোক সংখ্যা বেড়ে তিনজন হয়েছে—উইনচেস্টার নিয়ে একজন পিছনে, ড্রাইভার, ও ড্রাইভারের পাশে বসা ব্যাক-আপ, যার হাতে একটা হাই-পাওয়ারড রিভলভার ছিলো বলে মনে হয়েছে। যেভাবেই হোক পিছনের লোকটা অদৃশ্য হয়েছে, সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে বসা লোকটার হাতে চলে এসেছে উইনচেস্টার।

ড্রাইভারের দিকে জানালাটা খোলা, উন্মত্ত ব্যস্ততার সাথে ড্রাইভারের ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পাশের লোকটা তৈরি হলো, মুলসেন টার্বোকে গুলি করবে।

সৈকতে উঠে আসা তিমির মতো রাস্তার শক্ত কাঁধ থেকে সরে এসেছে মুলসেন। স্থির টার্গেট, ওটার যে-কোনো ক্ষতি করা যায়।

এ. এস. পি.-তে গাটারস্নাইপ সাইটিং ব্যবহার করছে রানা, সাইটে টার্গেট এলেই লম্বা তিনটে উজ্জ্বল খাঁজ হলুদ ত্রিভুজ দেখিয়ে মার্কসম্যানকে অব্যর্থ লক্ষ্যস্থির করতে সাহায্য করে। এই মুহূর্তে রানার সাইটে টার্গেট রয়েছে—টায়ার নয়, পেট্রল ট্যাংক। এ. এস. পি. লোড করা হয়েছে গ্লেজার স্লাগ-এ, প্রিফ্র্যাগমেন্টেড বুলেট। একটা মাত্র গুলি অবিশ্বাস্য ক্ষতি করতে পারে। খুদে ইস্পাতের বলগুলো টার্গেটের ভেতর বিস্ফোরিত হবার আগে চামড়া, হাড়, টিস্যু বা ধাতব আবরণ অনায়াসে ভেদ করে যায়। কাছ থেকে গুলি করলে একজন মানুষকে মাঝখান থেকে দু'ভাগ করা সম্ভব, ছিঁড়ে আলাদা করে ফেলবে একটা পা বা হাত। পেট্রল ট্যাংকে আগুন ধরাতেও এই বুলেটের জুড়ি নেই।

এই প্রথম ট্রিগারে চাপ দিতে শুরু করলো রানা। রেনল্টের

একপাশ পুরোপুরি ওর সাইটে চলে আসতেই দুটো গুলি করলো ও। ওর বাঁ দিক থেকেও শব্দ হলো দুটো গুলির। রেনল্টের টায়ার লক্ষ্য করে ফায়ার করেছে মলি। এরপর যা কিছু ঘটলো, সবই অত্যন্ত দ্রুত।

সামনের চাকা দুটোর মধ্যে যেটা বেশি কাছে, চোখের পলকে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সেটা, বাতাসে ভেসে এলো পোড়া রাবারের গন্ধ। রানা ভাবলো, আরে, মেয়েটার ভাগ্য বটে! টায়ারের ভেতর দিকের অতোটা কাছাকাছি গুলি লাগানো সহজ কথা নয়।

একদিকে কাত হলো রেনল্ট, মনে হলো উল্টে যাবে, সেই সাথে আরেকদিকে ঘুরে যাচ্ছে। স্টিয়ারিং হুইল আর ব্রেকের সাথে যুদ্ধ করছে ড্রাইভার, কিভাবে যেন এখনো সরল রেখার ওপর ধরে রাখতে পারছে গাড়িটাকে। খুব জোরে ছুটে আসছে ওটা, আসছে রাস্তার শক্ত কাঁধ লক্ষ্য করে।

টায়ার বিস্ফোরিত হলো, একই সময়ে এ. এস. পি.-র বুলেট দুটো রেনল্টের শরীর ভেদ করে ঢুকে পড়লো পেট্রল ট্যাংকে।

সামনের দৃশ্যটা স্লো মোশন ছায়াছবির মতো। কর্কশ আওয়াজ তুলে প্রায় সরল পথে ছুটে আসছে রেনল্ট। মুহূর্তের জন্যে ওদের মনে হলো, বেন্টলির সাথে ধাক্কা খাবে। তারপর, বেন্টলিকে ছাড়িয়ে যাবার পরপরই, লম্বা একটা আগুনের শিখা, খানিকটা চওড়া, জ্বলন্ত গ্যাসের মতো লাফ দিয়ে উঠলো রেনল্টের পিছন থেকে। এমনকি শিখাটার রঙ যে খানিকটা নীলচে সেটা লক্ষ্য করারও সময় পাওয়া গেল। পরমুহূর্তে গাড়ির পিছনটা ঢাকা পড়ে গেল লাল আগুনে।

সারা গায়ে নৃত্যরত আগুন নিয়ে ওদের একশো মিটার পিছনে পাক খেতে শুরু করলো রেনল্ট। তারপর বিকট হুপ আর হিসহিস আওয়াজের সাথে বিস্ফোরিত হলো পেট্রল ট্যাংক, রাস্তা থেকে ছিটকে গিয়ে উঁচু ঢালের কিনারায় মাথা ঠুকছে বিধ্বস্ত রেনল্ট। ওখানেই স্থির হয়ে পুড়তে লাগলো সেটা।

এক সেকেণ্ড কেউ নড়লো না, তারপর রানারই প্রথম সংবিৎ ফিরলো। দুই কি তিনটে গাড়ি দৃশ্যটার দিকে এগিয়ে আসছে। এই পর্যায়ে পুলিসী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার কোনো ইচ্ছে ওর নেই।

'আমাদের অবস্থাটা কি?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'তুবড়েছি, গায়ে প্রচুর বুলেট হোল, তবে আমাদের চাকা বোধহয় ঠিকই আছে। এদিকটায় গভীর একটা লম্বা দাগ দেখতে পাচ্ছি।' গাড়ির আরেক দিকে রয়েছে মলি মণ্টানা। সাসপেণ্ডার বেল্ট থেকে স্কার্টটা মুক্ত করলো সে, পলকের জন্যে সাদা লেসের অংশবিশেষ দেখা গেল।

রোজিনাকে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'তোমার সব ঠিক আছে তো?'

'কাঁপছি, এখনো কাঁপছি আমি—তবে অক্ষত।'

'উঠে পড়ো, দু'জনেই,' তাগাদা দিলো রানা, খোলা দরজা দিয়ে ড্রাইভিং সিট লক্ষ্য করে ডাইভ দিলো ও। চোখের কোণ দিয়ে আগেই দেখে নিয়েছে, অন্তত একটা গাড়ি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগিয়ে আসছে জ্বলন্ত রেনল্টের দিকে, আরোহীদের গায়ে চেক শার্ট আর মাথায় সান হ্যাট। ইগনিশনে ঢুকিয়ে চাবিটা ঘোরালো

রানা, সাথে সাথে জ্যান্ত হলো এঞ্জিন। বাঁ হাত দিয়ে হ্যাণ্ড ব্রেক অফ করলো ও, গাড়ি ছেড়ে দিয়ে মুলসেনকে তুলে আনলো অটো-বানে।

রাস্তায় এখনো যানবাহন কম থাকায় গাড়িটা চেক করার একটা সুযোগ পেলো রানা। ফুয়েল, অয়েল বা হাইড্রলিক প্রেশার কমে নি। গিয়ার ঠিকমতো কাজ করছে। ব্রেক-এরও কোনো ক্ষতি হয়নি। বুলেটের গর্ত শুধু গায়েরই ক্ষতি করেছে, ভেতরের কোনো পার্টস নষ্ট করতে পারেনি।

পাঁচ মিনিট পর সন্তুষ্ট বোধ করলো রানা, বেন্টলি মুলসেনের ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারে ও। তবে অস্ট্রিয়ান পুলিশ দেখতে পেলে একেবারে ছেঁকে ধরবে, সন্দেহ নেই। তাদের অটো-বান প্রায় নিরাপদই বলা চলে, সেখানে বন্দুকযুদ্ধ হলে তারা বর-দাস্ত করতে পারে না, বিশেষ করে যদি অংশগ্রহণকারীদের একটা দল জ্যান্ত পুড়ে মারা যায়।

তাড়াতাড়ি একটা টেলিফোনের কাছে পৌছুনো দরকার, ভাবলো রানা। লণ্ডনকে সতর্ক করে দেবে ও, ওরা ব্যবস্থা করবে অস্ট্রিয়ান পুলিস যাতে ঝামেলা না করে। অজয় মুখার্জির লোকদের ভাগ্য সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন রানা। নাকি নিহতরাই তার লোক, বিশ মিলিয়ন ডলারের লোভ সামলাতে না পেরে পাহারাদারের ভূমিকা ত্যাগ করেছিল? রানার চোখের সামনে আরেকটা দৃশ্য ফুটে উঠলো—মলি মণ্টানার নধর উরু উন্মোচিত হয়ে আছে, দক্ষতার সাথে দু'-হাতে ধরে আছে পয়েন্ট টু-টু পিস্তল।

'পিস্তলটা আমাকে দিলে ভালো করবে, মলি,' শান্ত সুরে বললো

রানা, মাথা প্রায় ঘোরালোই না।

'ওহ, নো, রানা। নো, রানা, নো, রানা, নো।' গেয়ে উঠলো মলি, সুরটা মন্দ না।

'মেয়েদের হাতে অস্ত্র, আমি পছন্দ করি না,' বললো রানা। 'বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে, আর এই গাড়ির ভেতর। আশ্চর্য, আমি ওটা পাইনি কেন বলো তো?'

'কারণ, হতে পারো তুমি একজন প্রফেশনাল, সেই সাথে তুমি একজন ভদ্রলোকও বটে, রানা। সার্চ করার সময় আমার উরুর ভেতর দিকটা হাতড়াতে ব্যর্থ হয়েছো তুমি।'

মলির সকৌতুক আচরণটা মনে পড়লো রানার, হাসিটাও ভোলেনি। 'তারমানে ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে আমাকে। দয়া করে বলবে, ওটা কি এই মুহূর্তে আমার খুলির পিছনে তাক করা?'

'আসলে ওটা আমার নিজের বাম হাঁটুর দিকে তাক করা রয়েছে, ফিরে গেছে আগের জায়গায়। ওখানে একটা অস্ত্র রাখা মোটেও আরামদায়ক নয়।' থামার পর আবার যোগ করলো, 'মানে, অন্তত এ-ধরনের একটা অস্ত্র আর কি।'

রাস্তার পাশে ছোট্ট সাইনবোর্ড দেখলো রানা। একটা পিকনিক স্পটের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। স্পীড কমিয়ে রাস্তা থেকে নেমে পড়লো, দু'পাশে গভীর বনভূমি, মাঝখানে চওড়া মেঠো পথ। খানিক পর ফাঁকা একটা জায়গা দেখা গেল, মাঝখানে ভোঁতা চেহারার টেবিল আর বেঞ্চ। তবে লোকজন নেই। একধারে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে সাদা রঙ করা টেলিফোন বক্স।

ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় গাড়ি পার্ক করলো রানা, প্রয়োজনে

দ্রুত কেটে পড়া যাবে। এঞ্জিন বন্ধ করলো, সিটবেল্ট খুললো, তার-পর ঘাড় ফেরালো মলির দিকে। ডান হাতটা বাড়িয়ে তার মুখের সামনে পাতলো রানা। 'পিস্তলটা, মলি।'

'আমাদের তুমি ছেড়ে যাচ্ছো?' খুব যেন অবাক হয়েছে মলি মণ্টানা।

'জরুরী ছুটো ফোন করতে হবে। কাজেই কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না। দাও পিস্তলটা।'

মিষ্টি করে হাসলো মলি, চোখে দুষ্টামির ঝিলিক। 'ওটা আমার কাছ থেকে তোমাকে নিতে হবে, রানা। কাজটা যতো সহজ বলে ভাবছো, আসলে ততোটা সহজ নয়।'

'তুমি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছো··· ।'

রানার ঠোঁটে একটা আঙুল ছোঁয়ালো মলি। 'শোনো, পিস্তলটা আমি তোমাকে সাহায্য করার কাজে ব্যবহার করেছি, ঠিক? রোজিনা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছে আমাকে, সেজন্যেই সহ-যোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি আমি। একটা কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি, রোজিনা যদি অন্য রকম নির্দেশ দিতো, তোমার সাথে দেখা হবার খানিক পরই ব্যাপারটা টের পেতে।'

'রোজিনা তোমাকে নির্দেশ দিয়েছে?' আকাশ থেকে পড়লো রানা।

'ও-ই তো আমার বস্। আপাততঃ আর কি। ওর কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েই যা করার করছি আমি, এবং··· ।'

রানার বাহুতে একটা হাত রাখলো রোজিনা টরটেলিনি। 'ব্যাখ্যাটা বোধহয় আমার দেয়া উচিত, রানা। মলি আসলেও আমার

স্কুল-ফ্রেণ্ড। ও মব-এরও প্রেসিডেণ্ট।'

'মব? মব আবার কি?' রেগে উঠছে রানা।

'মলি ওভারসীজ বডিগার্ডস।'

'কি?'

'রক্ষী। দেহরক্ষী।' খিলখিল করে হেসে উঠলো মলি মণ্টানা।

'দেহরক্ষী?' অবিশ্বাসে রানা প্রায় হতভম্ব।

'দেহরক্ষী, টাকার বিনিময়ে যারা লোকজনকে পাহারা দেয়। প্রোটেকটরস্‌,' বললো মলি। 'শোনো তাহলে, মব হলো শুধু মেয়েদের একটা সংস্থা বিশেষ ধরনের ট্রেনিং পাওয়া মেয়েরাই শুধু কাজ করে এখানে। আমার মেয়েরা গুলি ছুঁড়তে জানে, কারাতে শিখেছে, কোনো মার্শাল আর্ট বাদ দেয়নি; ড্রাইভিং জানে, হেলিকপ্টার বা প্লেন চালাতে পারে—যে-কোনও কাজের নাম বলো, সব আমরা পারি। বাড়িয়ে বলছি না, সত্যি আমরা দক্ষ। আমাদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক মক্কেল রয়েছে।'

'অনেক গুরুত্বপূর্ণ মক্কেলদের মধ্যে, বলতে চাইছো, রোজিনা টরটেলিনিও একজন?'

'হ্যাঁ, তাই। রোজিনা আমার ছোটোবেলার বান্ধবী বলে কাজটায় আমি নিজেই আছি।'

'কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় বেলজিয়ামে তোমার লোকজন মোটেও দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয়নি,' বললো রানা বিদ্রূপের সুরে। 'ফিলিং স্টেশনে, নাকি জানোই না? আমার উচিত কমিশন দাবি করা।'

দীর্ঘশ্বাস চাপলো মলি। 'ওটা দুর্ভাগ্যজনক একটা ঘটনা

ছিলো ।’

‘দোষ আমারও হয়েছে,’ বললো রোজিনা। ‘ওর ডেপুটিকে ছুটি না দিলেই নয়, তাই ব্রাসেলসে আমার দায়িত্ব নিতে চেয়েছিল মলি। আমিই ওকে বলি, কোনো বিপদ ছাড়াই বাড়ি ফিরতে পারবো। ওখানেই আমার ভুল হয়েছে।’

‘ভুল তো তোর হয়েইছে। শোনো, রানা, তুমি সমস্যায় পড়েছো। সমস্যায় আছে রোজিনাও, প্রধান কারণ সে মাল্টি-মিলিওনিয়ার এবং বছরের বেশিরভাগ সময় রোমে কাটাতে চায়। গাছের ডালে বসা পাখির মতো সহজ টু-টু শিকার সে। আমার সমস্যা হলো, ওকে রক্ষা করা। কাজেই তিনজনই আমরা নিজে-দের চুলকানিতে পাগল হয়ে আছি, ঠিক? ইচ্ছে করলে তিনজনের সমস্যা আমরা ভাগাভাগি করে নিতে পারি, তাতে অন্তত খানিক-টা করে লাঘব হবে বোঝা। সভ্য মানুষরা তাই করে। তুমি যদি নিজের সমস্যা গোপন রাখতে চাও,’ কাঁধ ঝাঁকালো মলি, ‘রাখো। তবে, টেলিফোন করতে যেতে পারো নির্ভয়ে। আমাদের বিশ্বাস করতে পারো নির্দ্বিধায়।’

অগত্যা গাড়ি থেকে নেমে দরজায় তালা দিলো রানা, আরো-হীদের প্রতিবাদ কানে তুললো না। বুট থেকে সি-সি-ফাইভ হান-ড্রেড বের করে এগোলো টেলিফোন বুদের দিকে। টেলিফোন সেটে স্ক্র্যাম্বলার ফিট করে ডায়াল করলো অপারেটরের মাধ্যমে ভিয়ে-নার বি. সি. আই. প্রতিনিধিকে।

ভিয়েনা প্রতিনিধি শুধু নিজের খবর জানাতে পারলো, রহস্যময় ব্যারিকেড চুরমার করে দিয়ে সবেমাত্র নড়াচড়ার জায়গা করে নিতে

পেরেছে সে, যদিও কমিউনিকেশন সিস্টেমে এখনো কিছু বাধা থাকায় ইউরোপের অন্যান্য প্রতিনিধি সম্পর্কে কোনো খবর সংগ্রহ করতে পারেনি। আলোচনা হলো সংক্ষিপ্ত। রানার নির্দেশ মতো অস্ট্রিয়ান পুলিসের সাথে একটা সমঝোতায় আসতে পারবে বলে কথা দিলো সে। জানালো, ওদের সাথে তার সম্পর্ক ভালো, পিক-নিক স্পটে রানার সাথে টহল পুলিসের একটা দল দেখা করবে, যদি সম্ভব হয় দলের সাথে এমনকি রাঙার মা ও শায়লা কিডন্যা-পিঙের তদন্তকারী অফিসারও থাকবে। 'চিন্তা করবেন না, মাসুদ ভাই,' রানাকে আশ্বস্ত করলো সে, 'এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলো রানা, আবার ডায়াল করলো অপারেটরের নম্বরে, তারপর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে লাইনে পেয়ে গেল বি. সি আই. লণ্ডন শাখার ডিউটি অফিসারকে।

'অজয় মুখার্জির লোকজন মারা গেছে,' গম্ভীর কণ্ঠে জানালো সে। 'একটা খাদে পাওয়া গেছে লাশগুলো, গুলি করা হয়েছে মাথার পিছনে। লাইনে থাকুন, মিঃ রানা। বস্ আপনার সাথে কথা বলবেন।'

এক মুহূর্ত পর মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের থমথমে কণ্ঠস্বর শুনলো রানা, 'পরিস্থিতি গুরুতর, রানা।'

'খুবই গুরুতর, স্যার। শুধু রাঙার মা নয়, শায়লাকেও ধরে নিয়ে গেছে ওরা।'

'হ্যাঁ, ওদের দাবিটাও অসম্ভব।'

'দাবি, স্যার?'

'কেউ তোমাকে বলেনি ?'

'কে বলবে ? কারো সাথে আমার দেখা হয়নি, স্যার। ইউরোপ জুড়ে নাকি আমাদের প্রতিনিধিদের সামনে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়েছে। ওদের কার কি অবস্থা, স্যার ?'

'এই মুহূর্তে এ-সব তোমার মাথাব্যথা নয়। তুমি শুধু নিজের কথা ভাবো, এটা আমার নির্দেশ।'

'কিন্তু, স্যার··· ।'

'তর্ক করো না !' ধমক দিলেন রাহাত খান। 'কিডন্যাপাররা কি দাবি করেছে জানো ? মাস্তার মা আর শায়লাকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দেবে—তোমার বিনিময়ে।'

এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলো রানা। তারপর বললো, 'জানতাম এরকম একটা কিছু বলবে ওরা। অস্ট্রিয়ান পুলিস ব্যাপারটা জানে ?'

'বোধহয় সবই জানে।'

'ভিয়েনা প্রতিনিধির সাথে এইমাত্র কথা হয়েছে, স্যার। অস্ট্রিয়ান পুলিস দেখা করতে আসছে আমার সাথে, কিডন্যাপারদের দাবি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবো ওদের কাছে। আপনার সাথে অজয়ের যোগাযোগ হবে, স্যার ?'

'হতে পারে, কেন ?'

'যদি হয়, স্যার, ওকে বলবেন, সত্যি আমি দুঃখিত—আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজের দু'জন লোককে হারালো সে।'

এ-প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করলেন না রাহাত খান, ভারি গলায় বললেন, 'টেক কেয়ার, রানা। গুণ্ডা-বদমাশের দাবির কাছে মাথা

নত করবে না বি. সি. আই.। আমি চাই, নীতিটা তুমি রক্ষা করবে। কোনো রকম হিরোইজম নয়। মনে রেখো, প্রাণ হারানোর অনুমতি তোমাকে দেয়া হয়নি। ওদের দাবি তুমি মানবে না, আবার বলছি, মানবে না।'

'অন্য কোনো উপায় না-ও থাকতে পারে, স্যার,' ভয়ে ভয়ে বললো রানা।

'বিকল্প উপায় সব সময় থাকে। খুঁজে বের করো, এবং তাড়াতাড়ি।' রানাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন রাহাত খান।

সি-সি খুলে নিয়ে বুদ থেকে বেরিয়ে এলো রানা, ধীর পায়ে গাড়ির দিকে ফিরছে। ও জানে, রাঙার মা ও শায়লার জন্যে আত্মত্যাগ করতে হতে পারে ওকে। যদি অন্য কোনো উপায় না থাকে, বরণ করে নিতে হবে মৃত্যুকে। রানা আরো জানে, উভয়-সংকট থেকে মুক্তি পাবার জন্যে যে-কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত সে।

এক ঘণ্টা বিশ মিনিট পর একজোড়া পুলিস কার পৌঁছুলো। তার আগে, অপেক্ষা করার সময়, রানাকে মব-এর ইতিহাস শোনালো মলি মণ্টানা।

পাঁচ বছরে লণ্ডন, প্যারিস, রোম, লস এঞ্জেলেস ও নিউ ইয়র্কে শাখা-অফিস গড়ে তুলেছে মলি, যদিও একবারও কোথাও কোনো বিজ্ঞাপন দেয়নি। 'বিজ্ঞাপন দিলে লোকে ধরে নিতো আমরা কলগার্ল,' বললো সে। 'মুখে-মুখে প্রচার পাই আমরা। এখনো ব্যাপারটা তাই আছে। উপরি পাওনা হলো, ফান। বলে

বোঝাতে পারবো না, কাজটায় কি রকম মজা পাই আমরা।'

সে বা বি. সি. আই. মব সম্পর্কে কিছু জানে না, এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার, ভাবলো রানা। যেন ওর ভাবনাটা ধরতে পেরেই মলি বললো, 'শুধু যারা অত্যন্ত ধনী, তাদের একটা মহল আমাদের সম্পর্কে জানে, রানা। বললেই যার-তার কাজ আমরা করি না। এমনকি আমাদেরকে চিনতে পারাও প্রায় অসম্ভব।'

'কি রকম?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'পুরুষ মক্কেলদের সাথে মব-এর মেয়েরা যায় বেশিরভাগ সময়, প্রেমিকা হিসেবে,' বললো মলি। 'আর যখন কোনো মেয়েকে প্রোটেকশন দিই, দু'জনের সাথেই যাতে নিরাপদ পুরুষ থাকে তার ব্যবস্থা করা হয়।' হাসলো সে। 'শুধু গেল বছরই বেচারা রোজিনাকে দুটো নাটকীয় লাভ অ্যাফেয়ারে জড়িয়ে পড়তে দেখেছি আমি।'

মুখ খুললো রোজিনা, মুখের দু'পাশ লালচে হয়ে উঠলো, চোখে ক্রোধ, কিন্তু কিছু বলা হলো না, কারণ পুলিসের গাড়ি দুটো এসে গেছে। ধুলোর ঝড় তুলে এলো ওগুলো, একটা গাড়িতে ইউনিফর্ম পরা চারজন লোক, দ্বিতীয়টায় ইউনিফর্ম পরা তিনজন, সিভিল ড্রেসে একজন।

সিভিলিয়ান লোকটা এমন ভঙ্গিতে নামলো, যেন ভাঁজ খুলে সিধে হলো শরীরটা। ঢ্যাঙা, তালগাছের কথা মনে পড়ে যায়। পরনে অত্যন্ত দামী স্যুট। স্যুটটা বানাতে যে দর্জি বেচারাকে হিমশিম খেতে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লোকটার আকৃতি ও কাঠামো এককথায় তালগোল পাকানো—কাঁধ দুটো অস্বাভাবিক উঁচু, উল্লুকসদৃশ্য হাত দুটো হাঁটু ছাড়িয়ে লম্বা, কব্জির

নিচে আঙুল আর হাতের তালু এতো ছোটো যে হাস্যকর লাগে, মুখটা সরু কাঁধের তুলনায় অসম্ভব বড়, মাথায় ঝাঁটার কাঠির মতো খাড়া চকচকে চুল, কান দুটো অ্যালুমিনিয়াম জগের হাতলের মতো, চোখ জোড়া সরু আর ঘোলাটে।

'ওহ্, মাই গড!' রুদ্ধশ্বাসে বললো মলি, প্রায় আঁতকে উঠলো সে। সাথে সাথে বেন্টলির ভেতর একটা ভয় ছড়িয়ে পড়লো। 'হাত দেখাও!' চাপা কণ্ঠে বললো সে, প্রায় ধমকের সুরে। 'ওদেরকে তোমরা হাত দেখতে দাও!' তার বলার সুরে এমন কিছু ছিলো সাথে সাথে জানালার কিনারায় খালি হাত দুটো রাখলো রানা।

'তুমি ওকে চেনো?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো ও।

'হার ট্রাইবেন!' বিড়বিড় করে বললো মলি, তার চোখে আতংক।

'হার ট্রাইবেন! কে ও?'

'দা হুক!' মলির ঠোঁট প্রায় নড়ছে না।

'ওর সম্পর্কে কি জানো তুমি?' এবার ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'লোকটার নাম হার ট্রাইবেন,' যেন ধমক খেয়ে সংবিৎ ফিরে পেলো মলি। 'তবে অনেকদিন আগেই নামটা ভুলে গেছে মানুষ। সবাই ওকে দা হুক বলে চেনে।'

'হুক মানে?'

'হুক মানে হুক, এটা-সেটা আটকানোর কাজে লাগে—ট্রাইবেনের স্বভাব হলো মানুষকে আটকানো, তা সে ভালোই হোক

আর মন্দ। কারো ওপর একবার তার নেকনজর পড়লে আর রক্ষে নেই, এই মাটির পৃথিবীতেই তার নরকবাস নিশ্চিত। গোটা অস্ট্রিয়ায় তার মতো নিষ্ঠুর ও দুর্নীতিপরায়ণ পুলিস অফিসার আর একটিও নেই,' এখনো ফিসফিস করে, বিস্ফারিত চোখে কথা বলছে মলি। ইতিমধ্যে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে লোকটা। 'শোনা যায়, ঊর্ধ্বতন মহলের কেউ তাকে অবসরগ্রহণের কথা বলার সাহসও রাখে না, কারণ সবার সম্পর্কেই সব কথা জানে সে। নামকরণের আসল কারণটা হলো ।'

'তোমাকে চেনে ও?' লোকটার দিকে স্থির চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আগে কখনো সামনে থেকে দেখিনি। তবে ওর একটা ফাইল আছে আমাদের। গোঁড়া ন্যাশনাল সোশালিস্ট ছিলো লোকটা। কসাইদের হুক বা আঙটা দেখেছো তো? বন্দীদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায় ওই আঙটা দিয়ে। রানা, ফর গডস সেক, ওকে তুমি এক ফোঁটা বিশ্বাস করো না।'

বেন্টলির পাশে পৌঁছে, দু'পাশে ইউনিফর্ম পরা দু'জন পুলিসকে নিয়ে, রানার জানালার সামনে দাঁড়ালো হার ট্রাইবেন। সামনের দিকে ঝুঁকলো সে, ঠিক যেন কোমর থেকে দু'ভাঁজ হলো শরীরটা। জানালার বাইরে খুদে আঙুলগুলো নাচালো সে, যেন কোনো শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলো।

জানালাটা খুললো রানা।

'হের রানা?' সরু, প্রায় মেয়েলি কণ্ঠস্বর, ঝগড়াটে।

'হ্যাঁ। রানা। মাসুদ রানা।'

'গুড। সালজবার্গ পর্যন্ত আপনাকে আমরা প্রোটেকশন দেবো, হের রানা। প্লিজ, একবার গাড়ি থেকে নেমে আসুন।'

দরজা খুললো রানা, নিচে নেমে লোকটার আপেলের মতো রাঙা ও চকচকে মুখের দিকে তাকালো। বাড়ানো হাতটা ধরলো ও, সব মিলিয়ে এতো ছোটো যে অশ্লীল লাগলো রানার, ঘিন ঘিন করে উঠলো গা। অনুভূতি হলো, যেন মুঠোর ভেতর একটা সাপের শুকনো চামড়া ধরেছে ও।

'কেসটার আমি তদন্তকারী অফিসার, হের রানা। 'এক জোড়া বিদেশিনীর অন্তর্ধান রহস্য'—রহস্যকাহিনীর উপযুক্ত নাম হতে পারে, কি বলেন?' চিকন গলায় হেসে উঠলো হার ট্রাইবেন।

তারপর নিস্তব্ধতা নামলো। রাঙার মা ও শায়লার বিপদ নিয়ে হাসাহাসি করার মানসিকতা রানার নেই।

'তো,' ইন্সপেক্টর আবার গম্ভীর হলো, 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আমার নাম ট্রাইবেন। হার ট্রাইবেন।' কথা শেষ হবার পরও গাল হাঁ করে থাকলো সে, ভেতরে হলুদের ওপর কালো ছোপ লাগা ভাঙাচোরা দাঁত দেখা গেল। 'কিছু লোক আমাকে অবশ্য আরেক নামে ডাকে, তারা দুর্মুখ। দা হুক। কেন ডাকে, বলতে পারবো না, তবে নামটা ভারি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সম্ভবত ক্রিমিনালদের আমি আটকাতে পারি, এটা তারই স্বীকৃতি। আমার ধারণা, হের রানা, সম্ভবত আপনাকেও আমি আটকাতে পারবো। আমরা দু'জন অনেকক্ষণ ধরে, অনেক বিষয়ে কথা বলবো। তাই বলছিলাম, আপনার গাড়িতে আমার জায়গা হওয়া দরকার, কথা বলার জন্যে। ভদ্রমহিলারা অন্য গাড়িতে

আসুন।'

'না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে উঠলো মলি।

'ওহ্, বাট ইয়েস!' বেণ্টলির পিছনের দরজার হাতল ধরে টান দিলো হার ট্রাইবেন, এরিমধ্যে ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিস প্রায় টেনে-হিঁচড়ে রোজিনাকে গাড়ি থেকে নামাতে শুরু করেছে।

রোজিনা ও মলি, দু'জনকেই জোর-জার করে নিচে নামানো হলো। হাত-পা ছুঁড়ছে তারা, ধস্তাধস্তি করছে, কিন্তু এতোগুলো পুরুষের সাথে তারা পারবে কেন। মনে মনে প্রার্থনা করলো রানা, মলি যেন তার পিস্তলটা বের না করে। তারপর উপলব্ধি করলো এই পরিস্থিতিতে কি করবে মলি। চেঁচামেচি, প্রতিবাদ ইত্যাদির সাহায্যে যতোটুকু পারা যায় নিজের স্বাধীনতা আদায় করে নেবে সে।

পাকা আপেলে আবার ফাটল ধরলো, অর্থাৎ হাসলো ইন্সপেক্টর হার ট্রাইবেন। 'মেয়েদের ঘ্যানর ঘ্যানর থাকবে না, কথা বলে আরাম পাবো আমরা, কি বলেন, হের রানা? তাছাড়া, আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না যে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো ওরা শুনে ফেলুক?'

'অভিযোগ? আমার বিরুদ্ধে?'

'হ্যাঁ, হের রানা,' আত্মতৃপ্তির সাথে হাসলো ইন্সপেক্টর হার ট্রাইবেন। 'আপনার বিরুদ্ধে। শুধু কিডন্যাপিঙে সহায়তা নয়, আপনার বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগও আছে, হের রানা।'

সাত

শুরু হয়েছে আগেই, তবে টের পেলো রানা হঠাৎ, কপালের দু'-পাশ ব্যথা করছে। এতো সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে যে কাঁধ দুটো আড়ষ্ট হয়ে আছে ওর। পাশের সিটের বিপজ্জনক লোকটা হিংস্র পশুর উপস্থিতি নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সারাক্ষণ, যেন ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সামান্যতম প্ররোচনার অপেক্ষায় রয়েছে সে। কর্মবহুল জীবনে খোদ শয়তানের উপস্থিতি আগেও অনেকবার টের পেয়েছে রানা, তবে আগে কখনো এরকম আড়ষ্টবোধ করেনি ও। বেঢপ আকৃতির ইন্সপেক্টরের গা কিংবা চুল থেকে একটা গন্ধ আসছে, সেটা চিনতে না পেরে অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল ওর। তারপর হঠাৎ করে চিনতে পারলো—মাথা ভর্তি সজারুর কাঁটায় প্রচুর ব্রিল ক্রীম ঢেলেছে সে।

কয়েক কিলোমিটার পেরিয়ে আসার পর নিস্তব্ধতা ভাঙলো হার ট্রাইবেন। 'কি সাংঘাতিক!' চোখ পাকালো সে। 'শুধু কিডন্যাপিং নয়, তার সাথে আবার মার্ডারও!'

'রেপ ? রেপটা বাদ গেল কেন ?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আর কিছু লাগে না, মার্ডার ও কিডন্যাপিঙই যথেষ্ট,' কালচে হলুদ দাঁত বের করে হাসলো ট্রাইবেন।

'আপনি তাহলে আমার বিরুদ্ধে মার্ডার আর কিডন্যাপিঙের অভিযোগ আনতে যাচ্ছেন ?' হালকা সুরে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'শুধু মার্ডার কেসেই আপনাকে আমি ঝুলিয়ে দিতে পারি।' জিভ আর টাকরা সহযোগে ব্যাঙের ডাক ছাড়লো ট্রাইবেন।

'আমার ধারণা, সে-ধরনের কিছু করার আগে আপনার উচিত হবে কর্মকর্তাদের কারো সাথে পরামর্শ করে নেয়া। বিশেষ করে সিকিউরিটি অ্যাণ্ড ইন্টেলিজেন্স-এর কারো সাথে।'

'ওদের আমি পীপিং টম বলি, অন্য মানুষের প্রাইভেসিতে চোখ দেয়, নাক গলায়,' ঘৃণার সাথে বললো ইন্সপেক্টর। 'আপনার জন্যে দুঃসংবাদ, হের রানা, আমার ওপর ওদের তেমন কোনো প্রভাব নেই। আমার রাজ্যে আমি স্বাধীন।'

'আপনি নিজেই আইন, ইন্সপেক্টর ?'

বড় করে নিঃশ্বাস ফেললো ট্রাইবেন। তারপর বললো, 'অন্তত এই কেসে আমিই আইন। দু'জন সুন্দরী ভদ্রমহিলা একটা ক্লি-নিক থেকে নিখোঁজ হয়েছে, দু'জনের সাথেই আপনার সম্পর্ক ছিলো…।'

'একজন বৃদ্ধা, ইন্সপেক্টর।'

জাপানী পুতুলের আঙুল তুলে নাচালো ট্রাইবেন। 'অসুবিধে নেই, বুড়িরাও সুন্দরী হতে পারে।' খিক খিক করে হাসলো সে।

'আপনিই তো রহস্যের একমাত্র চাবিকাঠি। গুরুতর একটা ঘটনার একমাত্র লিঙ্ক। দ্য ম্যান হু নিউ বোথ ভিকটিম। কাজেই, এটা খুব স্বাভাবিক নয় কি যে আপনাকে আমি ইণ্টারোগেট করার জন্যে আটক করবো? কিডন্যাপিং সম্পর্কে তথ্য আদায়ের জন্যে?' হে-হে-হে করে হাসলো সে।

'ওদের কিডন্যাপিং সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য এখনো আমার জানা হয়নি। ভদ্রমহিলাদের মধ্যে একজন আমার হাউজকীপার।'

'অল্পবয়েসী, সুন্দরী মেয়েটা?' প্রশ্নটা অশ্লীল ভঙ্গিতে করা হলো।

রানা ঠিক করেছে, মাথা ঠাণ্ডা রাখবে, উত্তেজিত হবে না। 'না, ইন্সপেক্টর। বয়স্কা ভদ্রমহিলা। তিনি আমার সাথে অনেক বছর ধরে আছেন। আর মেয়েটি আমার কলিগ। আপনি বরং যতো তাড়াতাড়ি পারেন আপনার কর্তাদের কারো সাথে যোগাযোগ করুন। কথা দিচ্ছি, তিনি আপনাকে ইণ্টারোগেশন করার কথা ভুলে যেতে বলবেন।'

'আরো অনেক ব্যাপার আছে—দেশে অস্ত্র নিয়ে আসা, অটো-বানে বন্দুকযুদ্ধ, যার পরিণতিতে তিনজন লোক মারা গেছে, ফলে হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল নিরীহ বহু অস্ট্রিয়ানের মূলবান প্রাণ···।'

'সবিনয়ে বলতে চাই, ওরা তিনজন আমাকে এবং আমার সঙ্গিনীদের খুন করার চেষ্টা করছিল।'

'দেখা যাবে, দেখা যাবে!' প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো ইন্সপেক্টর। 'কে কাকে খুন করার চেষ্টা করছিল দেখা যাবে। মারের চোটে ভূত পর্যন্ত জব্দ হয়, আর আমার প্রতিপক্ষ তো শুধু রক্ত-

মাংসের একটা এশীয় কালপ্রিট। সালজবার্গে পৌছুই আগে, তারপর দেখা যাবে।'

হুক নামে কুখ্যাত লোকটা সাবলীল ভঙ্গিতে কাত হলো; আঙুলগুলো কিলবিল করছে কেঁচোর মতো, লম্বা করলো হাতটা। ইন্সপেক্টর শুধু যে অত্যন্ত অভিজ্ঞ তাই নয়, ভাবলো রানা, তার ইনটিউইশন-ও প্রখর। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এঃ এস. পি. ও ব্যাটন, দুটোকেই ওগুলোর হোলস্টার থেকে তুলে নিলো সে। 'কারো কাছে অস্ত্র থাকলে আমার অ্যালার্জি মতো হয়।' আপেল রাঙা গাল ফুলে উঠলো, চকচকে লাল হাসি উপহার দিলো সে রানাকে।

'মানিব্যাগ খুললে দেখতে পাবেন, আগ্নেয়াস্ত্র বহন করার জন্যে ইণ্টারন্যাশনাল লাইসেন্স আছে আমার,' বললো রানা, হুইলের ওপর শক্ত হলো মুঠো জোড়া।

'দেখবো,' আবার বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো হার ট্রাই-বেন। 'সালজবার্গে পৌছে আমরা সব দেখবো।'

শহরে পৌছুতে সন্ধ্যে পার হয়ে গেল। প্রতিবার সময়ের আগেই দিক নির্দেশনা দিলো ট্রাইবেন রানাকে—বাম দিকে, তারপর ডান দিকে, আবার ডান দিকে। মুহূর্তের জন্যে একবার সালজাখ নদী আর নদীর ওপর ব্রিজটাকে দেখতে পেলো রানা। ওর পিছনে হোহেনসালজবার্গ দুর্গ, এককালে প্রিন্স-আর্চবিশপদের শক্ত ঘাঁটি ছিলো, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো শহরের দিকটায়, ফ্লাড-লাইটের আলোয় ভাসছে।

নতুন শহরের দিকে যাচ্ছে ওরা। রানা আশা করলো, পুলিস

হেডকোয়ার্টারের দিকেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের। খানিক পর নিঃসন্দেহ হলো—না। গলির পর গলি, প্রায় গোলকধাঁধার মতো, ইন্সপেক্টর ট্রাইবেনের দিক নির্দেশনায় পেরিয়ে এলো ও। তারপর আধুনিক এক জোড়া অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক ছাড়িয়ে এসে ঢুকলো বিশাল আণ্ডারগ্রাউণ্ড কার পার্ক-এ। গাড়ি থামিয়ে রানা দেখলো, অপর গাড়ি দুটো অপেক্ষা করছে একধারে। নতুন শহরে ঢোকার মুখে ওগুলোকে হারিয়ে ফেলেছিল ও। একটায় রোজিনা বসে রয়েছে, অপরটায় মলি।

কপালের ব্যথাটা কমা তো দূরের কথা বরং বেড়েছে। সেই সাথে হঠাৎ করে বাড়লো অস্বস্তি। বি. সি. আই. ভিয়েনা ওকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, পুলিস ওকে নিরাপদে সালজবার্গে পৌঁছে দেবে। তার বদলে কুখ্যাত দুর্নীতিপরায়ণ পুলিস অফিসারের খপ্পরে পড়তে হয়েছে ওকে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, এখানে ওদেরকে নিয়ে আসার প্ল্যান আগে থেকেই করা ছিলো। প্ল্যানটা অবশ্যই ইন্সপেক্টর ট্রাইবেনের ব্যক্তিগত, ওদেরকে খালি কোনো বাড়িতে অর্থাৎ লোক-চক্ষুর আড়ালে আটকে রাখার মতলব।

'আমার দিকের জানালাটা খুলুন,' শান্ত সুরে বললো ট্রাইবেন।

পুলিসদের একজন ট্রাইবেনের দিকে, বেন্টলির পাশে দাঁড়িয়েছে। আরেকজন গাড়িটার সামনে। দ্বিতীয় লোকটা নিতম্বের কাছে ধরে আছে একটা মেশিন-পিস্তল, মাজলের কালো গর্তটা লোলুপ দৃষ্টিতে সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে আছে।

খোলা জানালা দিয়ে জার্মান ভাষায় কয়েকটা নির্দেশ দিলো ট্রাই-বেন, নিচু গলায়। মাত্র কয়েকটা শব্দ শুনতে পেলো রানা। 'মেয়ে-

গুলোকে আগে,' এরপর ফিসফিসে আওয়াজ, তারপর, 'আলাদা কামরায়…প্রতি মুহূর্ত পাহারা থাকবে… সমস্ত দেনা পাওনা না মেটা পর্যন্ত… ।' ট্রাইবেনের শেষ কথাটা প্রশ্নবোধক, শুনতে পেলো না রানা। তবে উত্তরটা পরিষ্কার।

'যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে টেলিফোন করতে হবে, হের ট্রাইবেন।'

বেঢপ মাথাটা ঘন ঘন ঝাঁকালো ট্রাইবেন, গাড়ির পিছনে ঝুলে থাকা পুতুলের মতো। ইউনিফর্ম পরা পুলিসটাকে নিজের কাজে যেতে বললো সে। মেশিন পিস্তল হাতে দ্বিতীয় লোকটা নড়লো না।

'কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকবো আমরা,' মাথাটা ঘুরিয়ে রানার দিকে আপেল রাঙা হাসি ছুঁড়ে দিলো ট্রাইবেন।

'আপনি ইঙ্গিত দিয়েছেন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হতে পারে, তাই ভিয়েনায় আমাদের এমব্যাসীর সাথে কথা বলতে হবে আমাকে,' বললো রানা, সুরটা অনুরোধ বা প্রার্থনা সূচক নয়, সিদ্ধান্ত সূচক, যেন প্যারেড গ্রাউণ্ডে কমাণ্ড করছে।

'সময় হোক। ফরমালিটিজ আছে না।' হার ট্রাইবেন ভয়ানক শান্ত, স্থির হয়ে আছে সে, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা, ভাবটা যেন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

'ফরমালিটি? কিসের ফরমালিটি?' বাঘের মতো গর্জে উঠলো রানা। 'এ-দেশে কি মানুষের কোনো অধিকার নেই? আপনি জানেন, ইন্সপেক্টর, এখানে আমি একটা অফিশিয়াল অ্যাসাইন-মেন্টে রয়েছি? আই ডিমাণ্ড…।'

ঋড়ির সামনে দাঁড়ানো পুলিসটার দিকে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো ট্রাইবেন। 'আপনি কিছুই দাবি করতে পারেন না, হের রানা। ওকে দেখুন। বুঝতে পারছেন না? পরদেশে আপনি একজন অচেনা আগন্তুক। মূল কথাটা হলো, আমি আইনের প্রতিনিধিত্ব করছি। আর বাস্তব পরিস্থিতি হলো, আপনার দিকে একটা উজি তাক করা রয়েছে। এ-থেকেই কি বুঝতে পারছেন না, অধিকার ইত্যাদি কেড়ে নেয়া হয়েছে আপনার?'

রানা দেখলো, রোজিনা আর মলিকে টেনে-হিঁচড়ে গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছে। দু'জনের মাঝখানে অনেকটা দূরত্ব। চেহারাই বলে দেয় খুব ভয় পেয়েছে তারা। রোজিনা এমনকি বেন্টলির দিকে একবার তাকালোও না। তবে মলি তাকালো, তার দৃষ্টিতে স্পষ্ট একটা মেসেজ রয়েছে, পড়তে অসুবিধে হলো না রানার। অস্ত্রটা এখনো রয়েছে তার কাছে, এবং যতোটা পারা যায় ওদের সময় নষ্ট করছে সে। কঠিন মেয়ে, ভাবলো রানা। শুধু কঠিন নয়, অত্যন্ত আকর্ষণীয়াও বটে।

মেয়ে দুটো রানার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল, এক মুহূর্ত পর ওর এ. এস. পি. দিয়েই পাঁজরে খোঁচা মারলো ইন্সপেক্টর ট্রাই-বেন। 'গাড়ির চাবি গাড়িতেই থাকবে, হের রানা। সকালের আগে গাড়িটা এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। স্রেফ বেরিয়ে যান, হাত দুটো যেন দেখা যায়। বলে দেয়ার দরকার আছে কি, উজি হাতে আমার ওই অফিসার একটু নার্ভাস টাইপের?'

নির্দেশ পালন করলো রানা। প্রায় নির্জন আণ্ডারগ্রাউণ্ড কার পার্কের ভেতরটা ঠাণ্ডা, কেমন যেন একটা গুমোট ভাবের সাথে

মিশে আছে গ্যাসোলিন, রাবার আর তেলের গন্ধ।

মেশিন-পিস্তল নেড়ে জোড়া পুলিস কারের মাঝখানের ফাঁকটা দেখিয়ে দিলো গার্ড। খানিক সামনে একটা দরজা তারপর ছোট্ট প্যাসেজ, প্যাসেজের দু'পাশে বা সামনে কোনো ফাঁক বা দরজা নেই, শুধুই ইঁটের দেয়াল। সামান্য নড়লো কি নড়লো না ট্রাইবেস, ভোজবাজির মতো তার বাম হাতে একটা রিমোট কণ্ট্রোল বেরিয়ে এলো। দরজার আকৃতি নিয়ে নিঃশব্দে খুলে গেল ইঁটের দেয়াল, ভেতর দিকে পিছিয়ে গিয়ে সরে গেল একপাশে, সামনে দেখা গেল এলিভেটরের চকচকে স্টীলডোর। কার পার্কের কোথাও থেকে একটা এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠলো, ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল আও-য়াজটা।

ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ তুলে পৌঁছুলো এলিভেটর, ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতে বলা হলো রানাকে। লিফটের খাঁচা নিঃশব্দে ওপর দিকে রওনা হলো, বিনা বাক্যব্যয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা তিনজন। এলিভেটর থামলো, একপাশে সরে গেল দরজা, আবার ইঙ্গিতে সামনে এগোতে বলা হলো রানাকে।

লম্বা একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এলো রানা, দু'পাশের দেয়ালে ঝুলছে আধুনিক প্রিণ্টস। এক মুহূর্ত পর বিলাসবহুল একটা অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলো ওরা। অত্যন্ত দামী টার্কিশ কার্পেট। কাঠ, ইস্পাত, গ্লাস আর অত্যন্ত মূল্যবান ফ্যাব্রিক্স-এর তৈরি ফার্নিচার। দেয়ালে পাইপার, সাদারল্যাণ্ড, বোনার্ড, গ্রস আর হকনি-র আঁকা পেইন্টিং ও ড্রইং। বিশাল কামরাটা আশ্চর্য খোলামেলাভাবে তৈরি করা হয়েছে, প্লেট-গ্লাস উইণ্ডো পথে চওড়া ঝুল-বারান্দায় যাওয়া

যায়। বাঁ দিকে খিলান, খিলানের সামনে ডাইনিং হল আর কিচেন। আরো দুটো খিলান দেখা গেল, একজোড়া প্যাসেজের মুখে, প্যাসেজ দুটোর দু'পাশে চকচকে দরজা। প্যাসেজের জোড়া মুখে দু'জন পুলিস অফিসার দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন পাহারা দিচ্ছে। ট্রাইবেন জানালার পর্দা টেনে দিতে বলার আগে হোহেনসালজ-বার্গের আলো দেখে নিয়েছে রানা। হালকা নীল ভেলভেটের পর্দা নিঃশব্দে ঢেকে দিলো জানালাগুলোকে।

'একজন পুলিস ইন্সপেক্টরের বাড়ি এতো সুন্দর?'

'হবে, হের রানা, আমারও এরকম প্রাসাদ হবে। এটা আজকের জন্যে ভাড়া করা হয়েছে।'

'আমার ব্যাপারটা, ইন্সপেক্টর,' হাসিমুখে বললো রানা, জানে চোটপাট দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। 'আপনি নেহাতই ভদ্রলোক, তাই আমার বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ আনা হতে পারে তা আগে-ভাগেই জানিয়ে দিয়েছেন। সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে হয়।'

'আপনার আন্তরিক ধন্যবাদ সাদরে গ্রহণ করা হলো,' জবাবে ট্রাইবেনও কৃত্রিম বিনয়ে বিগলিত হয়ে হাসলো।

'আপনি তো জানেনই, ভিয়েনা দূতাবাস এবং আমি যে ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিত্ব করছি, তাঁরা অস্ট্রিয়া কর্তৃপক্ষকে আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন, সে অনুরোধ রক্ষা করারও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তারমানে আমার কোনো অধিকার নেই বা আমি কিছু দাবি করতে পারি না বলে আপনি মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছেন। আমি জানি, ভুলটা

আপনি সংশোধন করতে চান।'

রানার দিকে ঘোলাটে চোখে দুই সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো হার ট্রাইবেন, তারপর জিভ আর টাকরা সহযোগে ব্যাঙের ডাক ছাড়লো। 'একটু ভুল হয়েছে, সত্যি, হের রানা। অধিকার দাবি করে জীবিত মানুষ।' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রানার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখলো সে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু আপনি কি জীবিত-দের মধ্যে একজন, হের রানা?'

'মানে?' রানার চোখে প্রশ্ন ও কৌতূহল।

'কিংবা আমি?' আবার জিজ্ঞেস করলো ট্রাইবেন।

'ঠিক কি বলতে চাইছেন, ইন্সপেক্টর?' রানার গলায় সন্দেহ।

'আপনার দাবি ও অধিকার মেটানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো, হের রানা। আমি মানুষের অধিকারে বিশ্বাসী, বিশ্বাস করুন চাই না-ই করুন। কিন্তু আমি একজন মৃত লোক হয়ে আরেক মৃত লোকের দাবি কিভাবে মেটাতে পারি, আপনিই বলুন?'

'আমরা মারা গেছি, আপনি ঠিক জানেন?'

'দুর্ভাগ্যজনক হলেও, কথাটা সত্যি।'

ট্রাইবেন আসলে কি বলতে চাইছে, বুঝতে চেষ্টা করছে রানা। 'আমি জানি, আপনার কাছে আমাদের মৃত্যুর প্রমাণ ইত্যাদিও আছে।'

'নেই মানে! তবে সমস্যাটা আসলে আপনার। আপনি সত্যি মারা গেছেন। কিন্তু আমি দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করার জন্যে আবার একবার বেঁচে উঠবো।'

'পুরনো কৌশল, তবে ভালো কাজ দেয়,' বলে মাথা ঝাঁকালো

রানা।

মুচকি হেসে নিজের চারদিকে তাকালো ট্রাইবেন। 'এ-ধরনের বিলাসবহুল প্রাসাদে শিগগিরই বসবাস শুরু করবো আমি, হের রানা। একটা ভূতের জন্যে জায়গাটা মন্দ না, কি বলেন?'

'আর আমার ভূতটা কোথায় বসবাস করবে, ইন্সপেক্টর?'

মানবিক গুণাবলীর সমস্ত চিহ্ন নিঃশেষে মুছে গেল ট্রাইবেনের চেহারা থেকে। তার মুখের পেশী পাথুরে হয়ে উঠলো। 'আপনি বাস করবেন কবরে, হের রানা। কবরটা কেউ কোনো দিন খুঁজে পাবে না। ত্রিভুবনে কোথাও আপনি থাকবেন না। আপনার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।' ঝট্ করে বাম হাতটা চোখের সামনে তুলে হাতঘড়ি দেখলো সে। মেশিন পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে নির্দেশ দিলো, 'টিভি খোলো। খবর পড়ার সময় হয়েছে। আমার মৃত্যু সংবাদ এতোক্ষণে পৌঁছে গেছে টিভি ভবনে।' রানার দিকে ফিরলো সে। 'সম্ভবত আপনার মৃত্যু সংবাদটাও একই সাথে প্রচার করা হবে। বসুন, হের রানা, আরাম করে বসে নিজের সর্বশেষ সংবাদটা শুনুন। একেবারে অল্প সময়ের ভেতর সমস্ত আয়োজন করতে হয়েছে, আমার প্রতিভার স্বীকৃতি দেবেন না?'

ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়লো রানা, একদিকে চিন্তা করছে ট্রাইবেন আর তার সঙ্গীদের কিভাবে কাবু করা যায়, আরেক দিকে ভাবছে ইন্সপেক্টরের প্ল্যানটা কি বা তার উদ্দেশ্যই বা কি?

টিভির রঙিন পর্দায় বিজ্ঞাপন, সুন্দরী অস্ট্রিয়ান তরুণী পাহাড়

ঘেরা সবুজ উপত্যকায় দাঁড়িয়ে সান ক্রীমের গুণাগুণ বর্ণনা করছে। আকাশ থেকে নামলো সুদর্শন এক যুবক, বললো, প্রাকৃতিক দৃশ্য-টা সুন্দর, তবে আরো সুন্দর হতে পারে তুমি যদি বিশেষ একটা ক্যামেরার সাহায্যে দৃশ্যটাকে বন্দী করতে পারো।

শুরু হলো খবর পড়া। থমথমে চেহারার এক স্বর্ণকেশী প্রথমেই এ-টুয়েলভ অটোবানে দুর্ঘটনার খবর দিলো। একটা গাড়িতে ট্যুরিস্ট ছিলো, গাড়িটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়, ফলে আগুন লেগে বিধ্বস্ত হয় সেটা। পর্দায় সিলভার রেনল্টটাকে দেখানো হলো, পুলিস কার আর অ্যাম্বুলেন্স ঘিরে রেখেছে। স্বর্ণকেশী আরো গম্ভীর চেহারা নিয়ে ফিরে এলো পর্দায়। অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানালো সে, অকুস্থল অর্থাৎ সালজবার্গের দিকে যাওয়ার পথে পাঁচজন পুলিস সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। একটা পুলিস কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরেকটার ওপর চড়াও হয়। দুটো গাড়িই রাস্তা থেকে খাদে পড়ে যায়, তারপর আগুন ধরে।

ইন্সপেক্টর হার ট্রাইবেনের সাদা-কালো অফিশিয়াল ফটোগ্রাফ দেখানো হলো। খবর পাঠিকা বিষণ্ণ সুরে জানালো, অস্ট্রিয়া তার একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞ পুলিস অফিসারকে হারিয়েছে। অফি-সার দ্বিতীয় গাড়িটিতে ছিলেন, তিনি আগুনে পুড়ে মারা গেছেন।

এরপর রানা ওর নিজের ফটো দেখলো, দেখলো বেন্টলি মুল-সেন টার্বোর নাম্বার প্লেট। ওর সম্পর্কে বলা হলো, ও একজন বাংলাদেশী ডিপ্লোম্যাট, অস্ট্রিয়ায় এসেছিল ব্যক্তিগত কারণে, সম্ভবত দুই তরুণীকে সাথে নিয়ে। তরুণীদের পরিচয় সম্পর্কে এখনো কিছু জানা সম্ভব হয়নি। অটোবানে বন্দুকযুদ্ধের সাথে

জড়িত থাকার সন্দেহে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে খোঁজা হচ্ছে ওকে। বাংলাদেশ দুতাবাস থেকে বলা হয়েছে, মাসুদ রানা সাহায্য চেয়ে টেলিফোন করেছিলেন, তাই তারা ভয় করছেন এটা তাঁকে হত্যা করার একটা চক্রান্ত হতে পারে। খবর পাঠিকা জানালো, গাড়ি সহ ডিপ্লোম্যাট ও তার সঙ্গিনীরা এখন পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পুলিসী তদন্ত ও তল্লাশি পুরোদমে চলছে। তবে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে, পাহাড়ী রাস্তা থেকে যদি খাদে পড়ে গিয়ে থাকে গাড়িটা, লাশগুলো খুঁজে বের করতে কয়েক হপ্তা লেগে যেতে পারে।

মেয়েলি সুরে হাসতে লাগলো হার ট্রাইবেন। 'দেখতেই পাচ্ছেন, পানির মতো সহজ, হের রানা। কাল কোনো এক সময় খাদের তলায় আপনার বিধ্বস্ত গাড়িটা পাবার পর তল্লাশি শেষ হবে। ভেতরে থাকবে কাটা-ছেঁড়া তিনটে লাশ।'

ইন্সপেক্টর প্ল্যানটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারলো রানা। 'আমার লাশে অবশ্যই কোনো মাথা থাকবে না, ধারণা করি?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো ও।

'ঠিক ধরেছেন,' চোখ মটকে বললো হার ট্রাইবেন। 'মনে হচ্ছে, কি ঘটছে আপনি ভালোই বুঝতে পারছেন।'

'ধরে নিচ্ছি, যেভাবেই হোক নিজের পাঁচজন কলিগকে আপনি খুন করেছেন··।'

খুদে হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিলো ইন্সপেক্টর। 'না! না! ভুল করছেন, আমার কলিগ নয়! ওরা সবাই সমাজের অবাঞ্ছিত

কীট—গুণ্ডা, জুয়াড়ি, ড্রাগ অ্যাডিক্ট। আপনি তো জানেনই, একজন পুলিস অফিসারের অন্যতম দায়িত্ব হলো সমাজটাকে পরিচ্ছন্ন রাখা।'

'ওদেরকে দুটো অতিরিক্ত পুলিস কারে তোলা হয়েছিল?'

'ওদেরকে দুটো জেনুইন পুলিস কারে তোলা হয়েছিল। গ্যারেজে যেগুলো রয়েছে, ওগুলো ভুয়া। নাম্বার প্লেট ইত্যাদি অনেক দিন ধরে বানিয়ে রেখেছিলাম, জানতাম একদিন না একদিন কাজে লাগবে। সত্যি লেগে গেল! সুযোগটা এলো হঠাৎ করে।'

'কাল?'

'যখন আমি বুঝলাম আপনার হাউজকীপার আর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে আসলে কি কারণে কিডন্যাপ করা হয়েছে। বিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, এতো বড় পুরস্কার কি হাতছাড়া করা চলে? হ্যাঁ, কাল। লোকজনের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ আর পদ্ধতি জানা আছে আমার। দুই মহিলাকে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে কি চাওয়া হয়েছে জানার পর আমি চারদিকে খবর নিতে শুরু করি, তারপর জানতে পারি...।'

'হেড হান্ট প্রতিযোগিতা সম্পর্কে?'

'ঠিক তাই। আপনি দেখছি সবই জানেন। পুরস্কারের ঘোষকরা আমাকে ধারণা দিয়েছিলেন, এখনো আপনি অন্ধকারে আছেন...।'

'প্রতিযোগিতায় দেরিতে নেমেও,' বললো রানা, 'আপনি দেখছি বেশ এগিয়ে গেছেন, ইন্সপেক্টর!'

'এর মধ্যে বিস্মিত হবার মতো আসলে কিছু নেই, হের রানা। আপনি আমাকে ভালো একজন আয়োজক বলতে পারেন। অনে-

কের হাতেই অনেক কিছু থাকে, সেগুলো ব্যবহার করতে জানে ক'জন? আমার বন্ধু আছে, ট্র্যান্সপোর্ট আছে, কানেকশন আছে, কাগজ আছে, আর আছে উৎসাহ ও উদ্যম।'

নিজের ওপর আস্থার কোনো অভাব নেই ইন্সপেক্টরের। না থাকারই কথা কারণ রানাকে সে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে। সালজবার্গ তার নিজের এলাকা।

'পুরস্কারের লোভটা সামলাতে পারলেন না, এর মানে কি পুরস্কার আরো কম হলে আপনি···?'

'সত্যি কথা বলতে কি, নিজেকে আমি লোভী বলতে রাজি নই। আমি আসলে উচ্চাভিলাষী।' নিজের ওপর এতোই আস্থা ইন্সপেক্টরের, সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন বোধ করছে না। 'জানতাম, সত্যিকার ধনী হওয়ার সুযোগ ব্ল্যাকমেইল অথবা কিডন্যাপিঙের মাধ্যমেই আসবে। ছোটোখাটো অপরাধীরা আমার খাই মেটাতে পারেনি, আমি বড় শিকার ধরার সুযোগ খুঁজছিলাম। জীবনের শেষ বছরগুলো আরামে থাকার জন্যে অনেক টাকা দরকার। কিন্তু আমার কোলের ওপর ঝপ করে টাকার পাহাড় এসে পড়বে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'আর আপনার সঙ্গী-সাথীরাও আপনাকে সাহায্য করলো, কাজটা অন্যায় জেনেও?'

'করলো।' আত্মতৃপ্তির হাসির সাথে বললো ইন্সপেক্টর।

'তারমানে কি, অস্ট্রিয়ার সব পুলিসই আপনার মতো দুর্নীতিপরায়ণ?'

'কে বললো, ওরা পুলিস? ওরা আমার ইনফর্মার বাহিনীর

সদস্য, হের রানা। ওদের অনেক ছোটোখাটো অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিয়েছি, ওরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ, এদের কেউ কেউ প্রয়োজনে আমার জন্যে প্রাণও দিতে পারে...।'

'অথবা টাকার লোভে আপনাকে খুনও করতে পারে,' বাঁকা হেসে বললো রানা।

ছোট করে হাসলো ট্রাইবেন। 'আমার লোকদের মধ্যে লোভ জাগাবার চেষ্টা করছেন, হের রানা? কিন্তু তাতে আপনি কিভাবে লাভবান হবেন?' আবার হাসলো সে। 'ওরা আমাকে চেনে, হের রানা। ওদের আমি নিয়মিত বখরা দিয়ে আসছি। এই কাজটায় যে বখরা পাবে, তাতে ওরা প্রত্যেকে সারা জীবন বসে খেতে পারবে, তাই না?'

'কিন্তু এবারের কাজটায় টাকার অংক যে বিশ মিলিয়ন ডলার! এতো টাকার লোভ সামলানো সহজ কথা নয়, সবার চেয়ে আপনি সেটা ভালো করে জানেন!'

'আমি আরো একটা ব্যাপার জানি,' সহাস্যে বললো ইন্সপেক্টর। 'আমি ছাড়া পুরস্কারের টাকাটা আর কেউ আদায় করতে পারবে না। কারণ যারা পুরস্কার দেবে তাদের সাথে একা শুধু আমার যোগাযোগ হয়েছে। ওরা কি এতোই বোকা যে আমাকে খুন করে নিজেদের বখরা হারাবে?'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা, কিছু বললো না।

'জরুরী একটা ফোন করতে হবে,' বলে ঘুরলো ট্রাইবেন, একটা প্যাসেজের দিকে এগোলো।

'ইন্সপেক্টর!' পিছন থেকে ডাকলো রানা। 'একটা উপকার

চাই। মেয়ে দুটো এখানে আছে কি?'

'আছে।'

'ওদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমার সাথে দু'-জনেরই রাস্তায় পরিচয়। আমার অনুরোধ, ওদেরকে আপনি ছেড়ে দিন।'

ঘুরে দাঁড়ালো ট্রাইবেন, বিড়বিড় করে বললো, 'অসম্ভব!' প্যাসেজ ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

আট

রানার দিকে উজি মেশিন পিস্তল তাক করে অটল দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, ব্যারেলের ওপর দিয়ে বিদ্রূপের হাসি ছুঁড়ে দিলো সে। দুই প্যাসেজের মুখে দাঁড়ানো অফিসাররাও নিঃশব্দে হাসতে লাগলো।

'আমাদের প্রিয় হুক ভারি বুদ্ধিমান, তাই না, হের রানা?' পিস্তলধারী লোকটা বললো রানাকে। 'কয়েক বছর ধরে তিনি আমাদেরকে বলে আসছেন, বড় একটা দাঁও মারার সুযোগ একদিন না একদিন পাবো আমরা, ব্যস, তারপর সবাই আমরা বিরাট ধনী হয়ে যাবো। দেখুন, তাঁর কথা কেমন অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। আমরা বড়লোক হয়ে গেছি, নাকি আপনার কোনো সন্দেহ আছে?'

ধনী হতে হবে না, ভাবলো রানা, তোমাদের চারজনকে ইন্স-পেক্টর ট্রাইবেন সময়মতো ঠিকই ওষুধ দেবে—খাদের নিচে বা কোনো নালার তলায় পাওয়া যাবে তোমাদের লাশ পুরস্কারের

টাকা হাতে আসার আগেই, আদৌ যদি শেষ পর্যন্ত পুরস্কারটা পায় সে। জার্মান ভাষায় রানা জিজ্ঞেস করলো, 'এতো তাড়াতাড়ি সব তোমরা গুছিয়ে আনলে কিভাবে?'

গুডবাই ক্লিনিক থেকে দুই মহিলা কিডন্যাপ হয়, কেসটার ওপর কাজ করছিল হার ট্রাইবেনের টিম। চারদিক থেকে টেলিফোন কল আসছিল। হঠাৎ করে এক ঘণ্টার জন্যে গায়েব হয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর। ফিরে এলেন উল্লসিত হয়ে। তিনি তাঁর গোটা টিম নিয়ে এই অ্যাপার্টমেন্টে চলে এলেন, ব্যাখ্যা করলেন পরিস্থিতি। মাসুদ রানা নামে এক লোককে শুধু ধরতে হবে। দুর্ঘটনাটা সাজাতে তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি। ইন্সপেক্টর ওদেরকে বললেন, রানাকে হাতে পাবার পর কিডন্যাপিং কেসের সমাধান হয়ে যাবে, সেই সাথে সবাই ওরা মোটা বোনাস পাবে। এই অ্যাপার্টমেন্টের যারা মালিক তারাই নিজ দায়িত্বে মেয়ে দুটোকে ফেরত পাঠাবে ক্লিনিকে, আর রানার মাথার বিনিময়ে বিরাট অংকের টাকা দেবে।

'আমাদের হুক খানিক পর পর হেডকোয়ার্টারে টেলিফোন করছিলেন,' বলে চললো পিস্তলধারী। 'আপনি কোথায় আছেন, জানার চেষ্টা করছিলেন তিনি। খবরটা পাবার সাথে সাথে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম আমরা। পথে থাকতেই রেডিওতে খবর পেলাম, এ-এইটের সামনে কোথাও আপনারা অপেক্ষা করছেন। অটোবানে বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে, বিধ্বস্ত হয়েছে একটা গাড়ি। এক পলকে বুদ্ধি খেলে গেল ইন্সপেক্টরের মাথায়। শহরের বস্তি এলাকা থেকে পাঁচজন মাতালকে গাড়িতে তুলে নিলাম আমরা, ওদের

নিয়ে যেখানে পৌঁছুলাম সেখানে আমাদের বাকি গাড়িগুলো অপেক্ষা করছিল।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কি। গাড়িতে ইউনিফর্ম ছিলো, মাতালগুলোকে অজ্ঞান করতেও কোনো অসুবিধে হয়নি। এরপর আমরা আপনাকে গাড়িতে তুলে নিই।' এরপর কি ঘটবে সে-সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই তার, তবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তার বস্ পুরস্কারের টাকা ঠিকই পেয়ে যাবেন।

কামরায় ফিরে এলো ইন্সপেক্টর ট্রাইবেন। 'কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেল, হের রানা।' নোংরা দাঁত বের করে একগাল হাসলো সে। 'আপনাকে উপলক্ষ্য করে সাত রাজার ধন ঘরে তুলছি, কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো! এক অর্থে, জানেন, আপনাকে আমি ঈর্ষা করি। শালার মাথা বটে একখানা। বিশ মিলিয়ন ডলার দাম, বিশ্বাসই হতে চায় না!'

'কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল মানে ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ওদের দু'জনের মতো, হের রানা, আপনাকেও একটা ঘরে আটকে রাখতে হবে,' জবাব না দিয়ে বললো ট্রাইবেন। 'তবে, মাত্র এক কি দু'ঘণ্টার জন্যে। একজন আমার সাথে দেখা করতে আসছেন। তিনি চলে যাবার পর, আপনাকে আমরা আপনার সর্বশেষ যাত্রায় নিয়ে যাবো। বেশিদূর যেতে হবে না, কাছাকাছি পাহাড়ে কোথাও একটা জায়গা খুঁজে বের করবো—ওখানে আপনি চির-নিদ্রায় শুয়ে থাকবেন। ব্যস, হেড হাণ্ট প্রতিযোগিতার ইতি ঘটবে।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। মনে মনে ভাবলো, তা হতে পারে না। কথায় বলে, যতোক্ষণ শ্বাস ততোক্ষণ আশ। প্রাণে বাঁচার কোনো না কোনো উপায় নিশ্চয়ই আছে। শুধু যদি কপালের ব্যথাটা একটু কমতো, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে সুবিধে হতো ওর। যেভাবেই হোক এখন ওকে হুকের হাত থেকে সবাইকে নিয়ে মুক্ত হবার একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

এ. এস. পি. নেড়ে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ইন্সপেক্টর, ডান-দিকের প্যাসেজে ঢুকতে বলছে ওকে। খিলানের দিকে এক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ও। 'দুটো প্রশ্ন, ইন্সপেক্টর। বলতে পারেন, শেষ অনুরোধ···।'

'মেয়ে দুটোকে মরতে হবে,' শান্তভাবে জানিয়ে দিলো ট্রাইবেন। 'আমি কোনো সাক্ষী রাখতে পারি না।'

'আপনার জায়গায় আমি হলেও তাই করতাম। ব্যাপারটা আমি বুঝি। না, প্রশ্নগুলো আমার নিজের স্বস্তির জন্যে করতে চাইছি। প্রথমে জানতে চাই, রেনল্টের লোকগুলো কারা ছিলো? বোঝাই যায়, ওরাও আমার মাথা কেটে নেয়ার তালে ছিলো। ওদের পরিচয় জানতে ইচ্ছে করে।'

'মোসাড, যতোটুকু জানতে পেরেছি।' খুব ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছে ইন্সপেক্টর, উদ্বিগ্ন ও অস্থির, যেন তার সাথে দেখা করার জন্যে যে-কোনো মুহূর্তে পৌঁছে যাবে লোকটা। 'আর কি জানতে চান? তাড়াতাড়ি বলুন।'

'আমার হাউজকীপার আর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কি হয়েছে?'

'কি হয়েছে মানে? ওদেরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে!'

'হ্যাঁ, কিন্তু কিভাবে কিডন্যাপ করা হয়?'

অস্বস্তি আর উদ্বেগের সাথে লম্বা হাত দুটো নাড়লো ট্রাইবেন। 'সব ঘটনার ফিরিস্তি দেয়ার সময় নেই আমার। ওদেরকে কিড-ন্যাপ করা হয়েছে, এটুকু জেনেই সান্ত্বনা দিন মনকে।' রানাকে মৃদু ধাক্কা দিলো সে, ঠেলে দিলো প্যাসেজের ভেতর। ডান দিকের তৃতীয় দরজার সামনে থামলো সে, তালা খুললো, প্রায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকালো রানাকে। দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনলো রানা, আওয়াজ হলো তালা লাগানোর।

উজ্জ্বল একটা বেডরুমে রয়েছে রানা, দেয়ালে দামী প্রিন্টস্। ফার্নিচার বলতে একটা আর্মচেয়ার, ড্রেসিং টেবিল ও ওয়ার্ডরোব। একটাই জানালা, ঘিয়ে রঙের পর্দা ঝুলছে।

দেরি করলো না রানা। প্রথমে জানালাটা পরীক্ষা করলো। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিতে বিল্ডিঙের ধারে, একটা ঝুল-বারান্দা দেখতে পেলো, প্রধান টেরেসের অংশ হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা। কাঁচটা মোটা, ভাঙা কঠিন, আর তালাগুলো অত্যন্ত মজবুত, খুলতে বা সরাতে সময় লাগবে। দরজা ভাঙারও প্রশ্ন ওঠে না। ওর সাথে লুকানো অস্ত্র একটা আছে বটে, কিন্তু সেটা একেবারেই ছোটো। খাটাখাটনি করলে জানালাটা হয়তো খোলা যায়, কিন্তু লাভ কি তাতে? অন্তত ছয়তলা ওপরে রয়েছে ও। নিরস্ত্র। সাথে দড়িদড়াও নেই।

ওয়ার্ডরোব আর ড্রেসিং টেবিলটা পরীক্ষা করলো রানা। প্রতিটি দেরাজ আর কাবার্ড খালি। কাজ করছে ও, এই সময় একটা ডোর-বেল বেজে উঠলো। অনেকটা দূর থেকে ভেসে এলো আওয়াজটা,

বোধহয় অ্যাপার্টমেন্টের সদর দরজা থেকে। সম্ভবত যার আসার কথা ছিলো সে-ই এসেছে। কে হতে পারে লোকটা?

পিয়েরে দ্য মালিনের দূত? হ্যাঁ, তাই মনে হয়। হামিসের কোনো লোক হওয়ারই সম্ভাবনা। সময় বয়ে চলেছে। প্রতিটি সেকেণ্ড এখন মূল্যবান। ওই জানালাটাই খুলতে হবে।

একজন পুলিস হয়ে কাজটা ভুলই করে গেছে ট্রাইবেন, রানার বেল্টটা নিয়ে যায়নি সে। চামড়ার মোটা স্তরগুলোর মাঝখানে লুকানো রয়েছে লম্বা, সরু মাল্টি-পারপাস টুল, সরু সুইস আর্মি ছুরির মতো দেখতে, পোক্ত ইস্পাতের তৈরি। জিনিসটাকে 'একের ভেতর বহু' বলা যেতে পারে। স্ক্রু-ড্রাইভার, পিকলক, খুদে ব্যাটারি-সহ কানেকটরস ইত্যাদি রয়েছে, কানেকটরগুলো বেল্টের আরেক জায়গায় লুকিয়ে রাখা নখ আকৃতির তিনটে এক্সপ্লোসিভ চার্জের সাথে সংযুক্ত করা যায়।

টুলকিটটা বি. সি. আই. হেডকোয়ার্টার ঢাকায় তৈরি করা হয়েছে, বিদেশ থেকে মাল-মশলা যোগাড় করে। নিঃশব্দে কাজ শুরু করে মনে মনে প্রাক্তন সিঁধেল চোর গিলটি মিয়াকে ধন্যবাদ দিলো রানা, কারণ এটা তৈরি করার পিছনে তার অবদানই সব-চেয়ে বেশি। দুটো তালা, দুটোই জানালার ফ্রেমের সাথে স্ক্রু দিয়ে শক্তভাবে আটকানো। আরেকটা হাতলের সাথে। প্রথমটা খুল-তেই দশ মিনিট পেরিয়ে গেল। এই যদি কাজের গতি হয়, আরো বিশ মিনিট লাগবে। রানা ধারণা করলো, অতোটা সময় পাবে না ও।

তবু হাত থেমে নেই, যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় দ্বিতীয়

তালাটা খোলার চেষ্টা করছে। ভাবলো, নাকি দরজার তালাটা খুলতে চেষ্টা করবে? না, ওটা খোলা সম্ভব নয়, তবে বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়া যায়। বোকার মতো চিন্তা করছে সে। বোমা ফাটিয়ে দরজা ভেঙে লাভ কি? প্যাসেজে বেরুবার সাথে সাথে কচুকাটা করে ফেলবে না ওকে!

মাঝে-মধ্যে থামলো রানা, কান পেতে শুনলো। একটু অবাকই হলো ও, অ্যাপার্টমেন্টের কোথাও কোনো শব্দ নেই।

দ্বিতীয় তালাটা খোলা হলো। বাকি থাকলো শুধু হাতলের তালাটা। কাজ মাত্র শুরু করেছে, এই সময় বাইরে আলো জ্বলে উঠলো। কেউ একজন ঝুল-বারান্দা ও সংলগ্ন দেয়ালের আলো দুটো জ্বেলে দিয়েছে। দেয়ালের আলোটা জানালার ঠিক নিচে।

তারপরও কোনো শব্দ পেলো না রানা। ওর সন্দেহ হলো, দেয়ালগুলোয় শব্দ-নিরোধক কিছু আছে। জানালাটাও মোটা কাঁচ দিয়ে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে ছোটোখাটো শব্দ ভেতরে ঢুকতে পারে না।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে উজ্জ্বল আলোটা সয়ে এলো চোখে, আবার কাজ শুরু করলো রানা। পাঁচ মিনিট লাগলো একটা স্ক্রু খুলতে। দেয়ালে হেলান দিলো ও, সিদ্ধান্ত নিলো, সরাসরি লক মেকানিজমের ওপর কাজ করা দরকার, ক্যাচ আর হ্যাণ্ডেলটাকে ওটাই ধরে রেখেছে। তিনটে আলাদা পিকলক দিয়ে চেষ্টা করার পর ক্লিক শব্দের সাথে পিছিয়ে গেল বার। হাতঘড়ির ওপর চট করে একবার চোখ বুলাতে সময়ের হিসেবটা বেরিয়ে এলো, পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছে। আর হয়তো বেশি সময় নেই হাতে, অথচ আশা-

প্রদ কোনো প্ল্যান এখনো তৈরি হয়নি ওর মাথায়।

নিঃশব্দে হাতলটা তুললো রানা, নিজের দিকে টানলো কবাট জোড়া। ক্যাচ ক্যাচ না করেই খুলে গেল ওগুলো, ঠাণ্ডা বাতাস লাগলো মুখে। জোরে জোরে শ্বাস টানলো কয়েকবার, ভাবলো, এবার বোধহয় কপালের ব্যথাটা সেরে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে মাথা। স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, কান খাড়া। ওর ডান দিকের কোণে মেইন টেরেস।

কোথাও কোনো শব্দ নেই। কেন?

অস্বস্তিবোধ করছে রানা। সঙ্গত কারণও আছে। হার ট্রাইবেনের হাতে সময় খুব বেশি থাকার কথা নয়। অনেক আগে থেকেই একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা গেছে যে প্রতিযোগীদের একজন সবার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে, মোক্ষম মুহূর্তটিতে আঘাত হানার জন্যে অপেক্ষা করছে, নিজের পথ থেকে এক এক করে সরিয়ে দিচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বীদের। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে মঞ্চে আগমন ঘটলো ইন্সপেক্টর হার ট্রাইবেনের। সবচেয়ে মজার তাস সে, জোকার—বহিরাগত, তবে অকস্মাৎ হার্মিসের সমস্যা সমাধান করে দিলো। এখন শুধু পুরস্কার নিয়ে কেটে পড়ার পালা তার। কিন্তু পুরস্কার পেতে হলে তাড়াহুড়ো করতে হবে। দেরি করার সময় নেই তার। কিন্তু ঠিক তাই করছে সে। অস্বাভাবিক দেরি করছে।

কারণ?

তার সাথে দেখা করার জন্যে একজনের আসার কথা। কে সে?

সাবধানে, এতোটুকু শব্দ না করে, জানালা গলে বাইরে বেরুলো রানা, দেয়ালে পিঠ সেঁটে স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো। এখনো কোনো

শব্দ হচ্ছে না। বিল্ডিঙের কোণের দিকে মাথা বাড়ালো ও, উঁকি দিয়ে তাকালো চওড়া টেরেসে।

টেরেসটা ল্যাম্প, প্রকাণ্ড আকারের টব, সাদা রঙ করা গার্ডেন ফার্নিচার দিয়ে সাজানো। টবে ফুল ফুটেছে নানা রঙের। সালজ-বার্গের মাথার ওপর মৃদুমন্দ বাতাসে দুলছে ফুলগুলো। দৃশ্যটা এমনই অবিশ্বাস্য যে শুধু যে আঁতকে উঠলো রানা তাই নয় কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে দম বন্ধ হয়ে গেল ওর। ল্যাম্পগুলো জ্বলছে, পিছনে নতুন আর পুরনো শহরের আলোকমালা পিট পিট করছে। টেরেসের ফার্নিচারগুলো নিখুঁতভাবে সাজানো, একইভাবে লাশ-গুলোও।

সাদা লোহার চেয়ারগুলোয় বসে আছে হার ট্রাইবেনের চার সহকারী। সম্পূর্ণ লাশ বলা চলে না, কারণ একটারও মাথা নেই—মস্তকহীন ধড়। দেয়াল বেয়ে, ফার্নিচার বেয়ে, ঝুল-বারান্দার পাকা মেঝেতে এখনো রক্ত গড়াচ্ছে।

টেরেস থেকে কামরায় যাবার জোড়া দরজার সামনে, সিলিং থেকে হুকের সাথে ঝুলছে প্রকাণ্ড কয়েকটা টব, টবের কিনারা থেকে উঁকি দিচ্ছে টকটকে লাল জিরেইনিয়াম। টবগুলোর একটা সরিয়ে হুকের সাথে ঝোলানো হয়েছে লুপসহ একটা রশি। লম্বা তীক্ষ্ণ ইস্পাতের একটা হুক লুপের ভেতর দিয়ে নেমে এসেছে, সাধারণত এ-ধরনের হুক কসাইরা ব্যবহার করে। হুকটার সাথে ঝুলছে হার ট্রাইবেন।

রানা ভেবে পেলো না এমন বীভৎস দৃশ্য শেষবার কবে দেখেছে ও। পুলিস অফিসারের হাত ও পা এক করে বাঁধা হয়েছে, হুকের

ডগা ঢোকানো হয়েছে তার গলায়। হুকটা যথেষ্ট লম্বা, মুখের ভেতর দিকের তালু ভেদ করে গেছে অনায়াসে, তারপর বেরিয়ে এসেছে বাঁ চোখ দিয়ে। হত্যাকাণ্ডের জন্যে যে-ই দায়ী হোক, হার ট্রাইবেনকে ধীরে ধীরে, কষ্ট দিয়ে মারার জন্যে অনেক পরিশ্রম স্বীকার করেছে সে।

নয়

চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে সময় দরকার রানার, কিন্তু লাশ আর রক্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব নয়। জানালা থেকে টেরেসে নেমেছে এক মিনিটও হয়নি, অসুস্থবোধ করছে ও। রোলেক্সের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তিনটে বাজে। নিচে, রাস্তার উল্টোদিকের কোনো বাড়িতে মোৎসার্ট-এর কনসার্ট বাজছে, চারদিকে আর কোনো শব্দ নেই। গোটা সালজবার্গ গভীর ঘুমে অচেতন। গাঢ় নীল আকাশের গায়ে কালো আকৃতি নিয়ে পাহাড়গুলোও যেন ঝিমুচ্ছে।

মেইন রুমে ঢুকলো রানা, আলোগুলো এখনো জ্বলছে। হার ট্রাইবেন আর তার সঙ্গীদের যারাই খুন করে থাকুক, কাজটা তারা অত্যন্ত দ্রুত দক্ষতার সাথে সেরেছে। পাঁচজন লোককে খুন করা সহজ কথা নয়, তার মধ্যে চারজনকে জবাই করা আরো ঝামেলার ব্যাপার, নিশ্চয়ই তারাও সংখ্যায় কম ছিলো না। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, খুনীদের একজনকে অন্তত হার ট্রাইবেন বিশ্বাস করতো,

পরিচিত। দুটো প্যাসেজের দেয়ালেই রক্ত দেখলো রানা, কার্পেটেও জমাট বেঁধে আছে। একটা টেবিলে ওর এ. এস. পি. আর ব্যাটনটা পড়ে রয়েছে, একেবারে চোখের সামনে। আগ্নেয়াস্ত্রটা চেক করলো রানা—আগের মতোই লোড করা, একটা গুলিও ছোড়া হয়নি। সেটা হোলস্টারে ভরে ব্যাটনটা তুলে ওজন পরীক্ষা করলো ও, তারপর বেল্টে আটকানো সিলিণ্ডার আকৃতির হোল্ডারে গুঁজে রাখলো।

ফিরে এসে টেরেসের জোড়া দরজা বন্ধ করলো রানা। তারপর লক্ষ্য করলো, হার ট্রাইবেনের লাশটা দরজার কাঁচে বাড়ি খাচ্ছে। সুইচটা খুঁজে বের করলো, চাপ দিতেই জোড়া দরজা ঢাকা পড়ে গেল মোটা পর্দায়।

এ. এস. পি.-টা বের করে তল্লাশি শুরু করলো রানা। পুলিসদের যারাই খুন করে থাকুক, অ্যাপার্টমেন্টে এখনো তারা লুকিয়ে থাকতে পারে। এলিভেটরের দিকে যাবার দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ, বন্ধ আরো তিনটে কামরা। তার মধ্যে একটা গেস্টরুম, যেটা থেকে বেরিয়ে এসেছে ও। বাকি, দুটোয়, ধারণা করলো, রোজিনা ও মলি আছে। নক করলো ও, দুটোতেই, কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তল্লাশি চালিয়ে কোথাও কোনো চাবিও পেলো না রানা।

চিন্তা করতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেছে ও। দুটো ব্যাপার ওর মাথায় ঢুকছে না। খুনীদের আচরণ কোনোভাবেই মেলাতে পারছে না। তাদের শিকার মাসুদ রানা এই অ্যাপার্টমেন্টের একটা ঘরের ভেতর বন্দী ছিলো, তবু কেন তারা ওকে খুন করার চেষ্টা করেনি?

এমন সুবর্ণ সুযোগ কেন তারা হেলায় হারালো ?

প্রতিযোগীদের কেউ একজন রহস্যময় আচরণ করছে, অন্য যে-কোনো প্রতিযোগী পুরস্কারের কাছাকাছি পৌঁছুলেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিচ্ছে তাকে। কার দ্বারা এ ধরনের হস্তক্ষেপ সম্ভব ? অবিশ্বাস্য ঝুঁকি নিয়ে কে এমন নিষ্ঠুর রসিকতা করতে পারে ?

বার বার হার্মিসের নামটাই উঠে এলো রানার মনে। হার্মিসের স্টাইলই আলাদা, বিশেষ করে ওরা যখন কারো ওপর প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে তখন গোটা ব্যাপারটার মধ্যে নিষ্ঠুর রসিকতার একটা ভাব থেকেই যায়। শিকারের মাথার একটা দাম উচ্চারণ করলো, ডাক দিলো প্রতিযোগিতার, তারপর শেষ মুহূর্তে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করার জন্যে আরেক চাল চাললো। সন্দেহ নেই, অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, এটা হার্মিসের স্টাইল।

তাই যদি হয়, প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দেয়ার পিছনে যদি হার্মিসেরই হাত থাকে, এখনো তাকে ওরা বাঁচিয়ে রেখেছে কেন ? অন্তত মারার চেষ্টা কেন করেনি ? নাকি ওকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে হার্মিস, এক এক করে খতম করছে শত্রুদের, সবশেষে রানাকে মারার চেষ্টা করবে ?

আরো একটা সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করলো রানা। ওর কোনো শুভানুধ্যায়ী কাজটা করছে না তো ? আড়াল থেকে কড়া নজর রাখছে ওর ওপর, প্রতিযোগীরা কেউ কাছাকাছি এসে পড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে ? কিন্তু এমন নিঃস্বার্থ শুভানুধ্যায়ী কে হতে পারে ? অনেক চেষ্টা করেও তেমন দু'একজনের নাম স্মরণ করতে পারলো না রানা। সাধারণ পরিস্থিতিতে অনেককেই বিশ্বাস করতে পারে

ও কিন্তু যেখানে ওর মাথার দাম ধরা হয়েছে বিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, সেখানে কারো ওপর বিশ্বাস রাখা সম্ভব বলে মনে হলো না। এক হতে পারে ওর নিজের লোকজন—বি. সি. আই. বা রানা এজেন্সির এজেন্টরা। কিন্তু তারাই যদি হয়, নিজেদের পরিচয় ওর কাছে গোপন রাখবে কেন? চারপাশে আরো শত্রু এখনো রয়েছে, তাদেরকে সতর্ক করতে চায় না বলে? কিন্তু না, একটা ব্যাপার অন্তত মেলে না। বি. সি. আই. বা রানা এজেন্সির এজেন্টরা এমন নৃশংসভাবে কাউকে খুন করবে না। মাথা কেটে নেয়ার ঝামেলায় না গিয়ে তারা বরং একটা করে বুলেট ব্যবহার করবে। উহুঁ, ওদের কাজের ধরন এরকম হতে পারে না।

এই মুহূর্তে জরুরী অনেক সমস্যা রয়েছে। কামরাগুলো পরীক্ষা করা দরকার জানা দরকার কোথায় কি অবস্থায় আছে। রোজিনা আর মলি। তারপর চেষ্টা করতে হবে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাবার। পরিবহন সমস্যাটাও ছোটো করে দেখছে না রানা। বেণ্টলি মুলসেন টার্বো এখন আর মোটেও নিরাপদ বাহন হতে পারবে না। গাড়িসহ মাসুদ রানাকে খোঁজা হচ্ছে, অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে বেরিয়ে আধ কিলোমিটার যাবার আগেই ধরা পড়ে যাবে।

ঝুলতে থাকা হার ট্রাইবেনের শরীরটা সার্চ করা প্রীতিকর কোনো অভিজ্ঞতা নয়, তবে তাতে লাভ হলো এই যে গাড়ির চাবিটা পাওয়া গেল। কিন্তু এলিভেটর থেকে বেরুবার বা গেস্টরুমের চাবিগুলো কোথায়?

ভাগ্যই বলতে হবে যে টেলিফোনটা এখনো কাজ করছে। কিন্তু কাকে ফোন করবে রানা? কাকে বিশ্বাস করবে? বিশ্বস্ত কাউকে

ফোন করাও কি উচিত হবে, শত্রুরা যদি শুনে ফেলে কলটা? ভেবে-চিন্তে বি. সি. আই. ভিয়েনা প্রতিনিধিকে ফোন করার সিদ্ধান্ত নিলো রানা। সাতবার রিঙ হবার পর ঘুমজড়ানো একটা গলা ভেসে এলো অপরপ্রান্ত থেকে।

'আমি ঢাকার সেই ছেলেটা,' বাংলায় বললো রানা, জানে এই সতর্কতাও হয়তো কোনো কাজে আসবে না। যারা ওর পিছনে লেগেছে তাদের আয়োজনে কোনো ত্রুটি থাকার কথা নয়, বাংলা মেসেজ তরজমা করার জন্যে নিশ্চয়ই লোক আছে দলে। 'সব কথা খুলে বলতে হবে, কেউ শুনলেও কিছু করার নেই।'

'এতো রাতে, মাসুদ ভাই? কোথায় আপনি? চারদিকে মহা হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে। অস্ট্রিয়ার সিনিয়র এক পুলিস অফিসার··· ।'

'এবং তার চারজন সহকারী মারা গেছে,' বাধা দিয়ে বললো রানা।

'ওরা আপনাকে খুঁজছে, মাসুদ ভাই···আপনি জানলেন কিভাবে তিনি মারা গেছেন?'

'কারণ সে মারা যায়নি··· ।'

'হোয়াট!'

'বাস্টার্ড ট্রাইবেন দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করছিল। গোটা ব্যাপারটা তার সাজানো।'

'আপনি কোথায়, মাসুদ ভাই?' ভিয়েনা প্রতিনিধি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

'নতুন শহরের কোথাও, বলতে পারো প্রাসাদতুল্য একটা

অ্যাপার্টমেন্টে, সাথে পাঁচটা লাশ, এবং সম্ভবত আমার দুই সঙ্গিনী। ঠিকানা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই, তবে তোমাকে একটা টেলিফোন নম্বর দিতে পারি।' হ্যাণ্ডসেটের নম্বর-টা জানালো রানা।

'এতেই হবে, মাসুদ ভাই। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে যতো তাড়াতাড়ি পারি আপনাকে ফোন করবো আমি। তবে জানি, আপনাকে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।'

'সে দেখা যাবে,' বললো রানা। 'তুমি আগে এখান থেকে আমাকে বের করে ক্লিনিকে পৌঁছুনোর একটা ব্যবস্থা করে দাও। যতো তাড়াতাড়ি পারো।'

যোগাযোগ কেটে দিলো রানা। বন্ধ দুটো দরজার একটার কবাটে দুম-দাম ঘুসি মারলো ও। এবার মনে হলো, অস্পষ্ট আওয়াজ আসছে ভেতর থেকে। শব্দ হয় হোক, তালা ভাঙতে হবে।

কিচেনে পাওয়া গেল মাংস কাটার ভারি একটা ছোরা, তালার চারপাশে দরজার খানিকটা ভেঙে ফেললো রানা। বিছানায় শুয়ে রয়েছে রোজিনা টরটেলিনি, হাত-পা খাটের সাথে বাঁধা, মুখে কাপড়, পরনে আণ্ডারঅয়্যার ছাড়া কোনো কাপড় নেই।

'ওরা আমার কাপড় কেড়ে নিয়েছে!' মুখের পট্টি খুলে দিতেই অভিযোগ করলো রোজিনা।

'হ্যাঁ,' হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে বললো রানা, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' মুচকি হাসি লেগে রয়েছে ওর ঠোঁটে, দেখলো তাড়াহুড়োর সাথে চাদরটা গায়ে টেনে নিলো রোজিনা।

পাশের কামরার দরজা ভাঙতে আরো কম সময় লাগলো। একই

অবস্থা মলি মন্টানারও, রোজিনার সাথে তার পার্থক্য শুধু এইটুকু যে রানার আড়ষ্ট ভাবটুকু উপভোগ করলো সে, রানা তার দিকে চোরা চোখে তাকায় কিনা পরীক্ষা করার জন্যে গায়ে চাদর টেনে নগ্ন শরীরটা ঢাকতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিলো। কাপড় খুলে নিয়ে গেছে বলে তার কোনো অভিযোগ নেই, সে চিৎকার করে বললো, 'দেখো, রানা, দেখো—হোলস্টারসহ ওরা আমার সাসপেণ্ডার বেল্টটা নিয়ে গেছে!'

রানা কিছু বলার আগেই ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠলো টেলিফোনটা। রিসিভার তুললো রানা, 'দেশী।'

'অত্যন্ত সিনিয়র একজন অফিসার টিম নিয়ে পথে রয়েছেন,' ভিয়েনা প্রতিনিধি জানালো। 'মাসুদ ভাই, সাবধানে কথা বলবেন, নিতান্ত দরকার না হলে কিছুই জানাবেন না। তারপর যতো তাড়াতাড়ি পারেন ভিয়েনায় চলে আসুন। আপনার প্রতি এটা বসের নির্দেশ।'

'ওদের বলো, সাথে করে যেন মেয়েদের কাপড়চোপড় নিয়ে আসে,' বললো রানা, আনুমানিক মাপও জানিয়ে দিলো।

রিসিভার নামিয়ে রাখার পর বাথরুমে মেয়েদের উল্লাসধ্বনি শুনতে পেলো রানা, একটা কাবার্ডের ভেতর নিজেদের কাপড়-চোপড় পেয়ে গেছে ওরা। কাপড় পরে, সেজেগুজে বেরিয়ে এলো রোজিনা; কিন্তু চেহারায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে সদ্য ফিরে পাওয়া সাসপেণ্ডার বেল্টে মোজা গুঁজতে গুঁজতে বেরুলো মলি, বেল্টে এখনো হোলস্টার ও পিস্তলটা রয়েছে।

'গুমোট লাগছে না?' জিজ্ঞেস করলো সে, জোড়া দরজার দিকে

পা বাড়ালো। 'ঝুল-বারান্দার দরজা খুলে দিলেই বাতাস আসবে।'

তাড়াতাড়ি তার সামনে চলে এসে বাধা দিলো রানা, বললো, পর্দা সরানো উচিত হবে না। কারণটাও ব্যাখ্যা করলো ও। ওদেরকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে বলে পর্দার ভেতর ঢুকলো রানা, দরজা খুলে ফিরে এলো কামরার মাঝখানে, পর্দাটা আগের মতোই ঝুলছে।

সবাইকে ভীষণভাবে চমকে দিয়ে বেজে উঠলো কলিংবেল। চিৎকার করে পরিচয় ইত্যাদি বিনিময়ের পর জার্মান ভাষায় রানা ব্যাখ্যা করলো, ভেতর থেকে দরজাটা খুলতে পারছে না সে। চাবির আওয়াজ শুনে বুঝলো, বাইরে থেকে খোলার চেষ্টা করছে ওরা। কয়েকটা চাবি কী-হোলে ঢুকলো, কিন্তু ঘুরলো না। সাতবারের বার ক্লিক করে শব্দ হলো। দড়াম করে খুলে গেল কবাট জোড়া, হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকলো যেন সালজবার্গের গোটা পুলিস বাহিনী। তাদের সামনে কাঁচা-পাকা চুল ও চেহারায় রাশভারি ভাব নিয়ে এক ভদ্রলোক, সবাই তাঁকে সমীহ করছে। নিজের পরিচয় দিলেন, কমিশার বার্ক। টেরেসে তাদের কাজ শুরু করলো ইনভেস্টিগেটিভ টিম, কথা বলার জন্যে রানাকে একপাশে টেনে নিয়ে এলেন বার্ক। সাদা পোশাক পরা দু'দল লোক রোজিনা আর মলিকে সরিয়ে নিয়ে গেল, ওদেরকে আলাদাভাবে জেরা করা হবে।

কমিশার বার্কের নাকটা টিয়া পাখির মতো লম্বা, চোখে কোমল দৃষ্টি। ওপর মহল থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়া হয়েছে তাঁকে, কাজেই কোনো ভূমিকা না করে কাজের কথা পাড়লেন। 'আমাদের

করেন মিনিস্ট্রি ও সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট সব জানিয়েছে আমাকে,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন। 'যতোটুকু বুঝেছি, আপনি যে এজেন্সিতে আছেন, তার হেড যোগাযোগ করেছিলেন। আপনার কাছ থেকে আমি শুধু বিস্তারিত একটা স্টেটমেন্ট চাইবো। তারপর আপনি চলে যেতে পারবেন। তবে, মিঃ রানা, আমি আপনাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে বলতে চাই যে নিজের ভালো চাইলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অস্ট্রিয়া ত্যাগ করুন আপনি।'

'এটা কি অফিশিয়াল, হের বার্ক?'

মাথা নাড়লেন বার্ক। 'না, অফিশিয়াল নয়। স্রেফ আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ। এবার, মিঃ রানা, শুরু করুন। শুরু করুন প্রথম থেকে।'

গল্পটা বলে গেল রানা, হামিসের হেড হাণ্ট প্রতিযোগিতা ও কর্নেল পিয়েরে দ্য মালিন প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে। অটোবানের বন্দুকযুদ্ধ-টাকে 'পেশাগত ঝামেলা' বলে এড়িয়ে গেল ও। 'যে পেশায় আছি, বুঝতেই পারছেন, এ-ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে।'

'আপনার স্ট্যাটাস নিয়ে সংকোচ বোধ করার কোনো কারণ নেই, মিঃ রানা,' আপনজনের হাসি দেখা গেল কমিশার বার্কের মুখে। 'পুলিসী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অস্ট্রিয়ায় আমাদেরকে বিচিত্র সব বিদেশী লোকদের সংস্পর্শে আসতে হয়—আমেরিকান, ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, ভারতীয়, বাংলাদেশী, রাশিয়ান, জার্মান। বলতে পারেন, অস্ট্রিয়া হলো স্পাইদের ট্রানজিট পয়েন্ট। তবে, আমি জানি, আপনারা কেউ স্পাই শব্দটা ব্যবহার করতে চান না।'

'আমরা এখন অনেকটা পুরনো হ্যাটের মতো।' রানাও হাসলো। 'এমন বহু লোক পাওয়া যাবে যারা আমাদেরকে বাতিল বলে রায়

দিতে চায়। আমাদের প্রচুর কাজ স্যাটেলাইট আর কমপিউটরই করে দিচ্ছে।'

'আমাদের সম্পর্কেও একই কথা,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে পুলিস অফিসার বললেন। 'তবে টহল পুলিসের যেমন বিকল্প এখনো বেরোয়নি, তেমনি আপনাদের পেশায়ও গ্রাউণ্ডে কাজ করার লোকের প্রয়োজন কোনোদিন ফুরোবে না। যুদ্ধের বেলাতেও কথাটা খাটে। দিগন্তে যতো ট্যাকটিকাল আর স্ট্র্যাটেজিক মিসাইলই উদয় হোক, ফিল্ডে জ্যান্ত শরীরের দরকার হবে।'

হাসির সাথে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো রানা।

এরপর গোয়েন্দাসুলভ কৌতূহল নিয়ে কমিশার বার্ক প্রশ্ন করলেন, 'হার ট্রাইবেন ওরফে দা হুকের মোটিভটা কি ছিলো?'

ট্রাইবেনের সাথে যা যা কথা হয়েছে, সব তাকে শোনালো রানা, এবারও হেড হাণ্ট প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কিছু বললো না। সবশেষে বললো, 'লোকটা নিজের আখের গোছাবার মতলবে ছিলো। ভেবেছিল ভালো একটা দাঁও মেরে কেটে পড়বে।'

থমথমে চেহারা নিয়ে বার্ক বললেন, 'আমি মোটেও অবাক হচ্ছি না। ওপরমহলের কিছু অফিসারের ওপর ট্রাইবেনের অদ্ভুত প্রভাব ছিলো। আপনি নিশ্চয়ই নিও নাৎসীদের সম্পর্কে শুনেছেন, মিঃ রানা? ট্রাইবেন ওদের একজন নেতা ছিলো। তার এই বীভৎস পরিণতির জন্যে যে-ই দায়ী হোক, তিনি আসলে আমাদের একটা মস্ত উপকার করেছেন। কিন্তু, বলতে পারেন, কেন এই দুই ভদ্রমহিলার জন্যে মুক্তিপণের টাকা এতো বেশি দাবি করা হয়েছে?'

চেহারায় নিরীহ ভালোমানুষের ভাব ফুটিয়ে রানা বললো,

'মুক্তিপণ সম্পর্কে আসলে আমার কিছু জানা নেই, কমিশার। এমনকি কিডন্যাপিং সম্পর্কেও এখনো সবটুকু আমি জানি না।'

দুষ্ট স্কুলছাত্রকে শাসন করার ভঙ্গিতে হাত তুলে ঘন ঘন একটা আঙুল নাড়লেন অফিসার। 'আমার বিশ্বাস মুক্তিপণ, শর্ত ইত্যাদি সম্পর্কে সবই আপনি জানেন। ট্রাইবেনের মরার খবর ছড়াবার পরও বেশ কিছুক্ষণ তার সাথে ছিলেন আপনি। কেসটা আমার হাতে এসেছে কাল রাতে। মুক্তিপণ আপনি, মিঃ রানা। আপনি তা জানেনও। ছোট্ট আরো একটা ব্যাপার আছে, বিশ মিলিয়ন ডলারের—আপনার মাথার বিনিময়ে হার।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বললো, 'হ্যাঁ, তাই—আমাকে পাবার জন্যে ওদেরকে জিম্মি রাখা হয়েছে, আপনার কলিগ পুরস্কারের ব্যাপার-টা জেনে ফেলে…।'

'তার মৃত্যুর জন্যে আপনি যদি দায়ীও হন,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন কমিশার বার্ক, 'আমার মনে হয় না এখানকার বা ভিয়েনার খুব বেশি পুলিস অফিসার আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে চাইবেন—বিশেষ করে হার ট্রাইবেনকে যারা চেনেন।' ধারালো চোখে, ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'সত্যি আপনি তাকে খুন করেননি?'

'আমি আপনাকে সত্যি কথা বলেছি। কাজটা আমার নয়। তবে আন্দাজ করতে পারি কার।'

'কিডন্যাপিং সম্পর্কে বিস্তারিত না জানা সত্ত্বেও?' সুরটা নরম, তবে ঢংটা জেরার।

'হ্যাঁ, রাঙার মা—আমার হাউজকীপার—ও মিস শায়লাকে

টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আপনি যেমন বললেন, ওরা আমাকে চায়। ওরা জানে এই দুই মহিলাকে উদ্ধার করার জন্যে সব কিছু করবো আমি, যে-কোনো ঝুঁকি নেবো, এমনকি শেষ পর্যন্ত নিজেকে ওদের হাতে তুলে দিতেও দ্বিধা করবো না।'

'আপনি বয়স্কা চাকরাণী ও নগণ্য এক কেরানী মেয়ের জন্যে নিজের জীবন দান করতে রাজি আছেন?' কমিশার বার্ক হাসবেন কিনা ঠিক বুঝতে পারলেন না।

'ওরা আমার কাছে শুধু চাকরাণী বা শুধু কলিগ নয়, হের বার্ক,' মৃদু হাসির সাথে বললো রানা। 'হ্যাঁ রাজি। তবে, কাজটা আমি নিজের মাথা না খুইয়ে করতে চাই।'

'আপনার সম্পর্কে শুনেছি, মিঃ রানা, আপনি নাকি বহুবার মাথা খোয়ানোর ঝুঁকি নিয়েছেন, শুধু...।'

'শুধু অবলাদের জন্যে?' আবার মৃদু হাসলো রানা।

'অবলা, মিঃ রানা? আমি ঠিক বুঝলাম না?'

'অবলা মানে দুর্বল, হের বার্ক। মেয়েদের আপনি দুর্বল বলবেন না?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আচ্ছা। বুঝতে পেরেছি। আমাদের রেকর্ড বলছে, বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েদের রক্ষার জন্যে যে-কোনো ঝুঁকি নিতে আপনি পরোয়া করেন না। তা সে যাই হোক, এই কেসটায় সত্যি আপনি বিপাকে পড়েছেন। আমি বলি কি...।'

বাধা দিলো রানা, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ, 'আসলে কি ঘটেছিল আমাকে বলবেন? কিডন্যাপিংটা হলো কিভাবে?'

সাদা পোশাক পরা অফিসারদের একজন কামরায় ঢুকলো, কমি-

শার বার্কের সাথে নিচু গলায় কথা বললো সে। ভদ্রমহিলাদের জেরা করা শেষ। অফিসারকে ওদের সাথে আরো কিছুক্ষণ থাকার জন্যে বললেন কমিশার। টেরেসেও তাদের কাজ শেষ করে এনেছে টিমটা।

'হার ট্রাইবেনের যে নোট পেয়েছি, সবই ভারি অস্পষ্ট,' রানাকে বললেন কমিশার। 'তবে কয়েকজনের জবানবন্দী থেকে কিছু বর্ণনা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাদের মধ্যে গুডবাই ক্লিনিকের হের ডক্টর হ্যাগেনবাচও আছেন।'

'হুঁ-হুঁ।'

'জানা গেছে আপনার কলিগ, মিস শায়লা, রোগিণীকে দেখার জন্যে দু'বার ক্লিনিকে যান। দ্বিতীয় বার দেখা করার পর তিনি হের হ্যাগেনবাচকে টেলিফোন করেন, রোগিণীকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে। কোথায় যেন বাংলাদেশী খাবারের প্রদর্শনী হবে, মন ভালো করার জন্যে রোগিণীর সেখানে যাওয়া দরকার। গাড়িতে আসা-যাওয়া, শরীরের ওপর অত্যাচার হওয়ার কথা নয়, কাজেই হের হ্যাগেনবাচ অনুমতি দেন।'

'উচিত হয়নি,' মন্তব্য করলো রানা।

'কথামতো মিস শায়লা একটা গাড়ি নিয়ে হাজির হন, সাথে শোফার ছাড়াও আরো একজন লোক ছিলো।'

'বর্ণনা পাওয়া গেছে?'

'একটা বি-এম-ডব্লিউ।'

'লোকটার?'

'গাড়িটা সিলভার বি-এম-ডব্লিউ, সিরিজ সাত। ইউনিফর্ম

ছিলো শোফারের পরনে। মিস শায়লার সাথে অপর লোকটা ক্লিনিকে ঢোকে। স্টাফদের বর্ণনা অনুসারে তার বয়স হবে ত্রিশ-বত্রিশ, মাথায় হালকা চুল, লম্বা, শক্ত-সমর্থ শরীর, পরনের স্যুটটা ছিলো অত্যন্ত দামী।'

'ইউরোপিয়ান?'

'শ্বেতাঙ্গ।'

'মিস শায়লার আচরণ কি রকম ছিলো?'

'খানিকটা অস্থির, খানিকটা যেন নার্ভাস। তবে রোগিণী ছিলেন হাসিখুশি। একজন নার্স বলেছে, মিস শায়লা রোগিণীর সাথে অত্যন্ত কোমল ব্যবহার করেছেন। নার্সের মনে হয়েছে, আপনার মিস শায়লার যেন নার্সিঙের ওপর ট্রেনিং নেয়া আছে। তার আরো মনে হয়েছে, ওষুধ-পত্র সম্পর্কে লোকটাও যেন অভিজ্ঞ। প্রতিটি মুহূর্ত রোগিণীর একেবারে গা ঘেঁষে ছিলো সে।' বিরতি নিয়ে দাঁতের ফাঁক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়লেন বার্ক। 'বি-এম-ডব্লিউ বাইরে অপেক্ষা করছিল, সেটায় চড়ে চলে গেলেন ওঁরা। চার ঘণ্টা পর হের ডক্টর হ্যাগেনবাচ একটা টেলিফোন কল পেলেন, তাঁকে জানানো হলো মিস শায়লা ও রোগিণীকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। বাকিটুকু আপনি জানেন।'

'জানি কি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আপনাকে বলা হয়েছে। আপনি সালজবার্গের পথে রওনা হন। পথে বন্দুকযুদ্ধ হয়, তারপর আপনি দা হুকের খপ্পরে পড়েন।'

'গাড়িটার কি হলো? বি-এম-ডব্লিউ?'

'গাড়িটা পাওয়া যায়নি। এর মানে হতে পারে খুব তাড়াতাড়ি

নাম্বার প্লেট বদলে অস্ট্রিয়া থেকে বেরিয়ে গেছে সেটা, নয়তো পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হবার অপেক্ষায় কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। রাস্তায় বা প্রকাশ্যে কোথাও থাকলে আমরা ওটা খুঁজে বের করে ফেলতাম।'

'আর কিছু জানা যায়নি?' রানার মনে হলো, কি যেন একটা গোপন করে যাচ্ছেন কমিশার, রানাকে ব্যাপারটা জানানো উচিত হবে কিনা ভেবে দ্বিধায় ভুগছেন।

ঘাড় ফিরিয়ে টেরেসে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন কমিশার, উদ্দেশ্য যেন মুখ লুকানো।

প্রশ্নটা আবার করলো রানা।

'হ্যাঁ। হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার আছে। তথ্যটা ইন্সপেক্টর ট্রাইবেনের নোটবুক থেকে নয়, পাওয়া গেছে হেডকোয়ার্টারের জেনারেল ফাইল থেকে।'

ভদ্রলোককে ইতস্তত করতে দেখে রানা বললো, 'বলুন। কি পেয়েছেন ফাইলে?'

'যেদিন ওরা কিডন্যাপ হলেন সেদিন বিকেল পাঁচটা দশের ঘটনা, অর্থাৎ কিডন্যাপ হবার প্রায় তিন ঘণ্টা আগে—গুডবাই ক্লিনিক থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তে অস্ট্রিয়ান এয়ারলাইন্সের টিকেট বুক করা হয় টেলিফোনে। ক্লিনিক থেকে বলা হয়, দু'জন অসুস্থ রোগিণীকে ফ্রাঙ্কফুর্টে স্থানান্তর করতে হবে। একটা ফ্লাইট ছিলো ফ্রাঙ্কফুর্টে পৌঁছুবে দুটো পনেরোয়। সেদিন সন্ধ্যায় আরোহী কম থাকায় বুকিং গ্রহণ করা হয়।'

'ফ্লাইটে রোগিণীরা ছিলো?'

'ফার্স্ট' ক্লাসে। স্ট্রেচারে করে প্লেনে তোলা হয় তাদের। দু'জনেই অজ্ঞান ছিলো, মুখ ঢাকা ছিলো ব্যাণ্ডেজে।'

পদ্ধতিটা কে. জি. বি.-র, রানা জানে। বহু বছর ধরে এই একই পদ্ধতি ব্যবহার করছে ওরা।

'ওদের সাথে দু'জন নার্স আর একজন ডাক্তার ছিলো,' বলে চলেছেন বার্ক। 'ডাক্তার বয়সে তরুণ, লম্বা, সুদর্শন, মাথায় সোনালি চুল।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'তারপর তদন্ত করে দেখেছেন, ফোনটা গুডবাই ক্লিনিক থেকে করা হয়নি।'

'ঠিক তাই।' ভুরু জোড়া কপালে তুললেন কমিশার। 'আমাদের এক লোক নিজের উৎসাহে ফ্লাইটটার ওপর চোখ রাখার ব্যবস্থা করে। ইন্সপেক্টর ট্রাইবেন অবশ্যই তাকে এ-ব্যাপারে কোনো নির্দেশ দেয়নি।'

'তারপর?'

'সত্যিকার একটা অ্যাম্বুলেন্স টিম ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। আরেকটা ফ্লাইটে ট্রান্সফার করা হয় রোগি-ণীদের, সেটা প্যারিসে পৌঁছায় সাড়ে তিনটের দিকে। এয়ার ফ্রান্সের সাতশো উনপঞ্চাশ নম্বর ফ্লাইট ছিলো সেটা।'

'তারপর, প্যারিসে?'

প্যারিসে কি ঘটছে আমরা জানি না। তবে গুডবাই ক্লিনিকে ফোনটা আসে তিনটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। তারমানে ভিকটিমদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেয়ার সাথে সাথে কিডন্যাপিঙের কৃতিত্ব দাবি করে ওরা।'

'প্যারিসে।' আপনমনে বিড়বিড় করলো রানা। 'প্যারিসে কেন?'

যেন ওর উত্তরেই বেজে উঠলো টেলিফোনটা। কমিশনার বার্ক রিসিভার তুললেন, তবে কোনো কথা বললেন না, অপরপ্রান্ত থেকে পরিচয় পাবার অপেক্ষায় থাকলেন। চোরা চোখে রানার দিকে বারকয়েক তাকালেন তিনি, তাঁর উদ্বেগ ধরা পড়ে গেল।

রানা কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবে, এই সময়, 'আপনার,' বলে রিসিভারটা তিনি বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'হের ডক্টর হ্যাগেনবাচ।'

নিজের পরিচয় দিলো রানা। ডাক্তার হ্যাগেনবাচের গলার আওয়াজ এখনো আগের মতোই বিকট, তবে তিনি যে ভীষণ ভয় পেয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হাঁপাচ্ছেন ভদ্রলোক, তাঁর ঢোক গেলার শব্দও পেলো রানা। প্রতিটি শব্দ থেমে থেমে উচ্চারণ করলেন তিনি, যেন কেউ তাঁকে শিখিয়ে দিচ্ছে। 'হের রানা,' শুরু করলেন তিনি এভাবে, 'হের রানা, অস্ত্র আমাকে, আমাকে অস্ত্র···মানে ওদের অস্ত্র···মানে একটা অস্ত্র আমার কানে···এবং ওরা বলছে, মেসেজটা যদি ঠিকমতো আপনাকে না দিই, তাহলে কানের ভেতর গুলি করবে।'

'বলে যান,' শান্তভাবে বললো রানা।

'ওরা জানে আপনার সাথে পুলিস আছে। আপনাকে ভিয়েনায় যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা-ও ওরা জানে। এই কথাগুলো প্রথমে আপনাকে জানাতে বলছে ওরা।'

তারমানে, ভাবলো রানা, টেলিফোনে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করা

ছিলো, ভিয়েনা প্রতিনিধির সাথে ওর কথাবার্তা সব ওরা শুনে ফেলেছে।

কাঁপা কাঁপা গলায় বলে যাচ্ছেন ডক্টর হ্যাগেনবাচ, 'আপনার গতিবিধি সম্পর্কে পুলিসকে আপনি কিছুই জানাতে পারবেন না।'

'না। ঠিক আছে। কি করতে হবে আমাকে?'

'ওরা বলছে, ওরা আপনার জন্যে গোল্ডেনার লৎস্-এ একটা কামরা রিজার্ভ করেছে...।'

'তা সম্ভব নয়। ওখানে কয়েক মাস আগে রুম বুক করতে হয়...।

হ্যাগেনবাচ আরো দ্রুত হাঁপাতে শুরু করলেন। 'আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, হের রানা, ওদের জন্যে অসম্ভব বলে কিছু নেই। ওরা জানে আপনার সাথে দুই তরুণী আছেন। বলছে, তাদের জন্যেও একটা কামরা বুক করা হয়েছে। এরপর...জন্যে ওদের কোনো দোষ নেই, মানে দুটো শব্দ আমি ঠিক পড়তে পারছি না, হের রানা।...জন্যে ওদের কোনো...জড়িয়ে পড়ার জন্যে, হ্যাঁ—জড়িয়ে পড়ার জন্যে ওদের কোনো দোষ নেই। আপাততঃ ওদেরকে গোল্ডেন লৎস্-এ রাখা হবে, হের রানা। সব বুঝতে পারছেন তো?'

'পারছি।'

'যেখানে আছেন সেখানেই আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। পুলিসকে আপনি বলবেন, তারা যেন আপনার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। কোনো অবস্থাতেই আপনি আপনাদের লণ্ডন শাখা, ভিয়েনা শাখা বা ইউরোপের অন্য কোনো শাখার সাথে যোগা-

যোগ করতে পারবেন না। আমাকে জিজ্ঞেস করতে বলা হচ্ছে, আপনি সব বুঝতে পারছেন তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি।'

'ওরা বলছে, ভালো, কারণ আপনি বুঝতে না পারলে আমার রোগিণী ও তার বান্ধবীকে এমন এক জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হবে যেখান থেকে কেউ কোনো দিন ফিরে আসে না।'

'বুঝতে পেরেছি।' রিসিভারে চিৎকার করলো রানা।

এক মুহূর্ত নিস্তব্ধতার পর ডাক্তার হ্যাগেনবাচ বললেন, 'ওরা আপনাকে একটা টেপ বাজিয়ে শোনাতে চাইছেন। আপনি তৈরি?'

'হ্যাঁ।'

অপরপ্রান্তে ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। পরমুহূর্তে রাঙার মা'র গলা শুনলো রানা। বুড়ি চাকরাণী, এখনো পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেনি, দেশ বা বিদেশ সম্পর্কে যার কোনো পরিষ্কার ধারণাই নেই, জানে না কেন কি ঘটছে, তার পক্ষে খেই হারিয়ে ফেলা খুবই স্বাভাবিক। হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠবে সে, এটাই ধরে নিয়েছে রানা। কিন্তু ওকে তাজ্জব করে দিয়ে রাঙার মা কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বললো, 'আব্বা? আমি ভালো আছি। এনারা লোক খুব খারাপ, আপনি ধরা দেবেন না। যাই ঘটুকগে, এনাদের কথা আপনি শুনবেন না, আব্বা।' আচমকা চড় কষার জোরালো একটা শব্দ হলো, মনে হলো কেউ যেন রাঙার মা'র মুখ চেপে ধরেছে। পরমুহূর্তে শায়লার গলা পেলো রানা, আতংকিত, বাষ্পরুদ্ধ। 'মাসুদ ভাই, ওহ্ খোদা! মাসুদ ভাই, আপনি...।'

অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারে রানার কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার অবস্থা হলো। নারীকণ্ঠের আর্তনাদ, সম্ভবত শায়লার ওপর নির্যাতন চলছে। এক নিমেষে শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে গেল রানার। রাঙার মা আর শায়লাকে যারা বন্দী করে রেখেছে তাদের হাতে নিজেকে তুলে দেয়ার জন্যে এইটুকুই যথেষ্ট। বি. সি. আই. থেকে ট্রেনিং পাওয়া মেয়ে শায়লা, তাকে আতংকিত করা সহজ কথা নয়। ভয়ংকর একটা কিছু ব্যবহার করছে ওরা। ওদের নির্দেশ মতো অবধারিত মৃত্যু জেনেও ধরা দিতে রাজি আছে রানা।

মুখ তুললো ও। ওর দিকে তাকিয়ে আছেন কমিশার বার্ক। 'ফর গডস সেক, কমিশার, আমাদের কথাবার্তা কিছুই আপনি শোনেননি!'

'কি কথা?' কমিশারের চেহারা আগের মতোই ভাবলেশহীন।

দশ

সালজবার্গ লোকে লোকারণ্য। প্রচুর আমেরিকান নাগরিক মারা যাবার আগে অন্তত একটি বার ইউরোপে বেড়াতে আসতে চায়, আর ইউরোপে এলে ঘুরে যেতে চায় সালজবার্গ। ইউরোপিয়ান-দের জন্যেও সালজবার্গ একটা আকর্ষণ।

হোটেল গোল্ডেনার লংস্‌-এর আতিথেয়তার তুলনা হয়তো আরো অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু এটার মতো ঐতিহ্য মেলা ভার। গত আটশো বছরে অনেক বদলেছে হোটেলটা, আর বেড়েছে সুখ্যাতি।

অনেকটা দূরে কার পার্কে গাড়ি থেকে লাগেজ নিয়ে নামতে হলো ওদেরকে, বাকি পথটুকু হেঁটে পৌঁছুতে হলো। পুরনো শহরের মাঝখানে, যানবাহনমুক্ত এলাকায় হোটেলটা। কাছাকাছি অনেক-গুলো মার্কেট ও সুপারমার্কেট রয়েছে, কাজেই আশপাশে ভিড়ের

কোনো কমতি নেই।

'সেন্ট মিখায়েলের দিব্যি, রানা, গোল্ডেনার লংস্-এ তুমি কামরা পেলে কিভাবে?' প্রশ্নটা মলি মন্টানার।

'প্রভাব,' মৃদুকণ্ঠে বললো রানা। 'সেন্ট মিখাইল কেন?'

জানো না, মিখাইল প্রথম শ্রেণীর দেবদুত? রক্ষক আর দেহরক্ষীদের দেবতা তিনি।'

মনে মনে রানা ভাবলো, আসমানী সমস্ত সাহায্য দরকার তার। আল্লাহই জানে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর কি নির্দেশ দেয়া হবে ওকে, নির্দেশটা ছুরি নাকি বুলেটের আকৃতি নিয়ে আসবে তা-ও জানার কোনো উপায় নেই।

বেন্টলি থেকে নামার আগে, খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করলো মলি। 'রানা,' আহত কণ্ঠে শুরু করলো সে, 'খানিক আগে তুমি একটা কথা বলেছো। রোজিনার কাছে আপত্তিকর বলে মনে হয়েছে। অন্তত, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে বেচারি ভয়ানক আঘাত পেয়েছে মনে। সত্যি কথা বলতে কি, আমিও তোমার ওপর খুশি হতে পারিনি।'

'কি কথা?'

'তুমি নাকি বলেছো, আমরা আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা তোমার সঙ্গ পাবো।'

'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি।'

'না! না, সত্যি নয়। আমরা মানি না!'

'দুর্ঘটনাবশত, বাধ্য হয়ে, তোমাদেরকে আমি ভয়ংকর এক পরিস্থিতির সাথে জড়িয়ে ফেলেছি। এর মধ্যে তোমাদেরকে টেনে না

এনে আমার কোনো উপায় ছিলো না। দু'জনেই তোমরা অত্যন্ত সাহসিকতায় পরিচয় দিয়েছো, যথেষ্ট সাহায্যও করেছো আমাকে। ব্যাপারটা হাসি-ঠাট্টার পর্যায়ে ছিলো না, এখনো নেই। কথাটা আবারও বলছি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই বিপদ থেকে তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে।'

'মুক্তি আমরা চাই না রানা,' অস্বাভাবিক শান্তস্বুরে বললো মলি মণ্টানা।

'আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ভারি রোমাঞ্চকর,' শুরু করলো রোজিনা। 'বিপদের ভয় আছে বলেই না। সবচেয়ে বড় কথা, রানা, আমরা তোমার বন্ধু। বলতে পারো, পরীক্ষিত বন্ধু। বিপদ-টা যখন তোমার, আমরা পিছন ফিরে দাঁড়াতে পারি না...।'

'রোজিনা আমাকে তোমার সাথে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। ওর কথা আমাকে শুনতে হবে। আমার দায়িত্ব বিপদে তোমাকে সাহায্য করা। আমি আমার দায়িত্ব পালনে অটল থাকবো। আর রোজি-নাও আমাদের সাথে থাকবে, কারণ রোজিনার নিরাপত্তার দিকটাও দেখতে হবে আমাকে।'

'তা সম্ভব নয়,' পালা করে মেয়ে দুটোর দিকে তাকালো রানা, ওর পরিষ্কার কালো চোখে কঠিন কর্তৃত্বসুলভ দৃষ্টি।

'আমরা সম্ভব করবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' বললো রোজিনা, তার চোখেও কঠিন জেদ।

'দেখো, রোজিনা, আমাকে হয়তো শক্তিশালী একটা অপরাধী চক্রের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। তারা দাবি করতে পারে, তোমা-দের আমি যেন বিদায় করে দিই।'

'কে কাকে বিদায় দেয় ?' ঝাঁঝের সাথে বললো মলি। 'আমরা স্বেচ্ছায় তোমার সাথে এসেছি, যদি বিদায় নিতে হয় নিজেদের ইচ্ছেয় নেবো। বন্ধু না চাইলেও বিপদে তার উপকার করা পবিত্র দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, এটুকু সুশিক্ষা আমরা পেয়েছি, জনাব মাসুদ রানা।'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। সময়ে দেখা যাবে। এমনও হতে পারে যে ওকে হয়তো নির্দেশ দেয়া হবে, মেয়ে দুটোকে সাথে রাখো, জিম্মি হিসেবে। তা না হলে, চুপচাপ ওদেরকে ফেলে কেটে পড়ার সুযোগ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আবার এমনও হতে পারে যে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজন বা সুযোগ কোনোটাই হবে না, এই গোল্ডেনার লৎস্ হোটেলেই যবনিকাপাত ঘটবে নাটকের।

'আমার কিছু স্ট্যাম্প লাগতে পারে,' শান্তভাবে রোজিনাকে বললো রানা, ইতিমধ্যে হোটেলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। 'লণ্ডনে একটা প্যাকেট পাঠানোর কথা ভাবছি। উপকারটা করবে? পোর্টারকে দিয়ে কিছু পোস্টকার্ড কিনবে, যাতে কেউ কিছু সন্দেহ না করে। সেই সাথে কিছু স্ট্যাম্প।'

'অবশ্যই, রানা,' সাদা মুক্তো ছড়িয়ে হাসলো রোজিনা। 'তোমাকে সাহায্য করার জন্যে একপায়ে খাড়া আমি।'

লোকে বলে, সালজবার্গের সেরা হোটেল গোল্ডেনার লৎস্। পটে আঁকা ছবির মতো সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ; পরিবেশে ভাবগম্ভীর আভিজাত্য। স্টাফরা প্রায় সবাই বয়স্ক, সদ্য ভাঁজ খোলা ইউনিফর্ম পরে আছে। কামরাগুলোয় প্রচুর পেইন্টিং, সবগুলোই অস্ট্রিয়ান ইতিহাসের মহিমা প্রচার করছে। প্রতিটি কামরায় মোৎসার্টের অন্তত

একটা করে ছবি।

পোর্টার বিদায় নিতেই আস্তে করে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো রানা, সেই সাথে আবার ডাক্তার হ্যাগেনবাচের নির্দেশ পরিষ্কার শুনতে পেলো ও, 'যেখানে আছেন সেখানেই আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। পুলিসকে বলবেন তারা যেন আপনার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। আপনি আপনাদের···বা ইউরোপের অন্য কোনো শাখার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন না।' কাজেই, অন্তত আপাততঃ, ভিয়েনা বা লণ্ডনে রিপোর্ট করাটা বোকামি হবে। কামরাগুলো যে-ই রিজার্ভ করে থাকুক, সে নিশ্চয়ই হোটেলের বাইরে কোথাও ফোনের লাইনে আড়িপাতার ব্যবস্থাও করেছে। ইচ্ছে করলে সি-সি ব্যবহার করতে পারে বটে রানা, কিন্তু তাতেও শত্রুপক্ষ জানবে যে বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ করছে ও। তবে ওর বস্ রাহাত খানকে রিপোর্ট না করলেও নয়।

দ্বিতীয় ব্রিফকেসটা থেকে অত্যন্ত খুদে একজোড়া টেপ রেকর্ডার বের করলো রানা, ব্যাটারির শক্তি পরীক্ষা করার পর ওগুলোকে ভয়েস অ্যাকটিভেশন-এ সেট করলো। দুটো টেপই খুলে নিলো ও, তারপর ছোট্ট গম আকৃতির সাকার মাইক্রোফোনসহ একটা মেশিন টেলিফোনের সাথে জোড়া লাগালো। দ্বিতীয়টা সযত্নে রাখলো চোখের সামনে, মিনিবার-এর মাথায়।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রানা। কথা হয়েছে, বান্ধবীদের সাথে ডিনারের সময় বার-এ দেখা করবে ও, সন্ধ্যার খানিক পর, ছ'টার দিকে। তার আগে পর্যন্ত বিশ্রাম নিতে রাজি হয়েছে তিনজনই। রুম-সার্ভিসকে ফোনে ডেকে কালো কফি আর এক প্লেট স্ক্র্যাম্বলড

এগ চাইলো রানা। অপেক্ষার সমটয়ার কামরা আর জানালাহীন বাথরুমটা পরীক্ষা করলো।

বাথরুমটা ছোটো। শক্ত, নিরেট চেহারার কাঁচের দরজা, এক-পাশে সরে যায়, তার ভেতরে শাওয়ার। পছন্দ হলো রানার, ঠিক করলো পরে গোসল করবে। কোট খুলে ওয়ারড্রোবে ঝুলিয়ে রাখছে, এই সময় ওয়েটার এলো।

খাওয়া শেষ করে এ. এস. পি.-টা হাতের কাছে রাখলো রানা, দরজায় বোর্ড টাঙালো, তাতে লেখা, 'ব্যস্ত আছি, বিরক্ত করো না'। একটা আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিলো ও। চোখ বুজতে না বুজতে ঘুম এসে গেল।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের জগতে চলে গেল রানা। একটা কন্টিনেন্টাল কাফেতে ওয়েটারের কাজ করেছে ও, পরিবেশন করছে রাহাত খান, কর্নেল পিয়েরে দ্য মালিন, আলডো বেলি এবং রোজিনা ও মলিকে। ঘুম ভাঙার সামান্য আগে রোজিনা আর মলির জন্যে চা নিয়ে এলো ও, সাথে বিশাল ক্রীম কেক। কেকটা ওরা কাটতে চেষ্টা করতেই, গুঁড়ো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ব্যাপারটা দু'জনের একজনকেও ক্ষুণ্ণ করেনি, দু'জনেই ওদের বিল মেটালো, যাবার সময় টিপস হিসেবে দিয়ে গেল দামী একজোড়া অলংকার। সোনার একটা ব্রেসলেট পড়ে যাওয়ায় তোলার জন্যে ঝুঁকলো রানা, পা পিছলে একটা প্লেটের ওপর দড়াম করে আছাড় খেলো ও।

আঁতকে উঠে চোখ মেললো রানা, ধরে নিয়েছে শব্দটা বাস্তব, যদিও জানালা গলে ভেসে আসা রাস্তার পরিচিত আওয়াজ ছাড়া

কিছুই শুনতে পেলো না।

আড়মোড়া ভাঙলো রানা। বিশ্রাম পাবার পর শরীরটা তাজা লাগছে, তবে চেয়ারে বসে ঘুমানোয় আড়ষ্ট হয়ে গেছে হাত-পা। স্টেনলেস স্টীল রোলেক্সের ওপর চোখ বুলালো একবার। বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছে দেখে অবাক হয়ে গেল ও। এরইমধ্যে বিকেল সাড়ে চারটে বাজে।

ঘুম থেকে ওঠা ভারি চোখ নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো রানা। আলো জ্বেলে শাওয়ারের লম্বা দরজাটা খুললো। প্রথমে গরম, তারপর হিম শীতল পানিতে শাওয়ার সারবে। দাড়ি কামিয়ে কাপড় পরলেই আড়ষ্ট ভাবটুকু কাটিয়ে উঠবে ও।

নব ঘুরিয়ে শাওয়ারটা ছেড়ে দিলো রানা। দরজা বন্ধ করে কাপড় খুলতে শুরু করলো। একবার মনে হলো, নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে বলে একটু বেশি সময় নিচ্ছে প্রতিপক্ষ। ও যদি এই কিডন্যাপের হোতা হতো, ওর শিকার হোটেলে নাম লেখানোর পরপরই ছোবল মারতো, দেরি করতো না। ওকে চারদেয়ালের ভেতর ঢুকতে দেয়া উচিত হয়নি শত্রুপক্ষের, উচিত হয়নি বিশ্রাম নেয়ার সময় দেয়া।

ও একা, কাজেই গায়ে বা কোমরে কিছু না জড়িয়েই বেডরুমে ফিরে এলো রানা, এ. এস. পি. আর ব্যাটনটা নেরে। শাওয়ারের ঠিক বাইরে, একজোড়া ছোটো তোয়ালের নিচে, মেঝেতে রাখলো ওগুলো। তারপর পানির উষ্ণতা পরীক্ষা করে শাওয়ারের নিচে দাঁড়ালো। স্লাইডিং ডোর বন্ধ করে দিয়েছে আগেই, কর্কশ ফ্ল্যানেল দিয়ে ঘষে গায়ের ঘাম আর ময়লা সাফ করছে।

গরম পানিতে কিছুক্ষণ ভেজার পর পরিচ্ছন্ন অনুভূতিটা ফিরে এলো রানার; এবার নব ঘুরিয়ে প্রায় বরফের মতো ঠাণ্ডা পানি নিলো গায়ে। ছ্যাঁৎ করে উঠলো গোটা শরীর, তারপর শীতল একটা সুখানুভূতির সাথে সতেজ একটা ভাব ছড়িয়ে পড়লো দেহ-মনে। শাওয়ার বন্ধ করে শরীরটাকে কুকুরের মতো ঝাঁকালো রানা, হাত বাড়ালো স্লাইডিং ডোর খোলার জন্যে।

আচমকা সতর্ক হয়ে উঠলো রানা। কিভাবে যেন টের পেয়ে গেছে কাছাকাছি ওত পেতে রয়েছে বিপদ। দরজার হাতল স্পর্শ করার আগের মুহূর্তে নিভে গেল আলো, এক সেকেণ্ডের জন্যে দিশেহারা করে রাখলো ওকে, আর ওই এক সেকেণ্ডে দরজার হাতলটা ধরতে ব্যর্থ হলো ও, যদিও পরিষ্কার শুনতে পেলো এক-পাশে সামান্য একটু সরে গিয়ে পরমুহূর্তে আবার ক্লিক করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। রানা জানে, বাথরুমের ভেতর এখন আর একা নয় ও। ভেতরে ওর সাথে আরো কি যেন একটা আছে, লেজ না কি যেন একটা ওর নগ্ন ঘাড় ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল, পিচ্ছিল ও মসৃণ, আশ্চর্যরকম জ্যান্ত বলে মনে হলো।

কোমল একটা শব্দের সাথে শাওয়ারের গায়ে কিংবা মেঝেতে পড়লো জিনিসটা, তারপর ফোঁস ফোঁস শব্দ উঠলো। পাগলের মতো এক হাতে দরজা খোলার চেষ্টা করলো রানা, অপর হাতে ধরা ফ্ল্যানেলটা শরীরের সামনে দ্রুত, ঘন ঘন নাড়লো; অদৃশ্য আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার হাস্যকর চেষ্টা। হাতলটা পেয়ে গেল ও, কিন্তু ঘুরিয়ে টান দিতেও দরজা খুললো না। ফোঁস ফোঁস শব্দটা ক্রমশ কাছে সরে আসছে। রানার মনে হলো, ওটা যেন

মাথা তুলছে। শব্দটা মেঝে থেকেই আসছিল, এখন সেটা আরো ওপর থেকে আসছে। জিনিসটা কি বুঝতে পেরে গায়ের রক্ত পানি হয়ে গেল রানার। 'বাবারে, বাঁচাও।' বলে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হলো ওর। শব্দটা এখন মেঝে থেকে প্রায় তিন ফুট ওপরে হচ্ছে। ফণা তোলা একটা বিষধর সাপের ছবি ভেসে উঠলো রানার মনের চোখে।

সচেতনভাবে নয়, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিবশে লাফ দিলো রানা, পরমুহূর্তে ফেলে আসা জায়গায়, মেঝেতে, থ্যাচ করে একটা আওয়াজ হলো। বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় পড়ছে, আতংকে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছে রানা। ছোট্ট বাথরুম, ভেতরে গাঢ় অন্ধকার, সাপের ক্ষিপ্র ছোবল থেকে নগ্ন একটা শরীরকে কতোক্ষণ রক্ষা করা সম্ভব? নিয়তির নির্মম কৌতুক, সাপটাকে দেখতে পাচ্ছে না ও। শব্দটা আবার মাথাচাড়া দিলো। সেই তিন ফুট উঁচুতে উঠে পড়লো উৎসমুখ। লাফ দিলো রানা; ইলেকট্রিক শক-এর মতো সর্বশরীর ঝাঁকি দিয়ে গেল দ্বিতীয় ছোবলের আওয়াজটা—থ্যাচ!

খেপে উঠেছে সাপটা। দুই ছোবলের মাঝখানে সময়ের যে ব্যবধান ছিলো তা কমে গেল, তৃতীয় ছোবলটা এলো আরো একটু তাড়াতাড়ি। কোথায় লাফ দিচ্ছে দেখতে পায়নি, বাথরুমের দেয়ালে মাথা ঠুকে গেছে রানার। অক্সিজেনের অভাবে ছটফট করছে ফুসফুস, ভয়ে জোরে বা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না ও, শব্দটা তাহলে শুনতে পাবে না।

পাঁচবার লাফ দিলো রানা, শেষবার থ্যাচ করে আওয়াজ হতেই আওয়াজটা লক্ষ্য করে বিদ্যুৎগতিতে আবার ঘুরে গিয়ে ডান পা-

টা হাতুড়ির মতো সজোরে মেঝেতে নামিয়ে এনেছে। মেঝেতে ছোবল মেরে সাপটা তখনো মাথা তোলার সময় পায়নি, রানার পা সেটার ওপর পড়লে থেঁতলে যেতো। কিন্তু লাগেনি, মাথার কিনারায় লেগে পিছলে গেছে গোড়ালি।

হয় ভয় পেয়েছে, নয়তো সামান্য হলেও আহত হয়েছে সাপ। হিস হিস করে উঠলো আবার সেটা. কিন্তু মেঝে থেকে খুব একটা ওপরে তোলেনি ফণা। এই সময় রোজিনার গলা শুনতে পেলো রানা। গলার আওয়াজটা দূর থেকে ভেসে এলো, সতেজ, প্রায় সকৌতুক।

'রানা ? গেলে কোথায় তুমি ?'

'এখানে ! বাথরুমে। গেট মি আউট, ফর গডস্ সেক !'

এক সেকেণ্ড পর আলোটা আবার জ্বলে উঠলো। বাথরুমের ভেতর, তবে শাওয়ারের বাইরে, একটা ছায়ার উপস্থিতি টের পেলো রানা, সম্ভবত রোজিনার ; সেদিকে তাকাবার বা মনোযোগ দেয়ার সময় নেই রানার। ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে মেঝেতে, যেখানে ধীরে ধীরে মাথা তুলছে গোক্ষুরটা।

দুই ফুটের মতো উঁচু হলো মাথাটা, এদিক-ওদিক দুলছে চওড়া ফণা, স্থির, অপলক, ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'শাওয়ারের দরজাটা খোলো !' রানার গলা চিরে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো।

একপাশে সরে যেতে শুরু করলো স্লাইডিং ডোর।

'বেরিয়ে যাও, রোজিনা ! বাথরুম থেকে বেরিয়ে যাও !' রানা থেমেছে কি থামেনি, ঝট করে সাড়ে তিনফুট লম্বা হয়ে গেল সাপ-

টা, পরমুহূর্তে ছোবল মারলো রানার নগ্ন পাঁজর লক্ষ্য করে।

বিদ্যুৎবেগে সরে গেল রানা, লক্ষ্যভ্রষ্ট ছোবলটা বাথরুমের দেয়ালে লাগলো, প্রায় একই সাথে রানার একটা পা পড়লো গোক্ষুরের মাথার ওপর। ছোবলটা কোথায় লাগাতে পারে আগেই আন্দাজ করেছিল ও, বিদ্যুৎবেগে ঘুরে ঠিক সেখানটাতে পা দিয়ে আঘাত করেছে। কি হলো দেখার জন্যে অপেক্ষা করলো না রানা, লাফ দিয়ে শাওয়ারের দরজা টপকালো, এক হাতে দরজাটা ঠেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তোয়ালের নিচে লুকানো অস্ত্রগুলোর দিকে

ব্যাটনটা নিয়ে সিধে হলো রানা। যথেষ্ট ক্ষিপ্র হতে পারেনি ও, ওর সাথেই বাথরুমে বেরিয়ে এসেছে সাপ। খালি পায়ের তলা দিয়ে আঘাত করলেও, মাথাটার প্রায় কোনো ক্ষতিই হয়নি। তবে ফণা তুলে ছোবল মারতে এবার অনেক দেরি করছে ওটা, সম্ভবত দুর্বল হয়ে পড়েছে। ব্যাটনটা বাগিয়ে ধরে তৈরি থাকলো রানা। চিৎকার করে আরেকবার সাবধান করলো রোজিনাকে, দরজা বন্ধ করে সে যেন বেডরুমে অপেক্ষা করে।

চরম ও শেষ আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছে গোক্ষুর। ধীরে ধীরে, ফণাটা এ-পাশ ও-পাশ দোলাতে দোলাতে উঁচু হলো। এক চুল নড়ছে না রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ফণাটার দিকে। বোতাম টিপে ব্যাটনটা লম্বা করে নিয়েছে, তবে সাপটা ছোবল না মারা পর্যন্ত সেটা ব্যবহার করতে রাজি নয় ও, আগ বাড়িয়ে কিছু করতে গেলে হাতে কামড় খাবার ভয় আছে। আঘাত করতে হবে ফণাটা যখন মেঝের কাছাকাছি থাকবে।

ফণায় গরুর খুরের দাগ নিয়ে প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা সাপটা,

সরু লকলকে জিভ বের করছে ঘন ঘন, শেষবার লাফ দিলো লেজের ওপর খাড়া হয়ে। সাং করে ব্যাটনটা ঘোরালো রানা, ফণার গায়ে সজোরে আঘাত করলো সেটা, যেন হ্যাচকা টান খেয়ে বাথরুমের দেয়ালে আছড়ে পড়লো লম্বা শরীরটা। ঝুঁকলো রানা, দেয়াল থেকে মেঝেতে পড়তে দিলো সাপটাকে, তারপর ব্যাটনের ঘন ঘন আঘাত ফণাসহ মাথাটা ছাতু বানিয়ে ফেললো।

এতোক্ষণে হাঁপাতে শুরু করলো রানা। ঘামে ওর সারা শরীর ভিজে গেছে। প্রথম কয়েক মুহূর্ত বিশ্বাসই হতে চাইলো না যে এখনো বেঁচে আছে ও।

ব্যাটনটা শাওয়ারের নিচে ফেলে নব ঘোরালো রানা, তারপর দরজা খুলে চলে এলো বেডরুমে। ফাস্ট এইড কিটে ডিজইন-ফেক্ট্যান্ট আছে, পায়ের তলায় লাগানো দরকার।

পরনে কাপড় নেই, কিন্তু সেদিকে খেয়ালই নেই ওর।

'ঠিক আছে, সবই দেখা হয়েছে আমার। এবার সাবধান।' একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছে রোজিনা টরটেলিনি, হাসছে না। তাকে নয়, সবার আগে তার হাতে ধরা পিস্তলটা লক্ষ্য করলো রানা। ঠিক এ-ধরনের একটা পিস্তলই দেখেছিল মলির হাতে।

পিস্তলটা সরাসরি রানার তলপেট লক্ষ্য করে ধরে আছে রোজিনা।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

আলোচনা

শহিদুল

শ্রীরামপুর (কালীগঞ্জ), নলডাঙ্গা, ঝিনাইদহ।

চাই সাম্রাজ্য-১, ২ পড়লাম। ভালই লেগেছে। তার আগে বাংলাদেশের পটভূমিকায় লেখা কুচক্র, এবং গিলটি মিঞার উপস্থিতি খুবই আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু সব আনন্দ মাটি করে দিচ্ছে রানা সিরিজ থেকে আলোচনা বিভাগটা অন্তর্ধান হয়ে যাওয়ায়। আলোচনা বিভাগ ছিল আমাদের কাছে বোনাস আনন্দের মত।

কৌতুক ঃ

গণক ঃ আপনি কমসেকম আশি বৎসর বাঁচবেন। এ-বাঁচা আপনার কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ভক্ত ঃ কিন্তু, যদি না বাঁচি ?

গণক ঃ তাহলে এসে আমার দুই গালে দু'টো থাপ্পড় মেরে যাবেন।

সংগ্রাহক ঃ মমতাজ

দর্শনা সরকারী কলেজ, চুয়াডাঙ্গা।

বিশ্বজিৎ

পূর্বদাশড়া, মানিকগঞ্জ।

আমাদের প্রিয় মাসুদ রানাকে পরবর্তী কোন বই-এ একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে দেখতে পেলে খুবই আনন্দিত হবো।

মানস কুমার দাস

জেলা সদর রোড, আকুরটাকুর পাড়া, টাংগাইল।

মাসুদ রানা সিরিজের দুটো দিক আছে। একটা ভালো দিক, অন্যটা খারাপ দিক। ভালোটা হলো এটা পড়ে আমরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জিনিস সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য পেয়ে থাকি। জানতে পারি মানব মনের বিভিন্ন জটিলতা, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, মানুষের মনের নানাবিধ দুর্বলতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি সম্বন্ধে—এবং এসবের বিপরীতে থাকে সততা, নীতিবোধ, উদারতা, সাহস এবং দেশপ্রেম; যা তরুণদের জন্য অনিবার্যভাবে অনুকরণীয় এবং শুধুমাত্র যা আপনার লেখায় সার্থকভাবে ফুটে ওঠে। খারাপ দিকটা হলো—আপনার বর্ণনামাধুর্য, ভাষার প্রাঞ্জলতা, কাহিনী-বিন্যাস এতই আকর্ষণীয়, এতই প্রাণবন্ত যে এর রস আস্বাদন করার পর আমরা শুধু এতেই নিবিষ্ট থাকি। তখন অন্য কোন লেখকের বই সহজে ভালোই লাগতে চায় না। এটা কি একটা খারাপ দিক হলো না?

সায়িদ আহমদ, সুমন

মাগুরা সরকারী কুট গুদাম, মাগুরা।

আমার সাথে মাসুদ রানা সিরিজের পরিচয় ১৯৮৯-এর এপ্রিল মাসে। আমার রানার বই-এর মধ্যে প্রথম পড়া 'পিশাচ দ্বীপ'। রানা যে এত সুন্দর সিরিজ তা তখন টের পেলাম। নতুন পাঠক বলে হয়তো দাম দেবেন না। কিন্তু একবার কি ভেবেছেন আমি রানা পড়ে ফেলেছি প্রায় শ'খানেক? বিশ্বাস করুন, আপনি যদি রানাকে কোন রকমে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনাকে আস্ত রাখব না।

কাজী তারিকুল হক (টিটো)

টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, লেনিনগ্রাদ, সোভিয়েত ইউনিয়ন।

একজন প্রিয় রোমাঞ্চ-উপন্যাস রচয়িতার পাঠক হিসেবে যদিও অনেক আগেই আপনাকে প্রচুর ধন্যবাদ সহ চিঠি লেখা উচিত ছিল। কিন্তু কেন জানি লেখা হয়ে ওঠেনি। যদিও তাতে করে সেবা'র সাথে যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আর সদ্ভাব গড়ে উঠেছিল সেই ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে, তা নষ্ট হয়নি। তবে ইদানীং, অর্থাৎ বৎসর দুই হলো প্রিয় প্রকাশনীর সাথে একেবারে কোনরকমের যোগাযোগ নেই বললেই চলে। ১৯৮৭ সালে সরকারী স্কলারশিপ নিয়ে বরফের দেশে পাড়ি জমিয়েছিলাম উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে। আর তখন থেকেই সেবা'র সাথে যোগাযোগ প্রায় বন্ধ। ১৯৮৭ তে দেশ থেকে আসার সময় হাতের কাছে যে কয়টি বই ছিল সবগুলি সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এখানকার অধ্যয়নরত বাঙালী ভাইদের বই-তৃষ্ণা মেটাতে তার দুটি বাদে আর সবগুলিই হাত ছাড়া।

আজ দু'দিন হলো তৃতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা শেষ করেছি। হাতে কয়েকদিনের জন্যে প্রচুর অবসর সময়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেবা'র মত কোন প্রিয় অবসরের সঙ্গী কাছে নেই। তাই লেনিনগ্রাদ-১, ২ নিয়েই বসে গেলাম। সেই স্বাদ, সেই তৃপ্তি এবারও পেলাম। যদিও দেশে থাকতেই এই বই পড়েছিলাম।

সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিনগ্রাদ শহরে সেবা'র বই পাওয়া সম্ভব কি? অর্থাৎ এখান থেকে সেবা'র গ্রাহক হওয়া সম্ভব কি? জানাবেন।

* আপনার ঠিকানায়, নিয়মাবলী পাঠানো হলো।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানিঅর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক বা অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনা-মূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

কিশোর থ্রিলার-৪৩

তিন গোয়েন্দার ঊনচল্লিশতম রহস্যোপন্যাস

কানা বেড়াল

রচনা: রকিব হাসান

প্রকাশের তারিখ : ২১-৪-৯০

বিষয়: কানা বেড়াল আবশ্যক। বাচ্চাদের খেলাঘরের জন্যে বেড়াল চাই। লাল-কালো ডোরাকাটা, শরীরটা কিম্ভুত বাঁকা, একচোখ কানা, গলায় লাল কলার। প্রতিটি বেড়ালের জন্যে ১০০ ডলার।...সন্ধানে নেমে পড়লো তিন গোয়েন্দা।

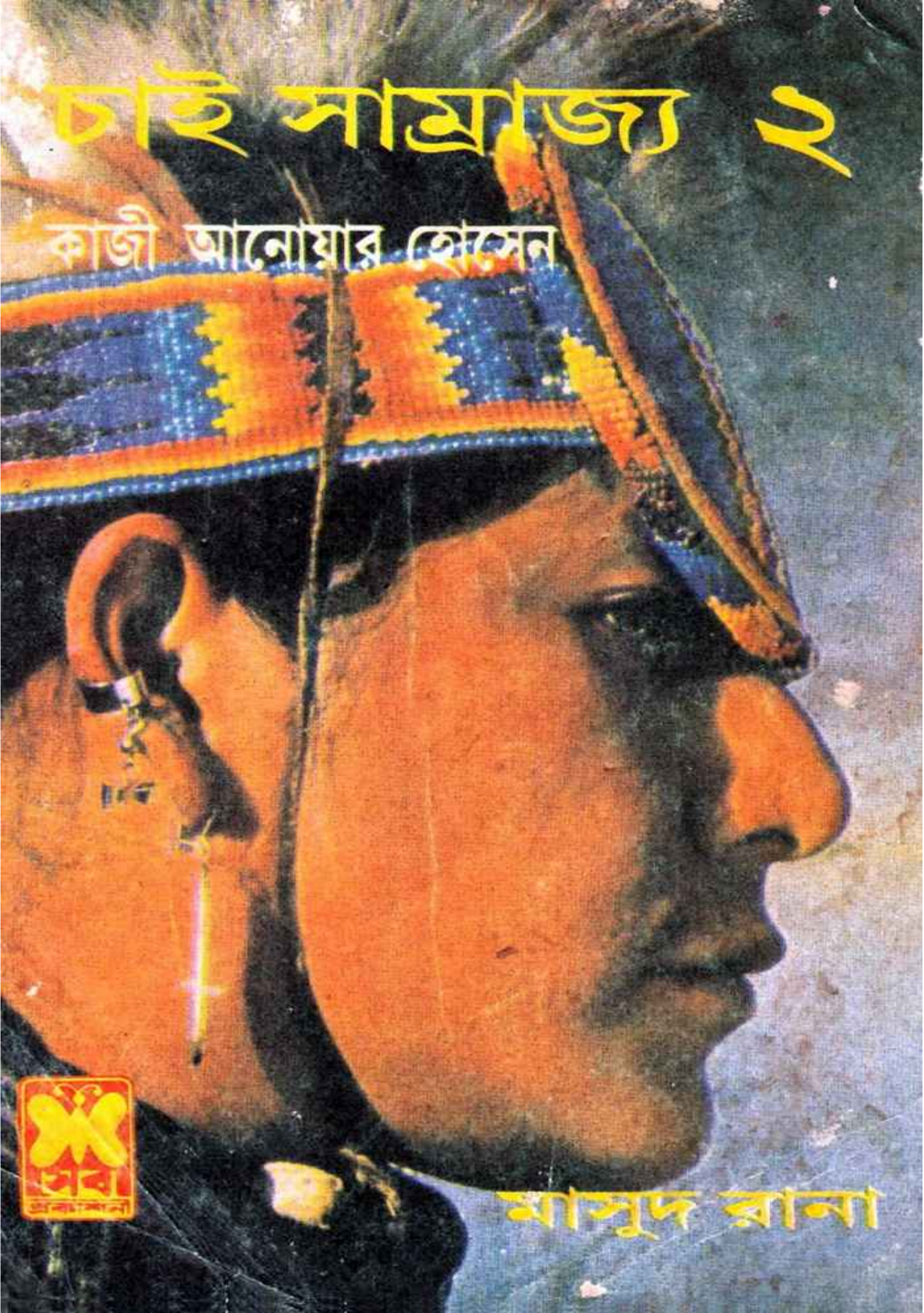
চাই সাম্রাজ্য ২
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
মাসুদ রানা

সেবা প্রকাশনী

চাই সাম্রাজ্য-২

দুইখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চোপন্যাস

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে অসুবিধে নেই

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-১৬৭

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর-সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

পূর্বাভাস

কাহিনী শুরু হলো তিনশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে। রোমান সম্রাটের নির্দেশ এসেছে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। প্রখ্যাত পণ্ডিত জুনিয়াস ভেনাটর অসংখ্য বই আর শিল্পকর্ম গোপনে তুলে নিলেন ভাড়া করা জাহাজে, দীর্ঘ সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছুলেন অচেনা এক দেশে। পাথর কেটে পাহাড়ের ভেতর সুড়ঙ্গ তৈরি করা হলো, সুড়ঙ্গে লুকিয়ে রাখা হলো প্রাচীন সভ্যতার যাবতীয় দলিল ও নমুনা। সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করার মুহূর্তে অচেনা দেশের অসভ্য আদিবাসীরা আক্রমণ করলো। সৈনিক ও ক্রীতদাসরা নিহত হলো, একটা বাদে বাকি সবগুলো জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো, বাঁচার চেষ্টা করতে গিয়ে সম্ভবত পানিতে ডুবে মারা গেলেন জুনিয়াস ভেনাটর। তাঁর মৃত্যুর সাথে পাহাড় আর সাগরের নক্সা, মহামূল্য বই আর শিল্পকর্ম, চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল সব। ছোটো একটা জাহাজে করে, কয়েকজন নাবিক, শিশুকন্যা হাইপাতিয়া ও একটি কুকুরকে নিয়ে কাকাসিয়াস রাফিনাস পালাতে পারলো বটে, কিন্তু তারা কোনোদিন আর দেশে ফিরতে পারেনি। তাদের ভাগ্যে ঠিক কি ঘটেছিল, ষোলো শো বছর পর ঘটনাচক্রে তা জানতে পারলো মাসুদ রানা।

বি. সি. আই. অর্থাৎ বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর দুর্ধর্ষ স্পাইদের একজন রানা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোথাও কোনো ষড়-যন্ত্র হলে, বা কোথাও মানব জাতির জন্যে ক্ষতিকর কোনো অশুভ তৎপরতা শুরু হলে অসম সাহসের সাথে সেটা বানচাল করার জন্যে ছুটে যায় ও। বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভালোবাসে রানা। প্রিয় বলেই

এই রোমাঞ্চকর জীবন ও পেশাকে বেছে নিয়েছে। পেশার খাতিরে পরিচয় গোপন করার দরকার হয়, তাই বি. সি. আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে ও। এছাড়া আরো কয়েকটা আন্তর্জাতিক সংগঠন ও সংস্থার সাথে জড়িত রানা। মাঝে মধ্যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজ জগতেও বিচরণ করতে দেখা যায় ওকে। ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের একজন কমাণ্ডার ও, নুমা-য় রয়েছে অনারারী স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টরের পদ।

রানা প্রাচীন গ্রীক জাহাজ সেরাপিসকে নিয়ে ব্যস্ত, ওদিকে মিশর আর মেক্সিকোয় শক্তি সঞ্চয় করছে দুই অশুভ মৌলবাদী ফ্যানাটিক। তাদের সম্পর্ক আর যোগাযোগ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। কাহি-নীর সাথে জড়িয়ে পড়লেন যুক্তরাষ্ট্র, মিশর আর মেক্সিকোর তিনজন প্রেসিডেন্ট, জাতিসংঘ মহাসচিব উম্মে সালিহা এবং বি. সি. আই. চীফ স্বয়ং রাহাত খান। মিশরীয় ফ্যানাটিক মোস্তফা কামাল সরকার-কে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করছে। দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আততায়ী ও টেরোরিস্ট আল দাউদ সাহায্য করছে তাকে। ওদিকে গোটা মেক্সিকো জুড়ে চলেছে আরেক উন্মাদ ম্যানুয়েল রিভেরার তাণ্ডবনৃত্য। মার্কিন প্রেসিডেন্টের পাঠানো বিশেষ দূতকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছে সে। শুধু তাই নয়, তার ছাল ছাড়িয়ে হোয়াইট হাউসে ফেরত পাঠানোর স্পর্ধাও দেখিয়েছে।

পান্টা ডেল এসটে-তে সমবেত হয়েছে সরকারপ্রধানরা, উরুগুয়ের এই শহরটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলন। মিশ-রীয় প্রেসিডেন্টের বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে প্রমোদতরী লেডি মেরিয়ে-টায় হাজির হলেন রাহাত খান ও উম্মে সালিহা। ওঁরা পৌঁছে দেখ-

লেন, লেডি মেরিয়েটা আগেই হাইজ্যাক করা হয়েছে। সবাই তাঁরা টেরোরিস্টদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়লেন। টেরোরিস্টদের নেতৃত্ব দিচ্ছে আল দাউদ।

চ্যানেল থেকে খোলা সাগরে বেরিয়ে যাচ্ছে লেডি মেরিয়েটা। প্রায় চল্লিশজন ক্রুকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। ক্যাপটেন ব্রেকওয়াল আর ফার্স্ট অফিসার হ্যারি ওয়েটকে টেরোরিস্টদের সাহায্য করতে বাধ্য করছে তারা। চ্যানেল থেকে বেরুবার পথে ছোটো একটা ইয়ট-কে ধাক্কা মেরে ডুবিয়ে দিলো লেডি মেরিয়েটা, একটু চেষ্টা করলেই দুর্ঘটনাটা এড়ানো যেতো। দু'জন প্রেসিডেন্ট, জাতিসংঘ মহাসচিব ও রাহাত খানকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে আল দাউদ, নষ্ট করার মতো সময় নেই তার হাতে। ক্যাপটেন ব্রেকওয়ালের প্রশ্নের উত্তরে সে জানিয়েছে, কালকের কাগজে দুনিয়ার লোক জানবে লেডি মেরিয়েটা আরোহীসহ ডুবে গেছে দুশো ফ্যাদম পানির নিচে।

কি আছে রাহাত খানের ভাগ্যে? মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসেন ইসমাইল বা জাতিসংঘ মহাসচিব উম্মে সালিহা কি সত্যিই আল দাউ-দের হাতে খুন হবেন? বসের এই বিপদে মাসুদ রানা কি করছে? কোথায় সে?

কি ঘটবে শেষ পর্যন্ত?

আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর অস্তিত্ব কি আজও সত্যি? রানা কি খুঁজে বের করতে পারবে ওটা? প্রিয় পাঠক, চলুন না, ঘটনার ভেতরে ঢুকে দেখা যাক কি হয়।

এক

'কিছু শুনতে পেলে, লুইগি?' বুড়ো জেলে শক্ত হাতে ধরে আছে প্রাচীন ফিশিং বোটের মরচে ধরা হুইলটা, কোঁচকানো চেহারায় উদ্বেগ।

কানের পাশে হাত রেখে বো-র সামনে অন্ধকারের ভেতর তাকালো ছেলে। একটু পর হেসে উঠে বললো সে, 'তোমার কান আমার চেয়ে ভালো, পাপা। আমি শুধু আমাদের এঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছি।'

'ভুল শুনলাম?' বিড়বিড় করলো বুড়ো। 'মনে হলো যেন একটা মেয়ের গলা। বাঁচাও! বাঁচাও!'

মেয়ের গলা? মুখের হাসি নিভে গেল ছেলের। আরেকবার সামনে তাকালো সে। তারপর কাঁধ ঝাঁকালো। 'কই, আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।'

'না, ভুল শুনিনি।' বুড়ো ডি লোপার্ত শার্টের আস্তিন দিয়ে দাড়ি মুছলো, অলসভঙ্গিতে থ্রটল টেনে কমিয়ে আনলো বোটের গতি। মন-মেজাজ আজ তার দারুণ ভালো। রোজ বেরুলেও, সব দিন মাছ পাওয়া যায় না। আজও অবশ্য হোল্ড মাত্র অর্ধেক ভরেছে, তবে

জালে ধরা পড়েছে বিভিন্ন ধরনের সব দামী মাছ, হোটেল-রেস্তোরাঁর শেফ-রা যে-কোনো দামে কিনতে রাজি হবে ওগুলো। আনন্দে এরই-মধ্যে দু'বোতল বিয়ার গিলে ফেলেছে বুড়ো।

'পাপা, পানিতে কি যেন দেখতে পাচ্ছি।'

'কোথায় ?'

হাত তুললো লুইগি। 'পোর্ট বো ছাড়িয়ে। ভাঙা বোটের অংশ হতে পারে।'

রাতে আজকাল বুড়ো ভালো দেখতে পায় না। অন্ধকারে চোখ জ্বালার চেষ্টা করলেও প্রথমে কিছুই সে দেখতে পেলো না। তারপর রানিং লাইটে ধরা পড়লো ভাঙা টুকরোগুলো। তার মধ্যে অনেক-গুলোই সাদা রঙ করা কাঠ। অভিজ্ঞতা থেকে আন্দাজ করলো বুড়ো, ওগুলো শুধু একটা ভাঙা ইয়টের অংশ হতে পারে। বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত হয়েছে ? নাকি সংঘর্ষে ? পোর্টের সবচেয়ে কাছের আলোটাও দু'কিলোমিটার দূরে, বিস্ফোরণ ঘটলে তীর থেকে শুনতে পাবার কথা। অথচ চ্যানেলে কোনো রেসকিউ বোটের আলো দেখা যাচ্ছে না।

ইয়টের ভাঙাচোরা টুকরোগুলো ভাসছে, সেগুলোর মাঝখানে ঢুকে পড়ছে ফিশিং বোট, এই সময় আবার সেই আওয়াজটা শুনতে পেলো বুড়ো জেলে। প্রথমে যেটাকে চিৎকার বলে মনে হয়েছিল, এখন সেটাকে ফোঁপানোর শব্দ মনে হলো। এবার একেবারে কাছ থেকে ভেসে এলো।

'গ্যালি থেকে লুসিয়ো, ম্যানিলট আর কর্ডোনোকে ডেকে আনো। জলদি, বাপ, জলদি। ওদের বলো, উদ্ধার করার জন্যে পানিতে নাম-তে হবে।'

ছুটলো লুইগি। গিয়ার লিভার 'স্টপ'-এ টেনে আনলো বুড়ো ডি লোপার্ত। হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে এসে বোতাম টিপে স্পটলাইট জ্বাললো সে, ধীরে ধীরে পানিতে ঘোরালো আলোটা।

বিশ মিটার দূরেও নয়, চওড়া একটা তক্তা দেখলো ডি লোপার্ত, সন্দেহ নেই কোনো ইয়টেরই ভাঙা ডেক। টুকরোটার ওপর জড়াজড়ি করে রয়েছে দুটো দেহ। একজন পুরুষ, তার বোধহয় জ্ঞান নেই। দ্বিতীয়জন নারী, পুরুষটাকে এক হাতে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, আলোর দিকে ফিরে অপর হাতটা ঘন ঘন নাড়লো সে, পা ছুঁড়লো পানিতে, উন্মাদিনীর মতো চিৎকার শুরু করলো।

'শান্ত হও!' অভয় দিলো বুড়ো ডি লোপার্ত। 'ভয় পেয়ো না! আমরা আসছি!' ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেয়ে পিছন ফিরলো সে। ছুটে এসে দু'পাশে ভিড় করলো ক্রুরা।

'কিছু দেখতে পাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করলো ম্যানিলট।

'একটা তক্তার ওপর দু'জন বেঁচে আছে। ওদেরকে তোলার ব্যবস্থা করো, জলদি। তোমাদের একজনকে হয়তো পানিতে নামতে হবে।'

ডি লোপার্তের আরেক পাশ থেকে ভারি, থমথমে গলায় লুসিয়ো বললো, 'আজ কেউ আমরা পানিতে নামছি না।'

তার বলার সুরে এমন একটা কিছু ছিলো, ঝট্ করে তক্তাটার দিকে ফিরলো ডি লোপার্ত। লম্বা ফিন্ দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠলো তার বুক। মেয়েটা বুকের সাথে আরো জোরে চেপে ধরেছে পুরুষটাকে, আতংকে বিস্ফারিত চোখ জোড়া রাক্ষুসে হাঙরের কুৎসিত মাথার ওপর স্থির।

মস্ত চোয়ালটা খুলছে আর বন্ধ করছে হাঙর, তার কুতকুতে চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে পানিতে নেমে আসা মেয়েটার পায়ের ওপর।

বুড়ো ডি লোপার্ত শিউরে উঠলো, ইচ্ছে হলো মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু পারলো না। আর্তনাদ করে উঠলো মেয়েটা, চোয়ালের মাঝখানে তার পা আটকে নিয়ে নিচের দিকে টানছে হাঙর। এরপর যে দৃশ্যটা বুড়ো দেখলো, জীবনে কখনো ভুলবে না। তক্তা থেকে অর্ধেক নেমে গেছে মেয়েটা, বুঝতে পারছে বাঁচার কোনো আশা নেই। বুক থেকে পুরুষটাকে ফেলে দিলো সে, দু'হাত দিয়ে ঠেলে তক্তার কিনারা থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলো অজ্ঞান দেহ-টাকে, হাঙর যাতে তার নাগাল না পায়। পরমুহূর্তে সড়াৎ করে পানির নিচে তাকে টেনে নিলো হাঙর। ভারসাম্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় তক্তাটা কাত হলো সামনের দিকে, গড়িয়ে পানিতে নেমে গেল অজ্ঞান দেহটাও। এক ঝাঁক হাঙর ঝাঁপিয়ে পড়লো দু'জনের ওপর।

ঘণ্টাখানেক পর।

ব্যাটল ড্রেস পরা একদল অফিসারের সামনে কর্নেল হোসে ওরটিজ দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেন খাড়া একটা লোহার রড। উরুগুয়ের সামরিক স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট হবার পর ব্রিটেনে গিয়ে রণকৌশলের ওপর ট্রেনিং নিয়েছে সে, সেই থেকে হাতে একটা খাটো ছড়ি রাখা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, এটা তার আত্মবিশ্বাস অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

একটা টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল, টেবিলের ওপর পান্টা ডেল এসটে শহরের একটা মডেল, সাগরসৈকতসহ। অফি-সারদের উদ্দেশ্যে কথা বলছে সে, 'ডক এলাকায় টহল দেবো আমরা তিন দলে ভাগ হয়ে, প্রতি দলে চারজন করে লোক, প্রতি পালায় আট ঘণ্টা করে ডিউটি।' কথা বলার সময় নাটকীয় ভঙ্গিতে হাতের

তালুতে ছড়ির বাড়ি মারছে। 'মনে রাখতে হবে, ব্যাকআপ ফোর্স হিসেবে কাজ করছি আমরা, টেরোরিস্টরা হামলা করেছে শুনলেই অকুস্থলে ছুটে যাবার জন্যে প্রতি মুহূর্তে তৈরি থাকতে হবে। জানি, লোকের চোখে ধরা না পড়ে টহল দিয়ে বেড়ানো কঠিন, তবু চেষ্টা করে যাও। রাতের বেলা ছায়ার ভেতর থাকবে, দিনের বেলা ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবে। ট্যুরিস্টদের আমরা ভয় পাওয়াতে চাই না, তারা যেন আবার ভেবে না বসে যে উরুগুয়ে একটা পুলিশী রাষ্ট্র। কোনো প্রশ্ন?'

লেফটেন্যান্ট ফিডেল স্যান্টোস হাত তুললো। 'কর্নেল?'

'স্যান্টোস?'

'কাউকে দেখে যদি সন্দেহ হয়, কি করবো আমরা?'

'কিছুই করবে না, শুধু তার কথা রিপোর্ট করবে। হয়তো দেখা যাবে লোকটা ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্টদের একজন।'

'কিন্তু তাকে যদি আমরা সশস্ত্র অবস্থায় দেখি?'

সশব্দে নিঃশ্বাস ফেললো কর্নেল। 'তাহলে তো জানতেই পারলে লোকটা সিকিউরিটি এজেন্ট। আন্তর্জাতিক যে-কোনো ব্যাপার ডিপ্লোম্যাটদের ওপর ছেড়ে দেয়াই ভালো। পরিষ্কার?'

আর কোনো হাত উঠলো না।

অফিসারদের বিদায় করে দিয়ে হারবার মাস্টারের বিল্ডিঙে চলে এলো কর্নেল হোসে ওরটিজ, এখানেই অস্থায়ী অফিস দেয়া হয়েছে তাকে। মেশিন থেকে কাপে কফি ঢালছে, পাশে এসে দাঁড়ালো তার এইড।

'ক্যাপটেন হোবা, ন্যাভাল অ্যাফেয়ার্স,' বললো সে। 'জানতে চাইছে আপনি তার সাথে দোতলায় দেখা করতে পারবেন কিনা।'

'কেন, বলেছে ?'

'বললো জরুরী।'

হাতে কফির কাপ, সিঁড়ি না ধরে এলিভেটরে চড়ে নিচে নামলো কর্নেল ওরটিজ। তার জন্যে দোতলায় অপেক্ষা করছে ক্যাপটেন হোবা, পরনে নেভির ধবধবে সাদা ইউনিফর্ম। কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে কর্নেলকে পথ দেখিয়ে রাস্তায় বের করে আনলো সে, রাস্তা পেরিয়ে ঢুকলো বড়সড় একটা দোচালার ভেতর। পানি থেকে উদ্ধার করা বোট ইত্যাদি রাখা হয় এখানে। ভেতরে ঢুকে কর্নেল দেখলো, কয়েকজন লোক তোবড়ানো, ভাঙা কিছু টুকরো পরীক্ষা করছে। টুকরোগুলো কোনো বোটের অংশ হতে পারে বলে মনে হলো তার।

তার সাথে লুইগি আর ডি লোপার্তের পরিচয় করিয়ে দিলো ক্যাপটেন হোবা। 'টুকরোগুলো একটা বিধ্বস্ত ইয়টের বলে সন্দেহ করছে ওরা। চ্যানেলে পেয়েছে। ওদের ধারণা, বড় কোনো জাহাজের সাথে ধাক্কা লেগে ডুবে গেছে ইয়টটা।'

'ইয়ট অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা,' বললো কর্নেল, 'স্পেশাল সিকিউরিটি কেন মাথা ঘামাতে যাবে ?'

হারবার মাস্টার, ছোটোখাটো মানুষটা, ম্লান গলায় বললো, 'শীর্ষ সম্মেলন চলছে, দুর্ঘটনাটা শোকের ছায়া ফেলতে পারে। অকুস্থলে রেসকিউ বোট পাঠানো হয়েছে। এখনো জীবিত কাউকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।'

'ইয়টের পরিচয় জানতে পেরেছেন ?'

'উনি একটা টুকরো পেয়েছেন,' হারবার মাস্টার চোখ-ইশারায় ডি লোপার্তকে দেখালো। 'ইয়টের একটা নেমপ্লেট। তাতে মোনা লেখা রয়েছে।'

মাথা নাড়লো কর্নেল ওরটিজ। 'আমি সৈনিক। প্রমোদতরীর সাথে পরিচয় নেই। নামটার কি বিশেষ কোনো তাৎপর্য আছে?'

'মোনা হলো গোয়াই রিভাসের স্ত্রীর নাম,' ক্যাপটেন হোবা বিড়-বিড় করে বললো। 'আপনি তাঁকে চেনেন, কর্নেল?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল কর্নেল। 'আইনসভার স্পীকারকে চিনবো না! ইয়টটা কি তাঁর?'

'তাঁর নামে রেজিস্ট্রি করা,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললো ক্যাপটেন হোবা। 'ইতিমধ্যে আমরা তাঁর সেক্রেটারীর সাথে বাড়িতে যোগাযোগ করেছি। কোনো তথ্য দিইনি। শুধু জানতে চেয়েছি মিঃ গোয়াই রিভাস কোথায় আছেন বলতে পারবে কিনা। মেয়েটা জানালো, সে শুধু জানে আর্জেন্টিনিয়ান ও ব্রাজিলিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের সম্মানে নিজের ইয়টে তিনি একটা পার্টি দিচ্ছেন।'

'কতো জন?' জানতে চাইলো কর্নেল ওরটিজ, বুকের ভেতর মাথা-চাড়া দিচ্ছে একটা আতংক।

'মিঃ গোয়াই রিভাস আর তাঁর স্ত্রী, তেইশজন অতিথি, আট-দশ-জন ক্রু—সব মিলিয়ে ত্রিশ-বত্রিশজন।'

'নাম?'

'বাড়িতে সেক্রেটারী কোনো তালিকা রাখেনি। তাকে আমি স্পীকারের অফিসে খোঁজ করতে বলেছি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে কর্নেল হোসে ওরটিজ বললো, 'তদন্তের দায়িত্ব এখন থেকে আমি নিলে ভালো হয়।'

সাথে সাথে ক্যাপটেন হোবা প্রস্তাব দিলো, 'নেভি যে-কোনো সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত।'

হারবার মাস্টারের দিকে ফিরলো কর্নেল। 'জাহাজটার নাম কি?'

'সেটা একটা রহস্য। গত দশ ঘণ্টায় হারবারে কোনো জাহাজ আসা-যাওয়া করেনি।'

'আপনাকে না জানিয়ে কোনো জাহাজের পক্ষে আসা সম্ভব?'

'পাইলটকে না ডেকে সে চেষ্টা করা নেহাতই বোকামি হবে ক্যাপ-টেনের।'

'সম্ভব কিনা?' আবার জিজ্ঞেস করলো কর্নেল।

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে জানালো হারবার মাস্টার। 'আমি জানতে পারবো না অথচ একটা জাহাজ নোঙর ফেললো, সম্ভব নয়।'

মেনে নিলো কর্নেল। 'আর নোঙর তুলে বেরিয়ে যাওয়া?'

প্রশ্নটা নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলো হারবার মাস্টার। তার-পর মাথা ঝাঁকালো সে। 'আমাকে না জানিয়ে ডক থেকে কেউ যেতে পারবে না। তবে জাহাজটা যদি তীর থেকে দূরে নোঙর ফেলে থাকে, যদি জাহাজটার ক্রু আর ক্যাপটেনের কাছে চ্যানেলটা পরিচিত হয়, আর তারা যদি কোনো আলো না জ্বালে—হ্যাঁ, কারো চোখে ধরা না পড়ে খোলা সাগরে বেরিয়ে যেতে পারে।'

'নোঙর করা জাহাজের তালিকা,' বললো কর্নেল, 'ক্যাপটেন হোবার হাতে কতোক্ষণের মধ্যে দিতে পারবেন?'

'দশ মিনিটের ভেতর।'

'ক্যাপটেন হোবা?'

'কর্নেল।'

'নিখোঁজ জাহাজ নেভির মাথাব্যথা, কাজেই আমার ধারণা, তদন্তের দায়িত্বটা আপনি নিলে ভাল হয়।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল।' কাজ দেখাবার সুযোগ পেয়ে খুশি হলো ক্যাপ-টেন হোবা। 'এখুনি শুরু করছি আমি।'

থমথমে চেহারা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো কর্নেল হোসে ওরটিজ। জানে, আজ রাতে আকাশ ভেঙে পড়বে মাথায়।

মাঝরাতের খানিক আগে কর্নেলকে রিপোর্ট দিলো ক্যাপটেন। ইতিমধ্যে হারবার ও চ্যানেলের বাইরের জলসীমায় তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালিয়েছে সে। রিপোর্টে বলা হলো, একটা মাত্র জাহাজকে পাওয়া যাচ্ছে না। সেটার নাম লেডি মেরিয়েটা।

লেডি মেরিয়েটার ভি. আই. পি. প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল কর্নেল ওরটিজ। সাথে সাথে একটা ফলো-আপ ইনভেস্টিগেশনের নির্দেশ দিলো সে, মনে ক্ষীণ ভঙ্গুর আশা যে মেক্সিকো ও মিশরের প্রেসিডেন্ট ও জাতিসংঘ মহাসচিব তীরে কোথাও রাত কাটানোর জন্যে জাহাজ ত্যাগ করে থাকতে পারেন। গভীর রাতে নেতিবাচক রিপোর্ট পাওয়া গেল। জাহাজের সাথে তাঁরাও নিখোঁজ হয়েছেন। সেই সাথে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠলো, লেডি মেরিয়েটাকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে টেরোরিস্টরা।

ভোর রাত থেকে বিপুল আয়োজনের সাথে তল্লাশির কাজ শুরু হলো। উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল বিমানবাহিনীর যতোগুলো প্লেন হাতের কাছে পাওয়া গেল, সবগুলোকে তুলে দেয়া হলো আকাশে। দক্ষিণ আটলান্টিকের চার লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে অনুসন্ধান চালাবার পরও লেডি মেরিয়েটার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

দুই

শার্টের ভেতর, বুকে আর পিঠে, একজোড়া হাত নড়াচড়া করছে। গভীর ঘুম থেকে ধীরে ধীরে সজাগ হলো রানা, স্বপ্ন দেখছে পানির তলা থেকে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে ও, কিন্তু অক্টোপাসের বাহুর মতো কি যেন একটা আটকে রেখেছে ওকে। চোখ রগড়ালো, দেখলো নুমার হেডকোয়ার্টারে ওর জন্যে বরাদ্দ করা কামরাতেই একটা কাউচে শুয়ে রয়েছে ও। পুরোপুরি চিৎ হলো, দেখতে পেলো সুগঠিত একজোড়া মেয়েলি পা।

কাউচের ওপর উঠে বসলো রানা, চোখ পিট পিট করে জেনিথ কর্নেলিয়াসের দুষ্টু হাসিমাখা মুখের দিকে তাকালো। হাতঘড়ি দেখার জন্যে কব্জিটা চোখের সামনে তুললো, তারপর মনে পড়লো হাতঘড়ি, মানিব্যাগ আর চাবি ডেস্কে রেখে চোখ বুজেছিল। 'ক'টা বাজে বলো তো?'

'সাড়ে পাঁচটা,' ফিক করে অকারণ হাসির সাথে বললো জেনিথ, রানার কাঁধের ওপর ঝুঁকে ওর ঘাড় আর পিঠের পেশী ডলছে দুই হাতে।

‘রাত নাকি দিন?’

‘শেষ বিকেল। মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছো।’

‘তোমার কি ঘুম বলে কিছু নেই?’

‘প্রতি বারো ঘণ্টায় দু’ঘণ্টা ঘুমালেই চলে আমার।’

মুখের সামনে হাত রেখে হাই তুললো রানা। ‘তোমার ভবিষ্যৎ স্বামীর প্রতি আমার গভীরতম সহানুভূতি রইলো।’

‘এখানে কফি দিলাম।’ রানার নাগালের মধ্যে টেবিলের ওপর কাপে কফি ঢাললো জেনিথ।

পায়ে জুতো গলিয়ে শার্টের কিনারা ট্রাউজারের ভেতর গুঁজলো রানা। ‘কমপিউটর জাদুকর মারলিন পেলো কিছু?’

‘বলছে তো।’

স্থির হয়ে গেল রানার হাত। ‘নদীটা?’

‘না, ঠিক তা নয়। মারলিন ভারি রহস্যময় আচরণ করছে, তবে বলছে তোমার কথাই নাকি ঠিক। কলম্বাস বা ভাইকিংদের আগে নাকি ভেনাটর আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন।’

কফির কাপে চুমুক দিয়ে মুখ বাঁকালো রানা। ‘একি! এতো নিরেট চিনি!’

বিব্রত হলো জেনিথ। ‘কিন্তু নেলসন যে বললো, কফিতে তুমি চার চামচ চিনি নাও।’

‘কফিটা যদি ওর মাথায় ঢালতে পারতাম! এক চামচই বেশি হয়ে যায় আমার।’

‘আমি দুঃখিত,’ মুচকি হেসে বললো জেনিথ। ‘বোঝা যাচ্ছে প্র্যাকটিকাল জোকারের পাল্লায় পড়েছিলাম।’

‘তুমিই প্রথম নও,’ বলে দরজার দিকে পা বাড়ালো রানা। ‘আমি

নিজেও অনেক ঘোলাপানি খেয়েছি ব্যাটার কাছে।'

মারলিনের ডেস্কে পা তুলে দিয়ে চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে বেন নেলসন। মুখভর্তি স্যাণ্ডউইচ, একহাত দিয়ে নাকের কাছে ধরে আছে টোপোগ্রাফিক ম্যাপটা। ম্যাপে বিশদভাবে দেখানো হয়েছে একটা উপকূল রেখা।

কুঁজো হয়ে বসে আছে হেনরি মারলিন, চোখ দুটো লাল, নাকটা কমপিউটর মনিটরের দিকে তাক করা, একটা প্যাডে খস খস করে নোট নিচ্ছে। পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাতে হলো না তাকে, স্ক্রীনেই দেখতে পেলো কারা ঢুকলো কামরায়। 'বাধাটা টপকানো গেছে,' বলার সুরে খানিকটা সন্তুষ্টি প্রকাশ পেলো।

'কি পেয়েছো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'সেরাপিসকে গ্রীনল্যাণ্ডে যেখানে পাওয়া গেছে, সেখান থেকে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে না এগিয়ে, ব্যাঙের মতো আমি একটা লাফ দিই দক্ষিণ দিকে, একেবারে মেইন-এ। তারপর রাফিনাসের বর্ণনার সাথে মিল খুঁজতে শুরু করি।'

'অমনি কপাল খুলে গেল?'

'সত্যি গেল। তোমার মনে আছে, রাফিনাস লিখেছে, ভেনাটরকে ফেলে চলে আসার পর একত্রিশ দিন ঝড়ের কবলে পড়েছিল তারা। তারপর একটা নিরাপদ বে খুঁজে পায়, মেরামতের কাজ সারে সেখানে। পরের ঝড়ে তাদের পাল ছিঁড়ে যায়, ভেঙে যায় দাঁড়। দিনের কোনো হিসেব দেয়া হয়নি, ভাসতে ভাসতে একদিন গ্রীনল্যাণ্ডের খাঁড়িতে পৌঁছায় জাহাজ।' থামলো মারলিন, একটা বোতামে চাপ দিলো, মনিটরে ফুটে উঠলো আমেরিকাসহ উত্তর আটলান্টিকের

চার্ট। এরপর তার আঙুলগুলো কোড নাম্বারের একটা সিরিজে চাপ দিলো। মনিটর স্ক্রীনে ছোটো একটা রেখা ফুটে উঠলো, গ্রীনল্যাণ্ডের পুব উপকূল থেকে ভাঙাচোরা, আঁকাবাঁকা পথ ধরে রওনা হলো সেটা দক্ষিণ দিকে, নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডকে ঘুরে, নোভা স্কটিয়া আর নিউ ইংল্যাণ্ডকে ছাড়িয়ে, থামলো গিয়ে আটলান্টিক সিটির সামান্য ওপরে।

'নিউ জার্সি?' বিড়বিড় করে উঠলো রানা, চেহারায় হতচকিত ভাব।

'সঠিকভাবে বললে, বার্নেগ্যাট বে,' জানালো নেলসন। টোপোগ্রাফিক ম্যাপটা নিয়ে এসেছে সে, একটা টেবিলে ফেলে রেড মার্কার দিয়ে উপকূলের একটা অংশকে বৃত্তের মধ্যে আটকালো।

'বার্নেগ্যাট বে, নিউ জার্সি?' আবার প্রশ্ন করলো রানা।

'তিনশো একানব্বইয়ে উপকূল রেখা অন্য রকম ছিলো,' বললো মারলিন। 'আরো এবড়োখেবড়ো ছিলো তীরভূমি, বে ছিলো আরো গভীর ও আড়াল করা।'

'এই নির্দিষ্ট স্পটে তুমি পৌঁছুলে কিভাবে?' জানতে চাইলো রানা।

'বে-র বর্ণনা দিতে গিয়ে রাফিনাস খর্বকায় পাইন বনের কথা বলেছে, সেখানে লাঠি দিয়ে খোঁচা দিলেই মিষ্টি পানি বেরিয়ে আসে, মনে আছে? সেরকম বেঁটে পাইন গাছের একটা বন নিউ জার্সিতে রয়েছে। বনভূমির নাম, পাইন ব্যারেন্স, পুব উপকূল থেকে রাজ্যের দক্ষিণ মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃতি ওটার। মাটির ঠিক নিচেই পানি পাওয়া যায়। বর্ষা মরশুমে লাঠি দিয়ে খোঁচা মারো, পানি পাবে।'

'আশার কথা,' সতর্ক মন্তব্য করলো রানা। 'কিন্তু রাফিনাস তো

স্টোন ব্যালাস্ট-এর কথাও বলেছিল।'

'ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তোলে। তাই আমি এঞ্জিনিয়ারিং কোর-এর একজন আর্কিওলজিস্টকে ডাকি আমি। সে আমাকে পাথরের একটা খনি দেখিয়ে দেয়, ফলে ধরে নিতে পারি সেরাপিসের ক্রুরা ঠিক ওই জায়গাতেই নেমেছিল।'

'চমৎকার,' কৃতজ্ঞচিত্তে বললো রানা। 'ঠিক পথেই এগোচ্ছো তুমি।'

'কিন্তু এখান থেকে কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো জেনিথ।

'আমি দক্ষিণ দিকেই যেতে থাকি,' বললো মারলিন। 'সেই সাথে আমার সহকারীরা কমপিউটরের সাহায্যে স্পেন থেকে পশ্চিম দিকে ভেনাটরের আনুমানিক কোর্স নির্ধারণ করার চেষ্টা করুক। ভূমধ্যসাগর ত্যাগ করার পর, ধরে নেয়া চলে, জাহাজের বহরটা প্রথম নোঙর ফেলেছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। নিউ জার্সি থেকে সেরাপিসের পথ, আর স্পেন থেকে আমেরিকার দিকে ভেনাটরের পথ, দুটো কোথাও এক জায়গায় ক্রস করবে, তার পাঁচশো মাইলের মধ্যে রয়েছে আমাদের সাধনার নদীটি।'

সন্দেহ প্রকাশ করলো জেনিথ, 'ভেনাটরের পথ আপনি কিভাবে খুঁজে পাবার আশা করেন—তিনি তো দিক, স্রোত, বাতাস ও দূরত্বের কোনো হিসেবই রাখতে দেননি।'

'ওটা কোনো সমস্যাই নয়,' হেসে উঠে বললো মারলিন। 'কলম্বাসের নিউ ওয়ার্ল্ড অভিযানের লগ ডাটা ব্যবহার করবো আমি। তাঁর জাহাজ আর হাজার বছরের পুরনো বাইজ্যানটাইন জাহাজের খোল, রিগিং, সেইল আলাদা ছিলো, সব মনে রেখে হিসেব করলেই বেরিয়ে আসবে...।'

'শুনে মনে হচ্ছে পানির মতো সহজ একটা কাজ?' জিজ্ঞেস

করলো রানা।

'বিশ্বাস করো, তা নয়। আমরা হয়তো লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছি, তবে সেখানে পৌঁছুতে নিরেট আরো চারটে দিন গাধার খাটনি খাটতে হবে।' খাটনির কথা বললেও, মারলিনের ক্লান্ত চেহারায় দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ ফুটে উঠলো। মনে মনে তার প্রতি শ্রদ্ধা বোধ করলো রানা। কাজকে প্রিয় কাজ বলে গ্রহণ করলে যে অসাধ্য সাধনও সম্ভব, হেনরি মারলিন তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

'তাহলে শুরু করো,' বললো ও। 'খুঁজে বের করো লাইব্রেরীটা।'

সাক্ষাৎ করার অনুরোধ পেয়ে রানা ভাবলো, অ্যাডমিরাল বোধহয় তল্লাশির খবর জানতে চান। কিন্তু চেম্বারে ঢোকার পর থমথমে চেহারা দেখে বুঝলো, গুরুতর কিছু ঘটে গেছে। সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন করে তুললো ভদ্রলোকের ভোঁতা ও কোমল দৃষ্টি, তাঁর চোখে সাধারণত কাঠিন্য মেশানো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই দেখা যায়।

ডেস্কের পিছন থেকে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলেন জর্জ হ্যামিলটন, রানার সামনে দাঁড়িয়ে ভারি হাত দুটো ওর কাঁধে তুলে দিলেন। মুখ তুলে তাকালো রানা, অন্যদিকে ফিরলেন অ্যাডমিরাল, যেন মুখ লুকাতে চান, তারপর ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা কাউচে বসালেন, নিজেও বসলেন পাশেরটায়। সাহসে বুক বাঁধলো রানা, জানে খারাপ কিছু শুনতে হবে।

'এইমাত্র হোয়াইট হাউস থেকে খবরটা পেলাম,' অ্যাডমিরাল বললেন। 'বুঝতেই পারছো, রানা, মাই বয়, তোমাকে আমি কোনো সুখবর দিতে যাচ্ছি না। প্রমোদতরী লেডি মেরিয়েটা হাইজ্যাক হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হোসেন ইসমাইল ও প্রেসিডেন্ট অগাস্টিন মোরেনো

আছেন জাহাজে। ওরা উরুগুয়ের পান্টা ডেল এসটে-তে ছিলেন, ওখানে অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে···।'

এটা খবরের একটা অংশ মাত্র, উপলব্ধি করলো রানা। 'শুনে দুঃখ পেলাম,' বললো ও। 'তবে ব্যাপারটা নুমা-র কোনো মাথাব্যথা নয়, তাই না? আর আমি তো আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী নিয়ে এতো ব্যস্ত যে নতুন কোনো অ্যাসাইনমেন্টের কথা ভাববারও সময় নেই।'

'উম্মে সালিহাও রয়েছেন জাহাজটায়।'

'সর্বনাশ!'

'এবং তোমার বস।'

'বস?' থ মেরে গেল রানা, অনুভব করলো গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। বিড়বিড় করে বললো, 'পরশু রাতে বসের সাথে ফোনে কথা হয়েছে আমার, উরুগুয়েতে যাবার কথা কিছু বলেননি তো!'

'হোসেন ইসমাইল দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শোনা যাচ্ছে, মিশরীয় প্রেসিডেন্টের জন্যে আমাদের প্রেসিডেন্টের একটা মেসেজও নাকি সাথে করে নিয়ে গেছে রাহাত।'

কাউচ ছেড়ে পায়চারি শুরু করলো রানা। খানিক পর আবার বসে পড়লো। 'পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করবেন, প্লিজ?'

'কাল রাতে লেডি মেরিয়েটা, ব্রিটিশ প্রমোদতরী, পান্টা ডেল এসটে বন্দর থেকে নিখোঁজ হয়েছে।'

'নিখোঁজ হয়েছে?'

'আমরা ধারণা করছি, হাইজ্যাক করার পর ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে,' রানার চোখে চোখ রেখে মৃদুকণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল। 'এয়ার সার্চ কোনো সন্ধান দিতে পারেনি। উদ্ধারকর্মীদের বিশ্বাস, পানির ওপরে ওটা নেই।'

'নিশ্চিতভাবে প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত আমি তা মানবো না।'

'আমি তোমার দলে।'

'আবহাওয়া ?'

'শান্ত বাতাস, শান্ত সাগর।'

'জাহাজ নিখোঁজ হয় ঝড়ে,' বললো রানা। 'শান্ত সাগরে হয় না বললেই চলে।'

অসহায় ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'আরো বিস্তারিত তথ্যের অপেক্ষায় থাকতে হবে।'

বস মারা গেছেন, ভাবতেই পারলো না রানা। ঘটনার আবছা বর্ণনা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো সম্ভব নয়। 'হোয়াইট হাউস এ-ব্যাপারে কিছু করছে কি ?'

'ইচ্ছে থাকলেও করার কিছু নেই প্রেসিডেন্টের,' গম্ভীর সুরে জানালেন অ্যাডমিরাল। 'বর্তমানে ওদিকে কোনো ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, তাই দক্ষিণ আটলান্টিকে আমাদের একটাও ন্যাভাল ইউনিট নেই।'

আবার দাঁড়ালো রানা, জানালা দিয়ে আলো ঝলমলে ওয়াশিং-টনের দিকে তাকালো। হঠাৎ দ্রুতবেগে আধপাক ঘুরলো, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি স্থির হলো অ্যাডমিরালের মুখের ওপর। 'আপনি আমাকে বল-ছেন, মার্কিন সরকার তল্লাশির সাথে জড়িত হচ্ছে না ?'

'সেরকমই দেখাচ্ছে ব্যাপারটা।'

'কিন্তু নুমার তল্লাশি চালাতে বাধা কোথায় ?'

'বাধা কোস্ট গার্ড জলযান আর এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের অভাব।'

'আমাদের ব্লু ফিন রয়েছে,' বললো রানা। নিজেকে নুমার একজন বলে দাবি করার সঙ্গত অধিকার রয়েছে ওর। বিপদে-আপদে প্রাণের

ওপর ঝুঁকি নিয়ে নুমার বিভিন্ন ধরনের অপারেশনে সাহায্য করেছে ও।

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলেন অ্যাডমিরাল। তারপর জানতে চাইলেন, 'আমাদের একটা রিসার্চ ভেসেলের কথা বলছো?'

'দক্ষিণ ব্রাজিলের খানিক দূরে রয়েছে ওটা,' বললো রানা। 'কন্টিনেণ্টাল শেলফের সোনার ম্যাপিং প্রজেক্টে কাজ করছে।'

মনে পড়লো অ্যাডমিরালের। মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'ঠিক আছে। তবে, ব্লু ফিন অত্যন্ত মন্থরগতি। কি কাজে লাগবে ওটা?'

'লেডি মেরিয়েটাকে যদি পানির ওপর পাওয়া না যায়, পানির তলায় খুঁজবো আমি।'

'তোমাকে সম্ভবত এক হাজার বর্গমাইল চষে ফেলতে হবে।'

'ব্লু ফিনের সোনার গিয়ার দু'মাইলের বেশি নাগাল পায়,' বললো রানা। 'সাথে একটা সাবমার্সিবলও থাকছে। আপনি আপত্তি না করলে আমি ওটার কমাণ্ড নিতে পারি।'

'দু'একজনের সাহায্য লাগবে তোমার।'

'নেলসন আর জর্জ রেডক্লিফ। আগেও আমরা জোট বেঁধেছি।'

'ডিপ-সী মাইনিং অপারেশনে ক্যানারী দ্বীপে রয়েছে রেডক্লিফ।'

'আঠারো ঘণ্টার মধ্যে উরুগুয়েতে পৌঁছুনো তার জন্যে কোনো সমস্যা হবে না।'

মাথার পিছনে দু'হাত এক করে সিলিঙের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। অন্তরের গভীরে তিনি উপলব্ধি করলেন, মরীচিকার পিছনে ছুটতে চাইছে রানা। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন তিনি, বললেন, 'সমস্ত ক্ষমতা দেয়া হলো তোমাকে। দেখো চেষ্টা করে।'

'ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল,' বললো রানা। 'আমি কৃতজ্ঞ।'

'তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর কি হবে?

'মারলিন আর জেনিথ সমাধানের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, আমরা থাকলে ওদের কাজে বরং বাধা সৃষ্টি করবো।'

দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল, এগিয়ে এসে রানার দু'কাঁধে হাত রাখলেন আবার। 'রাহাত না-ও মারা যেতে পারে, বুঝতে পারছো তো?'

'মারা না গেলেই ভালো করবেন বস,' গম্ভীর, ক্ষীণ হাসির সাথে বললো রানা। 'এভাবে চলে গেলে তাঁকে আমি কোনো দিন ক্ষমা করতে পারবো না।'

জরুরী মিটিং চলছে হোয়াইট হাউসে। টেবিলে ঘুসি মেরে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন প্রেসিডেন্ট। লেডি মেরিয়েটাকে হাইজ্যাক করা হবে, খবরটা আগে কেন জানতে পারেনি সি. আই. এ.?

সি. আই. এ. ডিরেক্টর ওয়ারেন হোল্ডিং বিচলিত হলেন না। পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে বড় ধরনের টেরোরিস্ট হামলা হলেই অভিযোগটা শুনতে হয় তাঁকে। শান্তভাবে, ধীরে ধীরে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন তিনি। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সিকিউরিটি এজেন্টদের নাকের সামনে থেকে প্যাসেঞ্জার আর ক্রুসহ হাইজ্যাক করা হয়েছে জাহাজটাকে। যার মাথা থেকেই প্ল্যানটা বেরিয়ে থাকুক, সে যে একটা প্রতিভা তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করেছে সে, যে পদ্ধতির সাথে কারো কোনো পরিচয় নেই।

তাকে সমর্থন করে মুখ খুললেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পল ওয়াকার, 'আমাদের আড়িপাতা নেটওঅর্কও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগাম কোনো খবর সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।'

টেবিলে আবার ঘুসি মারলেন প্রেসিডেন্ট। 'রাহাত খান, উম্মে সালিহা, অগাস্টিন মোরেনো, হোসেন ইসমাইল—সবাই ওঁরা মারা গেছেন, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না!'

'নিশ্চিতভাবে এখনো আমরা কিছু জানতে পারিনি,' পল ওয়াকার বললেন।

'ক্রু ও প্যাসেঞ্জারসহ একটা প্রমোদতরীকে গায়েব করে দেয়া সম্ভব নয়, পল!'

'এখনো সম্ভাবনা আছে…।'

'মিথ্যে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করো না! কিসের সম্ভাবনা? বোঝাই তো যাচ্ছে, সুইসাইড মিশন ছিলো ওটা। জাহাজ যখন ডোবে, প্যাসেঞ্জাররা সম্ভবত কেবিনের ভেতর বন্দী ছিলেন। টেরোরিস্টরা পালাবার কোনো চেষ্টা করেনি। তারাও স্বেচ্ছায় ডুবে মরেছে।'

পল ওয়াকার তবু আশা ছাড়তে রাজি নন। 'এখনো সমস্ত তথ্য আমরা পাইনি।'

'ঠিক কতোটুকু জানি আমরা?' প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট।

উত্তর দিলেন সি. আই. এ. চীফ ওয়ারেন হোল্ডিং। সি. আই. এ. এজেন্টরা পান্টা ডেল এসটে-তে উরুগুয়ের সিকিউরিটি এজেন্টদের সাথে যোগ দিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে রহস্যের সমাধান পাওয়া যায়নি। তবে, ধারণা করা হচ্ছে, হাইজ্যাকের জন্যে আরব একটা গ্রুপ দায়ী। দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী পাওয়া গেছে, ল্যাণ্ডিং বার্জ থেকে লেডি মেরিয়েটাকে কার্গো গ্রহণ করতে দেখেছে তারা। দুই জাহাজের ক্রুদেরই আরবীতে কথা বলতে শুনেছে। তল্লাশি চালিয়ে ল্যাণ্ডিং বার্জটাকে কোথাও পাওয়া যায়নি, সন্দেহ করা হচ্ছে হারবারে কোথাও ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে সেটাকে।

'কার্গো সম্পর্কে কিছু জানা গেছে?' জিজ্ঞেস করলেন পল ওয়াকার।

'অনেকগুলো ড্রাম দেখেছে তারা,' সি. আই. এ. চীফ জানালেন। 'আরেকটা তথ্য পেয়েছি আমরা। লেডি মেরিয়েটা থেকে হারবার মাস্টারকে জানানো হয়, জাহাজের মেইন জেনারেটরে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে, মেরামত না হওয়া পর্যন্ত তারা শুধু নেভিগেশন লাইট জ্বালবে। এরপর কি ঘটেছে আন্দাজ করে নিতে পারি আমরা। সন্ধ্যের অন্ধকারে নোঙর তোলে লেডি মেরিয়েটা, চ্যানেল থেকে বেরুবার সময় ছোটো একটা ইয়টকে ধাক্কা দেয়। ইয়টে দক্ষিণ আমেরিকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী ও কূটনীতিক ছিলেন। টেরোরিস্টদের গোটা পরিকল্পনায় এটাই একমাত্র খুঁত। ইয়টটাকে ডুবিয়ে দেয়ার পর লেডি মেরিয়েটার কি হয়েছে, কোথায় গেছে বা আছে, কিছুই আমরা জানতে পারিনি।'

'উম্মে সালিহার ওপর দ্বিতীয়বার হামলা চালিয়ে ব্যর্থ হয় টেরোরিস্টরা,' পল ওয়াকার বললেন। 'অত্যন্ত কাঁচা ছিলো অপারেশনটা। সেটার সাথে এটার কোনো সাদৃশ্য দেখছি না।'

সি. আই. এ. চীফ মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁকে সমর্থন করলেন। 'দুটো আলাদা গ্রুপ।'

এই প্রথম মুখ খুললেন জিমি উইলফোর্স, 'দ্বিতীয় হামলার জন্যে সরাসারি মোস্তফা কামালকে দায়ী করেছিলে তুমি।'

'হ্যাঁ। আততায়ীরা খুব একটা সতর্ক ছিলো না। লাশের সাথে মিশরীয় পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। লিডারের লাশটা সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে, সে একজন মোল্লা, মোস্তফা কামালের ফ্যানাটিক ফলোয়ার।'

'তোমার কি ধারণা, হাইজ্যাকিঙের সাথেও মোস্তফা জড়িত?'

'তার মোটিভ তো অবশ্যই আছে,' সি. আই. এ. চীফ বললেন। 'পথের কাঁটা হোসেন ইসমাইল দূর হলে সরকারকে হটিয়ে গদিতে বসা তার জন্যে পানির মতো সহজ হয়ে যায়।'

'প্রেসিডেন্ট অগাস্টিন মোরেনো, ম্যানুয়েল রিভেরা আর মেক্সিকোর ব্যাপারেও একই কথা,' শুকনো গলায় বললেন জিমি উইলফোর্স।

'দু'চারজন সি. আই. এ. এজেন্টকে উরুগুয়েতে পাঠানো ছাড়া আর কি কিছু করার নেই আমাদের?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট। 'লেডি মেরিয়েটাকে খুঁজে বের করার কাজে আমরা সাহায্য করছি না কেন?'

কারণটা ব্যাখ্যা করলেন ওয়ারেন হোল্ডিং। তারপর জানালেন, উরুগুয়ের সিকিউরিটি চীফরা হয় আমেরিকায় নয়তো ব্রিটেনে ট্রেনিং পেয়েছেন, তাদের তল্লাশিতে কোনো খুঁত থাকার কথা নয়। এরইমধ্যে রিপোর্ট পেয়েছেন তিনি, তারা আয়োজন ও চেষ্টার কোনো ত্রুটি করছে না। উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের আশিটার ওপর সামরিক ও বাণিজ্যিক প্লেন সেই ভোর রাত থেকে সাগরের ওপর তল্লাশি চালাচ্ছে, ওগুলোর সাথে কাজ করছে কম করেও চোদ্দটা জাহাজ।

যা-ও বা ক্ষীণ একটু আশা ছিলো, সেটা নিঃশেষে মুছে যেতে বসেছে দেখে একরকম মুষড়েই পড়লেন প্রেসিডেন্ট। 'অথচ এখনো তারা জানতে পারেনি লেডি মেরিয়েটার কপালে কি ঘটছে।'

'আরেকটু সময় নেবে ওরা,' বললেন পল ওয়াকার। 'তবে জানতে ঠিকই পারবে।'

'জাহাজের ভাঙা অংশ আর লাশ অবশ্যই পাওয়া যাবে,' দৃঢ়তার সাথে বললেন ওয়ারেন হোল্ডিং। 'পিছনে কোনো চিহ্ন না রেখে অতো বড় একটা জাহাজ স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না।'

'প্রেস জানে?' প্রেসিডেন্টের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

'আমাকে জানানো হয়েছে, ঘণ্টাখানেক হলো প্রচার করছে ওরা,' জিমি উইলফোর্স বললেন।

'জাতিসংঘের মহাসচিব রয়েছেন জাহাজটায়, ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন কি করছে?' হঠাৎ জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'কিছুদিন আগে অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান পদত্যাগ করায় ওদের মধ্যে কিছু বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে,' বললেন ওয়ারেন হোল্ডিং। 'তবে, অর্গানাইজেশনের একজন কমাণ্ডার, মাসুদ রানা, আমাদের রাহাতের একজন এজেন্ট, নুমার সাহায্য নিয়ে তদন্ত শুরু করতে যাচ্ছে বলে শুনেছি।'

মনে মনে খুশি হলেন প্রেসিডেন্ট। তবে কোনো মন্তব্য করলেন না। নুমা যে গোপনে ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স-এর ভূমিকা পালন করছে তিনি ছাড়া এমন কি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকারীরাও সে-খবর জানেন না। 'এবার, প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার,' বললেন তিনি। 'প্রেসিডেন্ট ইসমাইল আর প্রেসিডেন্ট মোরেনোকে আমরা যদি হারাই, কি ঘটতে পারে?'

'পশ্চিমা দুনিয়া মিশরকে হারাবে, কারণ মোস্তফা কামালের মৌলবাদী সরকার আরেকটা ইরানে পরিণত করবে মিশরকে,' বললেন জিমি উইলফোর্স। 'তারপর, মেক্সিকো···ধরে নিতে পারি, আমাদের সীমান্তে একটা টাইম বোমা তৈরি হচ্ছে।'

'তুমি কি পরামর্শ দাও, কি করা উচিত আমাদের?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

তিন সেকেণ্ড চিন্তা করে জিমি উইলফোর্স বললেন, 'লেডি মেরি-

য়েটা আর তার প্যাসেঞ্জারদের সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু না জানা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো আমরা।'

'কিন্তু যদি নিশ্চিতভাবে কিছু জানা না যায়? আমরা অপেক্ষা করলেও, প্রতিপক্ষ অপেক্ষা করবে না। মোস্তফা কামাল আর ম্যানুয়েল রিভেরা মিশর আর মেক্সিকোয় রক্তস্রোত বইয়ে দেবে, বসে বসে তাই দেখবো আমরা? তাদেরকে থামানোর পথ কি?'

'আততায়ী পাঠিয়ে কিছু করার কথা আমরা ভাবতে পারি না, কারণটা সবার জানা—দুনিয়ার মানুষ সেটা সমর্থন করবে না।' মাথা চুলকালেন জিমি উইলফোর্স। 'তবে সবচেয়ে খারাপটার জন্যে প্রস্তুতি নিতে পারি আমরা।'

'কি সেটা?'

'মিশরের আশা ছেড়ে দিতে পারি,' বললেন জিমি উইলফোর্স। 'আর আক্রমণ করতে পারি মেক্সিকোকে।'

তিন

ঝম ঝম বৃষ্টিতে ভিজছে উরুগুয়ের রাজধানী মন্টিভিডিও। মেঘ থেকে খসে পড়লো ছোটো একটা জেট প্লেন, ছুটে এসে সিধে হলো রান-

ওয়ে বরাবর। টারমাক স্পর্শ করার পর কমার্শিয়াল টার্মিন্যালকে পিছনে ফেলে এক সার হ্যাঙ্গারের দিকে এগোলো প্লেনটা, হ্যাঙ্গার-গুলোর বাইরে অনেকগুলো ফাইটার জেট দাঁড়িয়ে রয়েছে। গায়ে সামরিক প্রতীক চিহ্ন নিয়ে উদয় হলো একটা ফোর্ড সিডান, প্লেনটা-কে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো পার্কিং এরিয়ায়, জায়গাটা ভি. আই. পি. এয়ারক্রাফটের জন্যে আলাদা করা।

একটা হ্যাঙ্গার অফিসের ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল হোসে ওর-টিজ, ভিজে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। প্লেনটাকে থামতে দেখলো, ফিউজিলাজে লেখা রয়েছে নুমা। এঞ্জিনের আওয়াজ থেমে গেল, এক মিনিট পর প্লেন থেকে নেমে এলো তিনজন লোক। বৃষ্টি মাথায় করে ছুটলো তারা, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো সিডানে। তাদের নিয়ে হ্যাঙ্গারে ঢুকলো গাড়ি।

অফিস কামরার দরজা থেকে ওদেরকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলো কর্নেল। তরুণ এক লেফটেন্যান্ট পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। তিনজনের মধ্যে একজন তেমন লম্বা নয়, বুকটা ড্রামের মতো, মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল, হাত পা যেন বুনো একটা ভাল্লুকের কাছ থেকে ধার করা। চোখজোড়া কুঁতকুঁতে, তবে ঠোঁট দুটোর মাঝখানটা চকচকে সাদা, অকারণ ব্যঙ্গের হাসি ফুটে আছে।

রোগা-পাতলা দ্বিতীয় লোকটা চশমা পরে আছে। কোমর সরু, কাঁধ সরু, দেখে মনে হয় একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তার এক-হাতে একটা ব্রিফকেস, বগলে দুটো বই। সে-ও হাসছে, তবে হাসিটা যতোটা না ব্যঙ্গাত্মক তারচেয়ে অনেক বেশি সকৌতুক। লোকটা সাদাসিধে এবং অত্যন্ত যোগ্য বলে মনে হলো কর্নেলের।

পিছনের দীর্ঘদেহী তরুণের চুল ব্যাকব্রাশ করা, রোদে পোড়া

তামাটে চামড়া, চেহারায় পাথুরে মূর্তির মতো শীতল নির্লিপ্ত ভাব স্থির হয়ে আছে। কর্নেলকে বোকা বানানো সহজ নয়, তরুণের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিই তার পরিচয় ফাঁস করে দিলো। হেঁটে আসার সময় বাকি দু'জন হ্যাঙ্গারের এদিক ওদিক তাকালেও, এই লোক সোজা চেয়ে রয়েছে কর্নেলের চোখের দিকে, যেন জোড়া ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ভেতর দিয়ে দুটো সূর্য কড়া নজর রাখছে তার ওপর। রতনে রতন চেনে, কর্নেলও তাকে সামরিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিনতে পারলো। দৃঢ়, ঋজু ভঙ্গিতে সামনে এক পা বাড়ালো সে, অভিবাদনের পর বললো, 'ওয়েলকাম টু উরুগুয়ে, জেন্টলমেন। কর্নেল হোসে ওরটিজ অ্যাট ইওর সার্ভিস।' এরপর দীর্ঘদেহী তরুণের সামনে দাঁড়ালো সে, বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বললো, 'ফোনে কথা হওয়ার পর থেকে আপনার সাথে সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছি, মিঃ রানা।'

এগিয়ে এসে দুই বন্ধুর মাঝখানে দাঁড়ালো রানা, করমর্দন করলো কর্নেলের সাথে। 'আমাদের জন্যে সময় দিতে পেরেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ।' চশমা পরা লোকটার দিকে ফিরে পরিচয় করিয়ে দিলো ও। 'জর্জ রেডক্লিফ। আর আমার ডান দিকে ক্রিমিনাল বলে মনে হচ্ছে যাকে, সে হলো বেন নেলসন।'

সামান্য বাউ করলো কর্নেল, নিখুঁতভাবে ভাঁজ করা প্যান্টের পায়ায় ছড়ি দিয়ে মৃদু আঘাত করছে। 'অগোছাল পরিবেশের জন্যে ক্ষমা করবেন প্লিজ। আসলে হাইজ্যাকিঙের পর আমাদের দেশে হামলা চালিয়েছে দুনিয়ার সাংবাদিকরা। ওরা আপনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ভেবে পথ দেখিয়ে এখানে আনা হয়েছে আপনাদেরকে।

'ভালো করেছেন,' বললো রানা, অপ্রয়োজনীয় কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে মনে মনে বিরক্তি বোধ করলো। 'এখন যদি আপনি··· ।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনাদের বিশ্রাম দরকার, এই তো ? সব ব্যবস্থা করা আছে··· ।'

'বিশ্রাম ?' আকাশ থেকে পড়লো রানা। 'আমরা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাই, কর্নেল—অ্যাট দিস মোমেন্ট ।'

'তাহলে এদিকে আসুন,' হাসি গোপন করে পথ দেখালো কর্নেল ওরটিজ। 'আপনাদের আমি সার্চ অপারেশন সম্পর্কে ব্রিফ করবো।'

অফিসে ঢুকে ক্যাপটেন হোবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো সে। বড় একটা টেবিলে বসালো ওদেরকে, টেবিলের ওপর গাদা হয়ে রয়েছে নটিক্যাল চার্ট আর স্যাটেলাইট ফটো। ব্রিফিং শুরু করার আগে কর্নেল বললো, 'জাহাজে আপনার বস্ রয়েছেন শুনে সত্যি আমি দুঃখিত, মিঃ রানা। ফোনে কথা বলার সময় সম্পর্কটার কথা আপনি কিছু বলেননি।'

'কিন্তু তবু আপনি জেনেছেন।'

'মার্কিন প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার প্রতি ঘণ্টায় যোগাযোগ করছেন।'

'আপনি শুনে খুশি হবেন, ওয়াশিংটনে যারা আমাকে ব্রিফ করেছে, আপনার প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ।'

খুশিটা গোপন রাখতে হিমশিম খেয়ে গেল কর্নেল। 'কিন্তু দুঃখিত, আপনাকে আমি কোনো ভালো খবর শোনাতে পারছি না। আপনি আমেরিকা ছাড়ার পর নতুন কোনো তথ্য এখনো আমরা হাতে পাইনি। কফি, নাকি ব্র্যাণ্ডি, মিঃ রানা ?'

'আমার জন্যে কফি।'

নেলসন আর রেডক্লিফ ব্র্যাণ্ডি চাইলো। টেবিল ছেড়ে উঠে গেল ক্যাপটেন হোবা। স্যাটেলাইট ফটোগুলো সাজিয়ে মোজাইকসদৃশ

একটা নকশা তৈরি করলো কর্নেল, উপকূলের তিনশো কিলোমিটার এক নজরে ধরা পড়লো ওদের চোখে।

প্রথম মন্তব্য এলো রেডক্লিফের কাছ থেকে, 'আপনারা দেখছি আর্থ রিসোর্সের টেক স্যাটেলাইট ব্যবহার করেছেন।'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন---ল্যাণ্ডস্যাট।'

'সাগরে জাহাজ দেখানোর জন্যে ব্যবহার করেছেন পাওয়ারফুল গ্রাফিক সিস্টেম।'

'বলতে পারেন, ভাগ্যগুণে,' জবাব দিলো কর্নেল। 'প্রতি ষোলো দিনে একবার পোলার কক্ষপথ পাড়ি দেয় ল্যাণ্ডস্যাট, উরুগুয়ের সাগর ওটার পথেই পড়ে। এবার ওটা ঠিক সময় মতো এসে পড়েছে।'

'ল্যাণ্ডস্যাট সাধারণত জিওলজিক্যাল সার্ভের কাজ করে,' বললো রেডক্লিফ। 'সাগরের ওপর দিয়ে যাবার সময় ক্যামেরা বন্ধ রাখা হয়, এনার্জি বাঁচাবার জন্যে। ফটোগুলো পেলেন কিভাবে?'

'আমেরিকানরা কি আর এমনি আমার প্রশংসা করেছে!' হেসে উঠলো কর্নেল। 'গর্ব করছি মনে হলে ক্ষমা করবেন, প্লিজ। তল্লাশির নির্দেশ পেয়ে কাজ শুরু করলাম, হঠাৎ আমার মনে পড়লো ল্যাণ্ড-স্যাটের কথা। খোঁজ নিতেই জানলাম, ওটার আসার সময় হয়েছে। মার্কিন সরকারকে ফোনে অনুরোধ করলাম, ল্যাণ্ডস্যাটের ক্যামেরা-গুলো যেন চালু করা হয়। স্পটে পৌঁছুনোর এক ঘণ্টা আগে চালু হয়ে যায় ক্যামেরা, বুয়েনস আয়ার্সের রিসিভিং সেণ্টারে সিগন্যাল পাঠায়।'

'লেডি মেরিয়েটা আকারের একটা টার্গেট কি ল্যাণ্ডস্যাট ইমেজে ধরা পড়বে?' জানতে চাইলো নেলসন।

'ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স স্যাটেলাইটে যেমন বিশদ দেখাতে পারে,

ল্যাণ্ডস্যাট তা পারবে না,’ বললো রানা। ‘তবে দেখা যাবে।’

‘নিজেদের চোখেই দেখুন না,’ বললো কর্নেল, স্যাটেলাইট ফটো মোজাইকের খুদে একটা অংশের ওপর ম্যাগনিফায়েড ভিউইং লেন্স ধরলো সে।

প্রথমে তাকালো রানা। ‘ছটো·· না, তিনটে জাহাজ দেখতে পাচ্ছি।’

‘তিনটেকেই আমরা সনাক্ত করেছি।’

ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপটেন হোবার দিকে ফিরলো কর্নেল, একটা কাগজ থেকে সশব্দে পড়তে শুরু করলো সে, ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে। ‘বড় জাহাজটা চিলির, ওর (ore) ক্যারিয়ার, নাম ওনোক ফামবারা, পান্টা আরেনাস থেকে ডাকার যাচ্ছে, কয়লা নিয়ে।’

‘উত্তরমুখো জাহাজটা?’ জিজ্ঞেস করলো রানা। ‘ফটোর কিনারায় স্রেফ দেখা দিতে শুরু করেছে?’

‘হ্যাঁ,’ বললো ক্যাপটেন হোবা। ‘ওটাই ওনোক ফামবারা। উল্টোদিকে, মাথার কাছে, দক্ষিণমুখো জাহাজটা জেনারেল রামোস। মেক্সিকোতে রেজিস্ট্রি করা ওটা, কন্টেইনার শিপ, সান পাবলো-তে সাপ্লাই আর অয়েল-ড্রিলিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে।’

‘সান পাবলো কোথায়?’ প্রশ্ন করলো নেলসন।

‘আর্জেন্টিনার ডগায় ছোট্ট একটা বন্দর নগরী,’ জবাব দিলো কর্নেল। ‘খবরের কাগজে পড়েননি, গত বছর ওখানে তেল খনির শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছিল?’

ক্যাপটেন হোবা বললো, ‘ও-ছটোর মাঝখানে, তীরের কাছাকাছি জাহাজটা, লেডি মেরিয়েটা।’

ট্রেতে করে কফি আর ব্র্যাণ্ডি নিয়ে হাজির হলো কর্নেলের এইড।

কাপে চুমুক দিলো রানা। 'এতো ছোটো, কোন্ দিকে মুখ বুঝতে পারছি না।'

'পান্টা ডেল এসটে থেকে বেরিয়ে পুব দিকে রওনা হয় লেডি মেরিয়েটা।'

'বাকি জাহাজ দুটোর সাথে আপনি যোগাযোগ করেছেন?'

মাথা ঝাঁকালো ক্যাপটেন। 'ওরা কেউ জাহাজটাকে দেখেনি।'

'স্যাটেলাইট কখন গেছে?'

'কাঁটায় কাঁটায় ০৩:১০ ঘণ্টায়।'

'তল্লাশি চালাবার জন্যে প্লেনগুলো আকাশে উঠলো কখন?'

'ভোরের প্রথম আলোয়। দুপুরে ল্যাণ্ডস্যাট ফটো পাই আমরা। লেডি মেরিয়েটার কোর্স আর স্পীড হিসেব করে জাহাজ আর প্লেন-গুলোকে সেদিকে পাঠাই।'

'কিন্তু তারা ওটাকে খুঁজে পায়নি?'

'না।'

'ভাঙা কোনো অংশও নয়?'

জবাব দিলো ক্যাপটেন হোবা, 'আমাদের পেট্রল বোট কিছু আবর্জনা দেখতে পায়।'

'সনাক্ত করা গেছে?'

'পানি থেকে তুলে পরীক্ষা করা হয়েছে। জিনিসগুলো প্রমোদতরী থেকে আসেনি, এসেছে কোনো কার্গো শিপ থেকে।'

'কি করে বুঝলেন?'

একটা ব্রিফকেস টেনে নিয়ে খুললো ক্যাপটেন, ভেতর থেকে মোটা একটা ফাইল বের করলো। 'সার্চ ভেসেলের ক্যাপটেন আমাকে একটা তালিকা দিয়েছে। একটা মান্ধাতা আমলের চেয়ার, পুরনো একজোড়া

লাইফজ্যাকেট, কাঠের কয়েকটা বক্স, একটাতেও কিছু লেখা নেই, ফুড কন্টেইনার, তিনটে খবরের কাগজ—একটা মেক্সিকোর, আরেকটা ব্রাজিলের—,'

'তারিখ ?' বাধা দিলো রানা।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে রানার দিকে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো ক্যাপটেন হোবা, তারপর ওর দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করলো। 'তারিখ তো দেয়নি।'

'ভুল হয়ে গেছে, তবে সংশোধন করা হবে,' তাড়াতাড়ি বললো কর্নেল।

'এগুলো ভাঙা জাহাজের অংশ হতে পারে না,' বললো ক্যাপটেন হোবা। 'আবর্জনাই বলা যায়।'

'নটিক্যাল চার্টে জাহাজগুলোকে সাজাতে পারেন ?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'যেমন দেখা যাচ্ছে স্যাটেলাইট ফটোতে ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে কাজ শুরু করলো ক্যাপটেন। এক মিনিট পর হাতের ডিভাইডার রেখে দিয়ে চার্টের ওপর পেন্সিলের উল্টো দিকটা ঠুকলো সে। 'কাল সকাল ০৩:১০ ঘণ্টায় এই অবস্থানে ছিলো জাহাজগুলো।'

টেবিলের সামনে সরে এসে চার্টের ওপর ঝুঁকে পড়লো সবাই।

'কোর্স দেখে বোঝা যায়, তিনটে জাহাজই এক সময় পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসবে,' বললো জর্জ রেডক্লিফ। পকেট থেকে ছোটো একটা ক্যালকুলেটর বের করে বোতাম টিপতে শুরু করলো সে। 'আনুমানিক স্পীড ধরতে পারি—লেডি মেরিয়েটার ত্রিশ নট, ওনোক ফামবারার আঠারো নট আর জেনারেল রামোসের বাইশ নট···,' কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে এলো, চার্টের ওপর হিসেবটা লিখছে সে। কয়েক মিনিট পর সিধে হয়ে পিছিয়ে এলো এক পা। 'কয়লা নিয়ে চিলি-

য়ান জাহাজটা লেডি মেরিয়েটাকে দেখতে পায়নি, পাবার কথাও নয়। প্রমোদতরীর বো-র চৌষট্টি কিলোমিটার সামনে দিয়ে পুব দিকে চলে গেছে ওটা।'

চার্টের গায়ে আঁকা রেখাগুলোর দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে আছে রানা। 'তবে মেক্সিকান কন্টেইনার জাহাজটা লেডি মেরিয়েটার তিন কি চার কিলোমিটার কাছ দিয়ে গেছে।'

'তবু দেখতে পায়নি, কারণ লেডি মেরিয়েটায় কোনো আলো ছিলো না।'

ক্যাপটেন হোবার দিকে ফিরলো রানা। 'চাঁদের আকৃতি মনে পড়ে?'

'চাঁদ ছিলো আধখানা।'

মাথা নাড়লো নেলসন। 'সরাসরি না তাকালে এই আলোয় দেখতে পাবার কথা নয়।'

'ধরে নিচ্ছি, এই পয়েন্ট থেকে তল্লাশি শুরু করেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হ্যাঁ,' বললো ক্যাপটেন। 'পুব, উত্তর আর দক্ষিণ দিকে দুশো মাইল জুড়ে তল্লাশি চালিয়েছে পাইলটরা।'

'কোনো হদিশ নেই?'

'শুধু কন্টেইনার শিপ আর ওর ক্যারিয়ারকে পাওয়া গেছে।'

'ফিরতি পথে কিছুদূর এসে, তারপর আবার দক্ষিণ বা উত্তর দিকে যেতে পারে লেডি মেরিয়েটা।'

'কথাটা আমরাও ভেবেছি,' বললো ক্যাপটেন। 'ফুয়েল নিতে আসার সময় পাইলটরা সেদিকও খোঁজ করেছে।'

'তাহলে ধরে নিতে হবে,' ম্লান গলায় বললো রেডক্লিফ, 'নিচের

দিকে তলিয়ে গেছে লেডি মেরিয়েটা।'

'শেষ পজিশনটা জেনে নাও, জর্জ,' তাকে নির্দেশ দিলো রানা। 'সার্চ প্লেন আসার আগে কতোদূর যেতে পারে হিসেব করো।'

কর্নেলের চেহারায় আগ্রহ ফুটে উঠলো। 'কি করতে চান বলবেন আমাকে, মিঃ রানা? তল্লাশি চালিয়ে আর তো কোনো লাভ নেই।'

কর্নেল যেন একটা স্বচ্ছ বস্তু, ভেদ করে গেল রানার দৃষ্টি। 'জর্জ যেমন বললো, ধরে নিতে হয় পানির তলায় তলিয়ে গেছে লেডি মেরিয়েটা। ওখানেই আমরা খুঁজবো।'

'আমি কিভাবে সাহায্যে আসতে পারি?'

মুমার রিসার্চ ভেসেল ব্লু ফিন-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলো রানা, তারপর বললো, 'আজ সন্ধ্যায় আসছে ওটা। খুব সুবিধে হয় আপনি যদি একটা হেলিকপ্টারে করে জাহাজে পৌছে দেন আমাদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো কর্নেল। তারপর বললো, 'নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার সাগর থেকে নির্দিষ্ট একটা মাছকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করছেন আপনি। এতে আপনার সারাটা জীবন লেগে যেতে পারে।'

'না,' শান্ত দৃঢ়তার সাথে বললো রানা। 'খুব বেশি হলে বিশ ঘণ্টা লাগবে।'

কর্নেল ওরটিজ বাস্তববাদী মানুষ, লাগাম ছাড়া কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয় না। নেলসন আর রেডক্লিফের দিকে তাকালো সে, আশা ওদের চেহারায় সন্দেহ দেখতে পাবে। সন্দেহ নয়, সমর্থন লক্ষ্য করে অবাক হলো সে। বললো, 'আপনারা নিশ্চয়ই এই সময়সীমা বিশ্বাস করেন না?'

চোখের সামনে একটা হাত তুলে নখগুলো মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা

করলো নেলসন। 'আমার অভিজ্ঞতা বলছে, সময়সীমা বাড়িয়ে ধরেছে রানা।'

উরুগুয়ের একটা সামরিক হেলিকপ্টার ব্লু ফিনের ল্যাণ্ডিং প্যাডে নামিয়ে দিলো ওদেরকে। ঠিক চোদ্দ ঘণ্টা বিয়াল্লিশ মিনিট পর লেডি মেরিয়েটার সাথে মিল আছে এমন একটা আকৃতির সন্ধান পাওয়া গেল এক হাজার বিশ মিটার পানির নিচে।

শারলকে ছিলো পাঁচ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ভিউইং সিস্টেম, ব্লু ফিনে তা নেই। পিছনে ঝুলে থাকা সোনার সেনসর-এ নেই কালার ভিডিও ক্যামেরা। ব্লু ফিনের ইলেকট্রনিক গিয়ার মানুষের তৈরি ডুবে যাওয়া জিনিসের ছবি দূর থেকে তুলতে পারে, ক্লোজ-আপ ছবি তোলার সামর্থ্য তার নেই।

'আবছা হলেও, আকৃতিটা একই রকম দেখাচ্ছে,' বললো রেড-ক্লিফ। 'পিছনের সুপারস্ট্রাকচার চিমনিটা একদিকে যেন একটু কাত হয়ে আছে। জাহাজের পাশগুলো উঁচু আর সোজা। খাড়াভাবে রয়েছে, খুব বেশি হলে দশ ডিগ্রী কাত হয়ে আছে।'

'পজিটিভ আইডেনটিফিকেশনের জন্যে ওটার দিকে ক্যামেরা তাক করতে হবে,' বললো নেলসন।

রানা কোনো মন্তব্য করলো না। ব্লু ফিনের পিছন দিকে টার্গেট সরে যাবার পরও অনেকক্ষণ ধরে সোনার রেকর্ডিঙের দিকে তাকিয়ে আছে ও। বসকে জীবিত ফিরে পাবার আশা মুছে যাচ্ছে মন থেকে।

ওর কাঁধে হাত রাখলো নেলসন। 'দারুণ, রানা। সরাসরি টার্গেটে নিয়ে এসেছো আমাদের।'

'কোথায় খুঁজতে হবে, আগে থেকে আপনারা জানলেন কিভাবে?'

চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্ন করলো ব্লু ফিনের স্কিপার জিম কার্টিস।

'আমি ধরে নিই, জেনারেল রামোসের ইনসাইড পাথ ক্রস করার পর লেডি মেরিয়েটা কোর্স বদলায়নি,' বললো রানা। 'আর ওনোক ফামবারার আউটসাইড কোর্সের সামনে কোথাও সার্চ এয়ারক্রাফটের পাইলটরা দেখতে পায়নি জাহাজটাকে। কাজেই আমি সিদ্ধান্ত নিই, ল্যাণ্ডস্যাট থেকে জানা লেডি মেরিয়েটার সর্বশেষ হেডিং থেকে পুব দিকে তল্লাশি চালাবো।'

'ক্রুরা ব্লু হোয়েল-কে আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি করতে পারবে, আপনি অপারেটর হিসেবে থাকছেন?' জিজ্ঞেস করলো স্কিপার।

রানা বললো, 'ওটাকে নিয়ে আমি নিজেই পানিতে নামবো।'

'এক হাজার মিটার,' চিন্তিতভাবে বললো স্কিপার। 'আপনি ওটার ডেপথ রেটিঙের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবেন।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মৃদু কাঁধ ঝাঁকালো রানা। ম্লান হাসলো নেলসন।

সোনার রেকর্ডিঙের ভিডিও টেপ দেখছে রেডক্লিফ, একটা ইমেজ স্থির করলো সে, চিন্তিতভাবে পরীক্ষা করছে সেটা। 'দেখছো, খোলটা একেবারে অক্ষত দেখাচ্ছে। তাহলে লেডি মেরিয়েটা ডুবলো কিভাবে?'

'পানির ওপরই বা কিছু ভাসছে না কেন?' নেলসনের প্রশ্ন।

'জাহাজটা ঝড়ের মধ্যেও পড়েনি,' বললো রানা।

'বেয়াড়া, অপ্রত্যাশিত কোনো বড় ঢেউ ধাক্কা দেয়নি তো?' আবার নেলসনের প্রশ্ন।

'এমন হতে পারে, ডুবো পাহাড়ে লেগে জাহাজটার তলা গুঁড়িয়ে গেছে?'

'একটু পরই জানা যাবে,' শান্তভাবে বললো রানা। 'দু'ঘণ্টার মধ্যে

ওটার মেইন ডেকে পৌঁছে যাবো আমরা।

ব্লু হোয়েলের আকৃতি মঙ্গলগ্রহবাসীদের পছন্দ হবার কথা। গভীর সাগরতলের চেয়ে বাহনটাকে যেন অসীম মহাশূন্যেই বেশি মানাতো। দুশো চল্লিশ সেন্টিমিটার গোলকটাকে বড় একটা বৃত্তাকার রিঙ ভাগ করেছে, বসে আছে চৌকো একটা পড-এ, তাতে রয়েছে একশো বিশ ভোল্ট ব্যাটারি। গোলকের পিছন থেকে বেরিয়ে আছে দুনিয়ার সব যন্ত্রপাতি—থ্রাসটার, মটর, অক্সিজেন সিলিণ্ডার, কার্বন ডাই-অক্সাইড রিমুভাল ক্যানিস্টার, ডকিং মেকানিজম, ক্যামেরা সিস্টেম, স্ক্যানিং সোনার ইউনিট ইত্যাদি। তবে যে-কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন রোবটকে ঈর্ষাকাতর করে তুলবে গোলকের সামনের দিকে বেরিয়ে থাকা ম্যানিপুলেটরগুলো। ওগুলোকে যান্ত্রিক হাত বলা যেতে পারে।

দু'জন এঞ্জিনিয়ার শেষবারের মতো পরীক্ষা করছে ব্লু হোয়েলকে, পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে রানা আর নেলসন। গুহা আকৃতির একটা চেম্বারে, ক্রেডলের ওপর বসে আছে ওটা, চেম্বারটাকে বলা হয় মুন পুল। একটা প্ল্যাটফর্মে বসানো হয়েছে ক্রেডলটা, সেটা ব্লু ফিনের খোলেরই একটা অংশ, পানির নিচে বিশ ফুট পর্যন্ত নামানো যায়।

এঞ্জিনিয়ারদের একজন মাথা ঝাঁকালো। 'সব ঠিক আছে। আপনারা রওনা হতে পারেন।'

নেলসনের পিঠে মৃদু চাপড় মারলো রানা। 'পিছনে আছি আমি।'

'ঠিক আছে, আমি ম্যানিপুলেটর আর ক্যামেরার দায়িত্ব নেবো,' বললো নেলসন। 'তুমি ড্রাইভ করবে।'

'আমার ব্লু হোয়েলকে অক্ষত ফিরিয়ে আনুন, রাজকীয় ডিনার খাওয়ার বাজি জিতে নিন,' ঘোষণা করলো ব্লু ফিনের স্কিপার।

স্কিপারের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলো রানা, নিচে গিয়ে কি দেখবে এই চিন্তা থেকে ওর মনটাকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছে লোকটা। একজোড়া এয়ারফোন কানে গুঁজতে গুঁজতে এগিয়ে এলো জর্জ রেডক্লিফ। 'তোমাদের অডিও লোকেটর বীকন আর কমিউনিকেশন মনিটর করবো আমি,' বললো সে। 'তলাটা দেখতে পাবার সাথে সাথে· তিনশো ষাট ডিগ্রী ঘুরতে শুরু করবে তোমরা, যতোক্ষণ না সোনারে ধরা পড়ে জাহাজ। তারপর তোমাদের হেডিং জানাবে আমাকে। কি করছো না করছো সব আমি প্রতি মুহূর্তে জানতে চাই।'

রেডক্লিফের বাড়ানো হাতটা ধরে ঝাঁকি দিলো রানা।

'ঠিক জানো আমার বদলে তোমার যাওয়াটা উচিত হচ্ছে?' বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলো রেডক্লিফ।

'আমাকে নিজের চোখে দেখতে হবে, জর্জ।'

'গুড লাক,' বিড়বিড় করে বললো রেডক্লিফ, মই বেয়ে উঠে এলো মুন পুল থেকে।

পাশাপাশি দুটো আর্মচেয়ারে বসেছে রানা আর নেলসন। এঞ্জিনিয়াররা গোলকের অর্ধেক অর্থাৎ ঢাকনিটা বৃত্তাকার রিঙের সাথে জোড়া লাগিয়ে ক্ল্যাম্প এঁটে দিলো।

'পাওয়ার?' জিজ্ঞেস করলো নেলসন।

'পাওয়ার অন,' নিশ্চিত করলো রানা।

'রেডিও?'

'আমাদের সাড়া পাচ্ছো, জর্জ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'লাউড অ্যাণ্ড ক্লিয়ার,' জবাব দিলো রেডক্লিফ।

'অক্সিজেন?'

'টোয়েনটি-ওয়ান-পয়েণ্ট-ফাইভ পার্সেণ্ট।'

সব কিছু চেক করার পর নেলসন জানালো, 'আমরা তৈরি, ব্লু ফিন।'

'টেকঅফের অনুমতি দেয়া গেল, ব্লু হোয়েল,' স্বভাবসুলভ কর্কশ গলায় বললো স্কিপার জিম কার্টিস। 'মিঃ রানা, পুরস্কার জিততে হলে গোটা কয়েক গলদা চিংড়ি আনতে হবে।'

ব্লু হোয়েলের পাশে দু'জন ডাইভার সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো, তাদেরকে নিয়েই ধীরে ধীরে সাগরে নামলো প্ল্যাটফর্ম। ব্লু হোয়েলকে ঘিরে ধরলো পানি, তারপর ঢেকে ফেললো। মুখ তুলে তাকালো রানা, মুন পুল-এর কাঁপা কাঁপা আলোয় ব্যালকনিতে দাঁড়ানো মূর্তিগুলোকে ভাঙাচোরা লাগলো চোখে। ওশেনোগ্রাফারদের গোটা দলটা রেডক্লিফের চারদিকে ভিড় জমিয়েছে, ব্লু হোয়েল থেকে পাঠানো রিপোর্ট শোনার আশায়। অ্যাকুয়ারিয়ামের ভেতর রানা যেন একটা মাছ।

গোলকটা পুরোপুরি ডুবে যাবার পর ক্রেডল থেকে সেটাকে মুক্ত করলো ডাইভাররা। তাদের একজন হাত তুলে ও. কে. সংকেত দিলো। হাত নেড়ে সাড়া দিলো রানা। থ্রাস্টার ঠেলে নাক বরাবর সামনে ত্রিশ ফুটের মতো সরিয়ে আনলো ব্লু হোয়েলকে। দিক নির্ণয়ের জন্যে কমপাস বেয়ারিং অ্যাডজাস্ট করার পর থ্রাস্টার ঠেলে নামতে শুরু করলো নিচের দিকে।

ক্ষীণ আলো থাকায় চারদিকের পানি নীলচে সবুজ দেখালো, আরো গভীরে নামার পর বদলে গিয়ে ছাই আর সীসা হয়ে উঠলো পানির রঙ। ছোটো একটা নীল হাঙর, লম্বায় এক মিটার হবে, নির্ভয়ে এগিয়ে এলো সাব-এর দিকে, ওটাকে ঘিরে একবার চক্কর

দিলো, আকর্ষণীয় কিছু না দেখে নিঃসঙ্গ অভিযানে হারিয়ে গেল কালচে গভীরতায়।

ওরা কোনো গতি অনুভব করছে না। শব্দ বলতে শুধু রেডিওর ঘরঘর আওয়াজ। ব্লু হোয়েলের নিজস্ব আলোর বাইরে ঘোর অন্ধকার।

'চারশো মিটার পেরিয়ে যাচ্ছি,' রিপোর্ট করলো রানা।

'চারশো মিটার,' রেডক্লিফ আওড়ালো। সাধারণত গোলকের ভেতর হাসি-ঠাট্টার জোয়ার বয়ে যায়, সময় কিভাবে কেটে যায় টেরই পায় না ওরা। আজকের কথা আলাদা, রানা বা নেলসন একদম চুপ। প্রয়োজনেও দু'একটা শব্দ ছাড়া কেউ কথা বলছে না।

'দেখছো?' জিজ্ঞেস করলো নেলসন।

দু'জন একইসাথে দেখতে পেয়েছে মাছটাকে। পানির গভীরতায় যারা বসবাস করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিতদর্শন প্রাণী। লম্বা, ঈল আকৃতির শরীর, কাঠামোর কিনারায় নিওন সাইনের মতো আলো জ্বলছে। হাঁ করা স্থির চোয়াল কখনোই পুরোপুরি বন্ধ হয় না, ভেতরে এবড়োখেবড়ো দাঁত। 'চোয়ালের ভেতর তোমার একটা হাত ঢুকে গেলে কেমন লাগবে?'

নেলসন কিছু বলার আগে রেডক্লিফ বললো, 'বিজ্ঞানীদের একজন জানতে চাইছেন, কি নিয়ে কথা বলছো তোমরা?'

'ড্রাগন ফিশ,' বললো রানা।

'উনি বর্ণনা পেলে খুশি হন।'

'ওপরে উঠে এঁকে দেখাবো,' বললো রানা। 'আট শো মিটার ছাড়িয়ে যাচ্ছি।'

'সাবধান, তলার সাথে আবার ধাক্কা খেয়ো না। তোমাদের অক্সি-

জেনের কি অবস্থা ?'

'সব ঠিক আছে।'

'কাছাকাছি পৌঁছে গেছো, তাই না ?'

ব্লু হোয়েলের অধোগতি কমিয়ে আনলো রানা। সামনের দিকে ঝুঁকে নিচে তাকালো নেলসন, পাথর খুঁজছে। 'নিচে নেমে এসেছি আমরা,' ঘোষণা করলো সে। 'ডেপথ ওয়ান থাউজেণ্ড ফিফটিন মিটা-রস।'

সাগরতলের পাথুরে মেঝে তিন মিটার দূরে থাকতে ব্লু হোয়েলকে থামালো রানা। 'সোনার ঘুরছে।'

'ওয়ান-ওয়ান-জিরো ডিগ্রী বা কাছাকাছি কোথাও পাবে জাহাজ-টা,' বললো রেডক্লিফ।

তিন সেকেণ্ড পর জবাব দিলো রানা, 'তুশো বিশ মিটার দূরে সোনার টার্গেট, বেয়ারিং ওয়ান ওয়ান টু ডিগ্রী।'

'আই কপি, ব্লু হোয়েল।'

নেলসনের দিকে ফিরলো রানা। 'চলো দেখা যাক।'

কমপাসে চোখ রেখে দিক নির্দেশ দিলো নেলসন, ব্লু হোয়েলের পাওয়ার বাড়িয়ে সামনে এগোলো রানা।

'বাম দিকে তু'পয়েন্ট সরো···উঁহু, উঁহু, বেশি হয়ে গেল···হ্যাঁ, ঠিক আছে। সোজা এগোও।'

ভাবাবেগের লেশমাত্র নেই রানার চোখে। ওর মুখ যেন পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। বুক ভরা ভয়, না জানি কি দেখতে হবে। মনে মনে প্রার্থনা করছে, বসের লাশ পানিতে ভাসছে, এই দৃশ্যটা যেন ওকে দেখতে না হয়। শিউরে উঠে এক সেকেণ্ডের জন্যে চোখ তুটো বন্ধ করে ফেললো ও।

‘ডান দিকে কি যেন দেখতে পাচ্ছি,’ বললো নেলসন।

সামনের দিকে ঝুঁকলো রানা। ‘একটা ড্রাম। দুশো লিটারের। আরো কয়েকটা রয়েছে, ওটার বাম পাশে।’

‘চারদিকে শুধু ড্রাম আর ড্রাম,’ বললো নেলসন।

‘গায়ে কোনো মার্কিং নেই ?’ জানতে চাইলো রেডক্লিফ।

‘স্প্যানিশ ভাষায় স্টেনসিল করা। সম্ভবত ওজন আর ভলিউম সম্পর্কে তথ্য।’

‘সামনের একটার কাছাকাছি যাচ্ছি,’ বললো রানা। ‘ভেতরে যাই থাকুক, বেরিয়ে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে।’ ড্রামটার কয়েক ইঞ্চি দূরে থামলো ব্লু হোয়েল। উজ্জ্বল আলোয় ওরা দেখলো, ড্রেইন হোল থেকে গাঢ় কি যেন একটা জিনিস বেরিয়ে আসছে।

‘তেল ?’ জিজ্ঞেস করলো নেলসন।

মাথা নাড়লো রানা। ‘অন্য কিছু মনে হচ্ছে। তেল লাল হয় না। মাই গড ! তেল নয়, রঙ !’

‘পাশে ওটা কি, সিলিণ্ডার আকৃতির ?’

‘তুমি বলো।’

‘আমার ধারণা, প্লাস্টিক শীটের একটা রোল ওটা।’

‘বোধহয় ঠিকই ধরেছো।’

‘পরীক্ষার জন্যে ব্লু ফিনে তোলা যেতে পারে, কি বলো ? স্থির হও। ম্যানিপুলেটর দিয়ে ধরি।’

ব্লু হোয়েলকে স্থির করলো রানা। গুটানো প্লাস্টিক যান্ত্রিক দুই হাতের মধ্যে চলে এলো। ব্লু হোয়েল নিয়ে পরিষ্কার পানিতে উঠে এলো রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর নেলসন বললো, ‘জাহাজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি।’

জাহাজের খোল থেকে সাত মিটার দূরে ব্লু হোয়েলকে থামালো রানা। তারপর ধীরে ধীরে ফোরডেকের দিকে এগোলো। 'আরে, একি!' হঠাৎ বললো ও। 'রেডক্লিফ, লেডি মেরিয়েটার রঙ কি?'

'দাঁড়াও।' দশ সেকেণ্ড পর জবাব দিলো রেডক্লিফ, 'খোল আর সুপারস্ট্রাকচার হালকা নীল।'

'এই জাহাজটার খোল লাল, ওপর দিকটা সাদা।'

সাথে সাথে কিছু বললো না রেডক্লিফ। তারপর তার ক্লান্ত গলা শোনা গেল, 'দুঃখিত, রানা। আমরা বোধহয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়-কার কোনো জাহাজ নিয়ে সময় নষ্ট করছি।'

'সম্ভব নয়,' বললো নেলসন। 'এটা নতুন একটা জাহাজ। গায়ে শ্যাওলা জমেনি বা মরচে ধরেনি। তেল আর বাতাসের বুদবুদ বেরুতে দেখছি আমি। খুব বেশি হলে এক হপ্তা আগে ডুবেছে।'

'নেগেটিভ,' রেডিওতে ভেসে এলো এবার স্কিপার জিম কার্টিসের কণ্ঠস্বর। 'গত ছ'মাসে আটলান্টিকের এদিকটায় শুধু লেডি মেরিয়েটা নিখোঁজ হয়েছে।'

'কিন্তু এটা লেডি মেরিয়েটা নয়,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো নেলসন।

'থামো একটু,' বললো রানা। 'পিছন দিকে গিয়ে দেখি।'

জাহাজটার পাশ ঘেঁষে পিছন দিকে চলে এলো ওরা। জাহাজের গায়ে নাম লেখা রয়েছে।

'ওহ্, মাই গড!' আঁতকে উঠলো নেলসন। 'আমাদের বোকা বানানো হয়েছে!'

অবিশ্বাসে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকলো না রানা। উন্মাদের মতো হাসতে শুরু করলো সে। রহস্যটা যে ভেদ করা গেছে তা নয়, তবে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে। জাহাজের গায়ে সাদা অক্ষরে

লেখা নামটা লেডি মেরিয়েটা নয়। নামটা হলো জেনারেল রামোস।

চার

যাদের হাতে তৈরি, চারশো মিটার দূর থেকে তারাও এখন আর চিনতে পারবে না লেডি মেরিয়েটাকে। চিমনিটাকে নতুন আকৃতি দেয়া হয়েছে, বদলে ফেলা হয়েছে প্রতিটি বর্গ ইঞ্চির রঙ। সামনের চেহারা বদলাবার জন্যে মরচের গুঁড়ো দিয়ে আঁকাবাঁকা দাগ টানা হয়েছে খোলের গায়ে। সুপারস্ট্রাকচার, স্টেটরুমের সবগুলো জানালা আর ডেকগুলো ফাইবার বোর্ড দিয়ে সম্পূর্ণ আড়াল করা, দূর থেকে দেখে মনে হবে ওটা একটা কার্গো কন্টেইনার।

প্রমোদতরীর ব্রিজ সরানো বা লুকানো সম্ভব হয়নি, কাঠের চৌকো কাঠামো দিয়ে আড়াল করা হয়েছে সেটাকে, কাঠামোর ওপর ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে মোটা ক্যানভাস। রঙ দিয়ে আঁকা হয়েছে নকল পোর্ট হোল আর হ্যাচ কাভার।

পান্টা ডেল এসটে-র আলো পিছনে অদৃশ্য হবার সাথে সাথে আল দাউদের সশস্ত্র লোকজন বন্দী ক্রু আর আরোহীদের কাজ করতে বাধ্য

করে। সারা রাত ধরে চলে জাহাজটার চেহারা পাল্টানোর কাজ। প্রথমে বাধ্য করা হয় জাহাজের অফিসার, এঞ্জিনিয়ার, স্টুয়ার্ড, সেফ আর ওয়েটারদের। তারপর ভি. আই. পি. প্যাসেঞ্জারদের ডাকা হয়। প্রেসিডেন্ট হোসেন ইসমাইল আর প্রেসিডেন্ট অগাস্টিন মোরেনোকে দেয়া হয় কাঠ মিস্ত্রীর কাজ, ব্যক্তিগত স্টাফ আর উপদেষ্টারা তাঁদেরকে সাহায্য করেন। জাতিসংঘ মহাসচিব আর বি. সি. আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানকে দেয়া হয় রঙ লাগানোর দায়িত্ব।

নির্ধারিত সময়ে জেনারেল রামোসের সাথে মিলিত হলো লেডি মেরিয়েটা, ইতিমধ্যে কার্গো কন্টেইনার জেনারেল রামোসের প্রায় হুবহু চেহারা পেয়ে গেছে লেডি মেরিয়েটা। ওয়াটার লাইনের ওপর-টা দেখে লেডি মেরিয়েটাকে নিঃসন্দেহে জেনারেল রামোস বলে চালানো যাবে। আকাশ থেকে তাকালে দু'একটা ত্রুটি বা অমিল চোখে পড়তে পারে।

আঠারো জন ক্রু সহ ক্যাপটেন ডিক গ্যালেরন জেনারেল রামোস ছেড়ে চলে এসেছে লেডি মেরিয়েটায়, আসার আগে জাহাজটার সবগুলো সীকক আর কার্গো ডোর খুলে দিয়েছে, বাছাই করা কয়েক জায়গায় ছোটো ছোটো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গর্ত করা হয়েছে খোলের গায়ে। সাগরতলে তলিয়ে গেছে জেনারেল রামোস।

নতুন সূর্য নিয়ে পুব আকাশ উজ্জ্বল হতে শুরু করলো, নতুন চেহারা নিয়ে জেনারেল রামোসের গন্তব্য অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো লেডি মেরিয়েটা। আর্জেন্টিনার সান পাবলো বন্দর যখন স্টারবোর্ড সাইডে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে, বন্দরটাকে এড়িয়ে দক্ষিণ দিকেই যেতে থাকলো জাহাজটা।

সাফল্যের মুখ দেখলো আল দাউদের প্ল্যান। তিন দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, দুনিয়ার মানুষ এখনো বিশ্বাস করে লেডি মেরিয়েটা আটলান্টিকের অতল তলে তলিয়ে গেছে।

চার্ট টেবিলে বসে জাহাজের সর্বশেষ পজিশন চিহ্নিত করছে দাউদ। চূড়ান্ত গন্তব্য পর্যন্ত লম্বা একটা রেখা টানলো সে, ক্রস এঁকে চিহ্নিত করলো সেটাকে। সন্তুষ্টচিত্তে একটা সিগারেট ধরিয়ে সশব্দে ধোঁয়া টানলো। আরো ষোলো ঘণ্টা পর সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারবে সে। তখন জাহাজটাকে এমনভাবে লুকানো সম্ভব হবে যে কেউ আর সেটাকে খুঁজে বের করতে পারবে না।

নাচের ভঙ্গিতে ব্রিজ থেকে চার্টরুমে এসে ঢুকলো ক্যাপটেন গ্যালেরন, হাতে একটা ট্রে। 'কফি চলবে তো?' বিশুদ্ধ ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো সে।

'ধন্যবাদ, ক্যাপটেন।' তারপর তার মনে পড়লো। 'ইয়াল্লা, পান্টা ডেল এসটে ছাড়ার পর এখনো কিছু মুখে দেইনি আমি।'

'আমরা জাহাজে আসার পর থেকে আপনাকে ঘুমাতেও দেখিনি।'

'এখনো কতো কাজ বাকি!'

'এবার বোধহয় আমাদের মধ্যে খোলাখুলি আলাপ হওয়া দরকার,' বললো ক্যাপটেন গ্যালেরন। 'আনুষ্ঠানিক পরিচয় পর্বটা সেরে ফেললে মন্দ হয় না।'

'আপনি কে আমি জানি, অন্তত জানি কি নামে ডাকা হয় আপনাকে,' নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা সুরে বললো দাউদ। 'তার বেশি কিছু জানার দরকার আছে কি?'

'আপনার প্ল্যানটা সম্পর্কে বলবেন আমাকে? জেনারেল রামোসকে ডুবিয়ে দেয়ার পর লেডি মেরিয়েটায় উঠতে হবে, এর বেশি কিছু

জানানো হয়নি আমাকে। মিশনের পরবর্তী কাজ সম্পর্কে জানতে চাই আমি। বিশেষ করে জানতে চাই, আমাদের দুই জাহাজের ক্রু কিভাবে লেডি মেরিয়েটা ত্যাগ করবে বা কিভাবে আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনীর চোখকে ফাঁকি দেবে।'

'দুঃখিত, ব্যস্ত থাকায় আপনাকে জানানো হয়নি।'

'এখন যদি সময় করতে পারেন ভালো হয়,' চাপ দিলো ক্যাপটেন গ্যালেরন।

কফির কাপে ধীরে ধীরে চুমুক দিলো আল দাউদ. মুখোশ পরে থাকায় তার মুখভাব বোঝা গেল না। তারপর গ্যালেরনের দিকে তাকালো সে। 'এখুনি জাহাজ ছাড়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আমার লিডার ও আপনার লিডার আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, লেডি মেরিয়েটাকে যতোটা সম্ভব দেরি করে ধ্বংস করতে হবে, অন্তত যতোক্ষণ না পরিস্থিতি থেকে ফায়দা তোলার সুযোগ তাঁরা পান।'

ধীরে ধীরে শিথিল হলো গ্যালেরনের পেশী। মুখোশ পরা দাউদের স্থির চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো সে। ভাবলো, লোকটা ইস্পাতের মতো কঠিন। 'আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই,' বললো সে। 'আরো কফি দেবো ?'

খালি কাপটা ট্রের ওপর রাখলো দাউদ। 'জাহাজ ডোবানো ছাড়া আর কি করেন আপনি ?'

'রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে হাত পাকিয়েছি,' শান্ত সুরে বললো গ্যালেরন। 'আমরা দু'জন একই পেশায় আছি, আল দাউদ।' মুখোশের ভেতর ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলেও তা দেখতে পেলো না সে, তবে জানে কুঁচকে উঠেছে।

'আমাকে খুন করার জন্যে পাঠানো হয়েছে আপনাকে ?' জিজ্ঞেস

করলো দাউদ, সিগারেটের ছাই ঝাড়ার জন্যে শান্তভাবে ঝুঁকলো সে, পরমুহূর্তে তার হাতের তালুতে বেরিয়ে এলো একটা অটোমেটিক পিস্তল।

মুচকি হেসে বুকে হাত বাঁধলো গ্যালেরন। শান্ত হোন। আমাকে পাঠানো হয়েছে আপনার সাথে একমত হয়ে কাজ করার জন্যে।'

ডান আস্তিনের নিচে স্প্রিং-নিয়ন্ত্রিত একটা খাপের ভেতর পিস্তলটা রেখে দিলো দাউদ। 'আমাকে আপনি চেনেন কিভাবে?'

'আমাদের লিডাররা নিজেদের মধ্যে প্রায় কিছুই গোপন করেন না।'

মোস্তফার ওপর ভরসা রাখা যায় না, রাগের সাথে ভাবলো দাউদ। তার পরিচয় ফাঁস করে দিয়ে বেঈমানী করেছে সে। গ্যালেরন যে মিথ্যেকথা বলছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পথের কাঁটা হোসেন ইসমাইল অস্তিত্ব হারাবার পর ভাড়াটে খুনীকে আর দরকার হবে না মোস্তফা কামালের। উঁহুঁ, মেক্সিকান হিট ম্যান গ্যালেরনকে তার পালানোর প্ল্যান জানতে দেবে না দাউদ। একটা কথা ভেবে মনে মনে সন্তুষ্ট বোধ করলো সে—গ্যালেরনকে যখন খুশি খুন করতে পারে সে, কিন্তু তাকে খুন করতে হলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে গ্যালেরনকে।

দাউদ জানে কোথায় সে দাঁড়িয়ে আছে। কফির কাপটা ট্রে থেকে তুলে উঁচু করে ধরলো সে, বললো, 'মোস্তফা কামালের সাফল্য কামনায়।'

গ্যালেরনও নিজের কাপটা উঁচু করলো। 'ম্যানুয়েল রিভেরার সাফল্য কামনায়।'

*

তালা মারা একটা স্যুইটের ভেতর প্রেসিডেন্ট হোসেন ইসমাইলের সাথে আটকে রাখা হয়েছে উম্মে সালিহা আর রাহাত খানকে। নিজের কাজ শেষ করে রাহাত খান আর উম্মে সালিহাকে সাহায্য করেছেন প্রেসিডেন্ট ইসমাইল, ফলে ওঁদের দু'জনের মতো তাঁর কাপড়চোপড় আর হাতেও রঙ লেগে রয়েছে। এতো ক্লান্ত, তিনজনের কেউই ঘুমাতে পারছেন না। ঘাড়, পিঠ, কাঁধ আর হাত ব্যথা করছে। খিদেতে চোঁ চোঁ করছে পেট।

লেডি মেরিয়েটা উরুগুয়ে ছাড়ার পর থেকে কাউকে কিছু খেতে দেয়া হয়নি। বার কয়েক উঠে গিয়ে বাথরুম থেকে পানি খেয়ে এসেছেন ওঁরা। তাপমাত্রা দ্রুত নামতে শুরু করায় কষ্ট আরো বেড়ে গেছে ওঁদের।

পরিত্যক্ত একটা বস্তার মতো বিছানার ওপর নেতিয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট ইসমাইল। পিঠে একটা ব্যথা আগে থেকেই ছিলো, একটানা দশ ঘণ্টা কায়িক পরিশ্রম করার পর সেটা অসহ্য রকম বেড়ে গেছে।

মাঝে মধ্যে নড়াচড়া না করলে উম্মে সালিহা আর রাহাত খানকে কাঠের মূর্তি বলে ভুল হতে পারতো। একটা টেবিলে বসে আছেন উম্মে সালিহা, চিবুক ঠেকে আছে হাতের তালুতে। চোখে ক্লান্তি, এলোমেলো চুল, কাপড়চোপড়ে ভাঁজ, তারপরও অদ্ভুত সুন্দর আর আশ্চর্য পবিত্র লাগছে তাঁকে।

একটা কাউচে আধ শোয়া ভঙ্গিতে রয়েছেন রাহাত খান, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সিলিঙের দিকে। চোখের পাতা নড়ছে দেখে বোঝা যায় বেঁচে আছেন তিনি। 'আরেকবার ভেবে দেখুন, মিস সালিহা,'

মৃদু কণ্ঠে বললেন তিনি। 'অবস্থাটা মেনে নেয়া মানে পরাজয় স্বীকার করা। আমরা মুক্ত হবার কোনো চেষ্টা করলাম না, কিন্তু তারপরও আমাদেরকে মেরে ফেলা হতে পারে—কথাটা ভেবে দেখেছেন?'

পুরনো প্রসঙ্গ, নতুন করে তুললেন রাহাত খান। মুক্ত হবার জন্যে একটা কিছু করতে চান তিনি, তাঁকে বাধা দিয়ে রেখেছেন উম্মে সালিহা।

'মুখোশ আঁটা শয়তানটাকে কি মনে করেন আপনি?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন উম্মে সালিহা। 'সব দিকে ওর কড়া নজর। আমাদের না খাইয়ে রেখেছে, যাতে দুর্বল হয়ে পড়ি। সবাইকে এক জায়গায় রাখা হয়নি, ফলে আমরা পরামর্শ করতে পারছি না। সে বা তার টেরোরিস্ট গ্রুপের কোনো সদস্য দু'দিন ধরে আমাদের সামনে আসেনি, তারমানে বোঝাতে চেষ্টা করছে আমরা কতো অসহায়।'

'দরজা ভাঙার চেষ্টা করতে পারি,' বললেন রাহাত খান।

'বাইরে অবশ্যই সশস্ত্র গার্ড আছে, চৌকাঠ মাড়ালেই গুলি খেতে হবে।'

'দরজা ভাঙবো, কিন্তু সাথে সাথে বেরুবো না,' বললেন রাহাত খান। 'কেউ এলে তার সাথে অন্তত কথা বলা যাবে। আমরা খাবার চাইতে পারি। আর, লোকটা যদি একা আসে, তাকে কাবু করে পালাবার চেষ্টাও করতে পারি।'

'খেতে চাইলেই দেবে ভেবেছেন? পালাবেন? কোথায় যাবেন পালিয়ে? মাঝসাগরের একটা জাহাজ থেকে পালানো কি এতোই সহজ?'

'কঠিনই বা বলেন কি করে, যদি একটা লাইফবোট চুরি করতে পারি?'

বিছানা থেকে মাথা তুলে প্রেসিডেন্ট হোসেন ইসমাইল বললেন, 'এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শত্রুরা সংখ্যায় এখন দ্বিগুণ, মেক্সিকো কার্গো শিপের ক্রুরা হাত মিলিয়েছে টেরোরিস্টদের সাথে।'

নতুন একটা বুদ্ধি দিলেন রাহাত খান, 'যদি একটা জানালা ভাঙি, তারপর এক এক করে ফার্নিচারগুলো ফেলতে থাকি পানিতে?'

'ফার্নিচার কেন, বোতলে হাতে লেখা কাগজ ভরেও ফেলা যায়। কিন্তু স্রোত ওগুলোকে সকালের মধ্যে একশো কিলোমিটার দূরে সরিয়ে নেবে।' মাথা নাড়লেন উম্মে সালিহা। 'উদ্ধারকর্মীরা সময় মতো একটাও পাবে না।'

'তাছাড়া, কেউ আমাদেরকে খুঁজছে না, রাহাত,' বললেন প্রেসিডেন্ট ইসমাইল। 'দুনিয়া ভাবছে, লেডি মেরিয়েটা ডুবে গেছে, আমাদের সলিল সমাধি ঘটেছে। ইতিমধ্যে সম্ভবত খোঁজাখুঁজির পালা শেষ হয়েছে।'

'একজনের কথা জানি, যে হাল ছাড়বে না।'

'কে?' জাতিসংঘ মহাসচিব ও মিশরীয় প্রেসিডেন্ট একযোগে জানতে চাইলেন।

'রানা,' ছোট্ট করে বললেন রাহাত খান।

চেয়ার ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন উম্মে সালিহা, খোঁড়াতে খোঁড়াতে খোলা জানালার সামনে চলে এলেন। সামনে ফাইবার বোর্ডের আড়াল থাকায় বাইরের দুনিয়ার কিছুই দেখতে পেলেন না। 'আপনি নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে খুব গর্বিত। আমিও জানি, সে ভারি সাহসী ও বুদ্ধিমান যুবক। বাট ওনলি হিউম্যান। তার পক্ষে টেরোরিস্টদের চাতুরি আঁচ করা সম্ভব নয়।' হঠাৎ থেমে বোর্ডের একটা খুদে ফুটোর ভেতর তাকালেন তিনি। ওদিকে খানিকটা সাগর দেখা

গেল। 'আরে, ব্যাপার কি, বলুন তো?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন। 'জাহাজের পাশ দিয়ে ওগুলো কি ভেসে যাচ্ছে?'

কাউচ ছেড়ে উঠে এলেন রাহাত খান। উম্মে সালিহার পাশে দাঁড়িয়ে ফুটোর ভেতর দিয়ে তাকালেন। নীল সাগরের পানিতে সাদা জিনিসগুলো দেখতে পেলেও তিনিও প্রথমে চিনতে পারলেন না। তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। 'তাই তো বলি! এতো ঠাণ্ডা লাগার কারণটা বোঝা গেল। ওগুলো বরফ। নির্ঘাৎ আমরা দক্ষিণমেরুর দিকে যাচ্ছি।'

রাহাত খানের গায়ে ঢলে পড়লেন উম্মে সালিহা, তাঁর বুকে মুখ গুঁজলেন। 'আর কোনো আশা নেই আমাদের,' হাল ছেড়ে দিয়ে বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'ওখানে আমাদের খোঁজ করার কথা ভাববে না কেউ।'

কারো ধারণা ছিলো না ব্লু ফিন এতো দ্রুত ছুটতে পারে। এঞ্জিনের শব্দের সাথে তাল রেখে রিসার্চ শিপের ডেক কাঁপতে শুরু করলো, ঢেউগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তে ঝাঁকি খেলো গোটা খোল। জাহাজটার চারশো হর্স-পাওয়ার ডিজেল এঞ্জিন খুব বেশি হলে চোদ্দ নট গতিসীমায় পৌঁছুতে পারে, তবে স্কিপার জিম কার্টিজ আর তার ক্রুরা কিভাবে কে জানে ওটার কাছ থেকে আদায় করে নিচ্ছে সতেরো নট।

লেডি মেরিয়েটার পিছনে একা শুধু ব্লু ফিন লেগে আছে, মাঝখানের দুরত্ব কমিয়ে আনার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। আর্জেন্টিনা নেভির যুদ্ধজাহাজ আর ফকল্যাণ্ডে নোঙর করা ব্রিটিশ ন্যাভাল ইউনিটগুলো পলায়নরত লেডি মেরিয়েটাকে সামনে থেকে বাধা দিতে

পারতো, কিন্তু তাদেরকে সতর্ক করা হয়নি।

লেডি মেরিয়েটাকে নয়, সাগরের তলায় জেনারেল রামোসকে পাওয়া গেছে, এই খবর কোড করা মেসেজের মাধ্যমে রানার কাছ থেকে যথাসময়েই পেয়েছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। হোয়াইট হাউসে জরুরী বৈঠক হয়েছে, জয়েণ্ট চীফ অভ স্টাফ ও ইণ্টেলিজেন্স চীফরা প্রেসিডেণ্টকে জোরালো পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, সংশ্লিষ্ট এলাকায় ইউ. এস. স্পেশাল অপারেশনস্ ফোর্স না পৌছুনো পর্যন্ত এই আবিষ্কার সম্পর্কে চুপ থাকতে হবে।

কাজেই রিসার্চ শিপ ব্লু ফিন একাই ধাওয়া করছে লেডি মেরিয়েটাকে। ওদের মধ্যে উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তা নেই। নাবিক, বিজ্ঞানী আর ক্রুরা প্রচণ্ড উত্তেজনায় ছটফট করছে। সবাই ব্যাপারটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে, যেভাবেই হোক, নাগাল পেতে হবে লেডি মেরিয়েটার!

জাহাজের ডাইনিং রুমে রয়েছে রানা আর নেলসন। ওদের সামনে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের একটা ম্যাপ মেলে দিয়েছে রেডক্লিফ। ম্যাপের কিনারায় কয়েকটা কফি কাপ বসানো হয়েছে, পিনের কাজ করছে ওগুলো।

'তোমার বিশ্বাস দক্ষিণে যাচ্ছে ওরা?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো রেডক্লিফ।

'ইউ আকৃতির একটা বাঁক নিয়ে যদি উত্তরে যেতো, সার্চ গ্রিডের মধ্যে ফিরে আসতো লেডি মেরিয়েটা,' বললো রানা। 'আমরা জানি, তা আসেনি। আর পশ্চিমে ঘুরে গিয়ে আর্জেন্টিনা উপকূলের দিকে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'খোলা সাগরের দিকে যেতে পারে।'

'তাহলে, তিন দিন এগিয়ে থাকায়, ইতিমধ্যে ওরা আফ্রিকার পথে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে গেছে,' বললো নেলসন।

'ওদিকে ওরা যাবে না, কারণ তাহলে খুব বেশি ঝুঁকি নিতে হয়,' বললো রানা। 'নাটকের পরিচালক যেই হোক, তার খুলির ভেতর হলুদ পদার্থের কোনো কমতি নেই। পুব দিকে ঘুরে সাগর পাড়ি দিলে শুধু সার্চ প্লেনের নয়, অন্যান্য জাহাজেরও চোখে পড়ে যাবার ভয় আছে। উঁহু, সন্দেহ এড়াবার একমাত্র উপায় তার, জেনারেল রামোসের পথে থাকা।'

'কিন্তু জাহাজ পৌঁছুতে দেরি হচ্ছে দেখলে সান পাবলোর বন্দর কর্তৃপক্ষ খবরটা ছড়িয়ে দেবে না?'

'লোকটাকে ছোটো করে দেখো না। বাজি ধরতে পারি, সান পাবলোর হারবার মাস্টারকে জানানো হয়েছে এঞ্জিন বসে যাওয়ায় পৌঁছুতে দেরি হবে জেনারেল রামোসের।'

'আমি বিশ্বাস করি,' বললো রেডক্লিফ। 'অনায়াসে আরো আটচল্লিশ ঘণ্টা হাতে পেতে পারে সে।'

'বেশ,' মেনে নেয়ার সুরে বললো নেলসন। 'বাকি থাকলো কি? কোথায় যেতে পারে সে? ওদিকে জনবসতিহীন হাজারখানেক দ্বীপ আছে, কোথায় তাকে খুঁজবো আমরা?'

'অথবা—,' শব্দটা উচ্চারণ করার পর কয়েক মুহূর্ত বিরতি নিলো রেডক্লিফ, তারপর বললো, 'অথবা অ্যান্টার্কটিকের দিকে যেতে পারে সে। তার হয়তো ধারণা ওখানে কেউ তাকে খুঁজবে না।'

'এমন হতে পারে, এরই মধ্যে কোনো পরিত্যক্ত খাঁড়িতে ঢুকে নোঙর ফেলেছে লেডি মেরিয়েটা,' বললো রানা।

'আমরা তার চালাকি ধরে ফেলেছি,' বললো নেলসন। 'পরের বার

পাশ কাটানোর সময় ল্যাণ্ডস্যাট ক্যামেরা চালু থাকবে – লেডি মেরিয়েটা ওরফে জেনারেল রামোস ধরা পড়তে বাধ্য।'

রানার মন্তব্য শোনার আশায় ঘাড় ফেরালো রেডক্লিফ, কিন্তু সিলিঙের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো রানা। এই মুহূর্তে ব্লু ফিনে নেই ও, চলে গেছে লেডি মেরিয়েটার ব্রিজে, টেরোরিস্ট লিডারের মাথার ভেতর ঢোকার চেষ্টা করছে। কাজটা সহজ নয়। ভি. আই. পি. প্যাসেঞ্জার সহ একটা প্রমোদতরীকে হাইজ্যাক করার তিন দিন পরও যে লোক সবার চোখকে ফাঁকি দিতে পারছে, তাকে রানা নিজের যোগ্য প্রতিযোগী বলে মেনে নিলো। শত্রু হলেও, লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা জাগলো মনে। ওদের দেখা হয়নি, রানা তাকে চেনে না, তবে চ্যালেঞ্জটা সম্পর্কে দু'জনই সচেতন। রানা তাকে ধাওয়া করছে, টেরোরিস্ট লিডার জানে তাকে ধাওয়া করা হতে পারে। ধাওয়ারত লোকটা যদি ঠিক পথে থাকে, আল দাউদও তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না করে পারবে না।

মৃদুকণ্ঠে মন্তব্য করলো রানা, 'লোকটা জানে।'

'কি জানে?' রেডক্লিফ জিজ্ঞেস করলো, প্রসঙ্গটা ভুলে গেছে সে।

'স্যাটেলাইট ফটোতে তাকে ধরা হবে।'

'তারমানে সে জানে সে ছুটতে পারে, কিন্তু লুকাতে পারে না।'

'আমার ধারণা, লুকোতেও পারে।'

'কিভাবে জানতে পারলে খুশি হতাম,' হাসিমাখা ব্যঙ্গের সাথে বললো রেডক্লিফ।

চেয়ার ছাড়লো রানা। আড়মোড়া ভাঙলো। 'হাত-পায়ে মরচে ধরে গেল, যাই, খানিক হাঁটাহাঁটি করে আসি।'

'তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি,' উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে

রেডক্লিফ।

টলে উঠলো রানা, টেবিল ধরে জাহাজের ঝাঁকিটা সামলে নিলো, তারপর রেডক্লিফের দিকে ফিরে মুচকি একটু হাসলো। 'লোকটার জায়গায় আমি হলে,' যেন এমন এক লোক সম্পর্কে কথা বলছে যাকে দীর্ঘদিন ধরে চেনে ও, 'জাহাজটাকে দ্বিতীয়বার গায়েব করে দিতাম।'

'হাঁ' হয়ে গেল রেডক্লিফ। নিঃশব্দে, চেহারায় সবজান্তার ভাব নিয়ে, ওপর-নিচে মাথা দোলালো নেলসন। ওরা কেউ কিছু বলার আগেই ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

-জাহাজের সামনের দিকে চলে এসে মই বেয়ে মুন পুলে নামলো ও। ব্লু হোয়েলের চারপাশে হাঁটলো, থামলো সাগরের তলা থেকে তুলে আনা প্লাস্টিক শীটের সামনে। দড়ির সাথে ক্লিপ দিয়ে খাড়াভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে প্লাস্টিকের টুকরোটাকে, লম্বায় রানার প্রায় সমান হবে। ঝাড়া মিনিট পাঁচেক জিনিসটা দেখলো ও, একবার হাত বুলালো। ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ওর চেহারা, যেন গোপন কি একটা জেনে ফেলেছে। 'যা ভেবেছি!' ফিসফিস করে বললো ও, কয়েক মিটার দূরে ওঅর্ক-বেঞ্চের সামনে দাঁড়ানো এঞ্জিনিয়ার লোক-টাও শুনতে পেলো না ওর কথা।

পরিস্থিতির নামকরণ করা হয়েছে, লেডি মেরিয়েটা সংকট। সংকট সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পাহাড়ী ঢলের মতো টেলিটাইপ আর কমপিউ-টরের মাধ্যমে এসে জমা হচ্ছে পেন্টাগনের মিলিটারী কমাণ্ড সেন্টার, স্টেট ডিপার্টমেন্টের অপারেশনস সেন্টার আর পুরনো এক্সিকিউটিভ অফিস বিল্ডিঙের ওঅর গেমস রুমে। তিন জায়গাতেই প্রায় বিদ্যুৎ-গতিতে সাজানোর পর পর্যালোচনা করা হচ্ছে ডাটা-গুলো। তারপর,

সংক্ষিপ্ত সারবস্তু, সুপারিশ সহ, হোয়াইট হাউসের বেসমেন্টে অর্থাৎ সিচুয়েশন রুমে চূড়ান্ত বিশ্লেষণের জন্যে পাঠানো হচ্ছে।

সিচুয়েশন রুমে ঢুকে লম্বা কনফারেন্স টেবিলের এক মাথায় বসলেন প্রেসিডেন্ট। স্ল্যাকস আর টার্টলনেক পরে আছেন ভদ্রলোক। পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার পর উপদেষ্টাদের পরামর্শ চাইতে পারেন তিনি, যদিও কি করা হবে সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার একক ক্ষমতা ও অধিকার রয়েছে তাঁর।

মিশর থেকে পাওয়া ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট প্রায় সবগুলোই খারাপ গোটা দেশ জুড়ে অরাজকতা শুরু হয়ে গেছে, প্রতি ঘণ্টায় আরো অবনতি ঘটছে পরিস্থিতির। পুলিশ আর সামরিক বাহিনী ব্যারাক ছেড়ে বেরোয়নি, হরতালের ডাক দিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর লুটপাট শুরু করেছে মোস্তফা কামালের অনুসারীরা। মন্দের ভালো এইটুকুই যে তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। পুলিশের সাহায্য না পেলেও, কোথাও কোথাও তাদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছে সাধারণ মানুষ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সামনে তাঁর এইড একটা রিপোর্ট রাখলো, সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে বিড়বিড় করে তিনি বললেন, 'এইটুকুই বাকি ছিলো!'

নিঃশব্দে তাঁর দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট।

'মৌলবাদী বিদ্রোহীরা খানিক আগে কায়রোর টিভি স্টেশন দখল করে নিয়েছে।'

'স্ক্রীনে দেখা গেছে মোস্তফা কামালকে?'

একবার কমপিউটর মনিটরের দিকে পিছন ফিরলেন সি. আই. এ. চীফ। 'না, এখনো সে মুখ দেখাচ্ছে না। শেষ ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট পেয়েছি, আলেকজান্দ্রিয়ার কাছে সে তার নিজের ভিলায় বসে আছে,

অপেক্ষা করছে পরিস্থিতি সামলাতে না পেরে কখন পদত্যাগ করবে সরকার।'

'তার বোধহয় আর বেশি দেরিও নেই,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন প্রেসিডেন্ট, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'ইসরাইল কি করছে?'

'ওয়েট-অ্যাণ্ড-সি পলিসি নিয়েছে ওরা,' জবাব দিলেন সি. আই. এ. চীফ। 'মোস্তফা কামালকে এখুনি ওরা কোনো হুমকি বলে মনে করছে না।'

'মোস্তফা ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ছিঁড়ে ফেললে তখন টের পাবে।' সি. আই. এ. চীফের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'তাকে আমরা বের করে আনতে পারি?'

'পারি,' ম্লান গলায় বললেন সি. আই. এ. চীফ।

'কিভাবে?'

'আপনার প্রশাসনের ওপর সমস্ত দায়-দায়িত্ব চাপতে পারে, তাই পদ্ধতিটা আপনাকে আমি জানাতে চাই না, মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। 'তবে কাজটা করতে হলে সি. আই. এ.-কে আমার নির্দেশ পেতে হবে।'

'আততায়ী পাঠানোর ঘোর বিরোধী আমি,' সি. আই. এ. চীফ বললেন।

এ-ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না করে হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করলেন প্রেসিডেন্ট, 'মেক্সিকো থেকে কিছু জানা গেল?'

'ওখানকার পরিস্থিতি অস্বাভাবিক শান্ত,' সি. আই. এ. চীফ ওয়ারেন হোল্ডিং জবাব দিলেন। 'কোনো বিক্ষোভ মিছিল বা দাঙ্গা হয়নি। ম্যানুয়েল রিভেরা তার ভাইয়ের মতোই অপেক্ষায় আছে।'

ঝট্ করে মুখ তুললেন প্রেসিডেন্ট, চেহারায় হতচকিত ভাব। 'আমি

কি ঠিক শুনলাম ? ভাই ?'

চোখ ইশারায় জিমি উইলফোর্সের দিকে ইঙ্গিত করলেন ওয়ারেন হোল্ডিং। 'সন্দেহ হওয়ায় চমৎকার একটা পরীক্ষা চালিয়ে বাজিমাত করেছে জিমি। মোস্তফা কামাল আর ম্যানুয়েল রিভেরা পরস্পরের আপন ভাই, তারা কেউই জন্মসূত্রে মেক্সিকান বা মিশরীয় নয়।'

'পারিবারিক সম্পর্ক নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা গেছে ?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন বিল হ্যারিংটন। 'কোনো সন্দেহ নেই ?'

'আমাদের অপারেটররা তাদের জেনেটিক কোড সংগ্রহ করে মিলিয়ে দেখেছে।'

'এই প্রথম শুনলাম,' প্রেসিডেন্টের বলার সুরে অসন্তোষ প্রকাশ পেলো। 'আমাকে আরো আগে জানানো হয়নি কেন ?'

'চূড়ান্ত প্রমাণ সাজানোর কাজ চলছে, ল্যাংলি থেকে সরাসরি আপনার কাছে পাঠানো হবে।'

বিল হ্যারিংটন জিজ্ঞেস করলেন, 'ওদের জেনেটিক কোড যোগাড় হলো কিভাবে ?'

'দু'জনেই আত্মপ্রচার পছন্দ করে,' ব্যাখ্যা করলেন ওয়ারেন হোল্ডিং। 'আমাদের ফরজারি ডিপার্টমেণ্ট মোস্তফা কামালের কাছে পবিত্র কোরানের একটা কপি পাঠায়, আর রিভেরার কাছে পাঠায় আযটেক পোশাক পরা তারই একটা ফটো, সেই সাথে দু'জনকে অনুরোধ করা হয়, তারা যেন সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা লিখে ওগুলো ফেরত দেয়। ওগুলো পাঠানো হয় ওদের পরিচিত বিদেশী ভক্তদের নামে, যাদের হস্তাক্ষর মোস্তফা কামাল ও ম্যানুয়েল রিভেরা চেনে। দু'জনেই ওরা টোপ গেলে। প্রার্থনা লিখে ডাকযোগে ফেরত পাঠায় ওগুলো। নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছুনোর আগে মাঝপথ থেকে ওগুলো আমরা সংগ্রহ

করি।'

দীর্ঘ কাহিনী, শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন সি. আই. এ. চীফ। ফেরত আসা পবিত্র কোরান থেকে কয়েক জোড়া হাতের ছাপ পাওয়া যায়। বছর কয়েক আগে কায়রোয় একবার গ্রেফতার হয়েছিল মোস্তফা কামাল, মিশরীয় পুলিশ বিভাগের কাছ থেকে তার হাতের ছাপ আগেই যোগাড় করেছে সি. আই. এ., সেটার সাথে মিলে গেল কোরানে পাওয়া একটা ছাপ। ফিঙ্গারপ্রিন্ট অয়েল থেকে তার ডি. এন. এ. ট্রেস করে ল্যাব কর্মীরা।

রিভেরার আঙুলের ছাপ মেলানো অতো সহজ হয়নি। মেক্সিকোয় কখনো গ্রেফতার হয়নি সে। তবে ফেরত আসা ফটোয় পাওয়া অনেক-গুলো প্রিন্টের মধ্যে থেকে একটার সাথে মিলে যায় মোস্তফা কামা-লের কোড। এরপর ইন্টারপোল-এর প্যারিস হেডকোয়ার্টারে বসে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল রেকর্ড ঘাঁটিতে গিয়ে সি. আই. এ. অপা-রেটররা চমকপ্রদ একটা তথ্য পেয়ে যায়। ভোজবাজির মতো বেরিয়ে আসে অবিশ্বাস্য একটা পারিবারিক কাহিনী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই পারিবারিক সংগঠন অপরাধ জগতে মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। একশো মিলিয়ন ডলার পুঁজি নিয়ে চুটিয়ে অবৈধ ব্যবসা ফেঁদে বসে মা-বাবা, তিন ভাই আর এক বোন। মা-বাবা নীতি নির্ধারণ করে, ভাই-বোনেরা অপারেশনের দায়িত্বে থাকে। চাচা-মামা, খালা-খালু, চাচাতো-খালাতো ভাইবোন, রক্ত সূত্রে বা বিবাহ সূত্রে নিকটাত্মীয়রা অপরাধ সাম্রাজ্যের এক একজন মন্ত্রী। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া সংগঠনে বাইরের কেউ না থাকায় আন্তর্জাতিক ইনভেস্টিগেটরদের পক্ষে তদন্ত চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে।

'ওদের নাম?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

'ভ্যালেটা,' বললেন সি. আই. এ. চীফ। 'মা রিকা ভ্যালেটা, বাবা গুইডো ভ্যালেটা। বড় ছেলের নাম এলিয়ো ভ্যালেটা, যাকে আমরা ম্যানুয়েল রিভেরা বলে জানি। মেজো ছেলে ইটুরি।'

'অর্থাৎ মোস্তফা কামাল?'

'হ্যাঁ।'

'সি. আই. এ. আর কি জানে, শুনতে বোধহয় ভালোই লাগবে আমাদের,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

কাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরুতেই ওয়ারেন হোল্ডিং স্বীকার করলেন, সব তথ্য এখনো তাঁর জানা নেই। ভিকো আর জুলিয়া অর্থাৎ ছোটো ভাই আর বোন কোথায় আছে বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের নাম-ঠিকানা জানা সম্ভব হয়নি। হাতের কাছে ফাইল নেই, যতোটুকু মনে করতে পারলেন, বলে গেলেন তিনি। ভ্যালেটা-রা অপরাধপ্রবণ একটা পরিবার, তাদের এই ঐতিহ্য আশি বছরের পুরনো। গুইডো ভ্যালেটার বাবা ফ্রান্স ত্যাগ করে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে চলে যায়, সেখানে চোরাচালান ব্যবসা শুরু করে সে—পণ্যসংকটের যুগে আমেরিকায় মদ সরবরাহ করতো, চুরি করা জিনিস পাচার করতো বিভিন্ন দেশে। প্রথমে সে পোর্ট অভ স্পেন থেকে ব্যবসা করতো, পরে কাছাকাছি একটা দ্বীপ কিনে সেটাকে হেডকোয়ার্টার বানায়। বাবা মারা যাবার পর গুইডো ভ্যালেটা স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস শুরু করে দ্বীপটায়। কারো কারো ধারণা, অপরাধ সাম্রাজ্যের ব্রেন হলো তার স্ত্রী, রিকা ভ্যালেটা। স্বামীর সাথে এসেই, শ্বশুর যা করেনি বা করতে পারেনি, তাই করলো সে, ড্রাগ ব্যবসা ধরলো। নিজেদের দ্বীপে প্রথম তারা কলার চাষ করলো। ভালোই লাভ হতো তাতে। এরপর তারা দুটো করে ফসল তোলার ব্যবস্থা করলো—একটা কলা, অপরটি মারি-

জুয়ানা। কলা গাছের তলায় মারিজুয়ানার চাষ হতো, যাতে কেউ দেখতে না পায়। দ্বীপে তারা একটা বিশুদ্ধিকরণ ল্যাবরেটরীও বসায়।

'আমি কি পরিষ্কার একটা ছবি দিতে পারছি?' জিজ্ঞেস করলেন ওয়ারেন হোল্ডিং।

শ্রোতারা মাথা ঝাঁকালেন।

'নিজেদের জায়গায় মারিজুয়ানা চাষ করলো, বিশুদ্ধ করলো, তারপর পাচার করলো,' বললেন সি. আই. এ. চীফ। 'প্রতিটি কাজে অংশগ্রহণ করলো ভ্যালেটা পরিবারের লোকজন, বাইরের কাউকে ভাড়া করা হলো না। আশ্চর্যই বলতে হবে, ইউরোপ আর ফার ইস্টে মারিজুয়ানা বিক্রি করলো তারা, আমেরিকায় নয়।'

'ড্রাগস এখনো কি তাদের প্রধান ব্যবসা?' জিমি উইলফোর্স জানতে চাইলেন।

'না।' মাথা নাড়লেন ওয়ারেন হোল্ডিং। নিজস্ব সূত্র থেকে ভ্যালেটা পরিবার খবর পায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কয়েকটা সিকিউরিটি ফোর্স একসাথে তাদের দ্বীপে হানা দেবে। তাড়াহুড়ো করে মারিজুয়ানার খেত পুড়িয়ে ফেললো তারা, রাখলো শুধু কলা বাগানটা, তারপর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে এমন সব করপোরেশন পাইকারী হারে কিনে ফেললো। ব্যবসা বুদ্ধিতে কারো চেয়ে কম যায় না, প্রতিটি করপোরেশন সংকট কাটিয়ে উঠলো, ভ্যালেটা পরিবারের সঞ্চয় দাঁড়ালো বারো শো মিলিয়ন ডলার। বলাই বাহুল্য, ব্যবসা পরিচালনায় নিজেদের কৌশল খাটায় তারা।'

'নিজেদের কৌশল, সেটা কি রকম?' প্রশ্নটা জিমি উইলফোর্সের।

ব্ল্যাকমেইল, ঘুষ আর হত্যাকাণ্ড, জবাব দিলেন ওয়ারেন হোল্ডিং।

প্রতিযোগী কোনো কোম্পানী ভ্যালেটাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দেখা দিলে প্রথমে কোম্পানীর বড় কোনো কর্মকর্তাকে মোটা টাকা ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। হয়তো দেখা গেল, নিজেদের বিরাট কোনো স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কোম্পানীটি ভ্যালেটাদের সাথে একটা চুক্তিতে এসেছে। ভ্যালেটা পরিবারের রয়েছে নামকরা সব উকিল, তাদের কাজই হলো প্রতিযোগী অন্যান্য কোম্পানীর বিরুদ্ধে প্রতি মাসে একটা দুটো করে মামলা ঠোকা। প্রতিপক্ষ কোম্পানীর ডিজাইনার, পরিচালক, প্রোডাকশন ম্যানেজার বা এক্সিকিউটিভ নিজেদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করে না, কারণ তারা ভ্যালেটাদের কাছ থেকে মাসোহারা পায়। কেউ যদি মাসোহারা নিতে অস্বীকার করে, বেড়াতে গিয়ে তার স্ত্রী বা ছেলে খুন হয়ে যায় সাগরসৈকতে, কিংবা সে নিজেই গাড়ির তলায় চাপা পড়ে। অনেকে স্রেফ গায়েব হয়ে যায়। অথবা কারো বাড়িতে আগুন লাগে। এভাবেই আন্তর্জাতিক ব্যবসা জগতে নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করে নিয়েছে ভ্যালেটা পরিবার। সরকারী হিসেবেই তাদের মূলধনের পরিমাণ এখন বারোশো মিলিয়ন ডলার।

'কে বলে, ক্রাইম ডাজ নট পে?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন বিল হ্যারিংটন।

'মাফিয়া পরিবারগুলোর মতো একটা সংগঠন, বুঝলাম,' বললেন প্রেসিডেন্ট, 'কিন্তু দুই ছেলেকে মেক্সিকো আর মিশরে কেন তারা পাঠালো? ছেলে দুটো স্থানীয় বলে পরিচিতিই বা পেলো কিভাবে?'

'দু'জনেরই গায়ের রঙ শ্যামলা, তার কারণ ওদের মায়ের পূর্বপুরুষরা কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস ছিলো। বিশদ ইতিহাস জানার সুযোগ নেই, তবে আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না যে গুইডো আর রিকা ভ্যালেটা অন্তত

চল্লিশ বছর আগে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখে ও পরিকল্পনা তৈরি করে। ছেলেরা জন্ম নেয়ার আগেই বিদেশের মাটিতে কোথায়, কিভাবে তাদেরকে পাঠিয়ে মানুষ করা হবে, সব ঠিক করে ফেলা হয়। ইটুরি ওরফে মোস্তফা কামালকে আরবী ভাষা শেখানো হয়, তখনো সে ভালো করে হাঁটতে শেখেনি, রবার্ট ওরফে রিভেরাকে শেখানো হয় প্রাচীন আযটেক ভাষা। বয়স বাড়ার পর ওদেরকে সম্ভবত মেক্সিকো আর মিশরের প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি করা হয়, নাম পাল্টে।

'চমৎকার প্ল্যান,' গম্ভীর সুরে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'জন্মের পরপরই বাচ্চাদের ট্রেনিং দেয়া শুরু হলো, যাতে তারা দুটো রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করতে পারে। বিপুল সম্পদ, অসীম ক্ষমতা, উদ্ভট উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিবারটিকে বেপরোয়া করে তোলে। আমি তাদের জেদ আর ধৈর্যের প্রশংসা করলে অন্যায় হবে কি?'

'প্রশংসা না করে উপায় কি,' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গর্ডন উইন্টার বললেন। 'ওদের পরিকল্পনা যে সফল হতে চলেছে সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। তৃতীয় বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দুটো দেশের শাসনভার চলে যাচ্ছে ভ্যালেটা পরিবারের হাতে।'

'সেরকম কিছু আমরা ঘটতে দিতে পারি না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এলিয়ো ভ্যালেটা সরকারপ্রধান হওয়ার পর যদি বিশ লাখ মেক্সিকানকে আমাদের সীমান্তের দিকে ঠেলে দেয়, সেনাবাহিনী না পাঠিয়ে আমাদের কোনো উপায় থাকবে না।'

'আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের বিপক্ষে আমি,' ভারি গলায় বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। 'বিশ্ববিবেক সব সময় আক্রমণকারীর নিন্দা করে এসেছে। মোস্তফা কামাল আর ম্যানুয়েল রিভেরাকে খুন করলে বা মেক্সিকো আক্রমণ করলে সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী কোনো সমাধান হবে না।'

‘তা হয়তো হবে না,’ প্রেসিডেন্ট বললেন, ‘তবে তাতে আমরা পরিস্থিতি হালকা করার সময় পাবো হাতে।’

‘আরেকটা সমাধান থাকতে পারে,’ জিমি উইলফোর্স বললেন। ‘ভ্যালেটা পরিবারের মধ্যে ভাঙন ধরানো যায় না? ওরা যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধায়?’

‘আমি ক্লান্ত,’ চেহারায় বিরক্তি নিয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট। ‘হেঁয়ালি বাদ দিতে পারো না?’

সমর্থনের আশায় ওয়ারেন হোল্ডিঙের দিকে তাকালেন জিমি উইলফোর্স। ‘ওরা তো ড্রাগ ব্যবসায়ী, তাই না? নিশ্চয়ই ওরা ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল, ঠিক?’

‘ড্রাগ ব্যবসায়ী, হ্যাঁ। ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল, না। ওদেরকে সাধারণ অপরাধী ভাবলে ভুল হবে। গোটা পরিবারটার ওপর কয়েক যুগ ধরে তদন্ত চলছে। আজ পর্যন্ত একজনও গ্রেফতার হয়নি। কোনো অভিযোগই তোলা যায়নি। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ লইয়ারদের চাকরি দিয়ে রেখেছে ওরা। বন্ধুত্ব আর যোগাযোগ আছে বিশজন সরকারপ্রধানের সাথে। ওদের কাউকে গ্রেফতার করে হাজতে পাঠানোর কথা ভাবাই যায় না, তারচেয়ে কাঁটাচামচ দিয়ে পিরামিড ভাঙা অনেক সহজ।’

‘সেক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে ওদের আসল পরিচয় ফাঁস করা হোক,’ পরামর্শ দিলেন জিমি উইলফোর্স।

‘কোনো লাভ নেই,’ প্রেসিডেন্ট বললেন। ‘মিথ্যে প্রচারণা বলে ওরা বিবৃতি প্রচার করবে।’

‘জিমির পরামর্শটা ভেবে দেখা যেতে পারে,’ বললেন বিল হ্যারিংটন, তিনি বলার চেয়ে শোনেন বেশি। ‘ওদের কুকীর্তি ফাঁস করলে কাজ হতে পারে।

বিল হ্যারিংটনের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'পরিষ্কার করে বলো।'

'লেডি মেরিয়েটা,' বললেন বিল হ্যারিংটন। 'জাহাজটাকে হাই-জ্যাক করার পিছনে মোস্তফা কামাল দায়ী, এটা যদি প্রমাণ করা যায়, ভ্যালেটা পাঁচিলটাকে ভেঙে দেয়া কোনো সমস্যা নয়।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন সি. আই. এ. চীফ। 'তা যদি প্রমাণ করা যায়, মোস্তফা কামাল আর ম্যানুয়েল রিভেরার ধর্মীয় মুখোশ খসে পড়বে। একটা কুকীর্তি ফাঁস করা গেলে, পরিবারের আরো হাজারটা অপরাধ বেরিয়ে আসবে।'

'নিউজ মিডিয়া হয়ে উঠবে ক্ষুধার্ত হাঙর,' মন্তব্য করলেন গর্ডন উইন্টার।

'কিন্তু একটা কথা সবাই ভুলে যাচ্ছি,' বললেন জিমি উইলফোর্স। 'লেডি মেরিয়েটার নিখোঁজ হওয়ার সাথে ভ্যালেটা পরিবারের সম্পর্ক এখনো প্রমাণিত হয়নি।'

সি. আই. এ. চীফ জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রেসিডেন্ট ইসমাইল, প্রেসি-ডেন্ট মোরেনো আর উম্মে সালিহাকে কিডন্যাপ করার মোটিভ আর কার থাকতে পারে?'

'মোটিভ শুধু ভ্যালেটা পরিবারের আছে,' বললেন বিল হ্যারিংটন।

'এক মিনিট,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'জিমির কথায় যুক্তি আছে। হাইজ্যাকাররা কিন্তু টিপিকাল মিডিল ইস্ট টেরোরিস্টদের মতো আচ-রণ করছে না। এখনো তারা কৃতিত্ব দাবি করেনি। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, ওদের এই চুপ করে থাকাটা দুঃস্বপ্নের মতো লাগছে আমার কাছে।'

'আমিও স্বীকার করছি, হাইজ্যাকাররা উদ্ভট আচরণ করছে,' বল-

লেন সি. আই. এ. চীফ। 'আমার ধারণা, ভ্যালেটা পরিবার অপেক্ষার খেলা খেলছে, আশা করছে প্রেসিডেন্ট ইসমাইল আর প্রেসিডেন্ট মোরেনোর অনুপিস্থিতিতে ওঁদের সরকারের পতন ঘটবে।'

'মিঃ রাহাতের ছেলেটা···কি যেন নাম ?' জিজ্ঞেস করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

'মাসুদ রানা,' একযোগে বলে উঠলেন জিমি উইলফোর্স আর বিল হ্যারিংটন, নামটা ইতিমধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে হোয়াইট হাউসে।

'হ্যাঁ, মাসুদ রানা। হাইজ্যাকারদের চালাকি ধরে ফেলেছে, ভালো কথা, কিন্তু তারপর কি করতে পারলো সে ? প্রমোদতরীর পিছু ধাওয়া করে এখনো ওটাকে ধরতে পারেনি ?'

'শেষ খবর পেয়েছি লেডি মেরিয়েটা টিয়েরা ডেল ফুগো-তে রয়েছে,' জবাব দিলেন বিল হ্যারিংটন। 'তীরবেগে ছুটছে দক্ষিণ দিকে। স্যাটেলাইট থেকে চোখ রাখা হয়েছে ওটার ওপর, আশা করি এই সময় কাল সকালে কোণঠাসা করা যাবে।'

প্রেসিডেন্ট খুশি হতে পারলেন না। 'ততোক্ষণে আরোহীদের সবাইকে হাইজ্যাকাররা সম্ভবত খুন করে ফেলবে।'

'এখনো যদি না করে থাকে,' বললেন সি. আই. এ. চীফ।

'ওদিকে আমাদের ফোর্স বলতে কিছুই কি নেই ?'

'নেই বললেই চলে, মিঃ প্রেসিডেন্ট,' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন। 'থাকার মধ্যে আছে শুধু কয়েকটা এয়ারফোর্স ট্রান্সপোর্ট প্লেন, পোলার রিসার্চ স্টেশনে সাপ্লাই আনা-নেয়া করে। লেডি মেরিয়েটার কাছাকাছি মার্কিন জাহাজ মাত্র একটাই আছে, ব্লু ফিন। ওটা নুমার একটা ডিপ-ওয়াটার সার্ভে শিপ।'

'মিঃ রানা যেটায় আছেন ?'

'জ্বী, স্যার।'

'আমাদের স্পেশাল ফোর্স কি করছে?'

'বিশ মিনিট আগে পেন্টাগনে ফোন করে জেনারেল গিলবার্টের সাথে কথা বলেছি,' জবাব দিলেন বিল হ্যারিংটন। 'ঘণ্টাখানেক আগে কার্গো জেটে উঠে রওনা হয়ে গেছে একটা এলিট টিম, ইকুইপমেন্ট সহ। ওদের সাথে অ্যাসল্ট এয়ারক্রাফটও আছে। চিলির পান্টা অ্যারেনাস-এ ল্যাণ্ড করবে ওরা, প্ল্যান বদলের দরকার না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই ঘাঁটি গাড়বে।'

'দূরের পথ,' শান্তভাবে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কখন পৌছুবে তারা?'

'পনেরো ঘণ্টার মধ্যে। আগে পৌঁছুলেও লাভ হতো না, কারণ লেডি মেরিয়েটাকে কোণঠাসা করার পর উদ্ধার কাজ শুরু করতে পারবে স্পেশাল ফোর্স।'

'স্যাটেলাইট থেকে চোখ রাখা এক কথা, আর জাহাজ ও প্লেন নিয়ে তল্লাশি চালিয়ে লেডি মেরিয়েটাকে খুঁজে বের করা সম্পূর্ণ আলাদা কথা,' সি. আই. এ. চীফ বললেন। 'আমাদের সবচেয়ে কাছের ক্যারিয়ার শিপটাও রয়েছে পাঁচ হাজার মাইল দূরে। ফুল স্কেল এয়ার অ্যাণ্ড সী সার্চ অসম্ভব।'

'কোনো পরিত্যক্ত খাঁড়িতে যদি লুকায়, লেডি মেরিয়েটাকে খুঁজে বের করতে কয়েক মাস লেগে যেতে পারে,' আশংকা প্রকাশ করলেন বিল হ্যারিংটন। 'অ্যান্টার্কটিক কোস্ট লাইনে অনেক গুহা আছে, সবগুলো পরীক্ষা করতে হলে এক বছর লেগে যাবে। তারপর আছে কুয়াশা, তুষারপাত আর নিচু মেঘ।'

'কেউ আমাকে জানাবেন আপনারা,' প্রেসিডেন্ট ব্যাখ্যা চেয়ে বসলেন, 'মার্কিন সরকার এরকম দিগম্বর অবস্থায় ধরা পড়ে কেন? আই

সোয়্যার টু গড, সব কিছু আমরা শুধু লেজেগোবরে করে ছাড়ি। দুনিয়ার সেরা ডিটেকশন সিস্টেম আবিষ্কার করেছি আমরা, কিন্তু যখন ওগুলো দরকার, দেখা যাবে ভুল জায়গায় রাখা হয়েছে সব।'

কেউ কথা বললেন না, কেউ নড়লেন না। পরস্পরের দিকে কেউ তাকালেনও না। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন জিমি উইলফোর্স, 'জাহাজটাকে আমরা ঠিকই ধরতে পারবো, মিঃ প্রেসিডেন্ট। ওদেরকে জীবিত ফিরিয়ে আনতে পারলে একমাত্র স্পেশাল ফোর্সই পারবে।'

'জানি, এ-ধরনের মিশনের জন্যে উঁচুদরের ট্রেনিং নেয়া আছে ওদের,' ম্লান কণ্ঠে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কিন্তু আমি শুধু ভাবছি, ওরা পৌঁছে উদ্ধার করার মতো কাউকে পাবে কিনা। এমন তো নয় যে স্পেশাল ফোর্সকে আমরা লাশ উদ্ধার করতে পাঠাচ্ছি?'

পাঁচ

ভেনিজুয়েলার ওপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে সি-১৪০ ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনটা। বিশেষভাবে সাজানো অফিস কমপার্টমেন্টে একটা ডেস্কের সামনে বসে রয়েছে কর্নেল ডিক মার্টিন, হাতে লম্বা হাভানা চুরুট। প্লেন আকাশে ওঠার পর থেকে সমস্যাগুলো নিয়ে দশবার চিন্তা

করেছে সে, প্রতিবার অ্যান্টার্কটিক পেনিনস্যুলার ওয়েদার রিপোর্ট আর বরফ মোড়া উপকূল রেখার ফটোগ্রাফের ওপর চোখ বুলিয়েছে। স্পেশাল অপারেশনস্ ফোর্স সদ্য গঠিত হয়েছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কমাণ্ডো ইউনিটের তুলনায় কয়েক গুণ কঠিন ট্রেনিং পেলেও, তাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি এখনো ভারি হয়ে ওঠেনি। লেডি মেরিয়েটা থেকে আরোহীদের উদ্ধার করার দায়িত্ব যোগ্য টিমের হাতেই পড়েছে, তবে এই মাপের অপারেশনে এই প্রথম হাত দিচ্ছে তারা।

নক করে ভেতরে ঢুকলো সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড, মেজর রক। 'প্ল্যান তৈরি করছেন, কর্নেল ?'

'ছ'ছটা প্ল্যান রয়েছে মাথায়, একটা জাহাজে কিভাবে উঠতে হয় চুপিসারে, বলো তো এঁকেও দেখাতে পারি।' হাসলো কর্নেল ডিক মার্টিন। 'লেডি মেরিয়েটার ডিজাইন আর ডেক লেআউট হাতের উল্টোপিঠের মতোই চিনে ফেলেছি। কিন্তু প্যারাস্যুট ব্যবহার করবো নাকি স্কুবা, অথবা বালি বা শক্ত বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে কিনা, এসব জানা না থাকায় কোন্ প্ল্যানটা কাজে লাগবে বুঝতে পারছি না।'

'প্ল্যানটা ফুলপ্রুফ হতে হবে,' মন্তব্য করলো মেজর।

'হেলিকপ্টার থেকে নামার প্রশ্ন ওঠে না, শব্দ শুনেই ঝাঁক ঝাঁক গুলি ছুঁড়বে ওরা। ভেতরে ঢুকতে হবে আমাদের হাইজ্যাকাররা কিছু টের পাবার আগেই।'

'যদি রাতের অন্ধকারে প্যারাস্যুট নিয়ে নামি ?'

'সম্ভব।'

একটা ক্যানভাস সিটে বসলো মেজর রক। 'নাইট ল্যাণ্ডিং এমনিতেই ডেঞ্জারাস, তার ওপর যদি অন্ধকার একটা জাহাজে অন্ধ সেজে

নামতে হয়, ব্যাপারটা পাইকারী আত্মহত্যা হয়ে উঠতে পারে। চল্লিশজনের মধ্যে পনেরোজন টার্গেট মিস করে সরাসরি সাগরে পড়বে। বিশজন জাহাজের এটা-সেটার সাথে ধাক্কা খেয়ে আহত হবে। যুদ্ধ করার অবস্থায় পাঁচজনকে পেলেও ভাগ্যবান বলবো নিজেকে।'

'তবু হয়তো শেষ পর্যন্ত তাই করতে হবে আমাদের।'

'আরো তথ্যের জন্যে অপেক্ষা করা যাক,' মৃদুকণ্ঠে বললো মেজর রক। 'কোথায় জাহাজটাকে পাওয়া যাবে তার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। কোথাও থেমে আছে না সচল, দুটোর মধ্যে মেলা পার্থক্য। কিছু একটা জানা গেলেই আপনাকে আমি একটা শক্ত অ্যাসল্ট প্ল্যান দেবো অনুমোদনের জন্যে।'

'ভেরি গুড। লোকজনদের খবর কি?'

'হোমওঅর্ক করছে। পান্টা অ্যারেনাসে পৌঁছুবার আগেই লেডি মেরিয়েটার সব কিছু মুখস্থ করে ফেলবে ওরা।'

'পেন্টাগন থেকে জানানো হয়েছে···,' হঠাৎ থেমে ইতস্তত করলো কর্নেল ডিক মার্টিন, '···জেনারেল রামোসের ক্রুরা লেডি মেরিয়েটায় ঠাঁই পেয়েছে ধরে নিয়ে, সব মিলিয়ে হাইজ্যাকারদের সংখ্যা আমাদের সমান হতে পারে।'

'চল্লিশজন!' প্রায় আঁতকে উঠলো মেজর রক।

ওয়াশিংটন ডি. সি.। একটা পাহাড়ের নিচে কংক্রিট বাঙ্কারের ভেতর নিজের অফিস কামরায় পায়চারি করছেন মেজর জেনারেল কগম্যান। দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকলো একজন লেফটেন্যান্ট। মেজর জেনারেল তাঁর কয়েকজন স্টাফকে নিয়ে সর্বশেষ স্যাটেলাইট ইমেজ পাওয়ার

অপেক্ষায় আছেন, টিয়েরা ডেল ফুগোর দক্ষিণ জলভাগ দেখতে পাওয়া যাবে ইমেজটায়। লেফটেন্যান্টকে দেখেই হুংকার ছাড়লেন মেজর জেনারেল কগম্যান। 'দেড় মিনিট আগে পৌঁছুনোর কথা তোমার।'

খালি হাত দিয়ে মাথা চুলকে লেফটেন্যান্ট বললো, 'তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পা পিছলে গিয়েছিল, স্যার।'

লেফটেন্যান্টের হাত থেকে ছোঁ দিয়ে স্যাটেলাইট ইমেজটা নিলেন মেজর জেনারেল, লম্বা ওয়ালবোর্ডের গায়ে আটকালেন পিন দিয়ে, বোর্ডের মাথায় এক সারে হুড পরানো অনেকগুলো স্পটলাইট রয়েছে। এর আগের একটা ইমেজও ঝুলছে কাছাকাছি, তাতে লেডি মেরিয়েটার সর্বশেষ পজিশন দেখানো হয়েছে লাল বৃত্ত এঁকে, ফেলে আসা পথটা সবুজ রেখা দিয়ে বোঝানো হয়েছে আর কমলা রঙের বিন্দুগুলো সম্ভাব্য পরবর্তী কোর্স।

জেনারেলের দু'পাশে ভিড় জমালো স্টাফরা, খুদে বিন্দু অর্থাৎ লেডি মেরিয়েটাকে দেখতে পাবার জন্যে সবাই ভারি ব্যাকুল।

'কেপ হর্ন-এর একশো কিলোমিটার দক্ষিণে শেষবার দেখা গিয়েছিল লেডি মেরিয়েটাকে,' একজন মেজর বললো, আগের চার্ট থেকে কোর্সটা ট্রেস করলো সে। 'ইতিমধ্যে ড্রেক প্যাসেজ ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা ওটার, সম্ভবত অ্যান্টার্কটিক পেনিনসুলা পেরিয়ে দ্বীপপুঞ্জের কাছে পৌঁছে গেছে।'

ঝাড়া এক মিনিট ফিসফাস করলো সবাই, তারপর ঝট্ করে লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরলেন মেজর জেনারেল। 'ফটোটা তুমি দেখেছো, লেফটেন্যান্ট?' বদ্ধ অফিসরুমে গমগম করে উঠলো তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'না, স্যার। অযথা সময় নষ্ট করিনি। হাতে পেয়েই ছুটে এসেছি।'

'তুমি ঠিক জানো এটাই লেটেস্ট ট্র্যান্সমিশন?'

হতচকিত দেখালো লেফটেন্যান্টকে। 'জ্বী, স্যার।'

'কোনো ভুল নেই?'

'ভুল হতে পারে না, স্যার। নুমার সীস্যাট স্যাটেলাইট এরিয়া-টা রেকর্ড করেছে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক ইমপালস-এর সাহায্যে, রেকর্ড করার সাথে সাথে পাঠিয়ে দিয়েছে গ্রাউণ্ডে। আপনি যে ইমেজটা দেখছেন, খুব বেশি হলে ছ'মিনিট আগে পৌচেছে ওটা।'

'পরবর্তী ফটো কখন আসবে?'

'এলাকাটার ওপর দিয়ে ল্যাণ্ডস্যাট যাবে চল্লিশ মিনিট পর।'

'আর ক্যাসপার?'

লেফটেন্যান্ট হাতঘড়ির দিকে তাকালো। 'যদি সময় মতো ফেরে, ফিল্মের ওপর চোখ বুলাবো আমরা এখন থেকে চার ঘণ্টা পর।'

'পৌছুবার সাথে সাথে নিয়ে আসবে আমার কাছে।'

'ইয়েস, স্যার।'

স্টাফদের দিকে ফিরলেন মেজর জেনারেল কগম্যান। 'ওয়েল, জেন্টলমেন—বুঝতেই পারছো, হোয়াইট হাউস ব্যাপারটা পছন্দ করবে না।' এগিয়ে গিয়ে তিনি একটা ফোনের রিসিভার তুললেন।

বিশ সেকেণ্ডের মধ্যে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'আশা করি ভালো কোনো খবর শোনাবে, কগম্যান।'

'দুঃখিত, না,' মেজর জেনারেল কোনো রকম ভণিতা করলেন না। 'দেখা যাচ্ছে প্রমোদতরী…।'

'ডুবে গেছে?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন উপদেষ্টা।

'নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছি না।'

'তাহলে কি বলতে পারছো?'

বড় করে শ্বাস টানলেন মেজর জেনারেল। 'প্রেসিডেন্টকে জানান, প্লিজ, লেডি মেরিয়েটা আবার গায়েব হয়ে গেছে।'

দশ মিনিট পর, ওভাল অফিসে একটা ডেস্কের ওপর হুমড়ি খেয়ে সীস্যাট ইমেজটা দেখছেন প্রেসিডেন্ট ও জিমি উইলফোর্স।

'এবার হয়তো সত্যি জাহাজটা ডুবে গেছে,' বললেন জিমি উইলফোর্স, ক্লান্ত ও উদভ্রান্ত দেখালো তাঁকে।

'আমি তা বিশ্বাস করতে রাজি নই,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর চেহারা রাগে লাল হয়ে আছে। 'পাণ্টা ডেল এসটে পেরুবার পর জাহাজটাকে ধ্বংস করার সুযোগ পেয়েছিল হাইজ্যাকাররা, তা না করে জেনারেল রামোসের পথ ধরে লেডি মেরিয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে ওরা। এখন কেন ডোবাবে?'

'সাবমেরিনে করে পালায়নি তো?'

'ব্লু ফিন থেকে কি বলা হয় শোনার জন্যে অপেক্ষা করবো আমি।'

সি-১৪০ এই মুহূর্তে বলিভিয়ার ওপর দিয়ে উড়ছে। প্লেনের ভেতর সবাই খুব হতাশ। খানিক আগে লেযার রিসিভারের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ইমেজ পৌঁচেছে, তাতে প্রমোদতরী লেডি মেরিয়েটার চিহ্নমাত্র নেই।

'গেল কোথায়!' একাধারে বিস্ময় ও উষ্মা প্রকাশ পেলো কর্নেল ডিক মার্টিনের চেহারায়।

মেজর রক শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো। 'কোথাও নিশ্চয়ই আছে, একেবারে নেই হয়ে যেতে পারে না।'

'তাইতো হয়েছে। নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছো।'

'টার্গেট যদি এভাবে লুকোচুরি খেলতে থাকে···,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাক্যটা অসমাপ্ত রাখলো মেজর রক। 'আমার ধারণা, লেডি মেরিয়েটা ডুবে গেছে। ফটোয় ওটার না থাকার আর কোনো ব্যাখ্যা নেই।'

'চল্লিশজন হাইজ্যাকার একসাথে আত্মহত্যা করতে রাজি হয়েছে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।'

'এখন কি করা হবে?'

'রেডিনেস কমাণ্ড থেকে নির্দেশ চাওয়া ছাড়া আর তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না আমি।'

'আমরা কি মিশন বাতিল করবো?' জিজ্ঞেস করলো মেজর রক।

'নির্দেশ না পেলে করবো না।'

'তারমানে যেমন যাচ্ছি যেতে থাকি।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো কর্নেল ডিক মার্টিন।

সবার শেষে জানলো রানা। মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে ও, কেবিনে ঢুকে ওর ঘুম ভাঙালো রেডক্লিফ।

'জ্যান্ত হও হে,' ব্যস্ত সুরে বললো সে। 'জটিলতা দেখা দিয়েছে।'

ঘুমে ভারি হয়ে থাকা একটা চোখ মেলে হাতঘড়ি দেখলো রানা। 'কি ব্যাপার, পান্টা অ্যারেনাসে এখুনি পৌঁছে গেলাম?'

'হারবারে ঢুকতে আরো এক ঘণ্টা দেরি আছে···।'

'তাহলে আর বিরক্ত করো না, আরেকটু ঘুমিয়ে নিতে দাও,' বলে পাশ ফিরে শুলো রানা।

'গেট সিরিয়াস।' গম্ভীরকণ্ঠে বললো রেডক্লিফ। 'জাহাজের রিসিভারে খানিক আগে লেটেস্ট স্যাটেলাইট ফটো এসেছে। আবার

অদৃশ্য হয়েছে তোমার লেডি মেরিয়েটা।'

'সত্যি?'

'এটা কি ঠাট্টা করার বিষয়? এইমাত্র অ্যাডমিরালের সাথে কথা বলেছি আমি। হোয়াইট হাউস আর পেন্টাগনে মহা হৈ-চৈ বেধে গেছে। স্পেশাল ফোর্সের একটা টিমকে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তারা কোনো গন্তব্য খুঁজে পাচ্ছে না। একটা স্পাই প্লেনও পাঠানো হয়েছে, আশা—পরিষ্কার এরিয়াল ফটো পাওয়া যাবে।'

রানা চোখ খুললো না, রেডক্লিফের দিকে ফিরলোও না। 'অ্যাডমিরালকে জিজ্ঞেস করে দেখো, স্পেশাল অপারেশনস ল্যাণ্ড করার সাথে সাথে লিডার আর আমার মধ্যে একটা মিটিং হতে পারে কিনা।'

'কি আশ্চর্য! অ্যাডমিরালের সাথে তুমি কেন কথা বলছো না?'

'এইজন্যে যে আমি এখন ঘুমাবো,' বলে বিশাল একটা হাই তুললো রানা।

রেডক্লিফ হতভম্ব। 'জাহাজটায় না তোমার বস আছেন? তোমার কিছু আসে যায় না?'

'হ্যাঁ,' চিৎ হলো রানা, সিলিঙের দিকে তাকালো, 'আসে যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কিছু করার আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিধে হলো রেডক্লিফ, ভারি গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'অ্যাডমিরালকে আর কিছু বলতে হবে?'

চাদর দিয়ে মাথা ঢাকতে যাচ্ছিলো রানা, চোখ খুলে রেডক্লিফের দিকে তাকালো। 'হ্যাঁ, একটা কথা ইচ্ছে হলে বলতে পারো তাঁকে। বলতে পারো, আমি জানি কিভাবে লেডি মেরিয়েটা অদৃশ্য হয়েছে। কোথায় ওটা লুকিয়েছে, তা-ও বেশ আন্দাজ করতে পারি।'

কথাগুলো আর কেউ উচ্চারণ করলে রেডক্লিফ তাকে গুলিস্ট ভাবতো। রানাকে অবিশ্বাস করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। 'দু'একটা ক্লু চাইলে কিছু মনে করবে?'

চোখ বুজলো রানা। 'তুমি তো এক ধরনের আর্ট কালেক্টর, তাই না, রেডক্লিফ?'

'আমার অ্যাবস্ট্র্যাক্ট সংগ্রহ নিউ ইয়র্ক মিউজিয়াম অভ মডার্ন আর্ট-এর সাথে তুলনা করা যাবে না, তবে বন্ধুমহলে ওটারও খ্যাতি আছে।' কৌতূহলে রানার দিকে আবার ঝুঁকে পড়লো রেডক্লিফ। 'আর্টের সাথে কি সম্পর্ক?'

'আমার যদি ভুল না হয়, খুব আয়োজন করে দাঁড় করানো একটা শিল্পকর্মের সাক্ষাৎ পাবো আমরা অচিরেই।'

'সে শিল্পকর্ম আমি বুঝবো?'

'তোমাদের দেশের বিখ্যাত আর্টিস্টদের মধ্যে একজন ক্রিস্টো, তাই না?' পাশ ফিরে শুলো রানা। 'তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একটা ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে। যাও, ভাগো, এবার আমাকে একটু ঘুমাতে দাও।'

ছয়

দুনিয়ার সর্বদক্ষিণে এই শহরটাই সবচেয়ে বড়। পানামা খাল তৈরি হবার আগে বন্দর হিসেবে নাম ছিলো পান্টা অ্যারেনাসের, পরে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। শহরের লোকজন এতোদিন ভেড়া পেলে রুজি-রোজগার করেছে, ইদানীং কাছাকাছি তেলখনি আবিষ্কার হওয়ায় আবার জমে উঠছে শহর।

জেটির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল ডিক মার্টিন আর মেজর রক, ব্লু ফিনে চড়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছে তারা। ফ্রিজিং পয়েন্টের কয়েক ডিগ্রী নিচে নেমে গেছে তাপমাত্রা, হালকা তুষারপাত শুরু হয়েছে, কর্কশ ঠাণ্ডা কামড় বসাচ্ছে নিরাবরণ মুখে। আর্কটিকে উটের মতো লাগছে নিজেদের। চিলি কর্তৃপক্ষের সহায়তায় নিজেদের পরিচয় গোপন করেছে তারা, ব্যাটল ড্রেসের বদলে পরেছে ইমিগ্রেশন অফিসারদের ইউনিফর্ম।

সময় মতোই, তখনো অন্ধকার ছিলো আকাশ, কাছাকাছি একটা সামরিক এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করেছে ওদের প্লেন। তুষারপাত শুরু হওয়ায় ভালোই হয়েছে, প্লেন থেকে ওদেরকে কেউ নামতে দেখেনি।

চিলির মিলিটারী কমাণ্ডের সৌজন্যে ডিক মার্টিনের সি-১৪০ ও অ্যাসল্ট এয়ারক্রাফট ঠাঁই পেয়েছে লোকচক্ষুর আড়ালে একটা হ্যাঙ্গারের ভেতর। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে একটা ওয়্যার হাউসে ঢোকে ওরা, দূর থেকে দেখতে পায় নোঙর ফেলছে রিসার্চ শিপ ব্লু ফিন। ব্লু ফিনের ব্রিজ উইং-এ বেরিয়ে এলো এক যুবক, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে স্কি জ্যাকেট। মুখের সামনে চোঙ তৈরি করলো হাত দিয়ে। জিজ্ঞেস করলো, 'সিনর চ্যাভেসি?'

'সিনর চ্যাভেসি,' মাথা ঝাঁকালো কর্নেল ডিক মার্টিন।

'আপনার বন্ধুটি কে?' স্প্যানিশ ভাষায় জিজ্ঞেস করলো যুবক।

একই ভাষায় উত্তর দিলো কর্নেল, 'আমার বন্ধু সিনর পিকেট।'

বিড়বিড় করে মেজর রক বললো, 'এমনকি চীনা রেস্তোরাঁয়ও এর-চেয়ে ভালো স্প্যানিশ শুনেছি আমি।'

'প্লিজ, উঠে আসুন জাহাজে,' বললো যুবক। 'মেইন ডেকে ওঠার পর ডান দিকে একটা মই পাবেন, ওটা বেয়ে ব্রিজে চলে আসুন।'

'ধন্যবাদ।'

মই বেয়ে ওঠার সময় কৌতূহলের মাত্রা বেড়ে গেল কর্নেলের। যুবকের কথা শুনে তাকে আমেরিকান বলে মনে হয়নি। পরিচয় আন্দাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো সে। আসলে এখনো অন্ধকারে রাখা হয়েছে তাকে। পান্টা অ্যারেনাসে পৌঁছুবার এক ঘণ্টা আগে জেনা-রেল কগম্যানের কাছ থেকে কোড করা জরুরী একটা মেসেজ পেয়েছে সে, নুমার সার্ভে শিপ ব্লু ফিন নোঙর ফেললে তাতে চড়তে হবে তাকে। ব্যস, এইটুকু। আর কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। পরবর্তী নির্দেশও পায়নি সে। ভার্জিনিয়া ব্রিফিং থেকে তার শুধু জানা আছে রিসার্চ শিপ আর তার ক্রুরা কিভাবে যেন একটা অসম্ভবকে সম্ভব

করেছে—লেডি মেরিয়েটাকে জেনারেল রামোস বলে চালাবার চেষ্টা করেছিল হাইজ্যাকাররা, সেটা তারা ধরে ফেলে। আর কিছু জানা নেই কর্নেলের। তাকে এখন জানতে হবে পান্টা অ্যারেনাসে এস. ও. এফ. টিম যখন পৌঁছুলো, একই সময়ে হঠাৎ করে ব্লু ফিন-ও পৌঁছুলো কেন? অন্ধকারে থাকতে পছন্দ করে না কর্নেল, কাজেই তার মেজাজও খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই।

যুবককে ব্রিজ উইংয়েই পাওয়া গেল। তার ঘন কালো, মায়াভরা চোখ দুটো খুঁটিয়ে দেখলো কর্নেল ডিক মার্টিন। কিন্তু চোখের ভেতর দিয়ে গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টাটা সফল হলো না, তার চিন্তা-ভাবনা বা প্রকৃতি অজানাই থেকে গেল। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেও, তাতেই ঋজু একটা ভাব ফুটে উঠেছে যুবকের মধ্যে। তার কালো চুলে তুষারের সাদা কণা জমেছে। পাঁচ সেকেণ্ড অফিসার দু'জনকে দেখলো সে, তারপর কোট পকেট থেকে হাত বের করে বাড়িয়ে ধরলো। 'কর্নেল ডিক মার্টিন, মেজর ইভান রক, আমি মাসুদ রানা।'

'দেখা যাচ্ছে, আমরা আপনার সম্পর্কে কিছু জানি না, কিন্তু আপনি আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন, মিঃ রানা।'

'বৈষম্যটা দূর করা হবে,' কথা দেয়ার সুরে বললো রানা, মুখটা হাসি হাসি। 'আসুন, ক্যাপটেনের কেবিনে যাওয়া যাক।'

কৃতজ্ঞচিত্তে তুষার আর হিম ঠাণ্ডা পিছনে ফেলে রানাকে অনুসরণ করলো অফিসাররা, এক ডেক নিচে নেমে স্কিপার জিম কার্টিসের কেবিনে ঢুকলো রানা। ভেতরে ঢুকে সবার সাথে হ্যাণ্ডশেক করলো অফিসাররা, খুশিমনে ধূমায়িত কফির কাপে চুমুক দিলো।

'প্লিজ সিট ডাউন,' ওদেরকে চেয়ার দেখালো স্কিপার।

মেজর রক বসলো, তবে মাথা নাড়লো কর্নেল ডিক মার্টিন।

‘ধন্যবাদ,’ বললো সে। ‘আমি বরং দাঁড়িয়ে থাকতেই পছন্দ করবো।’ এক এক করে নুমার চারজন লোকের দিকে তাকালো সে। ‘সরাসরি জিজ্ঞেস করলে যদি কিছু মনে না করেন, কি ঘটছে বলবেন আমাকে?’

‘বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা লেডি মেরিয়েটাকে নিয়ে,’ জবাব দিলো রানা।

‘আলোচনার আছেটা কি? জানা কথা টেরোরিস্টরা ওটাকে ডুবিয়ে দিয়েছে।’

দৃঢ় আশ্বাস দিয়ে বললো রানা, ‘এখনো ওটা পানির ওপর দিব্যি ভাসছে।’

‘আমাকে উল্টোটা জানানো হয়েছে,’ কঠিন সুরে বললো কর্নেল ডিক মার্টিন। ‘লেটেস্ট স্যাটেলাইট ফটোতে জাহাজটা নেই।’

‘আমার কথার ওপর ভরসা রাখুন।’

‘আপনি আমাকে প্রমাণ দেখান।’

‘আপনি এখানে হুকুম চালাবেন না। নাকি চালাবেন?’

‘টিম নিয়ে এখানে আমি এসেছি মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে,’ কর্কশ সুরে বললো কর্নেল। ‘কেউ, এমনকি আমার উর্ধ্বতন অফিসার-রাও, আমাকে বলেননি যে লেডি মেরিয়েটার আরোহীদের এখনো বাঁচানো যেতে পারে।’

‘আপনাকে বুঝতে হবে, কর্নেল,’ হঠাৎ চাবুকের মতো শব্দ করলো রানার কণ্ঠস্বর, ‘প্রতিপক্ষরা সাধারণ গান-হ্যাপী টেরোরিস্ট নয়। অত্যন্ত বুদ্ধিমান এক লোক ওদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। দুনিয়ার সেরা সিকিউরিটি মেধাগুলোকে বোকা বানিয়ে চলেছে সে।’

‘অথচ কেউ একজন তার সব চালাকি বুঝে ফেলতে পারছে,’ প্রশংসাই করলো কর্নেল, তবে তীব্র ব্যঙ্গের সুরে।

'আমাদেরকে সহায়তা করেছে ভাগ্য। সাগরের ওই অংশে সার্ভে করছিল ব্লু ফিন, তা না হলে জেনারেল রামোসকে খুঁজে পেতে এক মাস লেগে যেতো। সময়টা কমিয়ে এনেছি আমরা, তারপরও এক কি দেড় দিন এগিয়ে আছে লেডি মেরিয়েটা।'

নরম না হয়ে উপায় দেখলো না কর্নেল। তার সামনে দাঁ. লোকটা এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তেও রাজি নয়। 'জাহাজটা কোথায়?' সরাসরি জানতে চাইলো সে।

'আমরা জানি না,' জবাব দিলো রেডক্লিফ।

'আনুমানিক পজিশনও জানা নেই?'

'শুধু একটা যুক্তিসঙ্গত ধারণা দিতে পারি,' বললো নেলসন।

'কিসের ওপর ভিত্তি করে?'

রানার দিকে তাকালো নেলসন, মৃদু হেসে বলটা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিলো রানা। 'ইনটিউশন।'

কর্নেলের আশা গুঁড়িয়ে যেতে শুরু করলো। 'আপনারা কি যাদু-দণ্ড ব্যবহার করছেন, নাকি ক্রিসটাল বল?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমার পছন্দ প্ল্যাঞ্চেট,' উত্তর দিলো রানা, মনে মনে বললো, টিট ফর ট্যাট।

শীতল, দীর্ঘ নিস্তব্ধতা নেমে এলো কেবিনের ভেতরে। কর্নেলের উপলব্ধিতে কোনো ভুল নেই, চোটপাট দেখিয়ে এখানে সুবিধে করা যাবে না। কফি শেষ করে খালি কাপটা বারবার হাত বদল করলো সে। অবশেষে সে-ই নিস্তব্ধতা ভাঙলো, 'ঠিক আছে। মানলাম, আমি একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি। আসলে সিভিলিয়ানদের সাথে মেলামেশা করে অভ্যস্ত নই।'

ব্যঙ্গ বা তাচ্ছিল্যের কোনো ভাব নয়, রানার চেহারায় শুধু নির্মল

কৌতুক। 'শুনে যদি স্বস্তি বোধ করেন, তাহলে বলি, সুদক্ষ একটা সেনাবাহিনীতে আমি একজন মেজর ছিলাম।'

ভুরু কুঁচকে রানার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো কর্নেল। 'একটা সেনাবাহিনীতে? আমাদের সেনাবাহিনীতে নয়? জানতে পারি, নুমার মতো একটা আমেরিকান প্রতিষ্ঠানে কি করছেন আপনি?'

'সে অনেক কথা,' বললো রানা। 'সব শোনার ধৈর্য হবে না আপনার। বলতে পারেন, নুমায় আমি আছি একটা পারমানেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে।'

মেজর রক হঠাৎ জানতে চাইলো, 'শুনেছি লেডি মেরিয়েটায় প্রেসিডেন্টের একজন বন্ধু আছেন, তিনি সম্ভবত বিদেশী—আপনি কি তাঁর কেউ হন?'

'মেজর জেনারেল, রিটায়ার্ড, রাহাত খান—আমার বস্।'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লো কর্নেল ডিক মার্টিন। 'দেখা হলেই ওনার প্রথম কাজ আমার বাপের মস্ত ভুঁড়িতে কনুই দিয়ে গুঁতো মারা। মাই গড। আংকেল রাহাত আপনার বস্!' চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তার।

'আপনার বাবা?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'মেজর জেনারেল ডিক নর্টন। ওঁরা বাল্যবন্ধু।'

মেজর রক সময় নষ্ট না করে প্রসঙ্গটা ফিরিয়ে আনলো, 'শেষ রিপোর্টে দেখা গেছে, লেডি মেরিয়েটা অ্যান্টার্কটিকার দিকে যাচ্ছে। আপনি বলছেন, জাহাজটা এখনো পানির ওপর আছে। নতুন ফটোগুলোয় ভাসমান বরফের মধ্যে নিশ্চয়ই ওটাকে দেখা যাবে।'

'ফটোগুলো যদি এসআর-নাইনটি ক্যাসপার থেকে তোলা হয়, দেখা যাবে না,' বললো রানা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কর্নেল ডিক মার্টিন। 'কি বলছেন আপনি, মিঃ রানা। এক লাখ কিলোমিটার দূর থেকে এসআর-নাইনটি ত্রিমাত্রিক ইমেজ এতো পরিষ্কার ধরতে পারে যে একটা ফুটবলের সেলাই পর্যন্ত আলাদাভাবে চিনতে পারবেন আপনি।'

'কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি বলটাকে পাথরের মতো দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়?'

'কি বলছেন বুঝতে পারছি না ...।'

'দেখালে বুঝবেন,' বললো রানা। 'আমার সাথে ডেকে চলুন, সব আয়োজন করে রেখেছে ক্রুরা।'

জাহাজের পিছন দিকে খোলা ডেক বড় ও স্বচ্ছ একটা সাদা প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে, প্রতিটি প্রান্ত শক্তভাবে আটকানো, ফলে জোরালো বাতাসেও সেটা ফুলে উঠছে না। একটা ফায়ার হোস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন ক্রু, তাদের পাশে রয়েছে স্কিপার জিম কার্টিস।

জেনারেল রামোসের চারদিকে তল্লাশি চালাতে গিয়ে প্লাস্টিকের টুকরোটা পাওয়া গেছে, ব্যাখ্যা করলো রানা। দুটো জাহাজ মিলিত হবার সময় সম্ভবত দুর্ঘটনাবশত টুকরোটা পানিতে পড়ে যায়। ওটার আশপাশে অনেকগুলো খালি ব্যারেল ছিলো, ব্যারেলগুলোয় ছিলো রঙ, প্রমোদতরী লেডি মেরিয়েটাকে জেনারেল রামোসের চেহারা দেয়ার জন্যে ওই রঙ ব্যবহার করে হাইজ্যাকারা। প্রমাণটাকে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। রানার ধারণার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। তবে, এসব থেকে বেরিয়ে আসে রূপবদলের আরেকটা সম্ভাবনা। সর্বশেষ স্যাটেলাইট ফটোতে কিছু দেখা যায়নি, কারণ সংশ্লিষ্ট সব-

গুলো চোখ একটা জাহাজকে খুঁজছিল। অথচ লেডি মেরিয়েটাকে এখন আর কোনো জাহাজের মতো দেখাচ্ছে না। হাইজ্যাকারদের লিডার নির্ঘাৎ একজন শিল্পরসিক ও সমঝদার আদামি। ভাস্কর ক্রিস্টোর শিল্পকর্ম অবশ্যই তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। ক্রিস্টো, প্লাস্টিক দিয়ে ভাস্কর্য তৈরিতে যিনি সিদ্ধহস্ত, ঈর্ষণীয় খ্যাতিও অর্জন করেছেন। আউটডোর স্কাল্পচার-এ তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। হাইজ্যাকাররা তাঁর পদ্ধতি অনুকরণ করে গোটা জাহাজটাকে প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে ফেলেছে।

প্রমোদতরী বিশাল কোনো জাহাজ নয়। ওটার খোলের কাঠামো খুঁটি ও মাচার সাহায্যে প্রয়োজনমতো বদলে নেয়া সম্ভব। প্লাস্টিক শীট মাপমতো কেটে, প্রতিটিতে নম্বর দিয়ে নিলে, গোটা জাহাজ মুড়ে ফেলা তেমন কঠিন কোনো কাজ নয়, খুব বেশি হলে ঘণ্টা দশেক লাগবে। কাজটা তারা করছিল ল্যাণ্ডস্যাট যখন মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। ক্রুদের ব্যস্ত তৎপরতার বিস্তারিত বিবরণ ফটোতে ধরা পড়েনি, পড়ার কথাও নয়। বারো ঘণ্টা পর সীস্যাটের তোলা ফটোতে জাহাজটা সম্পূর্ণ গায়েব হয়ে যায়, জাহাজের কোনো আকৃতিই ধরা পড়েনি। ব্যাখ্যা শেষে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'আমি খুব তাড়াতাড়ি বলছি?'

'না...,' ধীরে ধীরে বললো কর্নেল ডিক মার্টিন। 'তবে কিছুই তেমন বোধগম্য হচ্ছে না।'

'ওনাকে তাহলে দেখাই?' রানার অনুমতি প্রার্থনা করলো নেলসন।

স্কিপার জিম কার্টিসের উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো রানা।

'ঠিক আছে, বয়েজ,' ক্রুদের বললো স্কিপার। 'প্রথমে হালকাভাবে।'

ক্রুদের একজন ভালভ ঘোরালো, অপরজন তাক করলো হোসের

মুখ। প্লাস্টিকের ওপর ছড়িয়ে পড়লো পানির অনেকগুলো সরু ধারা। প্রথমদিকে বাতাসের ধাক্কায় উড়ে গেল ধারাগুলো। ক্রুরা হোসের মুখ ঘোরালো, এরপর প্লাস্টিকের গায়ে স্বচ্ছ পানির একটা স্তর তৈরি হলো।

এক মিনিটও পেরুলো না, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শক্ত বরফ হয়ে গেল পানির পাতলা স্তরটা।

ধৈর্য ধরে রূপান্তরটা লক্ষ্য করলো ডিক মার্টিন। হঠাৎ এগিয়ে এলো সে, খপ করে রানার একটা হাত ধরে নিজের দিকে টানলো, বুকে চেপে ধরে অভিনন্দন জানালো। 'মুগ্ধ হলাম, মিঃ রানা। আপনি আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকলো মেজর রক। 'একটা আইসবার্গ,' প্রচণ্ড রাগের সাথে, যদিও নিচু গলায়, বিড়বিড় করলো সে, 'বেজন্মা হাইজ্যাকাররা লেডি মেরিয়েটাকে আইসবার্গ বানিয়ে ফেলেছে।'

ঠাণ্ডায় হি হি করতে করতে ঘুম ভাঙলো উম্মে সালিহার। অনেকক্ষণ আগে সকাল হয়েছে, তবু চারদিকে রয়ে গেছে আবছা অন্ধকার। ফাইবার বোর্ড আর প্লাস্টিক শীটের গায়ে বরফ জমায় লেডি মেরিয়েটায় দিনের আলো তেমন প্রবেশ করতে পারছে না। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। ভি. আই. পি. স্যুইটে রয়েছেন তিনি, পাশের বিছানায় প্রেসিডেন্ট হোসেন ইসমাইল ও প্রেসিডেন্ট অগাস্টিন মোরেনোকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন, একটা চাদরের তলায় জড়াজড়ি করে শুয়ে আছেন তাঁরা। তাঁদের নিঃশ্বাস বাষ্পের মতো উঠে আসছে মাথার ওপর, তারপর দেয়ালে জমাট বাঁধছে।

শুধু ঠাণ্ডা তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু অতিরিক্ত আর্দ্রতার সাথে

হিমাঙ্কের নিচের তাপমাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। বেঁচে থাকা আরো দুষ্কর হয়ে উঠেছে পাঁচ ডেল এসটে ছাড়ার পর থেকে পেটে কিছু না পড়ায়। প্যাসেঞ্জার বা ক্রুদের কিছুই খেতে দেয়নি হাইজ্যাকাররা। আল দাউদের নিষ্ঠুরতা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সবাই। শরীর ও মন প্রতি মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়ছে, সময় কাটছে দুঃস্বপ্নের ভেতর, অজানা ভয়ে সবাই কাহিল।

প্রথম দিকে বাথরুমে পানি ছিলো, তা-ই খেয়েছে সবাই। তারপর পাইপের ভেতর পানি বরফ হয়ে গেছে। খিদের সাথে অসহ্য হয়ে উঠেছে পিপাসা।

ঘুম সবারই ভেঙেছে, তবে নড়াচড়া করার বা কথা বলার শক্তি নেই কারো। দেন-দরবার করে কোনো লাভ হয়নি, অতিরিক্ত চাদর দিতে রাজি হয়নি আল দাউদ। কেবিন আর স্যুইটগুলো গরম রাখার জন্যে হিটিং সিস্টেম চালু করার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে সে। বাধা দিয়ে বা জোর খাটিয়ে কোনো লাভ নেই জেনে ক্যাপটেন ব্রেকওয়াল বিনা প্রতিবাদে পরিস্থিতি মেনে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ক্রুদের। তাঁর সিদ্ধান্তই ঠিক, এখনকার একমাত্র কর্তব্য হলো কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে থাকা।

রাহাত খানকে রুমে ঢুকতে দেখে একটা ভুরু সামান্য উঁচু করলেন উম্মে সালিহা।

নীল ডোরাকাটা শার্টের ওপর অ্যাশ কালারের বিজনেস স্যুট পরেছেন তিনি। উম্মে সালিহাকে অভয় দিয়ে হাসলেন বটে, তবে হাসিটা প্রায় সাথে সাথে ম্লান হয়ে গেল। পাঁচদিনের ধকলে তাঁর ছিমছাম, চোখা চেহারা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। 'কেমন যুঝছেন, মিস সালিহা?'

'এক কাপ গরম চা পেলে ডান হাতটা খোয়াতে রাজি আছি,'

ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে উৎসাহ দেখানোর চেষ্টা করলেন উম্মে সালিহা।

'কমপিটিশন হলে আমি জিতবো, হাতের সাথে আমি একটা পা হারাতেও রাজি,' কৌতুক করলেন রাহাত খান।

বিছানায় উঠে বসলেন অগাস্টিন মোরেনো, পা দুটো ডেকে নামালেন। 'আমি কি গরম চায়ের কথা শুনলাম?'

'কল্পনা করছি, মিঃ প্রেসিডেন্ট,' বললেন রাহাত খান।

'একটা প্রমোদতরীতে থাকবো অথচ খিদে আর শীতে মারা যাবো, এ আমি কখনো ভাবিনি।'

'আমিও না,' বললেন উম্মে সালিহা।

পাশ ফিরে শুলেন হোসেন ইসমাইল, মৃদু গোঙালেন, তারপর বালিশ থেকে মাথা তুলে তাকালেন ওদের দিকে।

'পিঠটা বুঝি আবার ভোগাচ্ছে তোমাকে?' বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান, চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠলো।

'দেশে কি ঘটছে ভাবতে গেলে শুধু মাথা ঘোরে, ব্যথা টের পাই না,' জবাব দিলেন মিশরীয় প্রেসিডেন্ট। অগাস্টিন মোরেনোর দিকে তাকালেন তিনি, মৃদু হাসলেন। 'আপনার সাথে অন্য কোনো পরিস্থিতিতে পরিচয় হলে ভালো হতো।'

'শুনেছি আমেরিকানরা বলে, পলিটিক্স মেকস্ স্ট্রেঞ্জ বেডফেলোজ। আমরা যেন আক্ষরিক দৃষ্টান্ত।'

'এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে অবশ্যই আপনি আমার অতিথি হবেন মিশরে।'

মাথা ঝাঁকালেন অগাস্টিন মোরেনো। 'আমন্ত্রণ আমার তরফ থেকেও রইলো।'

'অ্যান অনার আই গ্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট।'

দুই প্রেসিডেন্ট পরস্পরের করমর্দন করলেন। হাততালি দিয়ে ওঁদেরকে অভিনন্দন জানালেন উম্মে সালিহা ও রাহাত খান।

তারপর হঠাৎ করে উম্মে সালিহা জানালেন, 'এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁকে সমর্থন করলেন রাহাত খান। 'এইমাত্র নোঙর ফেলা হয়েছে। আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি।'

'তারমানে মাটির কাছাকাছি কোথাও রয়েছি আমরা।'

'পোর্ট উইণ্ডো খোলা না থাকায় কি করে বলি।'

'ওরা আমাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে,' হোসেন ইসমাইল ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

'আপনাদের একজন যদি দরজা পাহারা দেন,' অগাস্টিন মোরেনোকে বললেন রাহাত খান, 'জানালা ভাঙার একটা চেষ্টা করতে পারি আমি। গার্ডদের না জানিয়ে যদি কাচ ভাঙতে পারি, ফাইবারবোর্ডে একটা গর্ত করা সম্ভব। ভাগ্য ভালো হলে দেখতে পাবো কোথায় আমরা রয়েছি।'

'ঠিক আছে,' বললেন উম্মে সালিহা, 'আমি দরজায় কান পাতবো।'

কিন্তু মেক্সিকান প্রেসিডেন্ট উৎসাহ দেখালেন না। 'এমনিতেই জমে যাচ্ছি, ফাইবারবোর্ড ফুটো করলে ঠাণ্ডা আরো বাড়বে।'

মাথা নেড়ে দ্বিমত পোষণ করলেন রাহাত খান। 'ভেতরে-বাইরে টেমপারেচার একই।' তর্কে সময় নষ্ট করতে চান না, সিটিংরুমের জানালার সামনে চলে এলেন তিনি। কাচের গায়ে টোকা দিলেন। ভোঁতা আওয়াজ শুনে বুঝলেন, যথেষ্ট পুরু। 'কারো আঙুলে হীরের আঙটি আছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

রেইনকোটের পকেট থেকে হাত দুটো বের করে চোখের সামনে

আঙুলগুলো তুললেন উম্মে সালিহা। দুটো আঙটি পরে আছেন তিনি, রিঙের সাথে পাথরও আছে, তবে সেগুলো দুধসাদা ওপাল আর নীলকান্তমণি। 'মুসলমান পাণিপ্রার্থীরা মূল্যবান উপহার দিয়ে মেয়েদের লোভী করে তুলতে রাজি নয়।'

লালচে আঙুল থেকে নিজের আঙটি খুলে হোসেন ইসমাইল বললেন, 'এটা তিন ক্যারেট, রাহাত।'

ম্লান আলোয় পাথরটা পরীক্ষা করলেন রাহাত খান। 'এতেই হবে। ধন্যবাদ, ইসমাইল।'

সাবধানে, যতোটা সম্ভব দ্রুত কাজ করে গেলেন তিনি। নিঃশব্দে ছোট্ট একটা গর্ত তৈরি করছেন কাচের গায়ে, যাতে আঙুল ঢুকতে পারে। হাতে ফুঁ দেয়ার জন্যে খানিক পরপর থামতে হলো তাঁকে। আঙুলগুলো অসাড় হয়ে এলে বগলের নিচে ঢুকিয়ে গরম করে নিলেন।

ধরা পড়লে হাইজ্যাকাররা কি করবে তাঁকে নিয়ে? চিন্তাটা মাথায় বারকয়েক এলো, ঝেড়ে ফেলে দিলেন রাহাত খান। তবু, অসতর্ক মুহূর্তে, নিজের লাশটা তিনি ভাসতে দেখলেন বরফ-জলে।

মাঝখানের ফুটোটার চারধারে একটা বৃত্তাকার রেখা তৈরি করলেন তিনি। রেখাটাকে ধীরে ধীরে গভীর করছেন। বিপজ্জনক কাজটা হলো, কাচের ভাঙা কোনো টুকরোকে নিচে পড়তে না দেয়া। ইস্পাতের খোলে লেগে শব্দ করবে ওটা।

ফুটোয় একটা আঙুল ঢুকিয়ে সেটা বাঁকা করলেন তিনি, ধীরে ধীরে নিজের দিকে টানলেন। বৃত্তাকার কাচ খুলে এলো হাতে, সাবধানে পিছিয়ে এসে কার্পেটের ওপর নামিয়ে রাখলেন সেটা। ফাঁকটা যথেষ্ট বড় হয়েছে, অনায়াসে এবার মাথাটা বাইরে বের করতে পার-

বেন।

জানালা থেকে আধ হাত দুরে ফাইবার বোর্ডের আবরণ, জাহাজের মাঝখানের সুপারস্ট্রাকচার পুরোটা ঢেকে রেখেছে। সদ্য তৈরি ফাঁকটা দিয়ে সাবধানে মাথা গলিয়ে দিলেন রাহাত খান; একটু অসতর্ক হলেই ধারালো কাচের কিনারায় লেগে কান কাটা পড়বে। এদিক ওদিক তাকিয়ে ফাইবার বোর্ড আর ইস্পাতের খাড়া দেয়াল ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না। মুখ তুললেন ওপর দিকে। আলো দেখে বোঝা গেল ওখানে আকাশ আছে; কিন্তু এতো ম্লান, যেন কুয়াশা সব শুষে নিয়েছে। নিচে তাকিয়ে সচল পানি দেখতে পাবার কথা, কিন্তু পানির বদলে বিশাল একটা প্লাস্টিকের আবরণ দেখতে পেলেন। জিনিসটার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, ওখানে ওটা কি কাজে লাগছে বুঝতে পারলেন না।

তবে নিজেকে নিরাপদ মনে হলো তাঁর। ডেকে যারা পাহারা দিচ্ছে তাদেরকে যদি তিনি দেখতে না পান, তারাও তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না।

হঠাৎ অদ্ভুত একটা চিন্তা খেলে গেল রাহাত খানের মাথায়। বহু যুগ হয়ে গেল ফিল্ডে কাজ করার অভ্যাস নেই তাঁর। এখনকার টেক-নিক অন্যরকম, সবকিছু অনেক বদলে গেছে। বদলে গেছেন তিনি নিজেও। বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে তা তিনি স্বীকার করবেন না, তবে শারীরিক সামর্থ্য অবশ্যই কমেছে, সেই সাথে সময় পাল্টে যাওয়ায় অনভিজ্ঞও হয়ে পড়েছেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, এ-ধরনের কাজ তরুণদেরই মানায়। ভাবলেন, আচ্ছা, এই অবস্থায় পড়লে রানা কি করতো?

ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে রাহাত খান মনে মনে স্বীকার করলেন,

অন্তত আজ মাসুদ রানাকে দৃষ্টান্ত ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে নিজের উপকার করা হবে। এই অবস্থায় রানা কি করতো ধরতে পারলেই হাইজ্যাকারদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন তিনি। তিনি? না, তাঁরা সবাই। রানা কখনোই একা নিজেকে মুক্ত করার কথা ভাবতো না, তাকে তিনি সে ধরনের ট্রেনিং বা শিক্ষা দেননি।

সিটিংরুম থেকে বেডরুমে ফিরে এলেন রাহাত খান, স্যুটকেস খুলে ব্যস্তভাবে হাতড়াতে শুরু করলেন।

'কি খুঁজছেন?' দরজার কাছ থেকে নিচু গলায় জানতে চাইলেন উম্মে সালিহা।

স্যুটকেস থেকে একটা সুইস অফিসারস নাইফ বের করে দেখালেন রাহাত খান। 'স্যুটকেসে সব সময় রাখি এটা।' নিঃশব্দে হাসলেন তিনি।

কাজে ফিরে যাবার আগে হাত দুটো গরম করে নিলেন। ছুরির লাল হাতলটা শক্ত করে ধরলেন, কাচের ফাঁক দিয়ে বের করে দিলেন হাতটা, ফাইবারবোর্ডের গায়ে ছোটো ফলাটাকে ড্রিল হিসেবে ব্যবহার করলেন, বড় ফলাটা দিয়ে ছাল কাটলেন।

ধৈর্য আর নৈপুণ্যের পরীক্ষা দিচ্ছেন রাহাত খান। খুব সাবধানে ছুরির ছোটো ফলাটা ঘোরাতে হচ্ছে, যাতে ফাইবারবোর্ডের ওদিকে ফলাটার ডগা বেরিয়ে না পড়ে। নিচের গার্ডরা ছুরির ডগা দেখে ফেলতে পারে। ফাইবারবোর্ডের একটা করে স্তর চেঁছে তুলতে হচ্ছে।

আঙুলগুলো অসাড় হয়ে গেল, তবু ওগুলো গরম করলেন না। ছোটো ছুরিটা তাঁর হাতেরই একটা অংশ হয়ে উঠেছে যেন। অবশেষে খুদে একটা ফুটো তৈরি হলো। জানালার বাইরে মাথা বের করে দিয়ে ফাইবারবোর্ডের গায়ে মুখ ঠেকালেন তিনি, ফুটোয় চোখ রেখে ভালো

করে দেখলেন বাইরেটা।

দৃষ্টিপথে কি যেন একটা বাধা হয়ে রয়েছে। ফুটোয় একটা আঙুল ঢুকিয়ে ঘোরালেন, অনুভব করলেন জিনিসটা—স্বচ্ছ প্লাস্টিকের আবরণ। এতোক্ষণে তিনি উপলব্ধি করলেন, আক্ষরিক অর্থেই গোটা জাহাজ প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে।

দুঃখের মধ্যেও হাসি পেলো তাঁর। ফাইবারবোর্ড কাটার সময় অতোটা সতর্ক না হলেও চলতো। প্লাস্টিকের পর্দা থাকায় নিচ থেকে ছুরির ফলা কেউ দেখতে পেতো না। সুবিধেটা সাথে সাথে গ্রহণ করলেন তিনি, ফাইবারবোর্ডের গায়ে বড় একটা গর্ত বানালেন। কেটে ফেললেন খানিকটা প্লাস্টিক। তারপর তাকালেন। না সাগর, না তীরচিহ্ন, কিছুই তিনি দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলেন বরফের পাঁচিল, এতো উঁচু যে শেষ সীমা পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছুলো না। চকচকে পাঁচিলটা এতো কাছে, যেন লম্বা করা একটা ছাতা দিয়ে নাগাল পাওয়া যাবে।

তাকিয়ে আছেন, ড্রাম পেটানোর মতো গুরুগম্ভীর ভোঁতা আওয়াজ ঢুকলো কানে। সাধারণত ভূমিকম্প হলে এ-ধরনের আওয়াজ শোনা যায়।

দ্রুত পিছিয়ে এলেন রাহাত খান, চেহারায় হতচকিত ভাব।

তাঁকে আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখলেন উম্মে সালিহা। 'কি ?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'কি দেখেছেন আপনি ?'

উম্মে সালিহার দিকে ফিরলেন রাহাত খান, কিছু বলতে গিয়েও পারলেন না, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না। ছুটে এসে তাঁর হাত আঁকড়ে ধরলেন উম্মে সালিহা। হোসেন ইসমাইলও বিছানা থেকে নেমে এলেন। প্রেসিডেন্ট অগাস্টিন মোরেনো দাঁড়িয়ে পড়েছেন ডেকে।

'প্রকাণ্ড একটা গ্লেসিয়ারের গায়ে নোঙর ফেলেছে ওরা,' বিড়বিড়

করে বললেন রাহাত খান। 'যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে বরফের পাঁচিল। যদি পড়ে, চিঁড়ের মতো চ্যাপ্টা হয়ে যাবে জাহাজ।'

সাত

মুখোশ পরা আল দাউদের চোখ দুটোর ওপর দৃষ্টি স্থির রাখলেন ক্যাপটেন ব্রেকওয়াল। হাইজ্যাকারদের লিডার লোকটার চোখে পশু-সুলভ কি যেন একটা আছে। আকৃতিটা মানুষেরই বটে, কিন্তু যার চোখ থেকে অশুভ আভা বেরোয় তার ভেতর মানবিক কোনো গুণ থাকতে পারে না। 'আমাকে জানতে হবে, কখন আপনি আমার জাহাজ রিলিজ করবেন,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে দাবি জানালেন তিনি।

পিরিচে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলো আল দাউদ, আলতোভাবে ঠোঁটে ন্যাপকিন ছোঁয়ালো, তারপর নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকালো ক্যাপ-টেনের দিকে। 'আপনাকে চা পান করার কথা বলতে পারি?'

'প্রথমে আমার প্যাসেঞ্জার আর ক্রুদের অফার করতে হবে,' কঠোর কণ্ঠে জবাব দিলেন ব্রেকওয়াল। সাদা ইউনিফর্ম পরে আছেন তিনি, শিরদাঁড়া টান টান, প্রচণ্ড শীত বা ঠাণ্ডা হিম বাতাস তাঁকে কাবু করতে পারেনি।

'ঠিক এই উত্তরই আমি আপনার কাছ থেকে আশা করেছিলাম।' খালি কাপটা উল্টো করে রাখলো দাউদ। 'আপনি একজন দরদী ক্যাপটেন। শুনে খুশি হবেন, কাল সন্ধ্যের দিকে কোনো এক সময় আমরা চলে যাবো। যদি কথা দেন, আমরা বিদায় নেয়ার আগে আপনারা কোনোরকম বোকামি করবেন না, মানে জাহাজ দখলের চেষ্টা করবেন না বা পালিয়ে কাছাকাছি তীরে যাবেন না, তাহলে আমিও কথা দেবো, আপনাদের কারো কোনো ক্ষতি করা হবে না।'

'আমি চাই এই মুহূর্তে জাহাজে হিটিং সিস্টেম চালু করা হোক, খেতে দেয়া হোক সবাইকে। গরম কাপড়ের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে আমার লোকজন। কয়েক দিন ধরে কেউ কিছু খায়নি। পাইপে জমে গেছে পানি। স্যানিটেশনের কথা নাই বা বললাম।'

'দর্শন পড়েননি?' হাসলো দাউদ। 'কষ্ট করলে আত্মা বিশুদ্ধ হয়।'

ক্যাপটেনের দৃষ্টিতে আগুন ঝরলো। 'আবর্জনা।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো দাউদ। 'দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ।'

'গুড গড, ম্যান, বিনাদোষে নিরীহ মানুষজন মারা যেতে বসেছে এখানে!'

'আরে, দুর! আপনি বাড়িয়ে বলছেন। দু'চার দিন খেতে না পেলে মানুষ বুঝি মারা যায়? তাছাড়া, ঠাণ্ডা দেশের মানুষ আপনারা, শীতে মারা যাবেন, তা কি হয়। আমরা তো চলেই যাবো কাল, খুব বেশি হলে আরো ত্রিশ ঘণ্টা একটু কষ্ট করতে হবে আপনাদের। তারপর এঞ্জিন স্টার্ট দিন, হিটিং সিস্টেম চালু করুন, দশজনের খাবার একজন খান, কেউ আপনাদের বাধা দিতে যাবে না।'

'তার আগে যদি গ্লেসিয়ারটা ভেঙে পড়ে?'

'ভেঙে পড়বে কেন? দেখে তো নিরেট বলেই মনে হচ্ছে।'

'বিপদটা বুঝতে চেষ্টা করুন, প্লিজ,' আবেদনের সুরে বললেন ক্যাপ-টেন। 'যে-কোনো মুহূর্তে বড় একটা অংশ ধসে পড়তে পারে। দশ-তলা বিল্ডিং একটা গাড়ির ওপর ভেঙে পড়লে যা হয়, লেডি মেরিয়ে-টার সেই অবস্থা হবে। আপনারাও কেউ রক্ষা পাবেন না। প্লিজ, প্লিজ—জাহাজটা সরিয়ে নিন।'

'ঝুঁকি আছে, মানলাম, কিন্তু ঝুঁকিটা এড়াবার কোনো উপায় নেই আমার। জাহাজ সরাতে গেলেই প্লাস্টিকের ওপর জমা বরফের প্রলেপ গলে যাবে, ফাঁস হয়ে যাবে আমাদের লোকেশন—স্যাটেলাইটের ইনফ্রারেড ক্যামেরায় ধরা পড়ে যাবে আমাদের র‍্যাডিয়েটেড হিট।'

'হয় আপনি একটা গর্দভ, নয়তো উন্মাদ।' রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন ব্রেকওয়াল। 'এতোগুলো মানুষের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে কী আপনি অর্জন করতে চান? জিম্মিদের ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে টাকা চান? তাহলে সে-কথা জানাচ্ছেন না কেন? স্বদেশী টেরোরিস্টদের কোথাও থেকে মুক্ত করতে চান? তা-ও তো বলছেন না। আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন, তাহলে লাভটা কি হলো আপনার?'

'আপনার কৌতূহল ভারি অস্বস্তিকর, ক্যাপটেন। তবে, জাহাজটা হাইজ্যাক করার কারণ একটা অবশ্যই আছে, সময় মতো সেটা আপনি জানতেও পারবেন।' ক্যাপটেনের পিছনে দাঁড়ানো গার্ডকে ইঙ্গিত করলো সে। 'ক্যাপটেনকে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখো।'

নিজের জায়গা ছেড়ে নড়লেন না ব্রেকওয়াল। 'কেন আপনি গরম কফি, স্যুপ, চা ইত্যাদি দিতে চাইছেন না? কেন কেন কেন?'

আগেই পিছন ফিরেছে দাউদ, ডাইনিং সেলুন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সে। 'গুডবাই, ক্যাপটেন। আমাদের আর দেখা হবে না।'

*

সরাসরি কমিউনিকেশন রুমে চলে এলো দাউদ। যান্ত্রিক গুঞ্জনের সাথে একটা টেলিটাইপ থেকে সর্বশেষ ওয়্যার-সার্ভিস নিউজ বেরিয়ে আসছে, পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে এখলাস। সামনে রেডিও নিয়ে বসে রয়েছে অপারেটর, ইন-কামিং ট্র্যান্সমিশন শুনছে, একটা ভয়েস রেকর্ডার কাগজে কপি করছে সেটা। রেডিও আর টেলিটাইপে শক্তি যোগাচ্ছে একটা পোর্টেবল জেনারেটর।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরালো এখলাস, আল দাউদকে দেখে শ্রদ্ধার সাথে সালাম দিলো, টেলিটাইপ থেকে খুলে নিলো লম্বা একটা কাগজ।

'নতুন কি খবর এলো?' জানতে চাইলো দাউদ তার একান্ত বিশ্বস্ত ভক্তের কাছে।

'ইন্টারন্যাশনাল নিউজ মিডিয়া এখনো খবর দিচ্ছে, লেডি মেরিয়েটার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি,' রিপোর্ট করলো এখলাস। 'উদ্ধারকারী জাহাজগুলো সবেমাত্র উরুগুয়ের কাছাকাছি পৌঁচেছে সাগরের তলায় তল্লাশি চালাবার জন্যে। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন, জনাব। সবাইকে আপনি বোকা বানিয়েছেন। পশ্চিমা দুনিয়া আসল কথা জানার আগেই কায়রোয় ফিরে যেতে পারবো আমরা।'

'মিশরের খবর কি?'

'খুশি হবার মতো কিছু নয়। ইসমাইলের মন্ত্রীসভা এখনো সরকার পরিচালনা করছে। গোঁয়ারের মতো এখনো ক্ষমতা আঁকড়ে রয়েছে তারা। দাঙ্গা থামাবার জন্যে রাস্তায় সেনাবাহিনী না নামিয়ে সাংঘাতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে তারা।'

'দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রচণ্ডতা কি রকম?'

'রাস্তায় খুব বেশি লোকজন নামেনি, কারণ নেতা হিসেবে মোস্তফা কামালকে নিজেদের মধ্যে পায়নি তারা। কায়রোয় কিছু কিছু জায়গায় দাঙ্গাকারীদের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে মানুষের, তাদের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। বড় ধরনের রক্তপাত ঘটেছে মাত্র এক জায়গায়।'

'কোথায়?' চোখ গরম করে তাকালো দাউদ।

'মোল্লারা ভুল করে একটা বাসে বোমা ছোঁড়ে, চল্লিশজন আলজিরিয়ান মারা গেছে, কায়রোয়। সবাই তারা ফায়ার সার্ভিসের লোক, একটা কনভেনশনে যোগ দিতে এসেছিল। মোল্লারা সন্দেহ করেছিল, বাসে পুলিশ আছে। এই ঘটনার পর কায়রো রেডিও থেকে প্রচার করা হয়েছে, মোস্তফা কামালের আন্দোলন দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। আমাদের সাধারণ সমর্থকরাও ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারছে না। বিক্ষোভ মিছিলের সংখ্যা কমে যাবার সেটাও একটা কারণ। মন্ত্রীসভা বাতিল করার জন্যে জনসাধারণের তরফ থেকে তেমন কোনো চাপ নেই।'

'বাসে বোমা মারার জন্যে নিশ্চয়ই গর্দভ মুশাররফ মালিক দায়ী,' খেঁকিয়ে উঠলো দাউদ। 'সামরিক বাহিনী, তারা কি করতে চাইছে?'

'প্রেসিডেন্ট ইসমাইল আর উম্মে সালিহা মারা গেছেন বিশ্বাস করাতে হলে তাদের লাশ দেখাতে হবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী কায়সার আজিজকে,' বললো এখলাস। 'তার আগে পর্যন্ত নিজের কোনো মতামত দিতে সে রাজি নয়।'

'এখানে বিজয়ীর বেশে আবির্ভূত হতে এখনো দেরি আছে মোস্তফা কামালের।'

মাথা ঝাঁকালো এখলাস, তার চেহারা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠলো। 'খবর আরো একটা আছে, জনাব। মোস্তফা কামাল ঘোষণা

করেছে, প্রমোদতরী ধ্বংস হয়নি, প্যাসেঞ্জার ও ক্রুরাও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। সে প্রস্তাব দিয়েছে, টেরোরিস্টদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে সবাইকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে। এতো দূর গেছে সে, বলেছে, মিশরের দুই গর্ব হোসেন ইসমাইল, উম্মে সালিহা এবং বন্ধুদেশের বিশিষ্ট নাগরিক রাহাত খানকে বাঁচাবার জন্যে দরকার হলে নিজের জান পর্যন্ত কোরবান করতে দ্বিধা করবে না।'

প্রথমে নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারলো না আল দাউদ। তারপর প্রচণ্ড রাগে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লো সে। তার শরীর কাঁপতে লাগলো। অবস্থা দেখে এক পা পিছিয়ে গেল এখলাস।

'আল্লাহ আমাকে দিয়ে পাইকারী হত্যাকাণ্ড ঘটাতে চান।' বিড়-বিড় করে বললো দাউদ। এখলাসের দিকে তাকালো সে। 'বুঝতে পারছো তো, মোস্তফা কামাল সরাসরি বেঈমানী করছে আমাদের সাথে।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালো এখলাস। 'আপনাকে ব্যবহার করেছে সে, উদ্দেশ্য হাসিল হবার পর এখন আপনাকে শেষ করার চেষ্টা করছে।'

'তাইতো বলি ইসমাইল আর সালিহাকে খুন করার নির্দেশ দিতে এতো কেন দেরি করছে সে। তোমাকে, আমাকে, আমাদের দলকে গ্যালেরন খুন করবে, এই আশায় অপেক্ষা করছে মোস্তফা কামাল।'

'কিন্তু জনাব, জিম্মিদের বাঁচিয়ে রেখে মোস্তফা কামাল আর ম্যানুয়েল রিভেরার লাভ কি?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো এখলাস।

'দু'জন প্রেসিডেন্ট আর জাতিসংঘের মহাসচিবের ত্রাণকর্তা সেজে জগৎজোড়া সম্মান কুড়াতে চায় মোস্তফা কামাল। মৌলবাদী বলে, সন্ত্রাসের উৎস বলে তার যতো দুর্নাম আছে, এই একটা চালাকি দিয়ে

সব মুছে ফেলতে চায় সে। দেশে ও দেশের বাইরে তার জনপ্রিয়তা বেড়ে গেলে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা দখল তখন তেমন সমস্যা হবে না।'

'তাই আমাদের শকুনের খাবার বানাবার প্ল্যান করা হয়েছে।'

'এটা মোস্তফা কামালের অনেক পুরনো একটা প্ল্যান,' বললো দাউদ। 'শুধু এটা নয়, আরো অনেক কুকাজ আমাদেরকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে সে। আমরা বেঁচে থাকলে সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে।'

'আর ক্যাপটেন গ্যালেরন ও তার মেক্সিকান ক্রুদের কপালে কি ঘটবে? আমাদের তারা খুন করলো, তারপর?'

'ওদের ব্যাপারটা সামলাবে সম্ভবত রিভেরা। মেক্সিকোয় ফেরার পর স্রেফ গায়েব হয়ে যাবে তারা।'

'তার আগে আরো বিপদ আছে ওদের কপালে,' মৃদুকণ্ঠে বললো এখলাস। 'মেক্সিকোয় ফেরার আগে জাহাজ থেকে পালাতে হবে ওদের।'

'হ্যাঁ।' চিন্তিত দেখালো দাউদকে। রাগের সাথে কমিউনিকেশন রুমে পায়চারি শুরু করলো সে। 'মোস্তফা কামালকে আমি ছোটো করে দেখেছি। তার চালাকি আমি আগে ভালো করে বুঝিনি। গ্যালেরনকে আমি গ্রাহ্য করিনি, কারণ ধরে নিয়েছিলাম আর্জেন্টিনার নিরাপদ একটা এয়ারপোর্টে আমাদের পালাবার আয়োজন সম্পর্কে তার কিছু জানা নেই। এখন বুঝতে পারছি, মোস্তফা কামালকে ধন্যবাদ, মেক্সিকান টেরোরিস্ট লিডারের নিজস্ব একটা প্ল্যান আছে কেটে পড়ার।'

'তাহলে এখনো সে আমাদেরকে খুন করেনি কেন?'

'জিম্মিদের মুক্ত করার ব্যাপারে আলোচনার ভান করছে মোস্তফা

কামাল আর রিভেরা, ওদিকটা পুরোপুরি না গুছিয়ে গ্যালেরনকে তারা কাজ শেষ করার নির্দেশ দেবে না।' হঠাৎ ঘুরে গিয়ে রেডিওম্যানের কাঁধ খামচে ধরলো দাউদ। আতংকিত লোকটা তাড়াতাড়ি হেডফোন খুলে ফেললো। 'লেডি মেরিয়েটাকে উদ্দেশ্য করে পাঠানো কোনো মেসেজ পেয়েছো তুমি ?'

'আশ্চর্য !' ঢোক গিলে বললো রেডিওম্যান। 'দশ মিনিট পর পর এসে একই প্রশ্ন করছে আমাদের ল্যাটিন বন্ধুরা। ওদের আমি গবেট ভাবছিলাম। যে-কোনো ডাইরেক্ট ট্র্যান্সমিশন ধরা পড়ে যাবে আমেরিকান-ইউরোপিয়ান ইন্টেলিজেন্স লিস্‌নিং স্টেশনে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আমাদের পজিশন বের করে ফেলবে তারা।'

'তারমানে সন্দেহজনক কিছু তুমি রিসিভ করোনি ?'

মাথা নাড়লো মিশরীয় রেডিওম্যান। 'যদি করতামও, মেসেজটা হতো কোড করা।'

'রেডিও বন্ধ করে দাও,' নির্দেশ দিলো দাউদ। 'মেক্সিকানরা যেন দেখতে পায় তুমি তোমার শোনার কাজ ঠিকমতো করে যাচ্ছো। যখনই কোনো মেসেজ এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করবে, বলবে আসেনি।'

আগ্রহের সাথে দাউদের দিকে গলাটা লম্বা করলো এখলাস। 'আমাকে কি নির্দেশ দেবেন, জনাব ?'

'মেক্সিকান ক্রুদের ওপর কড়া নজর রাখো। বন্ধুর মতো আচরণ করে অবাক করে দাও ওদের। লাউঞ্জ বার খুলে মদ খাবার জন্যে ডাকো। কঠিন কাজগুলো আমাদের লোককে দাও, মেক্সিকানরা যাতে বিশ্রাম নিতে পারে। আমি চাই ওরা অসতর্ক অবস্থায় থাকুক।'

'ওরা আমাদের খুন করার আগে আমরা ওদেরকে খুন করবো,' চকচকে চোখে প্রত্যাশা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো এখলাস, 'জনাব ?'

'না,' বললো দাউদ, তার চেহারার হিংস্র হাসি ফুটে উঠলো। 'কাজটা আমরা ছেড়ে দেবো গ্রেসিয়ারের ওপর।'

আট

'আইসবার্গের সংখ্যা ওখানে এক মিলিয়নের কম নয়,' হতাশ সুরে বললো নেলসন। 'নির্দিষ্ট একটাকে খুঁজে বের করতে কয়েক মাস লেগে যেতে পারে।'

কর্নেল ডিক মার্টিন বললো, 'লেডি মেরিয়েটার আকৃতির সাথে মিল পাওয়া যাবে। খুঁজতে থাকুন।'

'মনে রেখো,' বললো রেডক্লিফ, 'অ্যান্টার্কটিকের আইসবার্গ সাধারণত সমতল হয়। সুপারস্ট্রাকচারের ওপর প্লাস্টিক থাকলেও, জাহাজটা দেখতে হবে গা ঘেঁষা কয়েকটা ছোটোবড় পিরামিডের সমষ্টি।'

ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ভেতর মেজর রকের চোখ চারগুণ বড় দেখালো। 'মেঘ না থাকলে ভালো হতো,' বিড়বিড় করলো সে।

ব্লু ফিনের কমিউনিকেশন কমপার্টমেণ্টে রয়েছে ওরা, ঘিরে দাঁড়িয়েছে ছোট্ট একটা টেবিলকে, ক্যাসপার থেকে তোলা বিশাল কালার ফটোটা পরীক্ষা করছে সবাই। প্লেনটা ল্যাণ্ড করার চল্লিশ মিনিট পর

সার্ভে জাহাজের লেযার রিসিভারের মাধ্যমে এরিয়াল রিকনাইসন্স্ ফিল্ম প্রসেস করে পাঠানো হয়েছে।

বিশদ বিবরণ সহ ফটোয় দেখা যাচ্ছে পেনিনসুলার পুব দিক, লারসেন আইস শেলফ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে আইসবার্গের একটা সাগর। পশ্চিম দিকেও কয়েক শো আইসবার্গ দেখা যাচ্ছে, গ্লেসিয়ারের কাছাকাছি, গ্রাহাম ল্যাণ্ডের খানিক সামনে।

রানার ধ্যান অন্যদিকে। একধারে, সবার কাছ থেকে দূরে বসে আছে ও, কোলের ওপর বড় একটা নটিকাল চার্ট। মাঝে মধ্যে চোখ তুলে ওদের দিকে তাকাচ্ছে, শুনছে, কিন্তু আলোচনায় যোগ দিচ্ছে না।

স্কিপার জিম কার্টিসের দিকে তাকালো কর্নেল মার্টিন, মাইক্রোফোনের সাথে জোড়া লাগানো একটা হেডসেট পরে রিসিভারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। 'ক্যাসপারের ইনফ্রারেড ফটো কখন আমরা পেতে পারি?'

হাত তুলে চুপ থাকার অনুরোধ জানালো জিম কার্টিস, হেডসেট আরো জোরে চেপে ধরলো কানের সাথে, সি. আই. এ. হেডকোয়ার্টার 'ওয়াশিংটন থেকে ভেসে আসা ভারি একটা কণ্ঠস্বর মনোযোগ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করছে। কয়েক সেকেণ্ড পর জবাব দিলো সে, 'ল্যাংলির ফটো ল্যাব জানালো, আধ মিনিটের মধ্যে ট্র্যান্সমিশন শুরু করবে ওরা।'

অস্থিরভাবে পায়চারি আরম্ভ করলো কর্নেল। রানার দিকে তাকালো একবার, একজোড়া ডিভাইডার নিয়ে দূরত্ব মাপছে ও।

জাহাজের আর সব লোকের কাছ থেকে গত কয়েক ঘণ্টায় রানার কথা অনেক কিছু জানতে পেরেছে কর্নেল। লোকজন ওর সম্পর্কে

এমন সুরে কথা বলে, ও যেন একটা বিশেষ কিছু।

'আসছে,' জানালো স্কিপার। হেডসেট খুলে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষায় থাকলো সে, খবরের কাগজ আকারের একটা ফটো বেরিয়ে এলো রিসিভার থেকে।

সাথে সাথে টেবিলে বিছানো হলো সেটা। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লো। সবার চোখ পেনিনসুলার ওপর দিকে, তীররেখা বরাবর।

'কালো শীতলতম আবহাওয়ার প্রতিনিধিত্ব করছে,' ব্যাখ্যা করলো স্কিপার। 'গাঢ় নীল, হালকা নীল, সবুজ, হলুদ আর লাল ক্রমশ বেশি উত্তাপের লক্ষণ প্রকাশ করছে। সাদা মানে ওখানে তাপের মাত্রা সবচেয়ে বেশি।'

'লেডি মেরিয়েটা থেকে কি রিডিং আশা করতে পারি আমরা?' মেজর রকের প্রশ্ন।

'ওপরের দিকে কোথাও, হলুদ আর লালের মাঝখানে কিছু হবে।'

'গাঢ় নীলের কাছাকাছি,' মৌনব্রত ভাঙলো রানা।

সবাই ওর দিকে এমনভাবে তাকালো, ও যেন দাবা প্রতিযোগিতার উত্তেজনাকর মুহূর্তে হাঁচি দিয়েছে।

'তা যদি হয়, ফটোয় আমরা জাহাজটাকে দেখতেই পাবো না,' প্রতিবাদের সুরে বললো কর্নেল।

রেডক্লিফ তর্ক করলো, 'এঞ্জিন আর জেনারেটর থেকে হিট র‍্যাডিয়েশন ধরা পড়তে বাধ্য, সবুজ মাঠে গলফ বলের মতো পরিষ্কার দেখতে পাবার কথা জাহাজটাকে।'

'এঞ্জিন বন্ধ থাকলে?'

চেহারায় অবিশ্বাস নিয়ে মেজর রক জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি নিশ্চয়ই একটা ডেড শিপ-এর কথা বলছেন না?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো রানা। সবার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালো ও, ওদেরকে ভিজে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেও এমন অস্বস্তি বোধ করতো কিনা সন্দেহ। তারপর বললো, 'টেরোরিস্টদের লিডারকে ছোটো করে দেখলে ভুল করবো আমরা।'

ওরা পাঁচজন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো, তারপর এক-যোগে ফিরলো রানার দিকে ব্যাখ্যা পাবার আশায়।

নটিকাল চার্ট একপাশে সরিয়ে রেখে চেয়ার ছাড়লো রানা। হেঁটে চলে এলো টেবিলের কাছে, ইনফ্রারেড ফটোটা নিয়ে দুই ভাঁজ করলো, এখন সেটায় শুধু চিলির নিচের অংশটা দেখা যাচ্ছে। 'কেউ লক্ষ্য করোনি,' জিজ্ঞেস করলো ও, 'যখনই জাহাজটা কোর্স বদলেছে বা চেহারা পাল্টেছে, তার মাত্র খানিক আগে কোনো না কোনো একটা স্যাটেলাইট চলে গেছে মাথার ওপর দিয়ে?'

'এ থেকে বোঝা যায় হাইজ্যাকারদের প্ল্যানে কোনো ফাঁক নেই,' বললো রেডক্লিফ। 'সাইন্টিফিক ডাটা-গ্যাদারিং স্যাটেলাইটগুলোর কক্ষপথ সম্পর্কে অর্ধেক দুনিয়া জানে। ওরাও তথ্যটা যোগাড় করেছে।'

'বেশ, হাইজ্যাকাররা জানলো কখন তাদের দিকে স্যাটেলাইট ক্যামেরা তাক করা হবে,' অস্থির গলায় বললো কর্নেল। 'তাতে কি?'

'তাতে করে ইনফ্রারেড ফটো তোলার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে সে, পাওয়ার সাপ্লাই স্থগিত রেখে। প্লাস্টিকের ওপর বরফের স্তর জমেছে, পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ থাকায় তা-ও গলছে না।'

পাঁচজনের মধ্যে চারজনের মনে হলো রানার যুক্তি মেনে নেয়া যায়। মানলো না একা শুধু রেডক্লিফ। আর কারো আগে তার চোখেই ত্রুটিগুলো ধরা পড়লো। 'তুমি পেনিনসুলার চারদিকে সাব-

জিরো টেম্পারেচারের কথা ভুলে যাচ্ছো, রানা। নো পাওয়ার, নো হিট। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের সবাই নিরেট বরফে পরিণত হবে। তোমার কথা সত্যি হলে ধরে নিতে হবে হাইজ্যাকাররা জিম্মিদের খুন করার সাথে সাথে নিজেরাও আত্মহত্যা করছে।'

'রেডক্লিফের কথায় যুক্তি আছে,' বললো নেলসন। 'উপযুক্ত কাপড়-চোপড় আর অন্তত খানিকটা উত্তাপ না পেলে কেউ ওরা বাঁচবে না।'

রানার হাসি দেখে মনে হলো, যেন মোটা টাকার লটারী জিতেছে। 'রেডক্লিফের সাথে শতকরা একশো ভাগ একমত আমি।'

'হেঁয়ালি আমার একদম পছন্দ নয়,' চটে উঠে বললো কর্নেল মার্টিন। 'সহজ ভাষায় কেউ ব্যাখ্যা করবেন, প্লিজ?'

'এর মধ্যে জটিল কিছু নেই—লেডি মেরিয়েটা অ্যান্টার্কটিকায় ঢোকেনি।'

'অ্যান্টার্কটিকায় ঢোকেনি!' যন্ত্রচালিতের মতো পুনরাবৃত্তি করলো কর্নেল। 'ফেস দা ফ্যাক্টস, ম্যান! স্যাটেলাইটের শেষ ফটোতে দেখা গেছে পেনিনসুলার ডগা আর কেপ হর্নের মাঝখানে রয়েছে লেডি মেরিয়েটা, ছুটছে দক্ষিণ দিকে। আর আপনি বলছেন···।'

'আর কোনো দিকে যাবার জায়গাও তো নেই জাহাজটার,' মেজর রকের গলাতেও প্রতিবাদের সুর।

ম্যাগেলান প্রণালীর চারদিকে ছড়িয়ে থাকা দ্বীপগুলোর ওপর একটা আঙুল বুলালো রানা। 'বাজি ধরতে চান?'

ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকলো কর্নেল মার্টিন, মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব। তারপর সে উপলব্ধি করলো। 'ওহ্, গড! বুঝেছি! ফেরত এসেছে লেডি মেরিয়েটা!'

'রেডক্লিফের কথাই ঠিক,' স্বীকার করলো রানা। 'হাইজ্যাকাররা

আত্মহত্যা করবে না, ইনফ্রারেড ফটোয় ধরা পড়ার ঝুঁকি নিতেও তারা রাজি নয়। আইসপ্যাকে ঢোকার কোনো ইচ্ছেই তাদের ছিলো না। তার বদলে তারা উত্তর-পশ্চিম দিকে গেছে, ব্যারেন আইল্যাণ্ড ঘুরে··· ।'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে রেডক্লিফ বললো, 'টিয়েরা ডেল ফুগোর চারদিকে তাপমাত্রা ভয়াবহ কিছু নয়। উত্তাপের ব্যবস্থা না থাকায় জাহাজের সবাই ভুগবে, তবে কেউ মারা যাবে না।'

'আইসবার্গ আইসবার্গ খেলাটা তাহলে কি জন্যে?' জানতে চাইলো নেলসন।

'নিজেদেরকে গ্লেসিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন একটা অংশ বলে চালাবার জন্যে।'

ইনফ্রারেড ফটোর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো নেলসন। 'এতো দক্ষিণে গ্লেসিয়ার?'

'আমরা পান্টা অ্যারেনাসের যেখানে নোঙর ফেলেছি সেখান থেকে আটশো কিলোমিটার দূরে কয়েকটা প্রবাহ পাহাড় থেকে নেমে সাগরে পড়েছে,' জানালো রানা।

'লেডি মেরিয়েটা কোথায় আছে বলে আপনার ধারণা?' জিজ্ঞেস করলো কর্নেল।

টেবিল থেকে একটা চার্ট তুলে নিলো রানা, টিয়েরা ডেল ফুগোর পশ্চিমে নিঃসঙ্গ কয়েকটা দ্বীপ দেখানো হয়েছে ওটায়। 'দুটো সম্ভাবনার কথা ভাবছি আমি,' বললো ও। 'স্যাটেলাইট ফটোয় জাহাজটাকে শেষবার কোথায় দেখা গেছে আমরা জানি, তার সাথে সেইলিং রেঞ্জের হিসেব ধরলে···,' চার্টের গায়ে দুটো নামের পাশে ক্রস চিহ্ন আঁকার জন্যে থামলো ও। '···এখান থেকে সরাসরি দক্ষিণে, মাউন্টস

ইটালিয়া ও সারমিন্টো গ্লেসিয়ার প্রবাহ।'

'তারমানে প্রচলিত পানিপথ থেকে দূরে…,' বললো কর্নেল, তার কথা শেষ হবার আগেই রানা কথা বললো।

'তবে তেল খনিগুলোর কাছাকাছি। কোম্পানির সার্ভে প্লেনগুলো বরফের ছদ্ম আবরণ দেখে ফেললে অবাক হবার কিছু নেই। আমি যদি হাইজ্যাকারদের লিডার হতাম, আরো একশো ষাট কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সরে যেতাম। তাহলে সান্টা ইনেজ দ্বীপে একটা গ্লেসিয়ারের কাছে থাকতো ওরা।'

চার্টটা টেনে নিলো মেজর রক। দ্বীপটা ছোটো, আঁকাবাঁকা তীর-রেখার ওপর চোখ বুলালো সে। তারপর কালার ফটোটার দিকে তাকালো, চিলির দক্ষিণ প্রান্তের নিচের অংশ ঢাকা পড়ে আছে মেঘে। সেটা সরিয়ে রেখে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করলো ইনফ্রারেড ইমেজের ওপরের অংশটুকু, ইমেজটা ভাঁজ করে তল্লাশি এলাকা আগেই ছোটো করে দিয়েছে রানা।

'কয়েক সেকেণ্ড পর চেহারায় মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে চোখ তুললো সে। প্রকৃতি দেবী যদি চোখা বো আর গোল নিতম্ব সহ আইসবার্গ তৈরি করে না থাকে, তাহলে ধারণা করি, আমরা আমাদের ছলনাময়ী লেডি মেরিয়েটাকে খুঁজে পেয়েছি।'

মেজরের হাত থেকে গ্লাসটা নিলো কর্নেল, আয়ত আকৃতিটা পরীক্ষা করলো খুঁটিয়ে। 'নকশাটা-যে মিলছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর, মিঃ রানা যেমন বলেছেন, র‍্যাডিয়েশনের কোনো আভাসও দেখছি না। রিডিঙে দেখা যাচ্ছে গ্লেসিয়ারের মতোই ঠাণ্ডা ওটা। একেবারে নিখুঁত কালো না হলেও, অত্যন্ত গাঢ় নীল।'

আরো একটু ঝুঁকলো রেডক্লিফ। 'হ্যাঁ, আমিও দেখতে পাচ্ছি।

দু'একটা মাঝারি আকৃতির আইসবার্গ দেখা যাচ্ছে, ভেঙে বেরিয়ে এসেছে গ্লেসিয়ার ওয়াল থেকে।' গ্লাসের ভেতর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। 'আশ্চর্য, লেডি মেরিয়েটাকে গ্লেসিয়ারের সামনের পাঁচিলের সরাসরি নিচে কেন রেখেছে ওরা?'

ছোটো হয়ে গেল রানার চোখ। 'সরো, দেখতে দাও আমাকে।' মেজর রক আর রেডক্লিফের মাঝখানে ঢুকে পড়লো ও, সামনের দিকে ঝুঁকলো, চোখ রাখলো গ্লাসে। খানিক পর সিধে হলো, সমস্ত রক্ত যেন এক নিমেষে মুখে উঠে এলো।

'কি দেখলেন?' জানতে চাইলো স্কিপার।

'সবাইকে ওরা মেরে ফেলার বুদ্ধি করেছে।'

বাকি সবার দিকে তাকালো স্কিপার, হতভম্ব। 'উনি জানলেন কিভাবে?'

'গ্লেসিয়ারের একটা টুকরো ভেঙে যদি জাহাজের ওপর পড়ে,' শুকনো গলায় ব্যাখ্যা করলো নেলসন, 'ওটার চাপে তলিয়ে যাবে লেডি মেরিয়েটা, তলার সাথে বাড়ি খেয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। কোনো দিনই ওটার আর হদিশ পাওয়া যাবে না।'

রানার দিকে কঠিন চোখে তাকালো মেজর রক। 'এতোদিন সুযোগ পেলো, প্যাসেঞ্জার বা ক্রুদের খুন করলো না, আর আপনি বলছেন এখন তারা সবাইকে মেরে ফেলবে?'

'হ্যাঁ, ফেলবে।'

'তাহলে আগে কেন ফেলেনি?'

'ওদের পালিয়ে বেড়ানোর একটাই কারণ, সময় নষ্ট করা। হাই-জ্যাকিং-এর নির্দেশ যে-ই দিয়ে থাকুক, প্রেসিডেন্ট দু'জনকে বাঁচিয়ে রাখার দরকার ছিলো তার। দরকারটা কি তা বলতে পারবো না...।'

'আমি পারবো,' রানাকে বাধা দিলো কর্নেল মার্টিন। 'ভি. আই. পি. প্যাসেঞ্জারদের হাইজ্যাক করার নির্দেশ দিয়েছে মিশরের ধর্মীয় নেতা মোস্তফা কামাল। সে-ই আবার ঘোষণা করেছে, নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও প্রেসিডেন্ট ইসমাইল, মহাসচিব উম্মে সালিহা, জেনারেল রাহাত খান ও বাকি সবাইকে হাইজ্যাকারদের কবল থেকে রক্ষা করবে। হাইজ্যাকারদের সাথে যোগাযোগ, আলোচনা ইত্যাদি অজু-হাত দেখিয়ে সময় নিচ্ছে সে, এই সুযোগে সেনাবাহিনীর সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে, গুছিয়ে নিচ্ছে নিজের ক্ষমতা, ফ্যানাটিক ভক্ত-দের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিচ্ছে, যাতে সময় হলেই সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করতে পারে। হঠাৎ সে ঘোষণা করবে, জাহাজটার নিয়ন্ত্রণ এখন তার হাতে, তার লোকেরা উদ্ধার করছে প্যাসেঞ্জার আর ক্রুদের।'

'চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে তার প্রশংসা,' রেডক্লিফ বললো। 'সবাই জানবে মোস্তফা কামাল একজন মহৎপ্রাণ মানুষ।'

'মিশরে ফেরার পথে প্রেসিডেন্ট ইসমাইল ও উম্মে সালিহা যাতে একটা দুর্ঘটনায় পড়ে মারা যান, সে-ব্যবস্থাও করবে মোস্তফা কামাল।'

'বাহ্, কি চমৎকার!' দাঁতে দাঁত চাপলো নেলসন। 'সাপও মরলো, লাঠিও ভাঙলো না।'

'প্ল্যানটা সত্যি ভালো,' বললো রানা। 'তবে, সামরিক বাহিনী এখনো নিরপেক্ষ ভূমিকা থেকে নড়েনি। মন্ত্রীসভাও পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।'

মাথা ঝাঁকালো কর্নেল। 'হ্যাঁ, মোস্তফা কামালের এতো সাধের প্ল্যান ব্যর্থ করে দিচ্ছে ওরা।'

'কাজেই, প্ল্যানটা কেঁচে যাওয়ায়, কোণঠাসা হয়ে পড়েছে মোস্তফা কামাল। সময় ক্ষেপণের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে, পরিচয় গোপন রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে, এবার তাকে সত্যি সত্যি লেডি মেরিয়েটাকে গায়েব করে দিতে হবে, তা নাহলে ইন্টেলিজেন্স সোর্স-গুলো জেনে ফেলবে হাইজ্যাকিঙের পিছনের লোকটি কে।'

'তারমানে আমরা এখানে কথার মালা তৈরি করছি, আর হাই-জ্যাকারদের লিডার গ্রেসিয়ারের সাথে রাশিয়ান রুলেৎ খেলছে,' তিক্ত গলায় বললো নেলসন। 'কে জানে, ইতিমধ্যে হয়তো সে তার লোকদের নিয়ে জাহাজ ত্যাগ করেছে বোট বা হেলিকপ্টারে চড়ে। অসহায় প্যাসেঞ্জার আর ক্রুরা বন্দী হয়ে আছে জাহাজের ভেতর।'

'হতে পারে, অসম্ভব নয়,' ম্লান গলায় বললো মেজর রক। 'বোট-টাকে আমরা হয়তো দেখতে পাইনি।'

কর্নেল ব্যাপারটাকে আরেক দৃষ্টিতে দেখছে। কাগজে একটা নম্বর লিখে স্কিপারের হাতে গুঁজে দিলো সে। 'ক্যাপটেন, এই ফ্রিকোয়েন্সিতে আমার কমিউনিকেশন অফিসারের সাথে যোগাযোগ করুন, প্লিজ। বলুন, আমি আর আমার মেজর এয়ারফিল্ডে ফিরে যাচ্ছি। সবাইকে জড়ো করতে বলুন, ফিরেই ব্রিফিং করবো ওদেরকে।'

'আমরাও আপনার সাথে যাচ্ছি,' শান্ত প্রত্যয়ের সাথে বললো রানা।

মাথা নাড়লো কর্নেল ডিক মার্টিন। 'সম্ভব নয়। আপনারা অ্যাসল্ট ট্রেনিং পাননি। আর আপনি, মিঃ রানা, আমেরিকান নন। এ-ধরনের অনুরোধ করাই আপনার বোকামি হয়ে গেছে।'

'লেডি মেরিয়েটায় আমার বস্ রয়েছেন, আমার যেতে চাওয়ার পিছনে এটা কি যথেষ্ট জোরালো যুক্তি নয়?'

'নয়, আমি দুঃখিত,' বললো কর্নেল। 'একজন বিদেশীকে আমি দলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না।'

'একাধিক দেশের নাগরিক হওয়া যায়, এই সামান্য জ্ঞানটুকু দেখছি আপনার নেই,' চেহারায় বিরক্তি নিয়ে বললো নেলসন। 'রানা আপনার সাথে ভদ্রতাবশতঃ তর্ক করছে না। আপনার জানার কথা নয়, ওর সাথে আমেরিকান পাসপোর্টও থাকতে পারে। আর অ্যাসল্ট ট্রেনিং?' হেসে ফেললো নেলসন।

'আপনার মতো অনেককে অ্যাসল্ট ট্রেনিং দিয়েছে রানা,' বললো রেডক্লিফ।

'আমি দুঃখিত,' কর্নেলকে টলানো গেল না। 'কাউকে দলে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ নেই আমার ওপর।'

সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ ব্যর্থ হলো, ওদেরকে সাথে নিতে রাজি হলো না কর্নেল মার্টিন। সবশেষে তাকে খেপিয়ে তোলার জন্যে একটা মন্তব্য করলো রানা।

'আপনি একটা গাড়ল। তা না হলে এতো সব কথা থেকে আপনি বুঝতেন, ওয়াশিংটনে আমি একটা টেলিফোন করলে আপনার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।'

খেপলো না কর্নেল, তবে তার চোখ জোড়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। 'আপনি আমাকে হুমকি দিতে সাহস করেন, মিঃ রানা?' রানার দিকে এক পা সামনে বাড়লো সে। 'এ-ধরনের অপারেশনে পঞ্চাশটা লাশ পড়েছে আমার হাতে, আগামী বারো ঘণ্টার মধ্যে সম্ভবত আরো চল্লিশটা পড়তে যাচ্ছে। আমি আর আমার লোকজন যেভাবে ট্রেনিং পেয়েছি, কাজটা যদি সেভাবে করি, হোয়াইট হাউস বা কংগ্রেসে আপনার মতো একশো লোক এক হাজার টেলিফোন করলেও আমার

কিছু হবে না।' রানার দিকে আরো এক পা এগোলো সে। 'সারাজীবনে আপনি যতো চালাকি শিখবেন, তারচেয়ে অনেক বেশি শেখা আছে আমার। ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে আপনাকে আমি খালি হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারি। দেখতে চান?…দেখাচ্ছি!'

আলোর একটা ঝলকের মতো বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। শক্তপেশীর ওপর দমাদম ঘুসি পড়ার আওয়াজ শোনা গেল শুধু, কে কাকে কোথায় মারলো ধরা পড়লো না চোখে, এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে দেখা গেল কমিউনিকেশন রুমের মেঝেতে পড়ে রয়েছে কর্নেল ডিক মার্টিনের প্রকাণ্ড শরীর, দু'হাত দিয়ে পেট চেপে ধরেছে সে, চোখ বুজে গোঙাচ্ছে। 'এবার বুঝতে পারছেন?' রানার প্রশ্ন।

নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে রানা, হাতে একটা কোল্ট ফরটি-ফাইভ অটোমেটিক, কর্নেলের দুই উরুর মাঝখানে তাক করা। 'শুধু যে উঠতে চেষ্টা করলে তা নয়,' বললো ও, সম্পূর্ণ শান্ত ভঙ্গিতে, 'আমার প্রস্তাব না মানলেও গুলি করবো।'

চোখ মেললো কর্নেল, পিস্তলটা দেখে বিস্ফারিত হয়ে গেল তার দৃষ্টি। ভয় পায়নি, হতভম্ব হয়ে গেছে।

সামনের দিকে ঝুঁকে লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে রয়েছে জেরক, লাফ দেয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে তার ঘাড়ের ওপর পিস্তল চেপে ধরেছে নেলসন।

'বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করবো না,' বললো রানা। 'শুধু জেনে রাখুন, আমরা তিনজন বন্দুকযুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করতে জানি।- কথা দিচ্ছি, আপনাদের কাজে আমরা নাক গলাবো না। আপনারা সম্ভবত লেডি মেরিয়েটার ওপর হামলা করবেন আকাশ ও সাগর থেকে। দুটোই এড়িয়ে যাবো আমরা, জাহাজে পৌঁছুবো তৃতীয় পথ ধরে।'

চোখ পিটপিট করলো কর্নেল।

'রানা আসলে খুব কম চাইছে আপনার কাছে,' নেলসনের বলার সুরে সহিষ্ণুতা প্রকাশ পেলো। 'আমার পরামর্শ যদি গ্রহণ করেন, ওর প্রস্তাবটা মেনে নিয়ে বাকি সম্মানটুকু বাঁচান।'

ধরাশায়ী হবার পর এই প্রথম কথা বললো কর্নেল, 'আমাকে আপনি গুলি করে মারবেন, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'না, তা মারবো না,' বললো রানা। 'তবে কথা দিতে পারি,' দুই উরুর মাঝখানে তাক করা অটোমেটিক এক চুল নড়লো না, 'সেক্স লাইফ বলতে কিছু থাকবে না আপনার।'

'আসলে আপনার আসল পরিচয়টা কি বলুনতো? শুনেছি সি. আই. এ.-তে বিদেশী লোকজন নেয়া হয়...।'

'সি. আই. এ.?' হাসলো নেলসন। 'উঁহু, পছন্দ করতে পারিনি। আমরা নুমার সদস্য।'

মাথা নাড়লো কর্নেল। 'এ-সবের আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'দরকারও তো নেই,' বললো রানা। 'রাজি কিনা বলুন।'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো কর্নেল, 'আমি দাঁড়াতে পারি?'

'পারেন।'

রেডক্লিফ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো, সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজেই দাঁড়ালো কর্নেল, তবে পুরোপুরি সিধে হতে পারলো না, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থাকলো। এগিয়ে এসে রানার একেবারে সামনে দাঁড়ালো সে, ফলে দুটো নাক প্রায় জোড়া লেগে যাবার অবস্থা হলো। 'একটা প্লেন আপনাদেরকে জাহাজ থেকে দশ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছে দেবে। দশ কিলোমিটারের বেশি নয়, কারণ তাহলে

হাইজ্যাকারদের আমরা বিস্ময়ের ধাক্কা দিতে পারবো না। ওখান থেকে আপনাদেরকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। ভাগ্য আমাকে সহায়তা করলে, পৌঁছে দেখবেন নাটক শেষ হয়ে গেছে।'

'রাজি,' বললো রানা।

পিছিয়ে গেল কর্নেল, ঝট্ করে নেলসনের দিকে তাকালো। 'আমার সেকেণ্ড ইন কমাণ্ডকে মুক্তি দিলে কৃতজ্ঞ বোধ করবো।' তারপর আবার সে রানার দিকে ফিরলো। 'আমরা রওনা হচ্ছি, এখনই। জেনে রাখুন, আমাদের সাথে রওনা না হলে, আপনাদের যাওয়া হচ্ছে না। কারণ, আমি কমাণ্ড এয়ারক্রাফটে চড়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে গোটা অ্যাসল্ট টিম আকাশে উঠে যাবে।'

'আমি আপনার পেছনে থাকছি,' অটোমেটিকটা হোলস্টারে রেখে বললো রানা।

'আমিও থাকছি মেজরের পেছনে,' বললো নেলসন, মেজর রকের পিঠ চাপড়ে দিলো সে। 'গ্রেট মাইণ্ডস রান ইন দ্য সেম চ্যানেলস।'

তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলো মেজর রক। 'ইওরস মাইট রান ইন আ গাটার, বাট মাইন ডোণ্ট।'

পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যে খালি হয়ে গেল কামরাটা। নিজের কেবিনে ফিরে গিয়ে একটা ব্যাগ নিলো রানা, ব্রিজে এসে কথা বললো স্কিপা-রের সাথে। 'সান্তা ইনেজে পৌঁছুতে কতোক্ষণ লাগবে ব্লু ফিনের?'

চার্টরুমে ঢুকে দ্রুত একটা হিসেব করলো স্কিপার। 'গ্লেসিয়ারের কাছাকাছি পৌঁছুতে সময় নেবো আমরা নয় কি দশ ঘণ্টা।'

'তাহলে পৌঁছান,' নির্দেশ দিলো রানা। 'ভোরের দিকে আমরা আপনাকে খুঁজবো।'

রানার সাথে করমর্দন করলো স্কিপার। 'ইউ টেক কেয়ার, রাইট?'

‘রাইট।’

ব্রিজ কাউন্টার টপকে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো জাহাজের একজন বিজ্ঞানী। লোকটা কালো, মাঝারি আকৃতি, থমথমে গম্ভীর ভাবটুকু মুখে যেন খোদাই করা। লোকটার নাম চার্লস ফেজ, কথা বললো স্বভাবসুলভ কর্কশ সুরে, ‘আড়াল থেকে শোনার জন্যে দুঃখিত। তবে শুনতে আমি ভুল করিনি, আপনারা সান্তা ইনেজ দ্বীপের কথা বলছিলেন।’

‘হ্যাঁ, তো কি হয়েছে?’

‘গ্লেসিয়ারের কাছে পুরনো একটা দস্তা খনি আছে। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি হওয়ায় চিলি সরকার বন্ধ করে দিয়েছে খনিটা।’

আগ্রহ প্রকাশ করলো রানা, ‘দ্বীপটা সম্পর্কে আপনি জানেন?’

মাথা ঝাঁকালো চার্লস ফেজ। আরিজোনা মাইনিং কোম্পানির চীফ জিওলজিস্ট ছিলাম না আমি! ওরা ভেবেছিল, কম খরচে সারতে পারলে খনিটা থেকে লাভ করা যায়। দু'জন এঞ্জিনিয়ারের সাথে সার্ভে করতে পাঠানো হয় আমাকে। নরকটায় তিন মাস ছিলাম। দস্তার মান ভালো নয়। আমরা নিরাশ হয়ে চলে আসার পর খনিটা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।’

‘রাইফেলে হাত কেমন?’

‘শিকারে গিয়ে একেবারে খালি হাতে কখনো ফিরিনি।’

তার বাহু চেপে ধরলো রানা। ‘ফেজ, ভাই আমার, তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম।’

নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করে দেখলো চার্লস ফেজ!

খালি একটা ওয়্যার হাউসে অ্যাসল্ট টিমকে ব্রিফ করছে কর্নেল

মার্টিন, আরেক দিকে বাকি তিনজন ফেজকে সাহায্য করছে সান্তা ইনেজ দ্বীপের একটা মডেল তৈরির কাজে। এয়ারপোর্ট রানওয়ের পাশের মাঠ থেকে কাদা সংগ্রহ করা হয়েছে, রঙ যোগাড় করেছে কর্নেলের একজন লোক। পুরনো একটা পিং-পং টেবিলের ওপর তৈরি হলো মডেলটা। রানার নটিক্যাল চার্ট দেখে দ্বীপটার ভুলে যাওয়া অংশগুলো চিনে নিলো ফেজ।

পোর্টেবল একটা হিটারের সাহায্যে মডেলটা শুকিয়ে শক্ত করে নেয়া হলো, তারপর রঙ চড়ালো ফেজ—পাথুরে এলাকায় দেয়া হলো বাদামি, গ্লেসিয়ারের বরফ আর তুষার বোঝাবার জন্যে ব্যবহার করা হলো সাদা। গ্লেসিয়ারের গোড়ায় এমনকি লেডি মেরিয়েটাও তৈরি করলো সে। কাজ শেষ করে এক পা পিছালো, তাকিয়ে থাকলো একদৃষ্টে।

দল নিয়ে টেবিলের সামনে চলে এলো কর্নেল মার্টিন। এক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বললো না।

দ্বীপটার হাতা-মাথা ঠাহর করা মুশকিল। তীররেখা অসম্ভব উঁচু-নিচু, আঁকাবাঁকা আর চোখা। খাঁড়িগুলো দুর্গম, মুখব্যাদান বে-গুলো। দ্বীপটা পুব-পশ্চিমে লম্বা, পশ্চিম দিকে প্রশান্ত মহাসাগর। অনুর্বর, মৃত একটা দ্বীপ। পঁচানব্বই কিলোমিটার লম্বা, চওড়ায় পঁয়ষট্টি কিলোমিটার, মাউন্ট হোয়ার্টন এক হাজার তিনশো বিশ মিটার উঁচু।

সৈকত বা সমতল ভূমি নেই বললেই চলে। নিচু পাহাড়গুলো পাথুরে জাহাজের মতো দেখতে, খাড়া ঢালগুলো যেন আহত কুমীরের পিঠ, যন্ত্রণাকাতর অস্থিরতার সাথে ঠাণ্ডা সাগরে নামছে।

দ্বীপটা যেন ঘোড়া, আর প্রাচীন গ্লেসিয়ারটা যেন ঘোড়ার পিঠে

জিন। গরমের দিনে আকাশে মেঘ থাকায় আবহাওয়া ছিলো ঠাণ্ডা, বরফ গলেনি, তাই এরকম দেখাচ্ছে। জমাট বরফের দু'দিকে মরিয়া হয়ে মাথাচাড়া দিয়েছে কঠিন পাথর, মাঝখান দিয়ে সাগরের দিকে পথ করে নিয়েছে গ্লেসিয়ার, পানিতে নামার আগে আকৃতি পেয়েছে ফালি করা মাংসের লম্বা টুকরোর মতো।

এমন ভয়ালদর্শন এলাকা খুব কমই আছে পৃথিবীতে। গোটা ম্যাগেলার দ্বীপপুঞ্জে স্থায়ীভাবে কোনো মানুষ বাস করে না। কয়েক শো বছর ধরে লোকজন দ্বীপটায় এসেছে, ফিরে গেছে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে, পিছনে রেখে গেছে নিন্দাসূচক সব নাম—ঘাড় ভাঙা পেনিনসুলা, প্রতারক দ্বীপ, দুর্যোগ বে, জনশূন্য আইল, দুর্ভিক্ষের বন্দর। বরফ আর পাথর ছাড়া কিছুই নেই দ্বীপটায়, সবুজের চিহ্ন বলতে কোনো রকমে টিকে যাওয়া কুৎসিতদর্শন কিছু ঝোপ।

মডেলটার ওপর একটা হাত বুলালো চার্লস ফেজ। 'পাথুরে একটা এলাকার কথা কল্পনা করুন, উঁচু অংশগুলোয় বরফ ঢাকা, আসল ছবিটা পেয়ে যাবেন।'

'ধন্যবাদ, মিঃ ফেজ,' বললো কর্নেল মার্টিন। 'আমরা সত্যি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'গ্ল্যাড টু হেলপ।'

'ঠিক আছে, কাজে নামা যাক। এয়ার-ড্রপ ফোর্সের নেতৃত্ব দেবে মেজর রক। ডাইভ টিমের কমাণ্ডে থাকবো আমি।' সদস্যদের চেহারায় চোখ বুলানোর জন্যে থামলো মার্টিন। সবাই একহারা গড়নের, মেদ নেই এক ছটাক, লোহার মতো শক্ত পেশী। সবার পরনে কালো পোশাক। ওরা যে ট্রেনিং পেয়েছে, এতো কঠিন ট্রেনিং আর কোনো টিম পায়নি পৃথিবীর কোথাও। এদের প্রত্যেককে নিয়ে গর্বিত কর্নেল।

'রাতের অন্ধকারে কিভাবে একটা জাহাজ দখল করতে হয়, সে ট্রেনিং নেয়া আছে আমাদের। তবে, আলোচ্যক্ষেত্রে শত্রুরা অনেকগুলো সুবিধে ভোগ করছে। ক্রিটিকাল ইন্টেলিজেন্স ইনফরমেশনের অভাব রয়েছে আমাদের, আবহাওয়া অনুকূল নয়, এমন একটা গ্লেসিয়ারের সামনে দাঁড়াতে হবে যেটা যে-কোনো মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হামলা শুরু করবো আমরা, তার আগে কিছু প্রশ্নের উত্তর পেলে ভালো হয়। মেজর রক, শুরু করো।'

সাথে সাথে ফেজের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো মেজর রক, 'দ্বীপে লোকবসতি?'

'খনি বন্ধ ঘোষণার পর একজনও নেই।'

'আবহাওয়ার অবস্থা?'

'প্রায় সারাক্ষণ বৃষ্টি পড়ছে। সূর্য দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কথা। বছরের এই সময়টায় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কয়েক ডিগ্রী নিচে। তীব্র বাতাস বইছে প্রতি মুহূর্তে, মাঝে-মধ্যে ঝড়কেও হার মানায়।'

কর্নেলের দিকে গম্ভীর চেহারা নিয়ে তাকালো মেজর রক। 'নির্দিষ্ট জায়গায় রাতের বেলা এয়ার-ড্রপ সম্ভব নয়।'

'মিনি 'কপ্টার নিয়ে যাবো আমরা, রশি বেয়ে নামবো।'

'আপনারা হেলিকপ্টার নিয়ে এসেছেন?' সবিস্ময়ে জানতে চাইলো রেডক্লিফ। 'কিন্তু স্পীড আর রেঞ্জ কি নাগাল পাবে?'

'ওগুলোর সামরিক নাম এতো বড় যে মুখস্থ করা ভারি কঠিন,' বললো কর্নেল। 'আমরা বলি, ক্যারিয়ার পিজিয়ন। ছোট একটা খাঁচা, পাইলট ছাড়া খুব বেশি হলে আরো দু'জনকে বহন করা যায়। সাথে ইনফ্রারেড গম্বুজ আছে, আর আছে সাইলেন্সড টেইল রোটরস। খুলে আবার জোড়া লাগাতে মাত্র পনেরো মিনিট লাগে—হ্যাঁ, আমি

একটা পোর্টেবল হেলিকপ্টারের কথাই বলছি। আমাদের সি-১৪০ ছ'টা বইতে পারে।'

'আপনাদের আরো একটা সমস্যা আছে,' বললো রানা।

'গো অ্যাহেড।'

'এয়ারক্রাফট আসছে কিনা দেখার জন্যে লেডি মেরিয়েটার রাডার চালু রাখতে পারে হাইজ্যাকাররা। আপনার ক্যারিয়ার পিজিয়ন নিচু দিয়ে উড়তে পারে জানি, তবু স্ক্রীনে ওগুলোকে দেখার পর আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে যথেষ্ট সময় পাবে তারা প্রস্তুতির।'

'হেলিকপ্টার বাদ,' হতাশ গলায় বললো মেজর রক।

'খাঁড়ি থেকে যদি হামলা করি, অসুবিধে কি?' ফেজকে জিজ্ঞেস করলো কর্নেল।

'অসুবিধে নয়, সুবিধে—ফ্রস্ট স্মোক।'

'ফ্রস্ট স্মোক?'

'কুয়াশার মতো মেঘ। গ্লেসিয়ার ওয়ালের কাছে পানি ততো ঠাণ্ডা নয়, হিম বাতাস ওই পানির সংস্পর্শে এলে জিনিসটা উঠে আসে। দুই থেকে দশ মিটার পর্যন্ত ওঠে। তার সাথে থাকে বৃষ্টি, ফলে আপনার ডাইভ টিম রওনা হবার মুহূর্ত থেকে আড়াল পাবে, ডেকে পৌঁছুনো পর্যন্ত।'

চিন্তিতভাবে গাল চুলকালো কর্নেল। 'এয়ার-ড্রপ ফাঁস হয়ে গেলে মারা পড়বে সবাই। বিস্ময়ের ধাক্কা দিতে না পারলে বিশজন লোকের ডাইভ টিমের পক্ষে কোনো রকম ব্যাকআপ ছাড়া চল্লিশজন টেরো-রিস্টদের সাথে পেরে ওঠা কঠিন হবে।'

'প্যারাস্যুট নিয়ে জাহাজে নামতে যাওয়া যদি আত্মহত্যা হয়,' বললো রানা, 'আপনারা গ্লেসিয়ারের আরো ওপরে কোথাও নামছেন

না কেন? ওখান থেকে কিনারায় চলে আসবেন, তারপর রশি ধরে নামবেন মেইন ডেকে।'

'চিন্তাটা আমার মাথায় এসেছে,' বললো কর্নেল। 'মিঃ রানার প্রস্তাবে কেউ কোনো বাধা দেখতে পাচ্ছেন?'

'গ্লেসিয়ারটাই আপনাদের সবচেয়ে বড় বিপদ,' বললো রেডক্লিফ। 'ওটার গায়ে বরফ ঢাকা অসংখ্য ফাটল বা গর্ত থাকতে পারে, থাকতে পারে নরম তুষার, পা ফেললেই নেমে যাবেন গভীরে। অন্ধকার, কাজেই সাবধানে এগোতে হবে।'

'আর কেউ কিছু বলবেন?' কেউ কিছু বললো না। মেজর রকের দিকে ফিরলো কর্নেল। 'এয়ার ড্রপের পর হামলা করতে কতোক্ষণ সময় নেবে তোমরা?'

'বাতাসের তীব্রতা আর কোন দিকে বইছে জানতে পারলে হিসেব করতে সুবিধে হতো।'

'দশ দিনের মধ্যে ন'দিনই দক্ষিণ-পূব দিক থেকে আসে বাতাস,' জবাব দিলো ফেজ। 'গড়পড়তা গতিবেগ ঘণ্টায় দশ কিলোমিটার, তবে বিনা নোটিশে একশো কিলোমিটারে উঠে যেতে পারে।'

গ্লেসিয়ারের পিছনে খাড়া হয়ে থাকা ছোটো পাহাড়গুলোর দিকে তাকালো মেজর রক। আধবোজা চোখে রাতের দৃশ্য কল্পনা করার চেষ্টা করলো সে, আন্দাজ করলো বাতাসের তীব্রতা। তারপর কর্নেলের দিকে তাকালো সে, বললো, 'এয়ার ড্রপের পর চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় নেবো হামলা করতে।'

'ভাববেন না আপনাকে কাজ শেখাচ্ছি,' বললো রানা। 'তবে, সময়টা আপনি খুব কমিয়ে ধরছেন।'

'আমি একমত,' সায় দিলো ফেজ। 'গ্লেসিয়ারটার ওপর অনেক-

বার হেঁটেছি আমি। আইস রিজ থাকায় এগোনো খুব কঠিন।'

চোখের পলকে কোমরের খাপ থেকে লম্বা একটা ছুরি বের করলো মেজর রক, ফলাটা বাঁকা, মাথার দিকটা সরু। মডেলের ওপর সেটাকে পয়েন্টার হিসেবে ব্যবহার করলো সে। 'গ্লেসিয়ারের ডানে, পাহাড়ের পিছন দিকে নামবো আমরা। তাহলে আমাদের সি-১৪০ জাহাজের রাডারে ধরা পড়বে না। ধরে নিচ্ছি বাতাসের সাধারণ প্যাটার্ন বদলাবে না, প্যারাস্যুট নিয়ে পাহাড় ঘুরে উড়ে যাবো সাত কিলোমিটার, গ্লেসিয়ারের সামনের পাঁচিল থেকে খুব বেশি হলে এক কিলোমিটার দূরে নামবো। জাম্প করার পর নিচে নেমে একত্রিত হওয়া পর্যন্ত আঠারো মিনিট ধরেছি আমি। গ্লেসিয়ারের কিনারা পর্যন্ত হাঁটবো, আরো বিশ মিনিট। হামলা করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে আরো ছয় মিনিট। সব মিলিয়ে চুয়াল্লিশ মিনিট।'

'আমি হলে সময়টা দ্বিগুণ করে নিতাম,' বললো নেলসন। 'দলের কেউ একজন কোনো ফাটলে পড়লে, দ্বিতীয় দলটার সাথে নির্দিষ্ট সময়ে মিলিত হতে পারবেন না। আপনাদের পৌঁছুতে দেরি হবে, ডাইভ টিম তা জানতে পারবে না।'

চেহারায় বিরক্তি নিয়ে নেলসনের দিকে তাকালো কর্নেল। 'আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি না, মিঃ নেলসন। ইউনিফর্মের সাথে প্রত্যেকের কাছে একটা করে মিনিয়েচার রেডিও আছে, কানের সাথে ফিট করা, আর স্কি মাস্কের সাথে আছে মাইক্রোফোন। প্রতি মুহূর্তে যোগাযোগ থাকবে আমাদের মধ্যে।'

'আরেকটা কথা,' বললো রানা। 'আশা করি আপনাদের আগ্নেয়াস্ত্রে সাইলেন্সার লাগানো আছে?'

'আছে,' বললো কর্নেল। 'কেন?'

'সাইলেন্সার না থাকলে মেশিন গানের একটা বিস্ফোরণেই গ্লেসিয়ারের পাঁচিলটা ভেঙে পড়বে।'

'হাইজ্যাকাররা কি করবে আমি জানি না।'

'তাহলে যতো তাড়াতাড়ি পারেন খুন করবেন ওদের,' নিচু গলায় বললো নেলসন।

'টেরোরিস্টদের বন্দী করার ট্রেনিং আমাদেরকে দেয়া হয়নি,' নিষ্ঠুর, ঠাণ্ডা হাসির সাথে বললো কর্নেল। 'এবার, আমাদের অতিথিদের সমালোচনা যদি শেষ হয়ে থাকে, কারো কোনো প্রশ্ন আছে?'

ডাইভ টিমের জেমস কেনিংটন হাত তুললো। 'স্যার?'

'কেনিংটন?'

'জাহাজে পৌঁছুবো আমরা কি পানির ওপর দিয়ে, নাকি তলা দিয়ে?'

পয়েণ্টার হিসেবে একটা বল পয়েণ্ট পেন ব্যবহার করলো কর্নেল। খাঁড়ির ছোট্ট একটা দ্বীপের ওপর টোকা দিলো সে, জাহাজ থেকে দ্বীপটা দেখা যায় না। 'পিজিয়ন ক্যারিয়ার এই দ্বীপে পৌঁছে দেবে আমাদেরকে। ওখান থেকে লেডি মেরিয়েটা তিন কিলোমিটার দূরে। পানি এতো ঠাণ্ডা যে সাঁতার কাটা যাবে না, আমরা রাবার বোটে করে রওনা হবো। ফ্রস্ট স্মোক যদি সত্যি থাকে, হাইজ্যাকারদের চোখে ধরা না পড়ে পৌঁছুতে পারবো। আর যদি না থাকে, জাহাজ দুশো মিটার দূরে থাকতে পানিতে নামতে হবে, সাঁতরে পৌঁছুতে হবে খোলের গায়ে।'

'অনেকেরই, আই মীন, বেশ কয়েক জোড়া বল বরফ হয়ে যাবে—প্রথম পার্টির জন্যে খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলে।'

ওয়্যারহাউসে প্রায় আশি জন লোক জড়ো হয়েছে, সবাই হেসে

ফেললো।

মুখে চওড়া হাসি নিয়ে কর্নেল মার্টিন বললো, 'কাজেই সাবধান হওয়া দরকার—মেজর রক তার দল নিয়ে আগেই রওনা হয়ে যাবে।'

একটা হাত তুললো রেডক্লিফ।

'ইয়েস, মিঃ রেডক্লিফ,' হালকা ব্যঙ্গের সুরে বললো কর্নেল। 'আপনি আবার কি বলতে চান? আমার কোথাও ভুল হয়েছে?'

'কৌতূহলের শিকার, কর্নেল। হাইজ্যাকাররা হামলা সম্পর্কে আগে ভাগে যদি টের পেয়ে যায়, আপনাদের জন্যে যদি ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করে— আপনি জানবেন কিভাবে?'

'আমাদের একটা এয়ারক্রাফটে অ্যাডভান্সড ইলেকট্রনিক সার্ভেইল্যান্স ইকুইপমেন্ট আছে, লেডি মেরিয়েটার সাত মাইল ওপরে চক্কর দেবে ওটা, এলাকার বাইরে সহযোগীদের কাছে হাইজ্যাকারদের পাঠানো যে-কোনো ট্র্যান্সমিশন ধরে ফেলবে। স্পেশাল অপারেশন ফোর্সের একটা টিম জাল ছোটো করে আনছে টের পেলে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো চেঁচাবে ওরা।'

একটা আঙুল খাড়া করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো রানা।

'ইয়েস, মিঃ রানা,' বাঁকা হাসি নিয়ে তাকালো কর্নেল।

'আশা করি আমাদের কথা, মানে নুমা পার্টির কথা আপনি ভুলে যাননি।'

একটা ভুরু উঁচু করলো কর্নেল। 'না, ভুলিনি।' জিওলজিস্টের দিকে ফিরলো সে। 'মিঃ ফেজ, পুরনো খনিটা যেন কোথায়?'

'মডেলে ওটাকে আমি দেখাইনি,' শান্ত গলায় বললো ফেজ। 'তবে আপনার যখন জানার আগ্রহ…,' থেমে ছোটো একটা পাথুরে উত্থানের পাশে দিয়াশলাইয়ের একটা বাক্স রাখলো সে, ওখান থেকে

গ্রেসিয়ার আর খাঁড়ি দেখতে পাওয়া যায়। 'এখানে খনিটা, গ্রেসিয়ারের সামনের কিনারা আর জাহাজ থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে।'

রানার দিকে ফিরলো কর্নেল। 'ওটাই আপনাদের উপযুক্ত জায়গা। আপনারা অবজারভেশন পোস্ট হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন।'

'আহা, কি আমার অবজারভেশন পোস্ট রে!' গোমড়ামুখে বললো নেলসন। 'অন্ধকার, বৃষ্টি, ফ্রস্ট স্মোক—নিজের জুতোর ফিতে দেখতে পাবো কিনা সন্দেহ।'

'নিরাপদ একটা আশ্রয়, বিপদ থেকে দূরে,' সান্ত্বনা দিয়ে বললো রানা। 'ইচ্ছে করলে ওখানে আমরা আগুন জ্বেলে পিকনিক করতে পারি।'

'আপনাদের জন্যে সেটাই ভালো হবে,' চেহারায় খানিকটা তৃপ্তি নিয়ে বললো কর্নেল। লোকজনদের ওপর চোখ বুলালো একবার। 'কথা বলে আর সময় নষ্ট করবো না, চলো এবার, কিছু লোকের প্রাণ বাঁচানো যাক।'

'হ্যাঁ, বিশেষ করে প্রাণ বাঁচানোর সোল এজেন্সি যখন পেয়ে গেছেন,' বিড়বিড় করলো নেলসন।

'কি বললেন?'

'নেলসন বলছে, এলাইট ফোর্সের একজন হতে পারা ভারি সৌভাগ্যের ব্যাপার,' বললো রানা।

নেলসনের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালো কর্নেল, দু'জন যেন জন্মশত্রু। 'স্পেশাল অপারেশন ফোর্স কাউকে অনারারি সদস্যপদ দেয় না। আপনারা সিভিলিয়ান অথবা বিদেশী, আমাদের পথ থেকে দূরে সরে থাকবেন।' ঝট্ করে মেজর রকের দিকে ফিরলো ডিক

মার্টিন। 'আমার অনুমতি না পেয়ে মুমার কোনো লোক যদি লেডি মেরিয়েটায় পা ফেলতে চেষ্টা করে, গুলি করবে। দ্যাটস অ্যান অর্ডার।'

'আ প্লেজার।' ক্ষুধার্ত হাঙরের মতো হাসলো মেজর রক।

কাঁধ ঝাঁকালো নেলসন। 'ঘৃণা ছড়াতে এরা দেখছি সাংঘাতিক পটু!'

রানা কিন্তু নেলসনের মতো মেজাজ গরম করলো না। কর্নেল মার্টিনের মনোভাব পরিষ্কার উপলব্ধি করলো ও। কর্নেলের লোকেরা প্রফেশনাল, একটা টিম। আরেকবার সবার ওপর চোখ বুলালো ও। একহারা গড়নের দীর্ঘদেহী যুবক তারা, কারো বয়স পঁচিশের বেশি নয়, প্রত্যেকের চেহারায় দৃঢ়প্রত্যয় আর সংকল্পের ছাপ। একটা প্রশ্ন নাছোড়বান্দার মতো বারবার উদয় হলো রানার মনে, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এদের মধ্যে কে কে মারা পড়বে?

নয়

'আর কতো দেরি?' জানতে চাইলো গ্যালেরন, গা ছেড়ে দিয়ে ক্যাপটেন ব্রেকওয়ালের সোফায় বসে রয়েছে।

পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ থাকায় ক্যাপটেনের কেবিনে টর্চলাইট জ্বালা হয়েছে, সিলিঙের চারটে কোণ থেকে ঝুলছে সেগুলো।

কোরান পড়ছে আল দাউদ, মুখ না তুলে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো। 'কমিউনিকেশন রুমে আমার চেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন আপনি, আপনিই বলুন।'

'পোয়াতি হাঁসের মতো অপেক্ষা করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। আসুন, সবাইকে গুলি করে এই নরক থেকে কেটে পড়ি।'

হত্যা ষড়যন্ত্রের দোসর গ্যালেরনের দিকে তাকালো দাউদ। মেক্সিকান লোকটা নোংরা। তার চুল তেল-চিটচিটে ময়লা, নখের ভেতর ধুলো বালি। দু'হাত দূর থেকে নাক টানলে দুর্গন্ধে ভূতও পালাবে। বিপজ্জনক হুমকি হিসেবে গ্যালেরনকে শ্রদ্ধা করে দাউদ, তার বাকি সবকিছু ঘৃণার উদ্রেক করে।

সোফা ছেড়ে পায়চারি শুরু করলো গ্যালেরন, মনটাকে শান্ত করতে না পেরে একটা চেয়ারে বসলো। 'চব্বিশ ঘণ্টা আগেই নির্দেশ আসা উচিত ছিলো,' বললো সে। 'ম্যানুয়েল রিভেরা দ্বিধায় ভোগার মানুষ নন।'

'মোস্তফা কামালও নন,' পবিত্র পুস্তকে চোখ রেখে বললো দাউদ। 'তার আর পরম করুণাময় আল্লাহর ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। তাঁরা আমাদের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ঠিকই করবেন।'

'কি ব্যবস্থা করবেন?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠে জানতে চাইলো গ্যালেরন। 'হেলিকপ্টার, জাহাজ, নাকি সাবমেরিন?' আমাদের পরিচয় ফাঁস হবার আগে না পরে? আপনি জবাবটা জানেন, মিশরীয় বন্ধু, তবু নিষ্প্রাণ মূর্তির ভূমিকা নিয়ে আছেন।'

চোখ না তুলে একটা পাতা ওল্টালো দাউদ। 'কাল এই সময়

আপনি আর আপনার দল নিরাপদে পৌঁছে যাবেন মেক্সিকোয়।'

'আদর্শের জন্যে, বৃহত্তর স্বার্থে, আমাদেরকে বলি দেয়া হবে না, সে নিশ্চয়তা আপনি দিতে পারেন?'

'আমরা ধরা পড়া মানে মোস্তফা কামাল ও ম্যানুয়েল রিভেরার বিপদ,' বললো দাউদ। 'কারণ শারীরিক নির্যাতন করা হলে আমরা মুখ খুলতে পারি। হাইজ্যাকিঙের সাথে তারা জড়িত, এ-কথা আমরা যদি ফাঁস করে দিই, তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যাবে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন, আমাদের পালানোর ব্যবস্থা করা হবে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন।'

'কি ব্যবস্থা?'

'প্ল্যানের ওই অংশটুকু আপনাকে জানানো হবে জিম্মিদের সম্পর্কে নির্দেশ আসার পর।'

অতিরঞ্জিত গল্পে ফাঁক-ফোকর দেখা দিতে শুরু করেছে। যে-কোনো মুহূর্তে সত্যের আভাস পেয়ে যাবে গ্যালেরন। যতোক্ষণ দাউদের নিজস্ব লোক জাহাজের কমিউনিকেশন নেটওঅর্ক অপারেট করবে, রেডিও সেট ভুল ফ্রিকোয়েন্সিতে থাকায় কোনো সংকেত রিসিভ করা যাবে না। মোস্তফা কামাল, এবং সম্ভবত ম্যানুয়েল রিভেরা, ভাবলো দাউদ, নির্ঘাৎ ঘেমে সারা হচ্ছে, যদি তারা ভেবে থাকে তাদের নির্দেশ অমান্য করে জিম্মিদেরকে খুন করে ফেলেছে সে। প্রচারণার স্বার্থে জিম্মি-দেরকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে ওরা।

'নির্দেশের অপেক্ষায় থাকার দরকার কি। সবাইকে নিচে নিয়ে গিয়ে জাহাজটা ডুবিয়ে দিলেই তো হয়।'

'কাজটা নেহাতই বোকামি হয়ে যাবে। ক্রুরা বেশিরভাগ ব্রিটিশ, বাংলাদেশের একজন সরকারী কর্মকর্তাও রয়েছেন। রয়েছে মিশরীয়

ও মেক্সিকান নাগরিকরা। এতোগুলো মানুষকে খুন করলে পরিণতি কি ঘটতে পারে ভেবে দেখেছেন? আমাদের খোঁজে সারা দুনিয়া চষে ফেলা হবে।'

'তাছাড়া উপায়ই বা কি! সাক্ষী রেখে খুন করার মধ্যে আমি নেই।'

খাঁটি কথা, ভাবলো দাউদ, 'আমিও নেই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে পবিত্র কোরান নামিয়ে রাখলো সে। 'আপনার একমাত্র উদ্বেগ প্রেসিডেন্ট অগাস্টিন মোরেনো। আমার একমাত্র মাথাব্যথা প্রেসিডেন্ট হোসেন ইসমাইল ও উম্মে সালিহা। আমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ।'

চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগোলো গ্যালেরন। হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললো দরজা। 'নির্দেশ তাড়াতাড়ি এলে ভালো,' প্রায় হুমকির সুরে বললো সে। 'তা না হলে, আগেই বলে রাখছি, আমার লোকদের সামলে রাখা কঠিন হবে। এরইমধ্যে তারা মিশনের দায়িত্ব আমাকে নেয়ার জন্য চাপ দিতে শুরু করেছে।'

তাকে সমর্থন দিয়ে হাসলো দাউদ। 'দুপুরের মধ্যে...আমাদের নেতারা যদি দুপুরের মধ্যে কোনো নির্দেশ না পাঠান, মিশনের কমাণ্ড আমি আপনার হাতে তুলে দেবো।'

সবেগে ঘুরে দাঁড়ালো গ্যালেরন। সন্দেহে আর অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো তার চোখ। 'আমাকে কর্তৃত্ব দিয়ে আপনি সরে দাঁড়াবেন?'

'অসুবিধে কি? যে-কাজে পাঠানো হয়েছে তা আমি শেষ করেছি। বাকি আছে শুধু ছোট্ট একটা কাজ—প্রেসিডেন্ট ইসমাইল আর উম্মে সালিহার ব্যবস্থা করা। সর্বশেষ ঝামেলাটা খুশি মনে আপনার কাঁধে তুলে দিতে পারি আমি।'

হঠাৎ করে খোদ শয়তানের হাসিতে কদাকার হয়ে উঠলো গ্যালে-

রনের চেহারা। 'এই প্রতিশ্রুতি আপনাকে আমি রক্ষা করতে বাধ্য করবো, মিশরীয় বন্ধু। তখন সম্ভবত মুখোশের আড়ালে মুখটা দেখার সুযোগ হবে আমার।' কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সে।

দরজাটা ক্লিক শব্দে বন্ধ হবার সাথে সাথে কোটের ভেতর থেকে মিনিয়েচার রেডিওটা বের করলো দাউদ। সুইচ অন করে বললো, 'এখলাস?'

'ইয়েস, আল দাউদ, জনাব।'

'তোমার লোকেশন?'

'জাহাজের পিছন দিকে আছি, জনাব।'

'তীরে ক'জন?'

'পুরনো খনির জেটিতে ছ'জনকে পাঠিয়েছি। জাহাজে আছি পনেরো জন, আপনাকে নিয়ে, জনাব। যেতে সময় লাগছে। বোটে একেকবারে তিনজন যেতে পারে। আটজনের ইনফ্লেটেবল এমনভাবে চেরা হয়েছে, মেরামত করা যাবে না।'

'স্যাবোটাজ?'

'অবশ্যই, জনাব। গ্যালেরন বাহিনীর কাজ।'

'আরো কোনো সমস্যা?'

'এখনো দেখছি না। ঠাণ্ডার ভয়ে বাইরের ডেকে ওরা কেউ বেরুচ্ছে না। বেশিরভাগ লাউঞ্জে বসে হুইস্কি খাচ্ছে। বাকিরা ঘুমিয়ে। বন্ধু হতে বলে কাজের কাজ করেছেন, জনাব। শৃংখলা বলতে কিছুই নেই ওদের মধ্যে।'

'এক্সপ্লোসিভ চার্জ?'

'গ্লেসিয়ারের মুখের সাথে একই রেখায় লম্বা একটা ফাটল আছে, সবগুলো এক্সপ্লোসিভ খানিক পরপর বসানো হয়েছে। বিস্ফোরণ

ঘটলে গোটা সামনের পাঁচিল ধসে পড়বে জাহাজের ওপর।'

'জাহাজ ছাড়তে কতোক্ষণ সময় লাগবে আমাদের?'

'স্রোত বেশ জোরালো, বৈঠা চালাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে আমাদের লোকেরা। আওয়াজের ভয়ে বোটের মটর চালু করা যাচ্ছে না। সবার জাহাজ ছাড়তে সময় লাগবে আরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট।'

'দিনের আলো ফোটার আগে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হবে আমাদের।'

'সবাই জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে যাবে, জনাব।'

'তোমাকে ছাড়া ফেরি অপারেশন চালাতে পারবে ওরা?' জানতে চাইলো দাউদ।

'পারবে।'

'একজন লোককে সাথে নিয়ে ইসমাইলের কেবিনে আমার সাথে দেখা করো।'

'তারমানে কি, জনাব, ওদেরকে খতম করার সময় হয়েছে?' চাপা উত্তেজনার সাথে প্রশ্ন করলো এখলাস।

'না। ওদেরকে আমরা সাথে নিচ্ছি।'

রেডিওর সুইচ অফ করে পবিত্র কোরান পকেটে ভরলো দাউদ। তার সাথে বেঈমানী করা হয়েছে, কাজেই প্রতিশোধ নিতে হবে তাকে। মোস্তফা কামালের এতো সাধের প্ল্যানটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে সে। কাজের বিনিময়ে মূল্য বা পুরস্কার তো দূরের কথা, তার বদলে গ্যালেরনকে দিয়ে তাকে আর তার হাইজ্যাক পার্টিকে খুন করার মতলব করেছে মোস্তফা কামাল। কেউ পিঠে ছুরি মারার চেষ্টা করলে আল দাউদ তাকে ক্ষমা করে না।

প্রেসিডেন্ট ইসমাইল আর উম্মে সালিহাকে বাঁচিয়ে রাখবে দাউদ।

হ্যাঁ, বাঁচিয়ে রাখবে প্রেসিডেন্ট অগাস্টিন মোরেনোকেও। অন্তত কিছুদিনের জন্যে হলেও। দর কষাকষিতে কাজে লাগবে। টেবিল উল্টে ফেলে দৃশ্যপট বদলে দেবে সে, সমস্ত দায় আর অভিযোগ চাপাবে মোস্তফা কামাল ও ম্যানুয়েল রিভেরার ঘাড়ে। দুনিয়ার সামনে খুলে ধরবে তাদের মুখোশ।

নতুন একটা প্ল্যান তৈরি করার জন্যে সময় দরকার তার। তবে আগের কাজ আগে।

নিজের লোকদের নিয়ে জাহাজ থেকে সরে যেতে হবে তাকে। মেক্সিকান খুনীরা কিছু টের পাবার আগেই।

দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে তাকালেন উম্মে সালিহা, হাইজ্যাকারদের লিডারকে ভেতরে ঢুকতে দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুক। অদ্ভুত মুখোশটার দিকে তাকিয়ে তার শুধু চোখ জোড়া দেখতে পেলেন তিনি, অনায়াসভঙ্গিতে মেশিন গান ধরে আছে একহাতে। মেয়েলি কৌতূহলবশত তিনি ভাবলেন, অন্য কোনো পরিস্থিতিতে লোকটা কেমন কে জানে।

কেবিন স্যুইটের ভেতর ঢুকে কঠিন সুরে বললো দাউদ, 'আপনারা সবাই আসুন আমার সাথে।'

খারাপ কথাটাই আগে মনে আসে। এবার বোধহয় গুলি করা হবে ওদেরকে। ভয়ে কেঁপে উঠলেন উম্মে সালিহা, চোখ নামিয়ে ডেকের দিকে তাকালেন, ভয় প্রকাশ করে ফেলায় রেগে উঠলেন নিজের ওপর।

উদ্বেগ বা দ্বিধা কোনোটাই প্রকাশ পেলো না, প্রায় লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন রাহাত খান। দৃঢ়, দীর্ঘ পদক্ষেপে এগোলেন তিনি,

সরাসরি দাউদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, দু'জোড়া জুতোর ডগা ছোঁয় ছোঁয় অবস্থা। 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাদের, এবং কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দাবি করলেন তিনি।

'ভুলে গেছেন আপনি আমার বন্দী?' ঠাণ্ডা স্বরে বললো দাউদ। 'যদি বলি, গুলি করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি, কি করার আছে আপনার?' বিদ্রূপের হাসি হাসলো সে। 'আর কখনো জেরা করবেন না আমাকে।'

'তোমার কথায় এতো গর্ব আর ধমক কেন?' আরো তীক্ষ্ণ হলো রাহাত খানের কণ্ঠস্বর। 'এভাবে কাউকে বন্দী করা কাপুরুষের কাজ, জানো না? আর বন্দীদের যারা গুলি করতে নিয়ে যায়, তারা নিশ্চয়ই অন্য কারো কেনা গোলাম।'

'বাজে কথা বলবেন না!' রাহাত খানকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে কয়েক পা সামনে বাড়লো দাউদ, ম্লান চেহারাগুলোর দিকে এক এক করে তাকালো। 'বোটে চড়ে সবাই একটু বেড়াবেন আর কি। খানিকক্ষণ ট্রেন ভ্রমণের সুযোগও পাবেন। আমার লোকেরা কম্বল দেবে একটা করে, সময়টা বেশ ভালোই উপভোগ করবেন।'

কেউ কোনো কথা বললো না, শুধু তাকিয়ে থাকলো।

অসুস্থ, অসহায় অনুভূতি নিয়ে প্রেসিডেন্ট হোসেন ইসমাইলকে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন উম্মে সালিহা। একটানা কয়েকটা দিন মৃত্যুর হুমকির মধ্যে বাস করে জীবনের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছেন ভদ্রমহিলা। তাঁর এখন মনে হচ্ছে, কিছুতেই কিছু এসে যায় না। অথচ অন্তরের গভীরে কোথাও আগুনের একটা ফুলকি ছুটোছুটি করছে, ইচ্ছাশক্তি একত্রিত করে বিদ্রোহ করার উৎসাহ দিচ্ছে তাঁকে। ধীরে ধীরে একজন যোদ্ধা অনুপ্রবেশ করলো তাঁর মধ্যে। যে জানে

যুদ্ধে যাচ্ছে, জানে মৃত্যু অনিবার্য, সেইসাথে জানে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করবে সে।

ভেতরে ঢুকে কমিউনিকেশন রুম খালি দেখলো গ্যালেরন। প্রথমে তার মনে হলো, দাউদের রেডিও অপারেটর সম্ভবত প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছে। বাথরুমটা পরীক্ষা করার পর তার ভুল ভাঙলো।

রেডিও প্যানেলের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো গ্যালেরন। ঘুম না হওয়ায় লাল হয়ে আছে চোখ। চেহারায় সংশয়। ধীর পায়ে ব্রিজে চলে এলো সে, রাডারস্কোপ-এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নিজের একজন লোকের দিকে এগোলো। 'রেডিও অপারেটর কোথায়?' প্রশ্ন করলো সে।

ঘুরে দাঁড়ালো রাডার অবজারভার, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'তাকে তো আমি দেখিনি, ক্যাপটেন। কমিউনিকেশন রুমে নেই সে?'

'না, ঘরটা খালি।'

'ওদের লিডারকে জিজ্ঞেস করে দেখবো?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো গ্যালেরন, মিশরীয় রেডিও অপারেটরের নিখোঁজ হওয়ার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে বুঝতে পারছে না। 'জর্জ স্যাভেজকে ডেকে আনো এখানে। রেডিও বোঝে সে। আরব-রা নয়, এখন থেকে কমিউনিকেশন রুমের দায়িত্বে থাকবো আমরা।'

ওরা কথা বলছে, দু'জনের কেউই খেয়াল করলো না, রাডার স্কোপে একটা জোরালো ব্লিপ উদয় হয়েছে। দ্বীপের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটা আকাশ যান।

ব্লিপটা দেখে সতর্ক যদি হতোও ওরা, মেজর রকের এয়ার অ্যাসল্ট টিমের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানতে পারতো না শত্রুপক্ষ। স্পেশাল

অপারেশন ফোর্সের সদস্যরা বিশেষ ধরনের প্যারাস্যুট ব্যবহার করছে, রাডারে তা ধরা পড়বে না। এরইমধ্যে খুলে গিয়ে গ্রেসিয়ারের দিকে ভেসে যাচ্ছে সেগুলো।

দশ

বাহনটার নাম অসপ্রে, ওঠা-নামা করে হেলিকপ্টারের মতো, ঘণ্টায় ছয়শো কিলোমিটার গতিতে ওড়ে, ঠিক যেন একটা প্লেন। ষোলো আনা জেগে আছে রানা; অবিশ্বাস্য পাতলা প্যাড লাগানো অ্যালু-মিনিয়ামের তৈরি সিটে বসে, কানে এঞ্জিনের শব্দ নিয়ে শুধু বোধহয় একটা লাশের পক্ষেই ঘুমানো সম্ভব। শুধু একটা লাশের পক্ষে, তবে বেন নেলসন বাদে। চুপসে আছে সে, মনুষ্য আকৃতির একটা বেলুন যেন। কয়েক মিনিট পর পর, যেন নির্দেশ দেয়া আছে, মগজকে, চোখ না মেলে বা নিঃশ্বাসের ছন্দপতন না ঘটিয়ে পাশ ফিরে শুচ্ছে।

'এটা কিভাবে সম্ভব?' সবিস্ময়ে জানতে চাইলো চার্লস ফেজ।

'ওর জিনে আছে ব্যাপারটা,' জবাব দিলো রানা।

'এরচেয়েও ভয়ংকর পরিস্থিতিতে ওকে আমি ঘুমাতে দেখেছি,' বললো রেডক্লিফ।

পাইলট ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকালো। 'ঠিক জানেন, উনি জ্ঞান হারাননি?'

সবাই ওরা হাসলো। তারপর নিস্তব্ধতা নেমে এলো অসপ্রের ভেতর, সবারই একটা চিন্তা, বাইরের হিম নরকে বেরুতে না হলে কি ভালোই না হতো। যতোটা সম্ভব নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে রানা। খানিকটা তৃপ্তিও বোধ করছে ও। অ্যাসল্ট টিমে ওকে নেয়া হয়নি বটে, তবে কর্নেল মার্টিন আর মেজর রকের কাছাকাছি থাকার সুযোগ আদায় করা গেছে। জিম্মি উদ্ধারে ট্রেনিং পাওয়া প্রফেশনালরা দায়িত্ব পালন করুক। তবে দেখতে হবে তারা কোনো কঠিন বিপদে পড়ে কিনা। পড়লে ওদের চারজনের ছোট্ট দলটাকেই সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে।

বসের ব্যাপারে তেমন কোনো দুশ্চিন্তা নেই ওর। চীফ যে বেঁচে আছেন, এ-ব্যাপারে মুহূর্তের জন্যে ওর মনে কোনো সংশয় জাগেনি। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারবে না, এমনকি নিজের কাছেও নয়, তবু কথাটা সত্যি—বসের উপস্থিতি অনুভব করতে পারছে ও। বছরের পর বছর ধরে দু'জনের মধ্যে একটা মানসিক যোগাযোগ রয়েছে, অদৃশ্য বন্ধন বলা যেতে পারে, পরস্পরের মন খোলা বইয়ের মতো পড়তে পারে ওরা।

'ছ'মিনিটের মধ্যে ল্যাণ্ডিং পয়েন্টে পৌঁছে যাবো,' ঘোষণা করলো পাইলট।

বরফ ঢাকা চূড়াগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে অসপ্রে, তুমুল তুষার বৃষ্টির আড়ালে সেগুলো দেখা যাচ্ছে না, তবু চেহারায় কোনো উদ্বেগ নেই পাইলটের।

'আপনি জানছেন কিভাবে আমরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো

রানা।

অলসভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো পাইলট। 'সব আমার কব্জিতে।'

সামনের দিকে ঝুঁকে পাইলটের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালো রানা। কন্ট্রোলে কোনো হাত নেই। হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে রেখেছে পাইলট, ছোট্ট একটা স্ক্রীনে তাকিয়ে আছে। জিনিসটা ভিডিও গেমের মতো দেখতে। গ্রাফিক ডিসপ্লের নিচের দিকে অসপ্রের নাকটা শুধু দেখা যাচ্ছে। সচল ছবিতে রয়েছে পাহাড়, উপত্যকা—অসপ্রের নিচে দিয়ে পিছন দিকে ছুটে যাচ্ছে সেগুলো। স্ক্রীনের ওপর দিকে, এককোণে, দূরত্ব আর উচ্চতা লাল ডিজিটাল সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে।

'সমস্ত কিছুর বিকল্প হয়ে উঠছে কমপিউটর,' মন্তব্য করলো রানা।

'ভাগ্য ভালো যে এখনো ওরা এমন কোনো কমপিউটর বানাতে পারেনি যেটা যৌবনের চাহিদা মেটাতে পারে,' বলে হো হো করে হেসে উঠলো রেডক্লিফ।

'কিভাবে কাজ করে, বলবেন?' পাইলটকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ইনফ্রারেড আর রাডার স্ক্যানার নিচের গ্রাউণ্ড স্টাডি করে, থ্রি-ডাইমেনশনাল ডিসপ্লে-তে স্টাডির রেজাল্ট রূপান্তর করে পাঠায় কমপিউটর।'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'ছোট্ট এই ইলেকট্রনিক গাইড যদি না থাকতো,' বলে চললো পাইলট, 'পান্টা অ্যারেনাসে এখনো বসে থাকতাম আমরা দিনের আলো আর ভালো আবহাওয়ার অপেক্ষায়।' অদ্ভুত একটা শব্দ বেরিয়ে এলো ডিসপ্লে স্ক্রীন থেকে, আড়ষ্ট হলো পাইলট। 'সামনে আমাদের ল্যাণ্ড করার নির্ধারিত জায়গা। নামার জন্যে আপনার

লোকদের প্রস্তুতি নিতে বলুন।'

'আপনাকে ঠিক কি নির্দেশ দিয়েছেন কর্নেল মার্টিন?'

'পাহাড় চূড়ার পিছনে মাইনের ওপর দিকে কোথাও আপনাদের নামিয়ে দিতে হবে, জাহাজের রাডারে যাতে অসপ্রে ধরা না পড়ে। বাকি পথ আপনাদেরকে হেঁটে পেরুতে হবে।'

ফেজের দিকে ফিরলো রানা। 'তোমার দিক থেকে কোনো সমস্যা?'

হাসলো ফেজ। 'পাহাড়টা আমার স্ত্রীর চেহারার মতোই চেনা—ঢাল, খাদ, চড়াই, উতরাই ইত্যাদি সহ। খনির প্রবেশমুখ থেকে চূড়াটা তিন কিলোমিটার দূরে। ঢাল বেয়ে সহজেই নামা যায়। চোখ বুজে নামতে পারবো।'

'আবহাওয়ার যা অবস্থা,' ম্লান সুরে বললো রানা, 'ধরে নাও, ঠিক তাই তোমাকে করতে হবে।

অসপ্রে এঞ্জিনের গর্জন থামলো, শুরু হলো তীব্রগতি বাতাসের একটানা আহাজারি। কার্গো হ্যাচ গলে বাইরে বেরিয়ে এসে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো নুমার সদস্যরা। নষ্ট করার সময় নেই, কোনো কথা হলো না, শুধু হাত নেড়ে বিদায় জানালো ওরা পাইলটদের। এক মিনিটের মধ্যে বাতাসের গায়ে হেলান দিয়ে রওনা হয়ে গেল চারজন লোক, সাথে দুটো ব্যাগ। পাথুরে ঢাল বেয়ে চূড়ার দিকে উঠে যাচ্ছে দলটা।

নিঃশব্দে সবার সামনে চলে গেল ফেজ। আকাশে থাকতে যেমন দেখেছে ওরা, নিচে নামার পরও তাই দেখছে, তুষার বৃষ্টিতে খুব বেশি দূর দৃষ্টি চলে না। ফেজের হাতের টর্চটা প্রায় কোনো কাজেই আসছে না। টর্চের আলোয় বৃষ্টির ফোঁটা চেনা যায়, এক কি দু'মিটার সাম-

নের এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমি দেখা যায় কি যায় না।

একটা অ্যাসল্ট টিমের সাথে ওদের কোনো মিল নেই। দু'জনের হাতে দুটো ব্যাগ থাকলেও, ওগুলোয় কোনো অস্ত্র আছে কিনা কে বলবে। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে চারজনের কাপড় চার রকম। রানা পরেছে ধূসর স্কি টগস, নেলসনেরটা গাঢ় নীল। রেডক্লিফ পরেছে কমলা রঙের সারভাইভাল স্যুট, মাপ দুই সাইজ বড়। ফেজের পরনে গলা-ঢাকা ওভারকোট, মাথায় কান-ঢাকা ক্যাপ। শুধু একটা জিনিস চারজনই ব্যবহার করছে, হলুদ লেন্স লাগানো স্কি গগলস।

বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় বিশ কিলোমিটার। ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে পাথর। পা হড়কে পিছলে গেল ওরা, আছাড় খেলো। তবে কারো কোনো অভিযোগ নেই। না চাইলে কেউ কাউকে সাহায্যও করছে না।

মাঝে মধ্যে গগলস থেকে তুষার পরিষ্কার করতে হলো। খানিক পর সামনে থেকে ওরা দেখতে হলো ঠিক যেন তুষার মানব, অথচ পিছন দিকটা রীতিমতো শুকনো।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো ফেজ। টর্চের আলো ফেলে বরফ-মুক্ত বোল্ডারগুলো পরীক্ষা করলো সে। বাতাসের গতি বেড়ে গেছে অনু-ভব করে বুঝতে পারলো, চূড়ার কাছাকাছি উঠে এসেছে ওরা। 'আর বেশি দেরি নেই,' বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠলো তার গলা। 'এরপর শুধুই ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া।'

'দুর্ভাগ্য এখানে কোনো স্লেজগাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না!' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো নেলসন।

দস্তানা সরিয়ে ডোকা ড্রাইভ ওয়াচের ডায়ালে চোখ রাখলো রানা। হামলার সময় নির্ধারিত হয়েছে ও-ফাইভ হানড্রেডে। আর

আটাশ মিনিট পর। নাহ্, ওরা অনেক দেরি করে ফেলছে। 'চলো, তাড়াতাড়ি নামি। অনুষ্ঠানটা মিস করতে চাই না।'

পনেরো মিনিট দ্রুত নামলো ওরা। পাহাড়ের গা ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। আঁকবাঁকা একটা পথ খুঁজে পেলো ফেজ, খনির দিকে চলে গেছে। আরো নিচে নামার পর কুৎসিতদর্শন ঝোপের সংখ্যা কমে এলো, পাথরগুলো এদিকে আগের চেয়ে ছোটো, আলগা। পাথুরে মাটিতে কাঁকর বেশি, পিছলে যাবার আশংকা কম। ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, বাতাসের গতিবেগ কমে এলো, ধরে এলো তুষার বৃষ্টি। মেঘের নিরেট পর্দায় ফাঁক-ফোকর দেখা দিলো, উঁকি দিলো দু'চারটে করে তারা। চোখে গগলস না থাকলেও সামনেটা এখন ওরা দেখতে পাচ্ছে।

অন্ধকারের ভেতর উঁচু হয়ে থাকা আকরিক আবর্জনার একটা স্তূপ চিনতে পেরে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল ফেজের। স্তূপটাকে ঘুরে ছোটো, ন্যারো-গেজ রেলরোড-এর পাশে পৌঁছুলো দলটা, অন্ধকারের ভেতর অনুসরণ করলো সেটাকে।

ঘাড় ফিরিয়ে 'আমরা পৌঁছে গেছি' বলতে যাবে ফেজ, কিন্তু বাধা দেয়া হলো তাকে। হঠাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে, ঝট করে হাত বাড়িয়ে ফেজের ওভারকোট খামচে ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো রানা, অপর হাত দিয়ে চেপে ধরলো তার মুখ।

'চুপ!' চাপা গলায় বললো রানা, ফেজের মুখ থেকে হাত সরিয়ে টর্চটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিয়ে অফ করলো।

'কি···।' শুরু করলো ফেজ।

'চোপ!' ফিসফিস করলো রানা।

নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো রেডক্লিফ, 'কিছু শুনেছো?'

'না, পরিচিত একটা গন্ধ।'

'পরিচিত গন্ধ?'

'বাচ্চা-ভেড়ায় একটা পা,' বললো রানা। 'আগুনে ঝলসানো হচ্ছে।'

পিছন দিকে মাথা কাত করে নাকে বাতাস টানলো ওরা।

'বাই গড, তুমি ঠিক ধরেছো!' বিড়বিড় করলো নেলসন। 'গন্ধটা আমিও পাচ্ছি।'

ফেজকে এতোক্ষণে ছেড়ে দিলো রানা। 'কি হে, ফেজ, তোমার আগেই দেখছি আরেকজন এসে দখল করে নিয়েছে খনিটা।'

'নিশ্চয়ই একদল গাধা। যদি ভেবে থাকে খনি থেকে দস্তা তুলতে পারবে···।'

'একবারও ভাবছো না, ওরা দস্তা তুলতে না-ও এসে থাকতে পারে?'

একপাশে সরে গেল রেডক্লিফ। 'তুমি টর্চ নেভানোর আগে এদিকে কোথাও আমি কি যেন একটা চকচক করতে দেখেছি।' ছোটো একটা বৃত্ত রচনা করে ঘুরতে শুরু করলো সে। বুটে লেগে কি যেন একটা গড়িয়ে গেল। সেটা তুলে আলোর সামনে ধরলো সে। একটা স্কচ হুইস্কির খালি বোতল।

'অদ্ভুত ব্যাপারস্যাপার ঘটছে এখানে, বলতেই হবে,' বিস্ময় প্রকাশ করলো ফেজ। 'মাইনার-রা এতো দামী মদ খায়, আমার জানা ছিলো না!'

রেডক্লিফ বললো, 'হুইস্কি আর ভেড়ার পা, ধরে নেয়া চলে লেডি মেরিয়েটা থেকে এসেছে।'

'গ্লেসিয়ার যেখানে খাঁড়ির সাথে মিশেছে, সেখান থেকে কতোটা

দূরে আমরা ?' জানতে চাইলো রানা।

'গ্লেসিয়ার উত্তর দিকে মাত্র পাঁচশো মিটার গেছে। খাঁড়ির দিকে মুখ করা পাঁচিলটা পশ্চিম দিকে দু'কিলোমিটারেরও কম।'

'ওর কিভাবে সরানো হয় ?'

হাত তুলে খাঁড়ির দিকটা দেখালো ফেজ। 'ন্যারো-গেজ রেলরোড রয়েছে না। খনির প্রবেশ মুখ থেকে ওর-ক্রাশার পর্যন্ত লম্বা লাইনটা, তারপর গেছে ডক পর্যন্ত, ওখানে জাহাজে তোলা হয় ওর।'

'কিন্তু তুমি কোনো ডকের কথা আগে বলোনি।'

'কেউ জিজ্ঞেস করলে তো বলবো,' কাঁধ ঝাঁকালো ফেজ। 'ছোটো একটা লোডিং জেটি।'

বইটি পাঠাগার ডট নেট থেকে ডাউনলোডকৃত।

'জাহাজ থেকে আনুমানিক দূরত্ব ?'

'হাতে জোর থাকলে, ডক থেকে একটা বল ছুঁড়ে জাহাজের খোলে লাগানো যায়।'

'দেখতে পাওয়া উচিত ছিলো,' তিক্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করলো রানা। 'কেউ আমরা দেখতে পাইনি।'

'কি বলছেন বুঝতে পারছি না!' ফেজ অবাক।

'টেরোরিস্টদের সাপোর্ট টিম,' বললো রানা। 'জাহাজে হাইজ্যাকার যারা আছে, পালানোর জন্যে ওদের একটা অ্যাডভান্সড বেস দরকার। সাবমেরিনের ব্যবস্থা না থাকলে সাগরে নেমে ধরা পড়ার ঝুঁকি ওরা নেবে কেন ? আর সাবমেরিন যোগাড় করতে হলে বৈধ সরকারী সহযোগিতা লাগবে।'

'তাহলে সাপোর্ট টিম বা অ্যাডভান্সড বেস…,' নেলসন শুরু করলো।

'পরিত্যক্ত খনিটা হেলিকপ্টার লুকিয়ে রাখার জন্যে আদর্শ জায়গা

হতে পারে না?' তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলো রানা। 'খাঁড়ি থেকে আসা-যাওয়া করার জন্যে এই রেইলরোডটাও ওরা ব্যবহার করতে পারবে।'

'কর্নেল মার্টিন,' দ্রুত, চাপা স্বরে বললো নেলসন। 'তাকে ব্যাপার-টা জানানো দরকার।'

'সম্ভব নয়,' বললো রেডক্লিফ। 'আমাদের প্রতিবেশী কর্নেল যোগা-যোগ রাখার জন্যে একটা রেডিও দিয়ে যেতে ভুলে গেছেন।'

'তাহলে কিভাবে তাকে জানানো যায়?'

'উপায় নেই,' শ্রাগ করলো রানা। 'তবে, টেরোরিস্টদের হেলি-কপ্টারগুলো অকেজো করে দিতে পারি আমরা। পারি খনিতে যারা আছে তাদের কোণঠাসা করে রাখতে।'

'সংখ্যায় ওরা পঞ্চাশজনও হতে পারে,' প্রতিবাদ করলো ফেজ। 'আমরা মাত্র চারজন।'

রেডক্লিফ বললো, 'ওরা সতর্ক অবস্থায় নেই। নিশ্চয়ই ঝড়ের মধ্যে নির্জন একটা দ্বীপে ওদের ওপর হামলা চালানো হবে বলে আশংকা করছে না।'

'রেডক্লিফ ঠিক বলেছে,' সায় দিলো নেলসন। 'ওরা সতর্ক থাকলে এতোক্ষণে আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তো। চলো, আমরাই ওদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ি।'

'বিস্ময়ের ধাক্কা জিনিসটা আমারও খুব প্রিয়,' বললো রানা। 'অন্ধ-কার আমাদেরকে সাহায্য করবে।'

'ওরা যদি টের পেয়ে যায়, ধাওয়া করে, আমরা কি পাথর ছুঁড়বো?' জিজ্ঞেস করলো ফেজ।

'আমি বয় স্কাউটদের আদর্শে বিশ্বাসী,' মুচকি হেসে বললো রানা।

রানার সাথে একযোগে নেলসনও ঝুঁকে পড়লো, খুলে ফেললো ব্যাগ দুটো। নেলসন সবাইকে একটা করে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট বিলি করলো, আর রানা বিলি করলো আগ্নেয়াস্ত্র। ফেজের দিকে বাড়িয়ে ধরলো একটা সেমিঅটোমেটিক শটগান, বললো, 'বলেছো, মাঝে মধ্যে শিকারে গেছো, তাই না? ধার করা জিনিস, তোমাকেও ধার দিলাম—টুয়েলভ-বোর বেনেলি সুপার নাইনটি।'

চকচক করে উঠলো ফেজের চোখ। 'আই লাইক ইট।' স্টকের ওপর এমন আলতোভাবে হাত বুলালো সে, ওটা যেন কোনো কুমারীর গাল। এই সময় সে লক্ষ্য করলো, রেডক্লিফ আর নেলসনের হাতে একটা করে হেকলার-কোচ মেশিন গান রয়েছে, সাইলেন্সার সহ। 'এ-সব তো মোড়ের কোনো মণিহারী দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না!'

'স্পেশাল অপারেশনস্ ফোর্স-এর সম্পত্তি,' বললো নেলসন। 'ধার করা হয়েছে, ডিক মার্টিন আর মেজর রক যখন অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলো।'

আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ফেজের জন্যে, রানাকে একটা থম্পসন সাবমেশিন গানে গোল ড্রাম ঢোকাতে দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তার।

হাতঘড়ি দেখলো রানা। মাত্র ছ'মিনিট পর জাহাজে হামলা চালাবে মার্টিন আর রক। 'আমি না বলা পর্যন্ত কোনো গোলাগুলি নয়। আমরা চাই না স্পেশাল ফোর্সের হামলাটা কেঁচে যাক। টেরোরিস্টদের ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিতে পারলে ওরাই জিম্মিদের উদ্ধার করতে পারবে।'

'কিন্তু গ্রেসিয়ারের ব্যাপারটা?' জিজ্ঞেস করলো ফেজ। 'আমরা

গুলি ছুঁড়লে শক ওয়েভ বরফের সামনের পাঁচিলে ফাটল তৈরি করবে না ?'

'এই রেঞ্জ থেকে করবে না,' তাকে আশ্বস্ত করলো রেডক্লিফ। 'সবাই আমরা একসাথে গুলি করলেও দূর থেকে মনে হবে আতসবাজি পোড়ানো হচ্ছে।'

'মনে রেখো,' বললো রানা। 'বন্দুকযুদ্ধ যতোক্ষণ পারা যায় এড়িয়ে থাকতে চাই আমরা। আমাদের প্রথম কাজ হেলিকপ্টারগুলোকে খুঁজে বের করা।'

'সাথে কিছু বিস্ফোরক থাকলে ভালো হতো,' খেদ প্রকাশ করলো নেলসন।

'চাইলেই কি সব পাওয়া যায়।'

আশপাশটা ভালো করে চিনে নেয়ার জন্যে ফেজকে কয়েক সেকেণ্ড সময় দিলো রানা। তারপর মাথা ঝাঁকালো জিওলজিস্ট, ওদেরকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল। পুরনো, পড়ো পড়ো বিল্ডিংগুলোর পিছন দিয়ে এগোলো ওরা, ছায়ার ভেতর থাকলো, পা ফেলছে যতোটা সম্ভব নিঃশব্দে।

খনির চারপাশে বিল্ডিংগুলো বেশিরভাগই কাঠের মোটা পিলারের ওপর তৈরি করা হয়েছে, মাথার করোগেটেড টিনে মরচে ধরে গেছে। কোনোটা ছোটো দোচালা, কোনোটা তিন বা চারতলা উঁচু, দেয়ালগুলো অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। মাংস ঝলসানোর গন্ধ বাদ দিলে, পরিত্যক্ত ওয়েস্টার্ন শহরের মতো জায়গাটা।

হঠাৎ করে লম্বা একটা শেডের পিছনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ফেজ, একটা হাত তুললো, বাকি তিনজন তার কাছাকাছি আসার অপেক্ষায় থাকলো। কোণ থেকে উঁকি দিয়ে একবার তাকালো সে,

তারপর আরেকবার, সবশেষে ফিরলো রানার দিকে। 'আমার ডান দিকে, কাছেই, রিক্রিয়েশন আর ডাইনিং হল বিল্ডিং,' ফিসফিস করে বললো সে। 'ভারি পর্দার ভেতর থেকে আলোর ফালি বেরিয়ে আসছে, দেখতে পাচ্ছি আমি।'

নাক টেনে বাতাসের গন্ধ নিলো নেলসন। 'পা-টা ওরা খুব ভালো-ভাবে ঝলসাচ্ছে।'

'গার্ডদের দেখতে পাচ্ছো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'উঁহুঁ, কেউ কোথাও নেই।'

'হেলিকপ্টারগুলো কোথায় লুকাতে পারে?'

'মেইন মাইন হলো খাড়া একটা শ্যাফট, সিক্স লেভেল পর্যন্ত নেমে গেছে। কাজেই পার্কিং গ্যারেজ হিসেবে ওটা কোনো কাজে লাগবে না।'

'তাহলে কোথায়?'

ভোর-রাতের অন্ধকারে একটা হাত তুললো ফেজ। 'সবচেয়ে বড় খোলা জায়গা ওর-ক্রাশিং মিল। হেভি ইকুইপমেন্ট রাখার জন্যে ওখানে একটা স্লাইডিং দরজাও আছে। 'কপ্টারের রোটর ব্লেড যদি ভাঁজ করা যায়, ভেতরে অন্তত তিনটে ঢোকানো সম্ভব।'

'চলো তাহলে সেখানেই আগে দেখি,' বললো রানা।

নষ্ট করার মতো সময় নেই। এখন থেকে যে-কোনো মুহূর্তে অ্যাসল্ট টিম হামলা শুরু করবে। ডাইনিং হল পেরিয়ে সামান্য একটু এগিয়েছে ওরা, অকস্মাৎ দড়াম করে একটা দরজা খুলে গেল, বৃষ্টির ভেতর দিয়ে ছুটে এলো উজ্জ্বল আলোর একটা লম্বা ফালি, হাঁটুর নিচে থেকে ওদের পাগুলো আলোকিত করলো। স্থির মূর্তি হয়ে গেল চারজনই, অস্ত্রগুলো ফায়ারিঙ পজিশনে চলে এসেছে।

ভেতরের আলোয় একটা মূর্তিকে দেখা গেল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে একটা প্লেট থেকে অভুক্ত খাবার ছুঁড়ে বাইরে ফেললো সে। পিছিয়ে বন্ধ করলো দরজা। আরো তু'সেকেণ্ড পর সিধে হয়ে ক্রাশিং মিলের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো ওরা।

ঘাড় ফিরিয়ে ফেজের কানে ঠোঁট ঠেকালো রানা। 'ভেতরে ঢুকবো কিভাবে ?'

'কনভেয়র বেল্ট আছে, বিল্ডিং থেকে ক্রাশারে আসে ওর, ক্রাশার থেকে পাঠানো হয় ট্রেনে। সমস্যা হলো, সবই আমাদের মাথার অনেকটা ওপরে।'

'নিচের দরজা ?'

'ইকুইপমেণ্ট-স্টোরেজ-এর দরজাটা বড়,' বললো ফেজ, তার গলাও রানার মতো নিচু। 'আর আছে মেইন ফ্রণ্ট এণ্ট্রান্স। যতোদূর মনে পড়ে, একটা সিঁড়িও আছে পাশের অফিসে যাবার জন্যে···।'

'সন্দেহ নেই তালা মারা,' বললো নেলসন।

'সামনের দরজা,' বললো রানা। 'ভেতরে যারা আছে তারা সম্পূর্ণ অচেনা কাউকে আশা করছে না। শান্ত, স্বাভাবিকভাবে যাবো আমরা, যেন দলেরই লোক। তিনজন বন্ধু ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে আসবো।'

বিড়বিড় করে নেলসন বললো, 'আমি একশো ডলার বাজি রাখতে পারি, কঁ্যাচ কঁ্যাচ করবে দরজা।'

ক্রাশিং মিলের একটা কোণ ধীর পায়ে ঘুরলো ওরা, কোনো বাধা না পেয়ে ভেতরে ঢুকলো উঁচু একটা দরজা দিয়ে, কজাগুলো কোনো প্রতিবাদ করলো না।

'দরজা আওয়াজ না করুক, নির্ঘাৎ মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়বে।' তু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে উঠলো নেলসন।

বিল্ডিঙের ভেতরটা বিশাল। হবারই কথা। দানবাকৃতি একটা অক্টোপাসের মতো মাঝখানে রয়েছে মেকানিকাল মেশিনটা, সাথে কনভেয়র বেল্ট, ওয়াটার হোস আর ইলেকট্রিকাল ওয়্যারিংগুলো যেন শুঁড়। ওর-ক্রাশারে রয়েছে বিভিন্ন মাপের ইস্পাতের বল সহ লম্বা সিলিণ্ডার।

একদিকের দেয়াল বরাবর বসানো রয়েছে প্রকাণ্ড আকারের ট্যাংকগুলো। মাথার ওপর মেইন্টেন্যান্স ক্যাটওয়াক, ইস্পাতের মই বেয়ে উঠতে হয়। ক্যাটওয়াক রেইলিং থেকে কর্ডের ডগায় ঝুলছে আলোর মালা, বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় পোর্টেবল জেনারেটর থেকে, সেটার এগজস্ট এককোণে বেরিয়ে আছে।

আন্দাজ করতে ভুল হয়েছে রানার। দুটো, এমনকি তিনটে হেলিকপ্টার থাকবে বলে আশা করেছিল ও। রয়েছে মাত্র একটা—বড়সড় ব্রিটিশ ওয়েস্টল্যাণ্ড কমাণ্ডো, পুরনো হলেও বিশ্বস্ত বাহন, সাধারণত ট্রুপস ট্র্যান্সপোর্টের কাজেই ব্যবহার করা হয়। ত্রিশজন বা আরো বেশি লোকের জায়গা হবে ভেতরে। উঁচু মেকানিক স্ট্যাণ্ডে কমব্যাট ফেটিগ পরা দু'জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, এঞ্জিনের পাশে অ্যাকসেস প্যানেলের ভেতর দিয়ে কি যেন দেখছে তারা। নিজেদের কাজে এতোই মগ্ন, ভোর রাতের আগন্তুকদের দিকে তাকালোই না।

ধীরে ধীরে, সতর্কতার সাথে, খোলা ক্রাশিং রুমের ভেতর ঢুকলো রানা। ওর ডান দিকে ফেজ, বাঁ দিকটা কাভার দিচ্ছে নেলসন, পিছনে রয়েছে রেডক্লিফ। হেলিকপ্টারের ক্রু দু'জন এখনো ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকাচ্ছে না। তৃতীয় লোকটাকে হঠাৎ করে দেখতে পেলো ওরা, চমকে উঠলো যেন ভূত দেখেছে। দরজার দিকে পিছন ফিরে, ওল্টানো একটা বাক্সের ওপর বসে আছে সে, একটা সাপোর্ট

বীম-এর পিছনে।

ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলো রানা। ফেজ আর নেলসনকে ছায়ার ভেতর দিয়ে হেলিকপ্টার ঘুরে উল্টোদিকে যেতে হবে, ওদিকে আর কোনো হাইজ্যাকার আছে কিনা দেখার জন্যে। ওরা অদৃশ্য হয়ে যেতেই ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালো গার্ড, খোলা দরজা দিয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাস সতর্ক করে দিয়েছে তাকে।

তাড়াহুড়ো করলো না রানা, ইতস্ততও করলো না। শান্তভাবে এগোলো গার্ডের দিকে। লোকটা কালো কমব্যাট ফেটিগ পরে আছে, মাথায় স্কি মাস্ক। দু'মিটার দূরে থাকতে মৃদু হাসলো রানা, হাতটা সামান্য একটু তুলে নাড়লো।

নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে আরবীতে কি যেন বললো লোকটা।

হাসিটা আরো বড় হলো রানার মুখে, কাঁধ ঝাঁকালো। বিড়বিড় করে কিছু একটা বললো, জেনারেটরের আওয়াজে শুনতে পাওয়া গেল না।

হঠাৎ করেই ওর হাতের থম্পসন মেশিন গানের ওপর চোখ পড়লো গার্ডের। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে হাতের আগ্নেয়াস্ত্র রানার দিকে তাক করতে দু'সেকেণ্ড দেরি করে ফেললো সে, দিতে হলো কঠিন মূল্য। থম্পসনের বাঁটটা সবেগে তার মাথায় নামিয়ে আনলো রানা।

সাপোর্ট বীমের আড়ালে কাত হয়ে পড়ে গেল গার্ড, তার হাতের অস্ত্রটা মেঝেতে খসে পড়ার আগেই ধরে ফেললো রানা। অজ্ঞান দেহ-টাকে আগের ভঙ্গিতে বসালো সে, দেখে মনে হবে ঝিমুচ্ছে। হেলি-কপ্টারের ফরওয়ার্ড ফিউজিলাজের তলা দিয়ে এগোলো ও। মেকা-নিক দু'জন এঞ্জিনে কাজ করছে এখনো। মইটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো ও, মইয়ের মাথায় স্ট্যাণ্ডে দাঁড়ানো লোক দু'জন শূন্যে ছিটকে

পড়লো, এতোই চমকে গেছে যে চিৎকার করতে ভুলে গেল। কঠিন মেঝেতে বস্তার মতো পড়লো তারা, একজন মাথায় আঘাত পেয়ে সাথে সাথে জ্ঞান হারালো, আরেকজন কাত হয়ে পড়ায় তার একটা হাত ভেঙে গেল। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো লোকটা, খুলিতে থম্পসনের বাড়ি খেয়ে থামলো।

'চমৎকার রিফ্লেক্স,' নিস্তব্ধতা ভাঙলো ফেজ। 'প্রতিটি নড়াচড়ার ছবি বাঁধাই করে রাখার মতো।'

'ক্যামেরা-আনিনি, সেজন্যে তুমি আমাদেরকে ফায়ারিঙ স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করাতে পারো,' বলে হাসলো রেডক্লিফ।

'সবগুলোকে অচল করা গেছে, ঠিক?' দ্রুত জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আরে না। হেলিকপ্টারের পিছনে চলুন, দেখতে পাবেন।'

সাবধানে হেলিকপ্টারের তলা দিয়ে এগোলো ফেজ, তাকে অনুসরণ করলো রানা। পিছন দিকে এসে হেসে ফেললো ও। একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে রয়েছে নেলসন, তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে চারজন বন্দী, প্রত্যেকের মাথায় একটা করে স্লিপিং ব্যাগ গলানো।

'নিখুঁত প্যাকেট তৈরিতে তোমার জুড়ি মেলা ভার,' প্রশংসা করলো রানা।

বন্দীদের ওপর চোখ রেখে নেলসন বললো, 'আর তোমার স্বভাব হলো, শব্দ করা। এতো কিসের আওয়াজ, শুনি?'

'মেইন্টেন্যান্স স্ট্যাণ্ড থেকে দু'জন মেকানিক পড়ে গেছে, আমার কি দোষ!'

'সব মিলিয়ে ক'জনের উপকার করলাম আমরা?' জানতে চাইলো নেলসন।

'সাত জনের।'

'চারজন নিশ্চয়ই ফ্লাইট ক্রুদের অংশবিশেষ।'

মেকানিকদের একজনের দিকে ইঙ্গিত করলো ফেজ। 'একটার জ্ঞান ফিরছে।'

থম্পসনটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো রানা। 'ফেজ, মুখে কাপড় গুঁজে হাত-পা বাঁধো ওদের। 'কন্টারের ভেতর কাপড় পাবে। নেলসন, সব ক'টার ওপর নজর রাখো। রেডক্লিফকে নিয়ে বাইরেটা দেখে আসি আমি।'

'নো প্রবলেম।' আশ্বস্ত করলো নেলসন।

'সাবধান, সুযোগ পেলেই ওরা তোমাকে খুন করবে।'

দু'জন বন্দীর কাপড় খুলে নিয়ে পরলো ওরা। রানা পরলো গার্ডের কালো ফেটিগ আর স্কি মাস্ক। দরজার দিকে হেঁটে গেল ওরা, গা ঢাকা দেয়ার কোনো চেষ্টা করলো না। রাস্তার মাঝখান দিয়ে দৃঢ় পায়ে এগোলো, দু'পাশের বিল্ডিংগুলোর ওপর চোখ বুলালো। ডাইনিং হলের কাছে এসে ছায়ার ভেতর আশ্রয় নিলো ওরা, উঁকি দিয়ে একটা জানালার ভেতর তাকালো।

পর্দার ফাঁক দিয়ে রেডক্লিফও তাকালো। 'সব মিলিয়ে বারোজনের মতো মনে হচ্ছে। সবাই সশস্ত্র। যেন চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, না?

'কর্নেলের নিকুচি করি,' ফিসফিস করে বললো রানা। 'একটা রেডিও দিয়ে গেলে…।'

'এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'দেরি হয়ে গেছে মানে?'

'সময়ের হিসেব রাখছো না? জিরো-ফাইভ: টুয়েলভ। সময় মতো হামলা হয়ে থাকলে, কর্নেলের সাপোর্ট ফোর্স আর মেডিকেল টিম এই মুহূর্তে জাহাজের পথে আকাশে থাকার কথা।'

ঠিক ধরেছে রেডক্লিফ। স্পেশাল ফোর্সের হেলিকপ্টার আকাশে উঠলে আওয়াজ পেতো ওরা।

'চলো ওর-ট্রেনটা খুঁজি,' বললো রানা। 'ওটাকে অচল করে দিতে হবে। খনি আর জাহাজের মাঝখানে কিছুই যেন চলাচল করতে না পারে।'

ডাইনিং হলের দেয়াল বরাবর নিঃশব্দে এগোলো ওরা। প্রতিটি জানালার সামনে নিচু হলো, বাঁক ঘোরার আগে উঁকি দিয়ে দেখে নিলো সামনেটা। ছায়া থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো স্বাভাবিকভাবে, যেন কোনো কাজে যাচ্ছে। রেইলরোডে পৌঁছুলো ওরা, লাইন ধরে ছুটলো। বৃষ্টি আর বাতাস থেমেছে, পুব আকাশের তারাগুলো ম্লান হতে শুরু করেছে এরইমধ্যে। থম্পসনটাকে দু'হাতে শক্ত করে বুকের কাছে ধরে ছুটছে রানা, অশুভ আশংকায় কুঁকড়ে আছে মন।

নিশ্চয়ই খুব খারাপ কিছু একটা ঘটেছে।

এগারো

কর্নেল মার্টিনের মনে হলো, বোট ছাড়ার পর কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে।

ক্যারিয়ার পিজিয়ন হেলিকপ্টার উপকূল রেখা বরাবর খুব নিচু দিয়ে উড়ে খাঁড়ির মুখে খুদে একটা দ্বীপে কোনো রকম বিপদ ছাড়াই পৌঁছে দিয়ে গেছে দলটাকে। বোট পানিতে নামাতে বা বোটে চড়ে রওনা হতেও কোনো সমস্যা হয়নি। তবে খানিক পরই তীব্রগতি জোয়ারের মধ্যে পড়ে তারা, বোট সামলাতে হিমশিম খেতে হয়েছে। কপাল ফাটার ওই শুরু।

শব্দহীন টো বোট বেশ চলছিল, রওনা হবার দশ মিনিট পর হঠাৎ সেটার মটর অচল হয়ে পড়লো। অগত্যা বৈঠা মেরে এগোতে হলো দলটাকে, আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে শুরু করলো মহার্ঘ্য সময়, ভোরের প্রথম আলো ফোটার আগে লেডি মেরিয়েটায় পৌঁছুনোর আশা ম্লান হয়ে এলো।

কি এক রহস্যময় কারণে এরপর অকেজো হয়ে পড়লো কমিউনি-কেশন সিস্টেম। হতাশায় মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করলো কর্নেলের,

মেজর রক বা গ্রাউণ্ড টিমের আর কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারলো না সে। মেজর রক জাহাজে পৌঁছুলো, নাকি হারিয়ে গেল গ্রেসিয়ারে ?

হামলা করার নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাচ্ছে, দ্বিতীয় টিমের অবস্থান জানা নেই, এখন আর অপারেশনটা বাতিল করাও সম্ভব নয়, কারণ অসময়ে হামলা করার চেয়ে ঝুঁকি তাতে বেশি—অপারেশন বাতিল করা হলে মেজর রক তা জানবে না।

কর্নেলের একমাত্র সুবিধে 'ফগ স্মোক'। ছোটো বোটগুলোর চারধারে ঘন ধোঁয়ার মতো ভেসে আছে কুয়াশা, খানিকটা দূর থেকেও কেউ ওদেরকে দেখতে পাবে না।

একে অন্ধকার রাত, তার ওপর কুয়াশা, কয়েক মিটারের বেশি ওরাও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ইনফ্রারেড স্কোপ-এর সাহায্যে খুদে বহর নিয়ে এগোচ্ছে কর্নেল। সবগুলো বোটকে তিন মিটারের মধ্যে রেখেছে সে, কাউকে দিকভ্রান্ত হতে দেখলে মিনিয়েচার রেডিওতে নির্দেশ দিয়ে ফিরিয়ে আনছে পথে।

স্কোপ-টা লেডি মেরিয়েটার দিকে ঘোরালো সে। আন্দাজ করলো, এখনো ওটা প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। জাহাজের সুদৃশ্য কিনারাগুলো যেন শ্বেতপাথরের পাঁচিলের সামনে অ্যান্টিক বাথটাবে ভাসছে।

দেরি যা করার করিয়ে দিয়ে অবশেষে অকস্মাৎ মন্থর হয়ে পড়লো জোয়ারের গতি। কর্নেল লক্ষ্য করলো, তার লোকজন বৈঠা চালিয়ে ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে।

আড়াল করে রাখা কুয়াশা পাতলা হতে শুরু করলো। শত্রুপক্ষের সহজ নিশানায় পরিণত হতে হবে ভেবে ভয় পেলো কর্নেল। মুখ তুললো সে। কুয়াশার ফাঁকগুলো দিয়ে দেখলো হালকা নীল হতে শুরু

করেছে কালো আকাশ।

তার বোটটা খাঁড়ির মাঝখানে রয়েছে, তীরের সবচেয়ে কাছাকাছি অংশটুকুতে আড়াল পেতে হলে লেডি মেরিয়েটাকে ছাড়িয়ে আরো আধ কিলোমিটার এগোতে হবে।

'জোরে বৈঠা চালাও, আরো জোরে!' নির্দেশ দিলো কর্নেল, ইনফ্রারেড স্কোপ ছেড়ে দিয়ে নিজেও একটা বৈঠা তুলে নিলো হাতে।

সরাসরি জাহাজের দিকে এগোলো বোটগুলো। ক্ষীণ আশা দেখা দিয়েছে সবার মনে। দেরিতে হলেও, হামলা চালানোর সুযোগ এখনো আছে তাদের।

কিন্তু মেজর রক? গ্রেসিয়ারের ওপর দ্বিতীয় টিম? কোথায় তারা?

মেজর রকও সুখে নেই। পরিস্থিতি সম্পর্কে তার বরং আরো আবছা ধারণা। সি-১৪০ ট্রান্সপোর্ট প্লেন থেকে জাম্প করার পরপরই তীব্রগতি বাতাস আকাশময় চরকির মতো ঘোরাতে শুরু করলো তাদেরকে।

কার কি অবস্থা দেখার জন্যে চোয়াল শক্ত করে ওপর দিকে মুখ তুললো মেজর রক। প্রত্যেকের কাছে ছোটো একটা নীল আলো আছে, কিন্তু তুষার বৃষ্টির আড়াল থাকায় দৃষ্টি চলে না। প্যারাস্যুট খোলার পরপরই তাদেরকে হারিয়ে ফেললো সে।

নিচের দিকে হাত বাড়ালো রক, পায়ের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো ছোটো কালো বাক্সটা নাগালের মধ্যে পেয়ে সুইচে চাপ দিলো। কথা বললো খুদে ট্রান্সমিটারে, 'মেজর রক বলছি। মার্কার বীকন অন করেছি আমি। সাত কিলোমিটার গ্লাইড করে যেতে হবে আমাদের, কাজেই আমার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করো সবাই, ল্যাণ্ড করার পর

চলে এসো আমার কাছে।'

'এই জঘন্য অবস্থায় আইল্যাণ্ডে নামতে পারাটাই সাতপুরুষের ভাগ্য।' দলের একজন অসন্তুষ্ট সদস্য বললো।

'ইমার্জেন্সী ছাড়া রেডিও সাইলেন্স বহাল থাকবে,' হুকুম করলো মেজর।

সবচেয়ে বড় ভয়, গ্লেসিয়ারের কিনারা ছাড়িয়ে খাঁড়িতে গিয়ে পড়তে পারে ওরা। ভাগ্য বিপদে ফেললো উল্টোভাবে, কিনারা থেকে বড় বেশি পিছনে ল্যাণ্ড করলো ওরা, প্রায় এক কিলোমিটার।

অন্ধকারের ভেতর ধীরে ধীরে উন্মোচিত হলো গ্লেসিয়ারটা, মেজর রক দেখলো সরাসরি একটা ফাটলের ভেতর পড়তে যাচ্ছে সে। অসহায়ভাবে শূন্যে হাত-পা ছুঁড়লো, কিন্তু তাতে কি আর প্যারাস্যুট দিক বদলায়। আকস্মিক দমকা বাতাসে খানিকটা কাজ হলো, ফাটলের ভেতর দিকের দেয়ালে বাড়ি খেলো মেজর, প্যারাস্যুটে টান পড়ায় ফাটলের ঠোঁট থেকে উঠতে পারলো। প্যারাস্যুট গুটাবার কোনো চেষ্টা না করে মিনিয়েচার রেডিওতে কথা বললো সে, 'আমি মেজর রক। নিচে নেমেছি। আমার পজিশনে চলে এসো সবাই।'

কোটের পকেট থেকে হুইসেল বের করে দশ সেকেণ্ড পর পর একবার করে বাজালো সে, প্রতিবার দিক বদলে। কয়েক মিনিট কেটে গেল, কারো দেখা নেই। সাত মিনিটের মাথায় একজন, আট মিনিটের মাথায় আরেকজন, এভাবে বারো মিনিটের মধ্যে হাজির হলো সবাই। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল ওরা। একজনের গোড়ালি মচকে গেছে, কাঁধের হাড় ভেঙেছে আরেকজনের, সার্জেন্টের ভেঙেছে কব্জি। আহতদের দিকে ফিরে মেজর বললো, 'সবার সাথে তাল মেলাতে পারবে না তোমরা, কাজেই পিছনে থাকো। আলোয় যেন হুড থাকে।'

সার্জেণ্টকে নিজের পাশে দরকার তার। 'হুপার, রশি দাও সবার হাতে। গেট রেডি। আমি সামনে আছি।'

এক মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে গেল দলটা।

ভাঙাচোরা, উঁচু-নিচু বরফের ওপর দিয়ে এগোনো সহজ নয়, তবু হাঁটা আর দৌড়ের মাঝখানে একটা ভঙ্গি নিয়ে বেশ দ্রুতই যাচ্ছে ওরা। সবার কোমরে রশি জড়ানো আছে, হঠাৎ ফাটলের ভেতর পা গলে গেলে খুব একটা ভয়ের কারণ নেই, বাকি সবাই তাকে টেনে তুলবে। দু'বার বিরতি নিলো মেজর, বিশ্রাম নেয়ার সাথে সাথে চারপাশে চোখ বুলিয়ে দিক সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া গেল।

সামনে পড়লো একটা আইস রিজ। রিজের পর খোলা একটা খাদ। এতো চওড়া খাদটা, লাফ দিয়ে পেরুনোর প্রশ্নই ওঠে না। ওপারের শক্ত বরফে লোহার একটা আঁকশি আটকাতে সাত মিনিট বেরিয়ে গেল। আটকানো গেলেও, বরফ ভেঙে সেটা খুলে আসতে পারে। সবচেয়ে হালকা লোকটা লাইন ধরে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে খাদ পেরুচ্ছে, রুদ্ধশ্বাসে দেখছে সবাই। ওপারে পৌঁছে আঁকশিটা ভালো করে বরফের ভেতর গাঁথলো সে। একজন একজন করে খাদ পেরোতে বেরিয়ে গেল আরো দশটা মিনিট।

মন মেজাজের অবস্থা খুবই খারাপ মেজরের। টিমে মাত্র দু'জন লোক অক্ষত, হামলা করার নির্দিষ্ট সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। নুমা সদস্যদের পরামর্শ গ্রহণ করেনি বলে নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে তার। বরফে নামার পর থেকে হামলা করার মধ্যবর্তী সময় দ্বিগুণ ধরা উচিত ছিলো।

ডাইভ টিমের অবস্থা কি হয়েছে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলো মেজর রক। তারা যদি লেডি মেরিয়েটার খোলের পাশে ওদের জন্যে

অপেক্ষায় থাকে, স্রেফ ঠাণ্ডায় মারা পড়বে সব কজন। বারবার সংকেত পাঠিয়েও কর্নেলের কাছ থেকে কোনো সাড়া পায়নি সে। তার পিছনে ফুটতে শুরু করেছে ভোরের ক্ষীণ আলো, ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে গ্লেসিয়ারের সারফেস। চারদিকে অদ্ভুত এক নির্জনতা। ভীতিকর নিস্তব্ধতা স্নায়ুর ওপর যেন একটা অত্যাচার। খাঁড়ির চকচকে ভাব-টুকুও দেখতে পেলো সে। যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবার কারণ-টা হঠাৎ উপলব্ধি করতে পারলো মেজর রক।

ইনফ্রারেড স্কোপ ছাড়াই এখন জাহাজটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কর্নেল মার্টিন। শ্যেনদৃষ্টি হাইজ্যাকারদের একজন যদি এই মুহূর্তে সরাসরি তাকায়, গাঢ় রঙের পানির গায়ে বোটের ছায়া দেখতে পাবে সে। মাঝখানের দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে, নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে কর্নেল।

আশা নেই জেনেও হাল ছাড়েনি সে, মেজর রকের সাথে এখনো যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 'মাছকে ডাকছি কাঠঠোকরা, সাড়া দাও।' এবার নিয়ে বোধহয় একশো পাঁচবার ডাকতে যাচ্ছে সে, এই সময় এয়ারপীস থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে এলো মেজর রকের গলা।

'মাছ বলছি, পরিস্থিতি জানান।'

'দেরি করছো তোমরা!' শান্তভাবে ফিসফিস করলো কর্নেল। 'আমার ডাকে সাড়া দাওনি কেন?'

'এইমাত্র নাগালের মধ্যে এলাম। বরফের পাঁচিল আমাদের সংকেত ভেদ করতে পারেনি।'

'তোমরা কি পজিশনে পৌঁচেছো?'

'নেগেটিভ,' ভোঁতা গলায় বললো মেজর রক। 'একটা সংকটে

পড়েছি, উদ্ধার পেতে সময় লাগবে।'

'কাকে তুমি সংকট বলো?'

'গ্লেসিয়াল ফ্রন্টের পিছনে, একটা আইস ফ্র্যাকচারে অনেকগুলো এক্সপ্লোসিভ রাখা হয়েছে, সিগন্যালের সাহায্যে ডিটোনেট করার জন্যে তৈরি অবস্থায়।'

'অকেজো করতে কতোক্ষণ লাগবে?' জানতে চাইলো কর্নেল মার্টিন।

'সবগুলোকে খুঁজে বের করতেই হয়তো এক ঘণ্টা পেরিয়ে যাবে।'

'সময় আছে মাত্র পাঁচ মিনিট,' দ্রুত বললো কর্নেল। 'তার বেশি দেরি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, মারা পড়বো।'

'বিস্ফোরণ ঘটলে মারা আমরা সবাই পড়বো, কারণ বরফের পাঁচিল সরাসরি জাহাজের ওপর ধসে পড়বে।'

'আমরা ঝুঁকি নেবো,' বললো কর্নেল। 'হঠাৎ হামলা করে চমকে দেবো টেরোরিস্টদের, বাধা দেবো ডিটোনেট করতে। তাড়াতাড়ি করো। যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের বোট দেখে ফেলবে ওরা।'

'গ্লেসিয়ারের কিনারা থেকে অস্পষ্টভাবে আপনাদের ছায়া দেখতে পাচ্ছি আমি।'

'তোমার টিম আগে যাবে,' নির্দেশ দিলো কর্নেল। 'গাঢ় অন্ধকার না থাকায় খোল বেয়ে ওপরে ওঠা আমাদের জন্যে বিপজ্জনক, তোমরা যদি ওদেরকে ডাইভার্ট করতে পারো খুব ভালো হয়।'

'সান ডেকে ককটেল পার্টি, ওখানে আমাদের দেখা হচ্ছে,' সহাস্যে বললো মেজর রক।

'সব বিল আমি দেবো,' জবাব দিলো কর্নেল মার্টিন, হঠাৎ প্রত্যাশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো সে। 'গুড লাক।'

*

এখলাসের চোখে ধরা পড়ে গেল ওরা।

জেটিতে দাঁড়িয়ে আছে সে, আল দাউদের পাশে, ওদের সাথে চার-জন জিম্মিসহ বিশজন মিশরীয় হাইজ্যাকারও রয়েছে। চোখে বিনোকিউলার তুলে গ্লেসিয়ারটা দেখছিল সে, কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা কালো পোশাকে ঢাকা মূর্তিগুলো দেখেই চমকে উঠলো। রশি বেয়ে নামছে লোকগুলো, প্লাস্টিক আবরণ কেটে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জাহাজের ভেতর।

জাহাজের খোলের নিচে বিনোকিউলার তাক করলো এখলাস। কয়েকটা বোট এক জায়গায় জড়ো হয়ে রয়েছে, বোটের লোকজন রশির মাথায় লাগানো হুক ছুঁড়ে দিচ্ছে ছোটো যন্ত্রের সাহায্যে, রশি বেয়ে উঠে যাচ্ছে মেইন ডেক লেভেলে।

'ওরা কারা?' জিজ্ঞেস করলো আল দাউদ, তার চোখেও বিনোকিউলার।

'বলতে পারছি না, জনাব। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে উদ্ধারকারী ফোর্স। আশ্চর্য, কোনো শব্দ তো শুনলাম না! অস্ত্রগুলোয় নির্ঘাৎ সাইলেন্সার লাগানো আছে। ওদের অ্যাসল্ট অপারেশনে কোনো খুঁত নেই, জনাব।'

'হুম।'

'আমার ধারণা, জনাব, ওরা বোধহয় আমেরিকান স্পেশাল অপারেশনস ফোর্সের লোক।'

ভোরের আবছা আলোয় কঠোর দেখালো আল দাউদের চোখ। মাথা ঝাঁকালো সে। 'হয়তো। কিন্তু, কসম খোদার, এতো তাড়াতাড়ি ওরা আমাদের খোঁজ পেলো কিভাবে?'

'ওদের সাপোর্ট টিম পৌছুনোর আগে আমাদের সরে যাওয়া দরকার, জনাব,' তাগাদা দিলো এখলাস।

'ট্রেনের জন্যে সিগন্যাল পাঠিয়েছো ?'

'ট্রেন এলো বলে, জনাব। মাইনে পৌছুতে পারলে···।'

'কি ব্যাপার ?' প্রেসিডেন্ট অগাস্টিন মোরেনো জানতে চাইলেন। 'কি ঘটছে এখানে ?' দাউদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে তার কাঁধ ছুঁতে গেলেন তিনি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাতটা সরিয়ে দিলো দাউদ। 'দেখা যাচ্ছে, ঠিক সময়টিতে জাহাজ ছেড়ে চলে এসেছি আমরা। আল্লাহ মুচকি মুচকি হাসছেন। ওদের পরিচয় যাই হোক, জানে না এখানে আমরা আছি।'

'সারেণ্ডারের প্রস্তাবটা আমিই দিয়ে রাখছি,' ভরাট গলায় বললেন রাহাত খান। 'তুমি রাজি থাকলে নেগোসিয়েশনের দায়িত্বটাও পালন করবো।'

'চুপ করুন!' খেঁকিয়ে উঠলো আল দাউদ।

'খুব বেশি হলে আর আধ ঘন্টা,' চুপ করলেন না রাহাত খান। 'গোটা আইল্যাণ্ডে সশস্ত্র কমাণ্ডো গিজ গিজ করবে।' কোনো সন্দেহ নেই, ভাবলেন তিনি, লোকজন যখন আসতে পেরেছে, নির্ঘাৎ রানাও পৌছে গেছে। কিন্তু কোথায় ও? 'আমি চুপ করলেও, নিয়তিকে অস্বীকার করবে কিভাবে?'

চোখ কটমট করে তাকালো দাউদ। 'উদ্ধার পাবার আশা ত্যাগ করুন। যারা উদ্ধার করতে আসছে বলে আপনার বিশ্বাস, তারা পৌছে দেখবে উদ্ধার করার মতো অবশিষ্ট নেই কেউ।'

অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন উম্মে সালিহা, 'তাহলে জাহাজেই কেন আমাদের তুমি খুন করলে না?'

মুখোশের ভেতর হিংস্র হাসির সাথে দাউদের ধারালো দাঁত দেখা গেল। উম্মে সালিহার দিকে তাকালো সে, কিন্তু জবাব না দিয়ে এখলাসের দিকে ফিরলো। 'চার্জগুলো ডিটোনেট করো।'

'জো হুকুম, জনাব।'

'চার্জ? কি চার্জ?' দাউদের দিকে এক পা সামনে বাড়লেন রাহাত খান। 'কি বলছো তুমি?'

'ওহ্-হো! আপনারা তো আবার জানেন না। গ্লেসিয়াল ওয়ালের পেছনে এক্সপ্লোসিভ বসিয়েছি আমরা।' ইঙ্গিতে লেডি মেরিয়েটাকে দেখালো সে। 'এখলাস।'

কোট-পকেট থেকে ছোটো একটা ট্র্যান্সমিটার বের করলো এখলাস, সামনে বাড়িয়ে ধরলো যাতে মুখের দিকটা গ্লেসিয়ারের দিকে থাকে। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত তার চেহারা।

গর্জে উঠলেন রাহাত খান। 'থামো!'

দাউদের দিকে তাকালো এখলাস, ইতস্তত করছে।

'জাহাজটায় একশোর ওপর লোক রয়েছে, কেন ওদেরকে তুমি মারতে চাইছো?' গলা নামিয়ে আবেদনের সুরে বললেন রাহাত খান। 'নিজের কিসে ভালো হবে বুঝতে পারছো না? নেগোসিয়েশন করবো বলে কথা দিয়েছি আমি···।'

'আপনি বড়ো বেশি কথা বলেন!' ধমকে উঠলো দাউদ। 'এখলাস, তোমার কাজ তুমি করো।'

একসাথে আবেদন জানালেন উম্মে সালিহা ও প্রেসিডেন্ট ইসমাইল, 'প্লিজ!'

জবাবে ট্র্যান্সমিটারের সুইচ অন করে দিলো এখলাস।

বারো

দূরে কোথাও যেন মাত্র একবার মেঘ ডেকে উঠলো। গ্লেসিয়ারের সামনের চেহারায় ফাটল দেখা দিলো, গুড়িয়ে উঠলো বরফের প্রকাণ্ড স্তরগুলো। তারপর আর কিছুই ঘটলো না। বরফের পাঁচিল শক্ত আর খাড়াই থেকে গেল।

ফাটলের ভেতর আটটা আলাদা জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটার কথা, তবে মেজর রক আর তার লোকজন জানে না, তল্লাশি বন্ধ করার আগে একটা বাদে সবগুলোকে অকেজো করে দিয়েছে।

খনির পুরনো লোকোমোটিভ-এর এঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করছে দু'জন হাইজ্যাকার, সতর্কতার সাথে তাদের দিকে রেডক্লিফকে নিয়ে এগোচ্ছে রানা, এই সময় বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজটা শুনতে পেলো ওরা।

স্থির হয়ে গেল হাইজ্যাকারদের দু'জোড়া হাত, পরস্পরের দিকে তাকালো তারা, আরবীতে বাক্য বিনিময় করলো। কি কথায় কে জানে হেসে উঠলো দু'জনেই, তারপর আবার মন দিলো নিজেদের কাজে।

'বিস্ফোরণের কারণ যা-ই হোক,' বললো রেডক্লিফ, 'ব্যাটারা অবাক হয়নি। যেন শুনতে পাবে বলে আশা করছিল।'

'গ্লেসিয়ার ভেঙে পড়ছে না,' জনান্তিকে বললো রানা। 'পায়ের তলায় মাটি কাঁপতো।'

ন্যারো-গেজ লোকোমোটিভটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। একটা কোল টেণ্ডারের সাথে পাঁচটা ওর-কার জোড়া হয়েছে। এধরনের ট্রেন আজকাল শুধু চাষাবাদ, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্ট আর মাইনিং অপারেশনে ব্যবহার করা হয়। ধোঁয়া বেরুবার জন্যে স্থূল চেহারার একটা চিমনি রয়েছে, ক্যাবে রয়েছে গোল আকৃতির জানালা। এঞ্জিনের চারদিক থেকে বাষ্প আর ধোঁয়া বেরুচ্ছে অনর্গল। ভোঁতা, কঠিন, জবড়জং চেহারার একটা ট্রেন।

'চলো,' নিচু গলায় প্রস্তাব করলো রানা, 'এঞ্জিনিয়ার আর তার ফায়ারম্যানকে উষ্ণ বিদায়-সম্বর্ধনা দিয়ে আসি। করার মতো আর কিছু আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

অবাক বিস্ময়ে রানার দিকে তাকালো রেডক্লিফ, কিন্তু কিছু বলার আগেই দেখলো মাথা নিচু করে ট্রেনের লেজ লক্ষ্য করে ছুটছে রানা। অগত্যা পিছু নিতে হলো তাকে। ট্রেনের পিছনে পৌঁছে আলাদা হয়ে গেল দু'জন, দুই পাশ ধরে এগোলো ওরা, ওর-কারগুলোকে ব্যবহার করলো আড়াল হিসেবে। খোলা ফায়ারবক্সের আলোয় আলোকিত হয়ে রয়েছে ক্যাব। একটা হাত তুলে ইঙ্গিত দিলো রানা, রেডক্লিফকে অপেক্ষা করতে বলছে।

আরবদের একজন এঞ্জিনিয়ারের ভূমিকা নিয়েছে। ভালভ ঘোরাতে ব্যস্ত সে, স্টীম-প্রেশার গজের ওপর স্থির হয়ে আছে চোখ। অপর লোকটা টেণ্ডার থেকে কয়লা নিয়ে আগুনে ফেলছে। কাজ শেষ করে

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো সে, বেলচা দিয়ে বন্ধ করলো ফায়ারবক্সের দরজা, সাথে সাথে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল ক্যাবের ভেতরটা।

প্রথমে রেডক্লিফের দিকে, তারপর এঞ্জিনিয়ারের দিকে আঙুল তাক করলো রানা। মাথা ঝাঁকিয়ে সংকেত দিলো রেডক্লিফ, ঠিক আছে। হাতলটা ধরে লাফ দিয়ে ক্যাবের ভেতর উঠে পড়লো সে।

প্রথমে পৌঁছুলো রানা। সরাসরি ফায়ারম্যানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, বললো, 'দিনটা আজ তোমার জন্যে শুভ নয়।'

লোকটা সিধে হবারও সময় পেলো না, তার হাত থেকে বেলচা-টা কেড়ে নিলো রানা, সেটা দিয়েই মাথায় একটা বাড়ি মারলো।

এঞ্জিনিয়ার তাকাতে যাচ্ছিলো, হেকলার অ্যাণ্ড কোচের মাজলে লাগানো সাইলেন্সার দিয়ে তার চোয়ালের নিচে গুঁতো মারলো রেডক্লিফ। বস্তা ভর্তি সিমেন্টের মতো পড়ে গেল লোকটা।

নতুন কেউ আসে কিনা দেখার জন্যে পাহারায় থাকলো রেডক্লিফ, অজ্ঞান দেহ দুটোকে টেনে ক্যাবের দরজার ওপর নিয়ে এলো রানা। দুটো শরীরই বাইরের দিকে অর্ধেক ঝুলছে। সিধে হয়ে গাদা গাদা পাইপ, লিভার আর ভালভের দিকে তাকালো ও।

'ভুলে যাও,' মাথা নেড়ে বললো রেডক্লিফ। 'এ-কাজ আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয়?' জেদের সুরে বললো রানা। 'আগেও আমি ট্রেন চালিয়েছি!'

'তুমি ট্রেন চালিয়েছো?'

জবাব না দিয়ে রানা বললো, 'ফায়ারবক্সের দরজাটা খোলো। গজ পড়ার জন্যে আলো দরকার আমার।'

দরজা খুলে গরম করার জন্যে আগুনের দিকে হাত দুটো বাড়ালো রেডক্লিফ। 'যা করার তাড়াতাড়ি করো। আলোটা হাজার মাইল দূর থেকে দেখা যাচ্ছে।'

একটা লিভার টেনে নামালো রানা, ছোট্ট এঞ্জিনটা এক সেন্টিমিটা-রের মতো এগোলো। 'বোঝা গেল, এটা ব্রেক। কোন্ হ্যাণ্ডেলের কি কাজ, বোধহয় বুঝতে পারছি। শোনো, ক্রাশিং মিল পেরিয়ে যাচ্ছি দেখলে লাফ দিয়ে নেমে পড়বে, কেমন?'

'লাফ দিয়ে নেমে পড়বো? তুমি? ট্রেন?'

'বিরতিহীন ট্রেন, চালকবিহীন।'

ভয়ে ভয়ে হাতল আর লিভারগুলো নাড়াচাড়া করলো রানা। ট্রেন যদি পিছন দিকে ছুটতে শুরু করে তাহলেই সেরেছে। ঝাঁকিটা স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিলো শরীরে, সামনে এগোতে শুরু করেছে ওরা। থ্রটলটা শেষ সীমা পর্যন্ত ঠেলে দিলো ও।

ডাইনিং হলের সামনে দিয়ে ছুটলো ট্রেন, প্রতি মুহূর্তে গতি বাড়ছে। ডাইনিং হলের দরজা খুলে বাইরের দিকে ঝুঁকলো একজন হাইজ্যা-কার, হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, হঠাৎ ক্যাব থেকে দুটো দেহকে ঝুলতে দেখে ঝট্ করে হাতটা নামিয়ে নিলো সে। দরজার সামনে থেকে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা, যেন কেউ তাকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে নিলো। তার তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার শুনতে পেলো ওরা।

ডাইনিং হলের দরজা লক্ষ্য করে পরপর কয়েকটা গুলি করলো রেডক্লিফ। ট্রেন ক্রাশিং মিলের দিকে ছুটে চলেছে। নিচে, মাটির দিকে তাকালো রানা, ট্রেনের গতি আন্দাজ করলো পনেরো থেকে বিশ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়।

হুইসেলের লিভারটা টানলো রানা, স্কি জ্যাকেটের পকেট থেকে খানিকটা নাইলন কর্ড বের করে বাঁধলো সেটা। বাষ্প উদ্গীরণের সাথে কান ফাটানো আওয়াজ ছাড়ছে বাঁশি।

'লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হও,' হুইসেলের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠলো রানার চিৎকার।

রেডক্লিফ জবাব দিলো না, কাঁকর ছড়ানো মাটির দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে সে। তার মনে হলো হাজার মিটার নিচে রকেটের বেগে পিছন দিকে ছুটে যাচ্ছে পাথুরে জমি।

'লাফ দাও!' নির্দেশ দিলো রানা।

মাটিতে পা পড়তেই ছুটতে শুরু করলো ওরা, হোঁচট খেলো, পিছলে গেল পা, তবে ছিটকে পড়লো না। দু'জনের কারো মধ্যেই কোনো ইতস্তত ভাব নেই, দম ফুরোবার লক্ষণ নেই, ট্রেনের সাথে পাশাপাশি ছুটছে। সামনে ক্রাশিং মিলের সিঁড়ি, তরতর করে উঠে এলো মাথায়, দোরগোড়া টপকে ডাইভ দিয়ে পড়লো মেঝের ওপর।

মুখ তুলতেই প্রথমে রানা নেলসনকে দেখতে পেলো। দরজার পাশ থেকে ওদের দিকে এক পা এগোলো নেলসন, হাতে রয়েছে মেশিন গান।

'বার থেকে মাতালদের ঘাড় ধরে বের করে দিতে দেখেছি,' বললো নেলসন। 'কিন্তু ট্রেন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে এই প্রথম দেখলাম।'

মেঝের ওপর দাঁড়ালো রানা। 'কথা বলে সময় নষ্ট করো না। তৈরি হও।'

'গুলির আওয়াজ। ওদের, না আমাদের?'

'আমাদের।'

'সত্যি তাহলে আসছে ?'

'চাকভাঙা মৌমাছির মতো,' বললো রানা।

'লক্ষ্যস্থির করার সময় সাবধান থাকা উচিত ওদের, তা না হলে নিজেদেরই ক্ষতি—হেলিকপ্টার ভেঙে যেতে পারে।'

'সুবিধেটা পুরোপুরি কাজে লাগাবো আমরা।'

গার্ড আর মেকানিক দু'জনকে একসাথে রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধলো ফেজ, তারপর সিধে হলো। 'কোথায় চান আপনি ওদের, মিঃ রানা ?'

'মেঝের যে-কোনো জায়গায় থাকতে পারে ওরা,' বলে চারদিকে চোখ বুলালো রানা। মাঝখানে ক্রাশিং মিল নিয়ে বিল্ডিংটা বিশাল একটা গুহার মতো। 'বেন, ফেজকে সাথে নিয়ে ইকুইপমেন্ট বা ফার্নিচার যা পাও সব টেনে এনে ওর-ক্রাশারটাকে একটা দুর্গ বানাও। আমি আর রেডক্লিফ যতোক্ষণ পারি ওদেরকে ঠেকাবো।'

'দুর্গের ভেতর আরেকটা দুর্গ ?' চোখ কপালে তুললো ফেজ।

'বিল্ডিংটাকে আমি নিরাপদ মনে করছি না,' ব্যাখ্যা করলো রানা। 'হাইজ্যাকাররা প্রথমে সামনের দরজাটা উড়িয়ে দেবে। এলোপাতাড়ি গুলি করতে করতে সবাই একসাথে ভেতরে ঢুকে হেলিকপ্টারটা ফিরে পাবার চেষ্টা করবে ওরা। ওদের বাধা দিতে হলে বিশজন লোক দরকার আমাদের।'

'রানা এজেন্সিতে একটা টেলিফোন করে দাও, সাথে সাথে পাঁচশো লোক চলে আসবে,' প্রস্তাব করলো নেলসন।

তার রসিকতায় কান দিলো না রানা। 'জানালার পাশে দাঁড়িয়ে যে-ক'টাকে পারি ফেলবো আমরা, তারপর পিছিয়ে গিয়ে পজিশন নেবো মিলে।'

প্রকাণ্ড মিলটাকে দুর্গে পরিণত করার কাজে লেগে গেল ফেজ আর নেলসন। বিল্ডিঙের উল্টোদিকের কোণের জানালায় পাহারায় থাকলো রানা আর রেডক্লিফ। পাহাড়ের অপরদিকের ঢালগুলোয় আলো ফেলতে শুরু করেছে সূর্য। অন্ধকার প্রায় নিঃশেষে মুছে গেছে।

মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে রানা। ওদের পালাবার পথ বন্ধ করার জন্যে টেরোরিস্টরা সম্ভবত ঘিরে ফেলবে ক্রাশিং মিল। তবু, বন্দুক-যুদ্ধে জেতা হয়তো অসম্ভব নয়, কারণ ভালো একটা আড়াল রয়েছে ওদের। কিন্তু বিপদটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে জাহাজের হাই-জ্যাকাররা স্পেশাল ফোর্সকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারলে। জানা কথা, সবাই তারা হেলিকপ্টারের দিকে ছুটে আসবে। চারজনের ছোট্ট একটা দল টেরোরিস্টদের বড় একটা দলের বিরুদ্ধে কতোক্ষণ লড়বে?

পাহাড়ের গা বেয়ে এখনো উঠে যাচ্ছে ট্রেনটা। রেললাইন থেকে আগুনের ফুলকি উঠছে। ট্রেনের মাথার ওপর সমান্তরাল একটা টানেল তৈরি করেছে সাদা বাষ্প। হুইসেলের তীক্ষ্ণ শব্দ নরকে হারিয়ে যাওয়া অতৃপ্ত আত্মার বিলাপ ধ্বনির মতো একঘেয়ে আর ভোঁতা লাগলো কানে।

সম্ভবত উদ্বিগ্ন বলেই রাহাত খানের কথা মনে পড়তেই বুকটা হুহু করে উঠলো রানার। কে জানে কেমন আছে বুড়োটা।

গ্লেসিয়ারের সামনের অংশ ভাঙবে না, বুঝতে পেরে ঝট করে এখলাসের দিকে ফিরলো আল দাউদ। 'কি ব্যাপার, এখলাস? কোথায় ভুল হলো?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলো সে। 'পরপর কয়েকটা বিস্ফোরণ হবার কথা ছিলো না?'

এখলাসের মুখ যেন পাথরে খোদাই করা। 'আপনি আমাকে ভালো করে জানেন, জনাব। কাজে আমি ভুল করি না। আয়োজনে কো-কোনো খুঁত ছিলো না। গ্লেসিয়ার থেকে যাদেরকে নামতে দেখলাম, নিশ্চয়ই তারা এক্সপ্লোসিভগুলো দেখতে পেয়ে অকেজো করে দিয়েছে।'

মুহূর্তের জন্যে আকাশের দিকে তাকালো দাউদ, হাত দুটো ওপরে তুলে আবার ঝট করে নামিয়ে নিলো। 'ইয়া আল্লাহ্‌, আমাদের জীবন নিয়ে কতো রকম নকশাই না তৈরি করো তুমি!' ঠোঁট থেকে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো উজ্জ্বল হাসি। 'গ্লেসিয়ার এখনো ভাঙা যায়। হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে ওঠার পর, বার কয়েক আসা-যাওয়া করে ফাটলের ভেতর গ্রেনেড ফেলতে পারি আমরা।'

দু'কান লম্বা হাসি দিলো এখলাস। 'আল্লাহ্ আমাদেরকে ত্যাগ করেননি, জনাব। একটা কথা তো ঠিক, তীরে নেমে এসে সম্পূর্ণ নিরাপদে রয়েছি আমরা, আমেরিকানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে রয়ে গেছে দুর্ভাগা মেক্সিকানরা। এ তো আল্লাহরই ইচ্ছা।'

'তুমি ঠিক বলেছো, এখলাস—আল্লাহর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।' চোখে ঘৃণা নিয়ে জাহাজটার দিকে তাকালো দাউদ। 'খানিক পরই আমরা জানতে পারবো, মেক্সিকানদের আযটেক দেবতা ক্যাপটেন গ্যালেরনকে রক্ষা করতে পারে কিনা।'

'দেখুন, হয়তো এতোক্ষণে ব্যাটা মরে ভূত হয়ে··· ,' হঠাৎ থামলো এখলাস, বাতাসে কান পাতলো, তারপর ঝট করে তাকালো পাহাড়ী ঢালের দিকে। 'গুলির আওয়াজ, জনাব।' ফিসফিস করে বললো সে। 'খনির দিক থেকে আসছে।'

কান পাতলো দাউদও, তবে অন্য একটা শব্দ শুনলো সে। লোকোমোটিভ হুইসেলের বিরতিহীন আওয়াজ। ক্রমশ বাড়ছে।

তারপর ধোঁয়া আর বাষ্পের আভাস চোখে পড়লো। পরমুহূর্তে পাহাড়ের মাথা টপকালো ট্রেন, ঢাল বেয়ে উন্মত্ত হাতির মতো ছুটে এলো জেটির দিকে।

'গাধার বাচ্চারা করছেটা কি!' হাঁপিয়ে উঠলো দাউদ, তার চিৎকার প্রায় চাপা পড়ে গেল হুইসেলের তীক্ষ্ণ আওয়াজে।

এ-ধরনের একটা ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিলো না হাইজ্যাকার বা তাদের জিম্মিরা। প্রতি মুহূর্তে কাছে চলে আসছে যান্ত্রিক দানবটা। কি করা উচিত বুঝে উঠতে না পেরে অনড় পাথর হয়ে থাকলো সবাই।

'আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করো!' আকুল আবেদন জানালো হাইজ্যাকারদের একজন।

'নিজের চেষ্টায় বাঁচো!' ধমক দিলো এখলাস। তারই প্রথম সংবিৎ ফিরলো, সবাইকে লাইন ছেড়ে সরে যাবার নির্দেশ দিলো সে।

শুরু হলো ছুটোছুটি, রেললাইন থেকে কে কার আগে নেমে যেতে পারে তারই প্রতিযোগিতা। ঠিক সেই মুহূর্তে সগর্জনে পৌঁছে গেল ট্রেনটা। নিয়ন্ত্রণহীন এঞ্জিন পাঁচটা ওর-কার নিয়ে ছুটে গেল ওদের পাশ ঘেঁষে, ওদেরকে ঢেকে দিলো বাষ্প আর ধোঁয়ার ঘন মেঘ। খানিকদূর গিয়ে লাইনচ্যুত হলো এঞ্জিন, জেটির শেষ মাথা থেকে খসে পড়লো নিচে।

ধীরগতিতে আকাশের গায়ে একটা বৃত্ত রচনা করলো ট্রেনটা। খাঁড়িতে নেমে গেল এঞ্জিন, পিছনের কারগুলো খাড়া হলো এঞ্জিনের মাথার ওপর। আশ্চর্য ব্যাপার, হিম শীতল পানি ঘিরে ধরলেও বয়লার বিস্ফোরিত হলো না। হিস্‌স্ আওয়াজের সাথে বাষ্পের বিশাল স্তম্ভ খাড়া হলো, খাঁড়ির পানিতে অদৃশ্য হলো এঞ্জিন, সেটাকে অনু-

সরণ করে এক এক করে ডুব দিলো ওর-কারগুলো।

দাউদ আর এখলাস ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো জেটির কিনারায়। অসহায় দৃষ্টিতে বুদবুদ আর বাষ্পের দিকে তাকিয়ে থাকলো তারা।

'ক্যাব থেকে কয়েকজন লোক ঝুলছিল,' বললো দাউদ। 'দেখেছো তুমি, এখলাস?'

'দেখেছি, জনাব।'

'ওরা আমাদের লোক?'

'আমাদের।'

'খানিক আগে গুলির আওয়াজ শুনেছো তুমি!' রাগে কেঁপে উঠলো দাউদ। 'খনিতে আমাদের লোকের ওপর হামলা করা হয়েছে।'

'হেলিকপ্টার!' আঁতকে উঠলো এখলাস।'

'এখনো হয়তো সময় আছে, তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারলে অক্ষত পাওয়া যাবে ওটা।' নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে নির্দেশ দিলো সে। বন্দীদের এক লাইনে দাঁড় করাতে হবে, লাইনের পিছনে আর সামনে একজন করে গার্ড থাকবে।

কথা শেষ করেই রেললাইন ধরে ছুটলো দাউদ, সবাই তাকে অনুসরণ করলো।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেছে দাউদের। হেলিকপ্টার নষ্ট হলে পালাবার কোনো উপায় থাকবে না। খালি দ্বীপটায় লুকাবারও কোনো জায়গা নেই। আমেরিকান স্পেশাল ফোর্স তাদেরকে একজন একজন করে খুঁজে বের করবে। তারও দরকার হবে না, স্রেফ ওদেরকে ফেলে চলে গেলেই না খেতে পেয়ে বা ঠাণ্ডায় মারা পড়বে সবাই।

ভয় পেলেও, বাঁচার আশা ছাড়তে রাজি নয় দাউদ। প্রাণের ওপর

মায়া, সেটা কারণ নয়। প্রতিশোধ নিতে হবে তাকে। প্রথমে সে দেখে নেবে যারা তার এতো কষ্টের প্ল্যানটা বরবাদ করেছে তাদেরকে। তারপর আসল কাজে হাত দেবে সে। জানে, মোস্তফা কামালকে খুন করা সহজ হবে না, তবে নিজের ওপর তার আস্থা আছে। কেউ যদি পারে তো সে-ই পারবে বেঈমানটাকে খুন করতে।

পাহাড় থেকে গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। ঢাল বেয়ে উঠতে কষ্ট হচ্ছে দাউদের। এরইমধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠেছে সে। বিড়বিড় করছে আপনমনে, 'আল্লাহ্, আমাকে বাঁচিয়ে রাখো! মোস্তফা কামালকে খুন করার জন্যে বাঁচতে দাও আমাকে।'

তেরো

লেডি মেরিয়েটার হুইলহাউসে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপটেন গ্যালেরন, বিস্ফোরণের আওয়াজটা ঠিক শুনলো না, বলা চলে অনুভব করলো সে। কাঁধ আর ঘাড় আড়ষ্ট হয়ে গেল, সজাগ হলো কান, কিন্তু আর কিছু শুনতে পেলো না।

হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠলো তার বুক। গ্লেসিয়ার! ওটা বোধহয় ভেঙে পড়তে যাচ্ছে!

এক ছুটে কমিউনিকেশন রুমে চলে এলো গ্যালেরন, দেখলো একটা টেলিটাইপের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার একজন লোক। 'ক্যাপটেন, আমি যেন বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম?'

পেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠলো গ্যালেরনের। 'রেডিও অপারেটর বা ঈজিপশিয়ান লিডারকে দেখেছো?'

'না, কাউকে দেখিনি।'

'কাউকে দেখোনি মানে?'

'এক ঘণ্টার ওপর হবে আরবদের একজনেরও ছায়া দেখছি না,' রাডার অপারেটর থামলো, কি যেন চিন্তা করলো, তারপর মুখ তুললো। 'ডাইনিং সেলুন থেকে বেরিয়ে এখানে এসে দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে ওদের কাউকে দেখিনি আমি। বাইরের ডেকগুলোয় টহল দেয়ার কথা ওদের, তাই না, ক্যাপটেন? কাজটা ওরা যেচে পড়ে নিয়েছিল।'

রেডিওর সামনে খালি চেয়ারটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে গ্যালেরন বিড়বিড় করে বললো, 'ওদেরকে বোকা ভেবে আমি বোধহয় ভুলই করেছি।'

হেলমের সামনে কাউন্টারের দিকে এগোলো গ্যালেরন। ব্রিজ উইণ্ডোর সরাসরি সামনে প্লাস্টিক শীট কয়েক জায়গায় ছোটো করে কাটা হয়েছে বাইরেটা দেখার জন্যে, জাহাজের সামনের অংশ পরিষ্কার দেখতে পাবার মতো যথেষ্ট আলো ফুটেছে ইতিমধ্যে।

গ্যালেরন দেখলো, বেশ কয়েক জায়গায় চওড়া করে কাটা হয়েছে প্লাস্টিক। দেরিতে হলেও, চোখে পড়লো গ্রেসিয়ারের মাথা থেকে নেমে এসে ফাঁকগুলো দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে কয়েকটা রশি। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো তার। অনুপ্রবেশ ঘটেছে! এই মুহূর্তে সবাইকে

সাবধান করা দরকার। কমিউনিকেশন সিস্টেমের দিকে ঝট করে ঘুরলো, সেই সাথে পাথর হয়ে গেল।

দোরগোড়ায় একজন লোক।

লোকটা যে শুধু কালো পোশাক পরে আছে তাই নয়, হাত আর স্কি মাস্কের বাইরে মুখের সামান্য যে-টুকু দেখা যাচ্ছে তাও কালো রঙ করা। গলা থেকে ঝুলছে নাইটভিশন গগলস। বুকে পরেছে বুলেট-প্রুফ চেস্ট পীস, তাতে অনেকগুলো পকেট আর ক্লিপ, ভেতরে গ্রেনেড ও তিনটে ছুরি ছাড়াও আরো মারাত্মক সব অস্ত্র রয়েছে।

চোখ কুঁচকে গেল গ্যালেরনের। 'কে তুমি?' কঠিন সুরে প্রশ্ন করলো সে, ভালো করেই জানে, তাকিয়ে রয়েছে মৃত্যুর দিকে। কথা বলার সময়ই বিদ্যুৎবেগে নাইন-মিলিমিটার অটোমেটিক পিস্তলটায় ছোঁ দিলো সে, শোল্ডার হোলস্টার থেকে বের করে গুলিও করলো একটা।

গ্যালেরনের হাত সত্যি ভালো। ওয়েস্টার্ন যুগের নামকরা পিস্তল-বাজরা থাকলে তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতো। গুলিটা সরাসরি আগন্তুকের বুকের ঠিক মাঝখানে গিয়ে লাগলো।

পুরনো দিনের বুলেট-প্রুফ ভেস্ট হলে সেটাকে ভেদ করে যেতো বুলেটটা, একটা পাঁজর ভাঙতো বা থামিয়ে দিতো হৃৎপিণ্ডটাকে। স্পেশাল ফোর্সের লোকটা পরে আছে আধুনিক একটা আবিষ্কার, ভেস্ট-টা এমনকি ন্যাটোর একটা ৩০৮ রাউণ্ডকেও ঠেকিয়ে দিতে পারে, বুলেটের ধাক্কা সমানভাবে ছড়িয়ে যায় চারদিকে, ফলে চামড়ায় সামান্য দাগ ছাড়া আর কোনো ক্ষতি হয় না।

মৃদু ঝাঁকি খেলো মেজর রক, এক পা পিছিয়ে গিয়ে হেকলার অ্যাণ্ড কোচের ট্রিগার টেনে দিলো, সবই বিরতিহীন সাবলীলতার সাথে।

ভেস্ট একটা পরে আছে গ্যালেরনও, তবে পুরনো মডেলের। মেজর রকের বুলেটগুলো তার বুকের শক্ত আবরণটাকে তুবড়ে দিলো, তারপর ভেদ করে গুঁড়িয়ে দিলো পাঁজর। ধনুকের মতো বাঁকা হলো তার পিঠ, হোঁচট খেলো পিছন দিকে, ক্যাপটেনের চেয়ারে ঘষা খেয়ে পড়ে গেল ডেকে।

মাথার ওপর হাত তুলে চিৎকার করলো মেক্সিকান গার্ড, 'থামুন! গুলি করবেন না! আমি নিরস্ত্র···।'

মেজর রকের সংক্ষিপ্ত বিস্ফোরণ ছিন্নভিন্ন করে দিলো তার গলা, ছিটকে গিয়ে জাহাজের কম্পাস রাখার বাক্সের ওপর পড়লো সে, ঝুলে থাকলো তোবড়ানো পুতুলের মতো।

মেজর রককে পাশ কাটিয়ে এগোলো সার্জেন্ট হুপার, পরীক্ষা করলো লোকটাকে। 'মারা গেছে, স্যার।'

'ওকে আমি সাবধান করেছিলাম,' নির্লিপ্ত সুরে বললো মেজর রক, হেকলার অ্যাণ্ড কোচে নতুন ক্লিপ ভরলো।

পা দিয়ে লাশটা ওল্টালো হুপার, কলারের নিচের খাপ থেকে ডেকে খসে পড়লো লম্বা একটা বেয়নেট। 'বুঝলেন কিভাবে, মেজর?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো সার্জেন্ট।

'বুঝিনি, তবে নিরস্ত্র বলে বিশ্বাসও করিনি···।'

হঠাৎ থেমে গিয়ে কান পাতলো মেজর। শব্দটা দু'জনেই শুনতে পেলো ওরা। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। 'আরে, কি ওটা?' বিস্ময় প্রকাশ করলো মেজর।

'আমার জন্মের ত্রিশ বছর আগেকার জিনিস,' বললো সার্জেন্ট। 'তবে আওয়াজটা চিনি।'

'মানে?'

'পুরনো একটা স্টীম লোকোমোটিভ।'

'শব্দ শুনে মনে হচ্ছে খনি থেকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে।'

'কিন্তু আমি তো জানি খনিটা পরিত্যক্ত।'

'আমরা জাহাজ দখল না করা পর্যন্ত মুমার লোকজন ওখানে অপেক্ষা করার কথা।'

'হঠাৎ কি কারণে তারা একটা পুরনো লোকোমোটিভ চালু করতে যাবে?'

'কি জানি!' চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লো মেজর রক। 'হতে পারে ওরা বোধহয় আমাদের কিছু বলতে চাইছে!'

প্লাস্টিক কেটে নিরাপদেই জাহাজে উঠেছে ডাইভ টিম। ভুয়া কার্গো কন্টেইনারের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিলো ওরা, একটা দরজা দিয়ে লাউঞ্জে ঢুকে কাউকে দেখতে পেলো না। চারদিকে পিলার আর ফার্নিচার, ছড়িয়ে পড়ে আড়াল নিলো সবাই। দু'জনকে পাঠানো হলো সিঁড়ির গোড়ায়, দু'জনকে এলিভেটরের সামনে, বাকি সবাই ডাইনিং হলে ঢুকে চমকে দিলো মেক্সিকান টেরোরিস্টদের।

বিরতিহীন গুলিবর্ষণে সব ক'টা টেরোরিস্ট ধরাশায়ী হলো। তারা এমনকি নিজেদের অস্ত্রে হাত ছোঁয়াবার সুযোগও পায়নি। টিম নিয়ে সামনে বাড়লো কর্নেল মার্টিন, লাশগুলোকে টপকে। এই সময় রক্ত পানি করা আওয়াজ হলো, ফাটল ধরছে বরফের পাঁচিলে।

শব্দটা থামার পর কর্নেল বললো, 'মেজর রকের টিম বোধহয় একটা এক্সপ্লোসিভ অকেজো করতে পারেনি।'

'এখানে কোনো জিম্মি নেই, স্যার,' তার একজন লোক জানালো।

'সবাই টেরোরিস্ট।'

কয়েকটা লাশের মুখ পরীক্ষা করলো কর্নেল। একজনকেও মধ্য-প্রাচ্যের লোক বলে মনে হলো না। 'এরা সবাই তাহলে জেনারেল রামোসের ক্রু।' মেজর রকের সাথে যোগাযোগ করলো সে।

রেডিওতে মেজর জানালো, চারজন টেরোরিস্টকে খতম করেছে তারা। ব্রিজ তাদের দখলে চলে এসেছে। সবগুলো এক্সপ্লোসিভ খুঁজে পায়নি বলে দুঃখ প্রকাশ করলো সে।

কর্নেল তাকে জানালো, 'আরোহীদের উদ্ধার করার জন্যে মাস্টার স্টেটরুমে যাচ্ছি আমরা। এঞ্জিন রুম ক্রুদের অনুরোধ করো যে যার কর্তব্যে ফিরে যাক। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক সেকেণ্ডও বরফ-পাঁচি-লের নিচে থাকবো না আমরা। ষোলোজন টেরোরিস্ট মারা পড়েছে। সবাই তারা ল্যাটিন। জাহাজে আরো অন্তত বিশজন আরব আছে।'

'হতে পারে তারা তীরে চলে গেছে, স্যার।'

'কেন, এ-কথা বলছো কেন?'

'মিনিট দুই আগে একটা লোকোমোটিভ এঞ্জিনের আওয়াজ শুনেছি, স্যার। রাডার মাস্টে আমার একজন লোককে তুলেছিলাম। রেল-লাইন থেকে নেমে এসে ট্রেনটা পানিতে পড়ে গেছে, লাইনের ওপর বিশ-পঁচিশজন টেরোরিস্টকেও দেখেছে সে।'

'প্রথম কাজ জিম্মিদের উদ্ধার করা,' বললো কর্নেল। 'জাহাজটাকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার পর তীরে কে কি করছে ভাবা যাবে।'

স্টেটরুমগুলোর সামনে কোনো প্রহরীকে না দেখে অবাক হলো কর্নেল। তার লোকেরা লাথি মেরে দরজা খুললো, ভেতরে মিশরীয় ও মেক্সিকান প্রেসিডেনশিয়াল স্টাফের দেখা মিললেও, দু'জন প্রেসি-ডেন্ট বা সেক্রেটারী জেনারেলকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

এক পশলা গুলি করে ভাঙা হলো হলওয়ের শেষ দরজাটা। ভেতরে ঢুকলো কর্নেল। জাহাজের ইউনিফর্ম পরা পাঁচজন লোককে দেখতে পেলো সে, জড়োসড়ো হয়ে বসে রয়েছে এককোণে। তাদের একজন উঠে দাঁড়ালো, এগিয়ে এসে ঘৃণাভরে তাকালো কর্নেলের দিকে। 'গুলি না করে হাতল ঘোরালেও পারতেন।' ভুরু কুঁচকে উঠলো তার।

'আপনি নিশ্চয় ক্যাপটেন ব্রেকওয়াল?'

'হ্যাঁ··· ভাব দেখাচ্ছেন আমাকে যেন চেনেন না!'

'দরজা ভাঙার জন্যে দুঃখিত। আমি কর্নেল মার্টিন, স্পেশাল অপারেশনস ফোর্স।'

'মাই গড!' ঘরের কোণ থেকে লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো হ্যারি ওয়েট, ফার্স্ট অফিসার। 'আমরা উদ্ধার পেয়েছি!'

'মাফ করবেন, কর্নেল,' ব্রেকওয়াল বললেন। 'আপনারা এসেছেন, ধন্যবাদ।'

'সব মিলিয়ে কতোজন টেরোরিস্ট?' দ্রুত জানতে চাইলো কর্নেল।

'মেক্সিকানরা জাহাজে আসার পর·· প্রায় চল্লিশজন।'

'আমরা মাত্র বিশজনকে পেয়েছি।'

ক্যাপটেনের মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেল। বিশজনের ভাগ্যে কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারলেন তিনি। তাঁর মুখ ঝুলে পড়লেও, দাঁড়িয়ে থাকলেন ঋজু ভঙ্গিতেই। 'প্রেসিডেন্ট ইসমাইল, প্রেসিডেন্ট মোরেনো, মহাসচিব উম্মে সালিহা আর ওঁদের বন্ধু জেনারেল খানকে উদ্ধার করেছেন তো?'

মাথা নাড়লো কর্নেল। 'দুঃখিত, ওদেরকে এখনো আমরা পাইনি।'

'বলেন কি!' কর্নেলকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে ছুটলেন ব্রেক-

ওয়াল। 'সবাই ওঁরা মাস্টার স্যুইটে আছেন।'

তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়েও থমকে গেল কর্নেল। 'কেউ নেই ওখানে,' বললো সে। 'এই ডেকের সবগুলো স্যুইট দেখেছি আমরা।'

'মাই গড! হাইজ্যাকাররা ওদের নিয়ে গেছে!'

মাইক্রোফোনে মেজর রকের সাথে কথা বললো কর্নেল। 'মেজর রক।'

পাঁচ সেকেণ্ড পর সাড়া দিলো মেজর। 'গো অ্যাহেড, কর্নেল।'

'শত্রুদের দেখা পেলে?'

'না।'

'কমপক্ষে বিশজন হাইজ্যাকার আর ভি. আই. পি. প্যাসেঞ্জারদের হিসেব মিলছে না।'

'আমিও কারো কোনো হদিস পাচ্ছি না।'

'ঠিক আছে, ক্রুদের বলো খাঁড়ি থেকে জাহাজ বের করে নিয়ে যাক।'

'সম্ভব নয়,' জবাব দিলো মেজর রক।

'সমস্যা?'

'এঞ্জিনরুমে কিছু আস্ত রাখেনি টেরোরিস্টরা। জাহাজ আবার চালু করতে এক হপ্তা লেগে যাবে।'

'পাওয়ার?'

'দুঃখিত, কর্নেল। এমনকি জেনারেটর পর্যন্ত ভেঙে দিয়ে গেছে বাস্টার্ডরা···দুঃখিত।'

'তাহলে?'

'গ্লেসিয়ারের নিচে আটকা পড়েছি আমরা, স্যার। এঞ্জিনিয়াররা কোথাও আমাদের নিয়ে যেতে পারবে না।'

'আটকা পড়েছি···মানি না।' কঠিন সুরে বললো কর্নেল। 'লাইফ-বোটে করে ক্রু আর প্যাসেঞ্জারদের পার করবো। ম্যানুয়াল উইঞ্চ ব্যবহার করতে অসুবিধে কি?'

আবার দুঃখ প্রকাশ করে মেজর বললো, 'আমরা সত্যিকার বেজন্মা-দের পাল্লায় পড়েছি, স্যার। লাইফবোটের তলা ফুটো করে দিয়েছে।'

ভরাট, গুরুগম্ভীর গর্জন ভেসে এলো গ্লেসিয়ার থেকে। জাহাজ কাঁপলো না, তবে শব্দটা শুনে বুক কেঁপে উঠলো সবার। একটানা প্রায় এক মিনিটের মতো শোনা গেল গর্জনটা। তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে থেমে গেল।

কর্নেল ও মেজর দু'জনেই সাহসী মানুষ, তাদের চোখেও আতংক ফুটে উঠলো।

'গ্লেসিয়ার ভেঙে পড়ার সময় হয়েছে,' গম্ভীর সুরে বললেন ব্রেক-ওয়াল। 'আমাদের একমাত্র আশা, স্রোত যদি খাঁড়ি থেকে বের করে নিয়ে যায় জাহাজটাকে। নোঙরের চেইন কেটে দিয়ে অপেক্ষা করা যাক।'

'আগামী আট ঘণ্টার মধ্যে টান দেবে না ভাটা,' বললো কর্নেল। 'আমি জানি।'

'তাহলে বিকল্প একটা ব্যবস্থা করুন। লেডি মেরিয়েটায় কতো লোক আছে জানেন? এখুনি সবাইকে সরানো দরকার।'

'চলে যেতে বললে গ্লেসিয়ারটা যাবে?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে শান্তভাবে ব্যাখ্যা করলো কর্নেল, 'আমাদের বোটে অল্প কিছু লোকের জায়গা হবে। হেলিকপ্টার আনিয়ে বাকিদের সরানো যেতে পারে। তাতেও সময় লাগবে এক ঘণ্টার কম নয়।'

'তাহলে তাই করুন···।'

একটা হাত তুলে ক্যাপটেনকে থামিয়ে দিলো কর্নেল মার্টিন। তার চেহারায় নগ্ন বিস্ময় ফুটে উঠলো, এয়ারফোনে অচেনা একটা গলা পাচ্ছে সে।

'কর্নেল মার্টিন, আমি কি আপনার ফ্রিকোয়েন্সিতে ? ওভার।'

'জানতে পারি কোত্থেকে কে আপনি কথা বলছেন ?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলো কর্নেল।

'নুমার জাহাজ ব্লু ফিন থেকে, আমি ক্যাপটেন জিম কার্টিস, অ্যাট ইওর সার্ভিস। কোথাও আপনাকে লিফট দিতে পারি, কর্নেল ?'

'কার্টিস !' বিস্ফারিত হলো কর্নেল। 'কোথায় আপনি, ক্যাপ্টেন ?'

'সুপারস্ট্রাকচারের প্লাস্টিক সরিয়ে তাকান, পোর্ট সাইডে আধ কিলোমিটার দূরে দেখতে পাবেন আমাকে, আপনার দিকেই ছুটে আসছি।'

স্বস্তির বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে ক্যাপটেন ব্রেকওয়ালের দিকে তাকালো কর্নেল। 'একটা জাহাজ আসছে। আপনার কোনো পরামর্শ আছে ?'

অবিশ্বাসে তাকিয়ে থাকলেন ব্রেকওয়াল। এক সেকেণ্ড পর তোতলাতে শুরু করলেন তিনি, 'গ-গুড গ-ড, ম্যান! ইয়েস, ম্যা-ম্যান। ওদের বলুন আমাদের টেনে নিয়ে যাক।'

ব্লু ফিনের যা ওজন, তার দ্বিগুণ ওজন লেডি মেরিয়েটার। লোহার মোটা চেইন দিয়ে বেঁধে দুটো জাহাজকে জোড়া লাগানো হলো। প্রতি মুহূর্তে বিপদটা ঝুলে থাকলো মাথার ওপর, যে-কোনো মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে গ্লেসিয়ারের সামনের পাঁচিল। বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ক্রু, প্যাসেঞ্জার ও স্পেশাল ফোর্সের লোকজন খোলা ডেকে

বেরিয়ে এসেছে, আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে প্লাস্টিকের আবরণ। সাক্ষাৎ মৃত্যুর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে সবাই। দুই জাহাজের মাঝখানের চেইনগুলো টান টান হলো। 'ফুল অ্যাহেড,' নির্দেশ দিলো ক্যাপটেন জিম কার্টিস, তার একটা চোখ লেডি মেরিয়েটার ওপর, আরেকটা গ্লেসিয়ারের গায়ে।

টান পড়লেও, বরফে আটকে থাকা লেডি মেরিয়েটা প্রথমে নড়লো না। তারপর বোমা ফাটার মতো আওয়াজের সাথে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল জাহাজটা, গ্লেসিয়ারের ছায়া থেকে বেরুতে শুরু করলো। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। আকাশ ছুঁয়ে থাকা বরফের পাঁচিল এখনো কাত হচ্ছে না।

ধীরে ধীরে গতি বাড়লো লেডি মেরিয়েটার। খাঁড়ির মাঝখানে চলে এলো জাহাজটা। ডেকে দাঁড়িয়ে দুই জাহাজের লোকজন মহা আনন্দে নাচানাচি শুরু করে দিলো। এই সময় দুনিয়া কাঁপানো আওয়াজের সাথে কাত হতে শুরু করলো গ্লেসিয়ারের সামনের পাঁচিল। পাহাড়ের গায়ে লেগে ফিরে এলো আওয়াজগুলো, শক ওয়েভে থরথর করে কেঁপে উঠলো জাহাজ দুটো। ভাঙা পাঁচিলের এক একটা টুকরোর ওজন হবে কয়েক শো টন, একটা একটা করে খাঁড়ির পানিতে লাফ দিলো, ছলকে ওঠা পানি স্তম্ভের আকৃতি নিয়ে সিধে হলো আকাশের দিকে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকলো দর্শকরা, বিশ্বাস করতে পারছে না সত্যি তারা বেঁচে গেছে।

চিৎকার, ছুটোছুটি আর এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল প্রথম কয়েকটা মিনিট। ডাইনিং হল লক্ষ্য করে যারা গুলি ছুঁড়েছে তাদের পরিচয় বা সংখ্যা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই মিশ-

রীয় টেরোরিস্টদের। ট্রেন থেকে গুলি করা হলেও, এই মুহূর্তে শত্রুরা কোথায় সে-সম্পর্কেও তারা কিছু জানে না। আলো নিভিয়ে দিলো তারা, ভোরের গাঢ় ছায়া লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো। খানিক পর উপলব্ধি করলো পাল্টা গুলি হচ্ছে না। তারপরও বেশ কিছুক্ষণ ডাইনিং হল ছেড়ে বেরুলো না কেউ।

বেরুলো তারা দুটো দরজা দিয়ে; সামনে থেকে দু'জন, পিছন থেকে চারজন। কেউ ডাইভ দিলো, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো, আগে থেকে ঠিক করা পজিশনে এসে গা ঢাকা দিলো সবাই। আড়াল পাবার পর একটা সংকেতের অপেক্ষায় থাকলো তারা, তারপর চারদিকে গুলি ছুঁড়ে একটা বৃত্ত রচনা করলো, বাকি সঙ্গীরা যাতে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারে। কালো পাগড়ি পরা এক লোক, ওদের লিডার, হুইসেল বাজিয়ে দিক নির্দেশনা দিলো লোকটাকে।

রানার ভয়টা মিথ্যে নয়, মিশরীয় টেরোরিস্টরা প্রফেশনাল এবং উন্নতমানের ট্রেনিং পাওয়া যোদ্ধা। বাড়ি বাড়ি ঢুকে লড়াই করতে ওদের জুড়ি নেই, স্ট্রীট ফাইটিঙেও তারা অভিজ্ঞ ও দক্ষ। মাথায় কালো পাগড়ি জড়ানো লিডারও অত্যন্ত যোগ্য লোক, একাধিক গেরিলাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে তার।

ধীরে ধীরে এগোলো তারা, সার্চ করলো প্রতিটি বিল্ডিং, অর্ধচন্দ্রের আকৃতিতে ঘিরে ফেললো ক্রাশিং মিলটাকে। অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিচ্ছে না কেউ, প্রতি মুহূর্তে আড়ালে থাকছে, ছোটো করে আনছে জাল।

আরবী ভাষায় কি যেন বললো লিডার। কোনো সাড়া মিললো না। আরেক পজিশন থেকে অন্য এক টেরোরিস্ট ডাক দিলো। ঠিকই আন্দাজ করতে পারলো রানা, ক্রাশিং মিলের ভেতর নিজেদের লোককে ডাকছে ওরা।

একেবারে কাছে চলে এসেছে লোকগুলো, জানালার সামনে কারো থাকা চলে না। টেরোরিস্টদের স্কি মাস্ক আর পোশাক খুলে ফেললো রানা; নিজের স্কি জ্যাকেটের পকেট হাতড়ে ছোটো একটা আয়না বের করলো, টেনে লম্বা করা যায় এমন একটা হাতল লাগানো রয়েছে আয়নাটায়। জানালার কার্নিসের ওপর রাখলো সেটা, টেনে লম্বা করলো হাতল, পেরিস্কোপের মতো ঘোরালো জিনিসটাকে।

সুবিধেমতো একটা টার্গেট দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠলো রানা, শতকরা নব্বই ভাগ গা ঢাকা দিয়ে আছে, তবে যতোটুকু বেরিয়ে আছে 'কিলিং শট'-এর জন্যে তা-ও যথেষ্ট।

ফায়ার সিলেক্ট লিভার 'ফুল অটো' থেকে 'সিঙ্গেল'-এ ঘোরালো রানা। তারপর ঝট করে মাথা তুললো, জানালার কার্নিস ছাড়িয়ে গেল চোখ। লক্ষ্যস্থির করলো, টেনে দিলো ট্রিগার।

গর্জে উঠলো পুরনো থম্পসন। দুই কি তিন পা সামনে বাড়লো কালো পাগড়ি, হতভম্ব চেহারা। তারপর হাঁটু ভেঙে গেল, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল পাথুরে মাটিতে।

জানালার নিচে মাথা নামালো রানা, অস্ত্রটা টেনে নিলো বুকের কাছে, আবার চোখ রাখলো আয়নায়। মরচে ধরা মাইনিং ইকুইপমেন্টের তলায় ও ছড়িয়ে থাকা বিল্ডিংগুলোর আড়ালে পজিশন নিয়েছে শত্রুরা। লিডার মারা গেলেও, রানা জানে, রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবার লোক ওরা নয়। নিজের দায়িত্ব সম্ভবত এরইমধ্যে বুঝে নিয়েছে সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড।

রাস্তার ওপারে একটা টিন শেড, বন্ধ কাঠের দরজা লক্ষ্য করে এক-পশলা গুলি করলো রেডক্লিফ। অত্যন্ত ধীরগতিতে খুলে গেল দরজার কবাট, পাক খেতে থাকা একটা রক্তাক্ত শরীরের ধাক্কায় – খোলা দর-

জার বাইরে ধরাশায়ী হলো সে।

তবু পাল্টা কোনো গুলি হলো না। লোকগুলো বোকা নয়, উপলব্ধি করলো রানা। মিশরীয় টেরোরিস্টরা বুঝতে পেরেছে, ক্রাশিং মিলে সংখ্যায় ওরা মাত্র কয়েকজন। সময় নিয়ে নিজেদের এক জায়গায় জড়ো করবে এবার তারা, আলোচনা করবে বিকল্প কি ব্যবস্থা নেয়া যায়। কারণ জানে, ক্রাশিং মিলের ভেতর হেলিকপ্টারও প্রতিপক্ষের দখলে চলে গেছে।

মাথা নিচু করে ছুটে এলো রানা, রেডক্লিফের পাশে থামলো। 'তোমার এদিকে খবর কি?'

'শান্ত। মাথা ঘামাচ্ছে ওরা। নিজেদের হেলিকপ্টার নষ্ট করতে চায় না।'

'আমার ধারণা, সামনের দরজায় আসার ভান করবে ওরা, ঢুকবে সাইড অফিস দিয়ে।'

মাথা ঝাঁকালো রেডক্লিফ। 'সম্ভবত। জানালা ছেড়ে দিয়ে আরো ভালো কাভার পেতে হবে আমাদের। কোথায় আমাকে দেখতে চাও তুমি?'

চোখ তুলে ওপরের ক্যাটওয়াকের দিকে তাকালো রানা। এক সার স্কাইলাইটের দিকে হাত তুললো ও, ছোটো একটা উইঞ্চ টাওয়ারকে ঘিরে আছে। 'ওপরে উঠে নজর রাখো। হামলা করতে যাচ্ছে দেখলে চিৎকার দেবে। সামনের দরজায় এসে গেছে দেখলে ব্রাশ করবে। সাবধান, সময় থাকতে নেমে আসবে। 'কপ্টারের ওপর দিকে গুলি করতে ভয় পাবে না ওরা।'

'উঠলাম আমি।'

মাথা নিচু করে সাইড অফিসের দিকে এগোলো রানা, দোরগোড়ায়

পৌঁছে নেলসন আর ফেজের দিকে ঘাড় ফেরালো। 'তোমাদের কাজ কেমন এগোচ্ছে?'

ফেলে যাওয়া ওর এক জায়গায় জড়ো করে একটা ব্যারিকেড তৈরি করছে নেলসন, মুখ তুলে কপালের ঘাম মুছলো সে। 'ফোর্ট নেলসন সময় মতোই তৈরি হবে।'

কাজ থামিয়ে মুখ তুললো ফেজ। 'এন-এর আগে এফ, দুর্গটার নাম ফোর্ট ফেজ।'

কাজে হাত দেয়ার আগে ফেজের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলো নেলসন। 'আমরা হেরে গেলে ফোর্ট ফেজ, জিতলে ফোর্ট নেলসন।'

দুই কাঁধ উঁচু করে অসহায় একটা ভাব প্রকাশ করলেও, নুমায় ওর এ-ধরনের অবিশ্বাস্য বন্ধু থাকায় ভাগ্যবান মনে করলো নিজেকে রানা। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কিছু একটা বলতে ইচ্ছে করলো ওদেরকে, কারণ খুব ভালো করে জানে ও, জিম্মিদের মধ্যে ওর শ্রদ্ধাভাজন জেনারেল খান আছেন বলেই প্রাণের ওপর বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে ওর সাথে এসেছে ওরা। তবে কিছু বলা বা না বলা সমান কথা, ওর মনের কথা জানা আছে ওদের; এ-ধরনের লোকদের প্রশংসা করার বা উৎসাহ দেয়ার দরকার হয় না।

'এ-নিয়ে পরে তর্ক করো,' নির্দেশ দিলো রানা। 'ওরা যদি আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে আসে, লক্ষ্য রাখবে যেন উষ্ণ সম্বর্ধনা পায়।'

স্যাঁতসেঁতে অফিসে ঢুকলো ও। ভ্যাপসা একটা গন্ধ এলো নাকে। থম্পসনটা চেক করে একপাশে নামিয়ে রাখলো, হাত লাগালো কাজে। উল্টে পড়া দুটো ডেস্ক, ইস্পাতের একটা ফাইলিং কেবিনেট আর অসম্ভব ভারি লোহার একটা পেটমোটা স্টোভ দিয়ে তৈরি হলো ব্যারিকেড। মেঝেতে শুয়ে অপেক্ষায় থাকলো রানা।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। এক মিনিট পর রানার মনে হলো, বাইরের কাঁকরে হালকা পায়ের আওয়াজ পেয়েছে ও। খানিক পর আবার শুনলো শব্দটা। নরম, তবে শুনতে ভুল করেনি। থম্প-সনটা ধরে বুকেরকাছে আনলো।

রেডক্লিফ চিৎকার করলো, তবে অনেক দেরিতে। দরজার ওপরকার জানালার কাঁচ ভেঙে মেঝেতে পড়লো জিনিসটা, গড়াতে গড়াতে ছুটে এলো। দ্বিতীয়টা পড়লো এক সেকেণ্ড পর। ব্যারিকেডের নিচে মাথা নামিয়ে নিয়ে স্টীল কেবিনেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাবার চেষ্টা করলো রানা, দাঁত চাপলো নিজের বোকামির কথা ভেবে।

কান ফাটানো আওয়াজের সাথে বিস্ফোরিত হলো অফিসটা। চারদিকে ছুটে গেল ফার্নিচারের ভাঙা টুকরো আর ডানা মেললো গাদা গাদা হলুদ কাগজ। একদিকের দেয়াল পড়ে গেল, পড়লো বাই-রের পাঁচিলটাও, নিচের দিকে ঝুলে পড়লো সিলিং।

দুটো গ্রেনেড প্রায় একসাথেই বিস্ফোরিত হয়েছে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় ও প্রচণ্ড শব্দে আচ্ছন্ন বোধ করছে রানা। হাত-পায়ে জোর নেই, মাথাটা ঠিকমতো কাজ করছে না।

পেটমোটা স্টোভটাই বেশিরভাগ শ্র্যাপনেল হজম করেছে, কিন্তু আকৃতি হারায়নি, গায়ে শুধু কর্কশ কিনারা নিয়ে অনেকগুলো ফুটো তৈরি হয়েছে। তুবড়ে, মোচড় খেয়ে আকৃতি বদলেছে ফাইল কেবি-নেটটা। টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ডেস্ক দুটো। রানাও অক্ষত নয়। উধাও হয়েছে বুকের আধ ইঞ্চি চামড়া। আর উরুতে ছোট্ট, গভীর একটা গর্ত তৈরি হয়েছে।

চারদিকে বারুদের গন্ধ আর ধোঁয়া। যে-কোনো মুহূর্তে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে ভেবে আতংকিত বোধ করলো রানা। তার-

পরই ভয়টা দূর হলো, বৃষ্টি ভেজা বিল্ডিঙের পুরনো কাঠ কয়েক জায়গায় সামান্য ঝলসালেও, আগুন ধরলো না।

সচেতনভাবে চেষ্টা করার পর হাত-পা নাড়তে পারলো রানা। ফুল অটো-য় নিয়ে এলো থম্পসনটাকে, ভেঙে পড়া সামনের দরজার দিকে লক্ষ্য স্থির করলো। কলারের নিচ থেকে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে রক্তের একটা ধারা, ভুরুর ওপর কপালটা জ্বালা করছে। আউটার ওয়ালের ভাঙা অংশটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে একসাথে গুলি করলো চারজন লোক, অনবরত। মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট বেরিয়ে গেলেও চোখের পাতা একটুও কাঁপলো না রানার।

শান্তভাবে এক পশলা গুলি করলো ও। যেন একটা টর্নেডো লাফিয়ে পড়লো হামলাকারীদের ঘাড়ের ওপর। হাতের অস্ত্র ফেলে দিলো তারা, হাত ছোঁড়ার বহর দেখে মনে হলো স্টেজে দাঁড়িয়ে নাচছে, ভাঙা ফার্নিচার ছড়ানো মেঝের ওপর পাক খেতে লাগলো।

আক্রমণের প্রথম ঢেউয়ের পিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকলো আরো তিনজন টেরোরিস্ট, তাদেরকেও নির্দয় নৈপুণ্যের সাথে প্রতিহত করলো রানা। তিনজনের খানিক পিছনে এলো আরেকজন, তার ক্ষিপ্রতার বুঝি তুলনা হয় না, ডাইভ দিয়ে প্রায় বিধ্বস্ত ও ধূমায়িত একটা লেদার সোফার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

কামান দাগার মতো আওয়াজ ঢুকলো রানার কানে, ওর পিছনের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে শটগান থেকে তিনবার গুলি করলো ফেজ, সোফার নিচের দিকটা লক্ষ্য করে।

লেদার, মোটা ক্যানভাস, স্পঞ্জ আর কাঠ ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে। তারপর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। সোফার বাঁকা পায়ার সামনে মরা সাপের মতো খসে পড়লো টেরোরিস্টের একটা হাত।

ধোঁয়ার ভেতর থেকে উদয় হলো নেলসন, রানার ছুই বগলের নিচে হাত গলিয়ে দিয়ে টান দিলো। ক্রাশিং মিলের দিকে, একটা ওর-কারের পিছনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে।

'তোমার পুরনো স্বভাবটা আর গেলো না,' মুখভর্তি নিঃশব্দ হাসি নিয়ে বললো সে। 'যেখানেই যাও, সব কিছু এলোমেলো না করে পারো না।' হঠাৎ উদ্বেগে কাতর হলো তার চেহারা। 'মারাত্মক কোনো আঘাত পেয়েছো?'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে বুকের রক্ত মুছলো রানা, রক্তে ভেজা ট্রাউজারের দিকে তাকালো একবার। 'যাহ! স্কি প্যান্টটা একেবারে নতুন, বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে!'

হাঁটু গেড়ে বসলো ফেজ, প্যান্ট কেটে ক্ষতটায় পট্টি বাঁধতে শুরু করলো। 'আপনি ভাগ্যবান, মিঃ রানা—নাকের সামনে ছুটো গ্রেনেড ফাটলো অথচ ছু'জায়গায় শুধু চামড়া উঠে গেছে।'

'গ্রেনেডের কথা আগে ভাবা উচিত ছিলো আমার,' তিক্ত কণ্ঠে বললো রানা। মুখ তুলে নেলসনের দিকে তাকালো ও। 'বাইরে ওরা কি করছে?'

'সামনে থেকে আর হামলা করবে না,' বললো নেলসন। 'বিস্ফো-রণে ভেঙে গেছে বাইরের সিঁড়ি, ভাঙা বাঁশ বেয়ে দশ ফুট উঠতে সাহস করবে না ওরা।'

ফেজ বললো, 'এই সুযোগ, হেলিকপ্টারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চলুন আমরা কেটে পড়ি।'

'ছুঃসংবাদ,' একটা মই বেয়ে মেঝেতে নেমে এলো রেডক্লিফ। 'দাবা-গ্নির মতো ছুটে আসছে ওদের আরো বিশজন লোক, রেললাইন ধরে। সাত থেকে আট মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে রেডক্লিফের দিকে তাকালো নেলসন। 'কতো-জন বললে?'

'পনেরোর পর আর গুণিনি।'

'লেজ গুটিয়ে পালাবার এখনই সময়,' বিড়বিড় করলো ফেজ।

'কর্নেল তার দলবল নিয়ে আসছে না তো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো রেডক্লিফ। 'ওদের কোনো খবর নেই।' বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলার জন্যে থামলো সে, তারপর সরাসরি রানার দিকে তাকালো। 'লোকগুলো টেরোরিস্টদের রি-ইনফোর্সমেন্ট, রানা। পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছে চারজন জিম্মিকে, বিনোকিউলার থাকায় কোনো রকমে চিনতে পেরেছি। একজন তোমার পিতৃপ্রতিম বস। তিনি আর একজন ভদ্রমহিলা বাকি দু'জনকে হাঁটতে সাহায্য করছেন।'

'উম্মে সালিহা।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো রানা। 'থ্যাঙ্ক গড, সবাই ওরা এখনো হাঁটতে পারছেন।'

'বাকি দু'জন?' প্রশ্ন করলো নেলসন।

'সম্ভবত প্রেসিডেন্ট মোরেনো আর প্রেসিডেন্ট ইসমাইল।'

'আমার কাজ শেষ,' পট্টি বাঁধা শেষ করে সিধে হলো ফেজ। 'আবার গ্রেনেড ফাটলে খবর দেবেন আমাকে।'

'ওঁদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে বীমা হিসেবে,' বললো রানা। 'ওঁদের মুক্তির বিনিময়ে হেলিকপ্টার ফেরত চাইবে টেরোরিস্টরা।'

'হেলিকপ্টার যদি না দিই, একজন একজন করে খুন করবে জিম্মি-দের,' নিচু গলায় মন্তব্য করলো রেডক্লিফ।

'কোনো সন্দেহ নেই,' বললো রানা। 'তবে হেলিকপ্টার পেলেও যে খুন করবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এর আগে দু'বার তারা

উম্মে সালিহাকে খুন করার চেষ্টা করেছে। প্রেসিডেন্ট ইসমাইলকেও মেরে ফেলার ইচ্ছে ওদের।'

'আমার ধারণা, ওরা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়ে বলবে, এসো, আলোচনায় বসি।'

হাতঘড়ি দেখলো রানা। 'দর কষাকষিতে খুব বেশি সময় নষ্ট করবে না ওরা। জানে, স্পেশাল ফোর্স পৌঁছে যেতে পারে। তবু, খানিকটা দেরি করাতে পারবো আমরা।'

'তুমি একটা প্ল্যান দাও,' অনুরোধ করলো নেলসন।

'যতোক্ষণ পারা যায় আমরা লড়বো।' রেডক্লিফের দিকে তাকালো রানা। 'জিম্মিদের কি হাইজ্যাকাররা ঘিরে রেখেছে?'

'না, হাইজ্যাকারদের অন্তত দুশো মিটার পেছনে রয়েছেন ওঁরা, দু'জন গার্ড পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছে।' রানার কালো চোখে কিসের যেন ইঙ্গিত দেখতে পেলো রেডক্লিফ, মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো ওকে। 'তুমি চাও গার্ড দু'জনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করি আমি, স্পেশাল ফোর্স না পৌঁছুনো পর্যন্ত জিম্মিদের নিরাপদ কোথাও লুকিয়ে রাখি?'

'আমাদের মধ্যে তুমিই দেখতে সবচেয়ে পিচ্চি, ছুটতেও পারো সবার চেয়ে জোরে। ওদের চোখে ধরা না পড়ে একমাত্র তোমার পক্ষেই বিল্ডিং থেকে বেরুনো সম্ভব। ঘুরপথে যাবে তুমি, তাই না? গার্ড দু'জনের পেছনে পৌঁছুতে হলে... ।'

হাত দুটো তুলে বুকে ভাঁজ করলো রেডক্লিফ। 'কৃতজ্ঞবোধ করছি, আমার ওপর তোমার এতো আস্থা দেখে। পারবো কি না জানি না, তবে চেষ্টা করবো।'

'পারলে তুমিই পারবে, রেডক্লিফ।'

'তারমানে দুর্গ রক্ষার জন্যে তোমরা মাত্র তিনজন থাকছো।'

'তিনজনেই চালিয়ে নেবো।' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়ালো রানা, সামান্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে মেঝেতে পড়ে থাকা টেরোরিস্টদের কাপড়গুলোর দিকে এগোলো। ফিরে এসে রেডক্লিফের দিকে বাড়িয়ে ধরলো সেগুলো। 'পরে নাও, ওরা তোমাকে নিজেদের একজন মনে করবে।'

অনড় দাঁড়িয়ে থাকলো রেডক্লিফ, বন্ধুদের ছেড়ে যেতে মন চাইছে না তার। তার ছোটোখোটো কাঁধে ভারি একটা হাত রাখলো নেলসন, হাঁটিয়ে নিয়ে এলো একটা মেইন্টেন্যান্স প্যাসেজের সামনে, মেঝে থেকে নিচের দিকে নেমে গেছে সেটা, বিশাল ক্রাশিং মিলটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। 'এই পথ দিয়ে নেমে যেতে পারো তুমি,' বললো নেলসন। 'পরিস্থিতি গরম না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, তারপর ছুটবে।'

রেডক্লিফ কিছু বলার আগেই টানেলের ভেতর তাকে অর্ধেকটা নামিয়ে দিলো নেলসন। শেষবার রানার দিকে তাকালো রেডক্লিফ, যেন কোনো উপদেশ শুনতে চাইছে। অভয় দিয়ে হাসলো রানা, হাত নাড়লো। মুখ তুলে নেলসনের দিকে তাকালো রেডক্লিফ। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে নেলসনের চেহারা, ঢাকা পড়ে গেছে সমস্ত উদ্বেগ। তালুতে চুমো খেয়ে হাতটা বাতাসে ছুঁড়ে দিলো সে। সবশেষে ফেজের দিকে তাকালো রেডক্লিফ। সে-ও হাসছে। নুমার এরা সবাই তার শুধু বন্ধু নয়, জীবনেরও অংশবিশেষ, জানে না আবার ওদেরকে জীবিত দেখার সুযোগ হবে কিনা।

'ফিরে এসে যেন তোমাদের সব ক'টাকে এখানে আমি দেখতে পাই,' চড়া গলায় বললো রেডক্লিফ। 'কি বলছি বুঝতে পারছো?' পরমুহূর্তে টানেলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

চোদ্দ

তাড়াহুড়ো করে লেডি মেরিয়েটার সুইমিংপুলের ওপর তৈরি করা হয়েছে ল্যাণ্ডিং প্যাড-টা, অস্থিরভাবে সেটার পাশে পায়চারি করছে কর্নেল মার্টিন। এইমাত্র একটা ক্যারিয়ার পিজিয়ন হেলিকপ্টার নামলো, তাতে চড়ার জন্যে একপাশে অপেক্ষা করছে কয়েকজন লোক।

খনির দিক থেকে নতুন করে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে শুনে মুহূর্তের জন্যে পায়চারি থামালো কর্নেল, চিন্তার রেখা ফুটলো কপালে। 'তাড়াতাড়ি, মেজর, তাড়াতাড়ি!' তাগাদা দিলো সে। 'লোকজনকে শুধু পার করলেই হবে না, আরো কাজ আছে আমাদের। বুঝতে পারছো তো, ওদিকে এখনো বেঁচে আছে কারা যেন, আমাদের যুদ্ধটা লড়তে হচ্ছে তাদের।'

'খনিটা বোধহয় হাইজ্যাকারদের এস্কেপ পয়েন্ট ছিলো,' বললেন ক্যাপটেন ব্রেকওয়াল, তিনিও কর্নেলের পাশে পায়চারি করছেন।

'কৃতিত্বটা আমার। মাসুদ রানা আর তার দল হাইজ্যাকারদের একেবারে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে,' গম্ভীর সুরে বললো কর্নেল।

'সময়মতো পৌঁছে জিম্মি আর ওদেরকে বাঁচাতে পারবেন কিনা

সেটাই হলো প্রশ্ন।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কর্নেল মার্টিন। 'আমি তো কোনো আশা দেখছি না।'

হঠাৎ ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হওয়ায় কৃতজ্ঞবোধ করলো রেডক্লিফ। ক্রাশিং মিল থেকে বেরিয়ে খালি কয়েকটা ওর-কারের পাশ দিয়ে ক্রল করে এগোচ্ছে সে, ডোরা-কাটা কাপড়ের মতো ওকে আড়াল করে রেখেছে বৃষ্টি। খনির নিচের পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নামার সময় আর কোনো আড়াল থাকলো না। নিচে নেমে এসে ছুটলো সে।

রেললাইনে পৌঁছে গেল রেডক্লিফ। কোনো শব্দ না করে হাঁটতে লাগলো সে। খানিক পর বৃষ্টির ফাঁকে অস্পষ্ট কয়েকটা মূর্তি দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। চারজন আছে, দাঁড়িয়ে আছে দু'জন।

দ্বিধায় পড়ে গেল রেডক্লিফ। তার ধারণা, জিম্মিরা বসে আছেন, তাঁদের ওপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে গার্ডরা। কিন্তু ধারণাটা ঠিক কিনা গুলি করার পর পরীক্ষা করা যায় না। কে বন্ধু আর কে শত্রু জানতে হলে ওদের কাছাকাছি যেতে হবে তাকে। ধোঁকা দেয়ার জন্যে ভরসা করতে হবে রানার দেয়া টেরোরিস্টদের কাপড়চোপড়ের ওপর। বিষম একটা অসুবিধে হলো, খুব বেশি হলে তিন কি চারটে আরবী শব্দ জানে সে।

বড় করে শ্বাস টেনে এগোলো রেডক্লিফ। একবার 'সালাম' বললো, আস্তে বলা হয়ে গেছে ভেবে গলা একটু চড়িয়ে আরো দু'বার উচ্চারণ করলো শব্দটা।

ওকে পৌঁছুতে দেখে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দু'জন বিশেষ গ্রাহ্য করলো না। তাদের হাতে মেশিনগান রয়েছে, সেগুলো ওর দিকে ধরা,

তবে ঠিক তাক করা ভঙ্গিতে নয়।

উত্তরে দু'জনের একজন কি যেন বললো, অর্থটা ধরতে পারলো না রেডক্লিফ। আন্দাজ করলো, ওর নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছে।

'মুহাম্মদ,' বিড়বিড় করে বললো সে, হেকলার অ্যাণ্ড কোচটা বুকের সাথে চেপে ধরে আছে, মাজলটা আরেক দিকে ঘোরানো।

গার্ড দু'জনকে হাতের অস্ত্র আরেক দিকে ঘুরিয়ে নিতে দেখে স্বস্তি বোধ করলো রেডক্লিফ, একযোগে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকালো তারা।

শান্তভাবে, অলসভঙ্গিতে, ওদের পাশে চলে এলো রেডক্লিফ, এখন গুলি করলে জিম্মিদের গায়ে লাগার ভয় নেই।

রেললাইনের ওপর বসে আছেন জিম্মিরা, তাঁদের ওপর চোখ রেখে, হাইজ্যাকারদের দিকে সরাসরি না তাকিয়ে, হেকলার অ্যাণ্ড কোচের ট্রিগার টানলো সে।

খনির কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেল আল দাউদ আর তার লোকজন। তুমুল বর্ষণ অত্যাচার হয়ে দেখা দিলো, ভিজে ভারি হয়ে উঠেছে পরনের কাপড়চোপড়। পুরনো একটা দোচালা দেখতে পেয়ে হুড়হুড় করে ভেতরে ঢুকলো সবাই। এক সময় এখানে মাইনিং ইকুইপমেন্ট রাখা হতো।

কাঠের একটা বেঞ্চে ধপ করে বসলো দাউদ, বুকের ওপর ঝুলে পড়লো মুখ, হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে। এক লোককে সাথে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো এখলাস, পায়ের আওয়াজ পেয়ে চোখ তুললো দাউদ।

'ও গাফরান,' বললো এখলাস। 'বলছে, সশস্ত্র একটা কমাণ্ডো গ্রুপ ওদের লিডারকে খুন করেছে, তারপর আশ্রয় নিয়েছে ক্রাশিং মিলের

ভেতর। ওখানে আমাদের হেলিকপ্টারটা আছে, জনাব।'

বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়ালো দাউদ, রাগে থরথর করে কাঁপছে। 'এইজন্যে পাঠানো হয়েছিল তোমাদের?'

আতংকে নীল হয়ে গেল গাফরান। 'আমরা···আমরা কোনো ওয়ার্নিং পাইনি, জনাব। পাহাড় বেয়ে কখন নেমে এসেছে ওরা কিছুই আমরা জানতে পারিনি। সেন্ট্রিদের কাবু করে, ট্রেনটা দখল করে, তারপর আমাদের লিভিং কোয়ার্টার লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। আমরা যখন পাল্টা হামলা শুরু করি, ক্রাশিং মিল থেকে জবাব দেয় ওরা।'

'হতাহত?' হিসহিস করে জানতে চাইলো দাউদ।

'বেঁচে আছি আমরা মাত্র সাতজন।'

দাঁতে দাঁত চাপলো দাউদ। যা ধারণা করেছিল, পরিস্থিতি তারচেয়ে অনেক খারাপ। 'ওরা?'

'বিশজন তো হবেই, ত্রিশজনও হতে পারে।'

'তোমরা সাতজন ওদের ত্রিশজনকে কোণঠাসা করে রেখেছো?' খেঁকিয়ে উঠলো দাউদ। 'ঠিক করে বলো। ক'জন ওরা? মিথ্যে বললে এখলাস তোমাকে জবাই করবে।'

ভয়ে দাউদের চোখে তাকাতেই পারলো না গাফরান। 'জনাব, আপনি আমার মা-বাপ! কি করে জানবো ক'জন! চার-পাঁচজন হতে পারে, কমও হতে পারে···জনাব, মা-বাপ···।'

'চারজন লোক এতো কিছু করেছে?' বিস্মিত হলো দাউদ। রাগ সামলাবার চেষ্টা করলো সে। 'হেলিকপ্টারের খবর বলো। ওটার কোনো ক্ষতি হয়েছে?'

একটু যেন উজ্জ্বল হলো গাফরানের চেহারা। 'না, জনাব, কোনো ক্ষতি হয়নি। খুব সাবধানে গুলি করেছি আমরা। মরা মায়ের কিরে

খেয়ে বলছি, একটা গুলিও হেলিকপ্টারে লাগেনি··· ।'

'কমাণ্ডোরা ওটার কোনো ক্ষতি করেছে কিনা আল্লাহ্ মালুম,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বললো এখলাস।

'ওটাকে অক্ষত অবস্থায় না পেলে খুব শিগগিরই সবাই আমরা আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাবো,' শান্তভাবে বললো দাউদ। 'কমাণ্ডো-দের কাবু করার একমাত্র উপায়, চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়া—স্রেফ সংখ্যার জোরে হারাতে হবে ওদেরকে।'

'শেষ পর্যন্ত হয়তো জিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে হেলিকপ্টার ফেরত চাইতে হবে।'

এখলাসের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো দাউদ। 'হয়তো। শোনো—কমাণ্ডোদের সাথে আলোচনা শুরু করবো আমি, তুমি হামলার প্রস্তুতি নাও।'

'সাবধানে, জনাব।'

'মুখোশ খুলে ফেলতে দেখলেই তুমি হামলা শুরু করবে।'

সশস্ত্র লোকদের একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নির্দেশ দিতে শুরু করলো এখলাস।

একটা জানালার পর্দা টেনে ছিঁড়ে ফেললো দাউদ। এককালে কাপড়টা হলুদ ছিলো, রঙ উঠে সাদা হয়ে গেছে। একটা লাঠির মাথায় কাপড়টা বাঁধলো সে। শান্তির পতাকা হাতে বেরিয়ে এলো দোচালা থেকে।

মাইনারদের সার সার বাঙ্কহাউসকে পাশ কাটিয়ে এলো সে, সতর্ক থাকলো ক্রাশিং মিল থেকে তাকে যেন কেউ দেখতে না পায়। তার-পর সামনে পড়লো রাস্তা। একটা বিল্ডিঙের কোণ থেকে শান্তির পতাকাটা সামনে বাড়িয়ে নাড়লো দাউদ।

কোনো গুলি হলো না, তবে আর কিছুও ঘটলো না। ইংরেজিতে চিৎকার করলো দাউদ, 'আমরা কথা বলতে চাই।'

কয়েক মুহূর্ত পর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'নো হাবলো ইংলেস।'

মুহূর্তের জন্যে পিছিয়ে এলো দাউদ। চিলিয়ান সিকিউরিটি পুলিশ? ওর ধারণা ছিলো, চিলিয়ান পুলিশ তেমন দক্ষ নয়। ইংরেজি ভালো বলতে পারে সে, কাজ চালাবার মতো ফ্রেঞ্চও জানে, কিন্তু স্প্যানিশে দখল নেই।

দ্বিধায় ভুগলে বিপদ শুধু বাড়বে। যেভাবে হোক শত্রুপক্ষের পরিচয় ও শক্তি সম্পর্কে জানতে হবে তাকে। গা বাঁচিয়ে পালাবার পথে ওরাই একমাত্র বাধা।

আবার পতাকাটা সামনে বাড়িয়ে ধরলো দাউদ। কোণ থেকে বেরিয়ে এলো সে। ক্রাশিং মিলের সামনের রাস্তায় পা রাখলো।

পাজ মানে শান্তি, জানে দাউদ। শব্দটা কয়েকবার গলা চড়িয়ে উচ্চারণ করলো সে। অবশেষে সদর দরজা খুলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাস্তায় বেরিয়ে এলো এক লোক, থামলো তার কাছ থেকে কয়েক পা দূরে।

লোকটা লম্বা, গায়ে-গতরে মেদ জমতে দেয়নি, মায়াভরা চোখ দুটো কালো অথচ দৃষ্টিতে রয়েছে ছুরির ধার। চোখের ওপর কপালে সরু একটা কাটা দাগ। ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা। গোটা চেহারায় গা ছমছমে ঠাণ্ডা, বিদ্রূপাত্মক একটা ভাব ফুটে আছে।

মাত্র তিন সেকেণ্ডের মধ্যে যা বোঝার বুঝে নিলো আল দাউদ, বিপজ্জনক এক লোকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করলো। মনে মনে স্প্যানিশ শব্দ খুঁজলো সে। 'আমরা কথা বলতে পারি?' হ্যাঁ, এভাবে শুরু করা যায়। বললো,

'পোডেমস হাবলার?'

উত্তরে প্রতিপক্ষের ঠোঁটের ক্ষীণ হাসিটুকু সামান্য উজ্জ্বল হলো।

ভাঙাচোরা স্প্যানিশ ভাষায় এরপর দাউদ জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা হেলিকপ্টারটা ফেরত পেতে পারি কি?'

হঠাৎ হেসে উঠলো রানা। 'তোমার স্প্যানিশ একদম পচা,' আরবীতে বললো ও। 'উত্তর হলো—না, হেলিকপ্টারটা ফেরত দেয়ার জন্যে দখল করা হয়নি।'

প্রতিপক্ষ আরবী জানে! তবে বিস্ময়টা তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠলো দাউদ। সাথে সাথে প্রস্তাব দিলো সে, 'আমি আপনাদেরকে আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দিচ্ছি।'

'প্রস্তাবটা গিলে ফেলো।'

এরইমধ্যে হিসেব কষতে শুরু করেছে দাউদ। যোদ্ধার পোশাকে নয়, প্রতিপক্ষের পরনে দামী স্কি জ্যাকেট। সি. আই. এ. নাকি? 'আপনার নাম জানতে পারি?'

'মাসুদ রানা।'

'আমি মোহাম্মদ আল দাউদ···।'

'তুমি কে বা কি, আমার তাতে কিছুই আসে যায় না,' ঠাণ্ডা সুরে বললো রানা।

'বেশ, মিঃ রানা,' রাগলো না দাউদ। হঠাৎ তার একটা ভুরু উঁচু হলো। 'আপনার সাথে মিঃ রাহাত খানের কোনো সম্পর্ক নেই তো?'

'রাহাত খান? সে আবার কে?' অজ্ঞতা প্রকাশ করলো রানা। 'যদি কিছু বলার থাকে, তাড়াতাড়ি করো। বৃষ্টিতে ভিজতে চাই না।'

'আমার জিনিসটা আমি ফেরত পেতে চাই,' মৃদু হাসির সাথে বললো দাউদ। 'অক্ষত অবস্থায়।'

'জঙ্গলের নিয়ম হলো, কোনো জিনিস কেউ খুঁজে পেলে বা দখল করতে পারলে সেটা তার হয়ে যায়। তোমার যদি খুব দরকার থাকে, ভেতরে ঢুকে নিয়ে এসো।'

হাত দুটো ঘন ঘন মুঠো করলো আর খুললো দাউদ। শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছে সে। তীক্ষ্ণ, চাপা গলায় বললো, 'আমাদের কিছু লোক মারা যাবে, আপনি মারা পড়বেন, এবং অবশ্যই আপনার আত্মীয় বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাও মারা পড়বেন, হেলিকপ্টারটা যদি আমার হাতে তুলে না দেন।'

চোখের পাতা এক চুল কাঁপলো না, রানা বললো, 'দু'জন প্রেসিডেন্ট আর উম্মে সালিহার কথা বলছো না। নিজের কথাটাও ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি তোমার। ঘাসের সার হিসেবে তুমিও অবদান রাখবে।'

লাল হয়ে উঠলো দাউদের চেহারা। 'আপনার গোঁয়ার্তুমি অসহ্য! রক্তপাত ঘটিয়ে কি লাভ আপনার?'

'যুদ্ধ চাইলে, ঘোষণা করো তুমি,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো রানা। 'দেখতে পাবে যুদ্ধ কাকে বলে, প্রতিপক্ষ কেমন লড়তে জানে। কিন্তু সে সাহস কি তোমার আছে? মহিলা, অসহায় বৃদ্ধদের যারা জিম্মি রাখে তারা যদি কাপুরুষ না হয়, আর কাকে কাপুরুষ বলা যায়? তবে, সন্ত্রাসের ইতি ঘটেছে ঠিক তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, সেখানে। আমি আমার নিজের আইনে চলি, এক পা সামনে এগিয়ে দেখো, ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। আমাদের একজন মারা গেলে, কথা দিচ্ছি, তোমাদের পাঁচজনের লাশ পড়বে।'

'আপনার সাথে আমি নীতিকথা বা মত পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি,' রাগ সামলে নিয়ে বললো দাউদ। 'আমার জানা

দরকার, হেলিকপ্টারটা অক্ষত আছে কিনা।'

'আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত পড়েনি কোথাও,' বললো রানা। 'তোমার পাইলটরাও বহাল তবিয়তে আছে, অন্তত ফ্লাই করতে পারবে।'

'অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করাই হবে আপনাদের জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ।'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'যাও, পাহাড়ের মাথা থেকে লাফ দাও।'

রানার দিকে তির্যকদৃষ্টিতে তাকালো দাউদ। 'আপনারা ক'জন? চার, সম্ভবত পাঁচজন? আপনাদের একজনের সমান আমাদের আটজন।'

মুচকি হেসে রানা বললো, 'আর আমাদের হেলিকপ্টারের সমান…?'

'ওটা আমাদের…।'

'কেড়ে নিতে পারলে,' বললো রানা। 'ভালো কথা, ওটা অক্ষতই থাকবে। কিন্তু।'

'কিন্তু কি?'

'কিন্তু যদি জিম্মিদের কারো সামান্যতম কোনো ক্ষতি হয়, এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ওটা আমি উড়িয়ে দেবো।'

'এই আপনার শেষ কথা?'

'আপাততঃ, হ্যাঁ।'

হঠাৎ কি যেন উপলব্ধি করে প্রায় চমকে উঠলো দাউদ। 'আপনি! হ্যাঁ, নির্ঘাৎ আপনি! আপনিই তাহলে আমেরিকান স্পেশাল ফোর্সকে পথ দেখিয়ে এখানে এনেছেন!'

'বেশিরভাগ কৃতিত্ব ভাগ্যের,' বললো রানা। 'তবে পানির তলায় জেনারেল রামোস আর প্লাস্টিকের রোলটা আমিই খুঁজে বের করি।

তারপর থাপে থাপে মিলে যায় সব।'

রানার দিকে আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো দাউদ, তারপর নিচু গলায় বললো সে, 'আপনার মেধা আপনি অপচয় করছেন, মিঃ রানা। নিজের মূল্য সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই। বলেন তো আমি একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করতে পারি।'

'পারো নাকি?'

'আমার সাথে হাত মেলান,' প্রস্তাব দিল আল দাউদ। 'মধ্যপ্রাচ্যের রাজা বানিয়ে দেবো আপনাকে। আপনার মতো সাহসী ও বুদ্ধিমান লোক ইচ্ছে করলে লাখ লাখ ডলার কামাতে পারে।'

হেসে উঠলো রানা। 'মিথ্যে প্রলোভন দেখাচ্ছো, তা-ও উদার হতে পারো না? লাখ লাখ ডলার···ঠিক জানো, কোটি কোটি ডলার নয়?'

'আপনি জানেন, মিঃ রানা,' চোখ সরু করে রানার দিকে তাকালো দাউদ, তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, 'আপনাকে আমি নিজের হাতে খুন করতে যাচ্ছি? পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে আপনার শরীর। এ-ব্যাপারে কি বলার আছে আপনার?'

রানার দৃষ্টি বা চোখে কোনো আক্রোশ নেই, চেহারায় ঘৃণার ভাবও ফুটলো না। সকৌতুক তাচ্ছিল্যের সাথে দাউদের দিকে তাকিয়ে থাকলো ও। ছোট্ট করে বললো, 'আমি যা জানি তুমি তা জানো না।'

রাগের সাথে শান্তির পতাকা ছুঁড়ে ফেলে দিলো দাউদ, ঝট করে ঘুরে হন হন করে ফিরে চললো সে, কোটের ভেতর পকেট থেকে রুগার পি-85 সেমিঅটোমেটিক নাইন-মিলিমিটার বেরিয়ে এসেছে হাতে।

বিদ্যুৎবেগে ঘুরলো সে, একটানে মুখোশ খুলে দু'হাতে বাগিয়ে

ধরলো রুগার, রানার পিঠের ওপর মাজল সিধে হতেই পরপর ছ'টা গুলি করলো।

রানার পিঠের ওপর স্কি জ্যাকেটে এক ঝাঁক গর্ত সৃষ্টি হতে দেখলো সে, দেখলো তার ঘৃণিত প্রতিপক্ষ হোঁচট খেয়ে ক্রাশিং মিলের দিকে এগোলো, বাড়ি খেলো দেয়ালে।

রানার পড়ার অপেক্ষায় থাকলো দাউদ। সে জানে, মাটিতে পড়ার আগেই মারা গেছে শত্রু।

পনেরো

ক্রমশ সচেতন হলো দাউদ, উল্টোপাল্টা কি যেন একটা ঘটে গেছে, অবিশ্বাস্য আচরণ করছে রানা।

রানা মারা যায়নি। এমনকি পড়েওনি। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো ও।

ওর মুখে খোদ শয়তানের হাসি দেখতে পেলো আল দাউদ।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত সে। বুঝতে পারলো, আজকের প্রতিযোগিতায় হার হয়েছে তার। ওকে যে পিছন থেকে কাপুরুষের মতো আক্রমণ করা হবে, আগেই আন্দাজ করেছিল রানা। মোটা স্কি জ্যাকেটের ভেতর

বুলেটপ্রুফ শীল্ড পরে ক্রাশিং মিল থেকে বেরিয়েছে ও।

আতংকের একটা ঢেউ বয়ে গেল দাউদের সারা শরীরে, দেখলো আস্তিনের বাইরে ঝুলতে থাকা দস্তানা পরা হাত দুটো কৃত্রিম। জাদু-করের হাত সাফাই। আসল হাতের একটা বেরিয়ে এলো জ্যাকেটের ভেতর থেকে, বড় কোল্ট ফরটিফাইভ অটোমেটিক নিয়ে।

আবার রানার দিকে লক্ষ্যস্থির করলো দাউদ। তবে আগে গুলি করলো রানা।

রানার প্রথম গুলিটা দাউদের কাঁধে লাগলো, আড়াআড়িভাবে ঘুরিয়ে দিলো তাকে। দ্বিতীয় বুলেট চোয়াল আর মুখের নিচের অংশ গুঁড়িয়ে দিলো। মুখে একটা হাত তুলতেই তৃতীয় বুলেট চুরমার করে দিলো কব্জিটাকে। শেষ বুলেটটা মুখের একদিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কাঁকরের ওপর একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হলো দাউদ। শরীরে গুলির বর্ষণ সম্পর্কে সচেতন নয়, জানে না তার লোকজন ফায়ার ওপেন করার আগেই অক্ষত অবস্থায় লাফ দিয়ে দরজা টপকে ক্রাশিং মিলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে রানা।

আবছাভাবে শুধু বুঝতে পারলো, টেনে-হিঁচড়ে তাকে একটা পানির ট্যাংকের পিছনে সরিয়ে নিয়ে এসেছে এখলাস। ক্রাশিং মিলের জানালা থেকে গুলিবর্ষণ হচ্ছে। ধীরে ধীরে একটা হাত তুলে এখলাসের লোহার মতো শক্ত কাঁধ আঁকড়ে ধরলো দাউদ। নিচের দিকে টেনে আনলো বিশ্বস্ত ভক্তকে।

'তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না,' কর্কশকণ্ঠে বললো দাউদ, ধমকের সুরে।

কোমরের বেল্ট থেকে একটা প্যাকেট বের করলো এখলাস, প্যাকেট

থেকে বেরুলো সার্জিক্যাল প্যাড। একসময় যেখানে চোখ ছিলো দাউদের, প্যাডটা সেখানে, গর্তের ভেতর বসিয়ে বেঁধে দিলো। 'আল্লাহ্ আর আমার চোখ দিয়ে আপনার দেখার কাজ চলবে, জনাব,' সান্ত্বনা দিলো এখলাস।

কাশলো দাউদ, গলার ভেতর থেকে ছলকে বেরিয়ে এলো খানিকটা রক্ত। 'আমি চাই ওই শয়তান, মাসুদ রানা, আর জিম্মিদের সবাইকে কেটে টুকরো টুকরো করা হোক।'

'আমাদের হামলা শুরু হয়ে গেছে, জনাব। আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড বেঁচে আছে ওরা।'

'আমি যদি মারা যাই···মোস্তফা কামালকে তুমি খুন করো।'

'আপনি মারা যাবেন না, জনাব।'

কথা বলার আগে আবার কিছুক্ষণ কাশলো দাউদ। 'যাই ঘটুক না কেন, শত্রুরা হেলিকপ্টারটা নষ্ট করবে। কিন্তু দ্বীপ থেকে পালাতেই হবে তোমাকে। চেষ্টা করো, পথ একটা পেয়ে যাবে। যাও, আমাকে রেখে চলে যাও। তোমার প্রতি এটা আমার নির্দেশ, এখলাস। আমার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্যে তোমার বেঁচে থাকা একান্ত দরকার।'

নিঃশব্দে, নির্দেশের উত্তরে কিছুই না বলে, আল দাউদকে দু'হাতের ওপর তুলে নিয়ে সিধে হলো এখলাস। ধীরে ধীরে রণক্ষেত্র থেকে সরে যাচ্ছে সে।

নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে শান্তসুরে বললো এখলাস, 'মনটা শক্ত করুন, জনাব। আমাকে কড়া ধমক দিন। দু'জন আমরা একসাথে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছুবো।'

লাফ দিয়ে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো রানা, ক্ষিপ্র হাতে কোটের

পিছন থেকে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট জোড়া খুললো, একটা ধরিয়ে দিলো নেলসনের হাতে, দ্বিতীয়টা নিজের বুকে আটকালো। নেলসনকে কিছু বলার আর সময় পাওয়া গেল না, শুরু হয়ে গেল ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের বর্ষণ। পাতলা কাঠের দেয়াল ফুটো হয়ে যাচ্ছে।

ডাইভ দিয়ে মেঝেতে পড়লো রানা, জনান্তিকে খেদ প্রকাশ করলো, 'এতো দামি জ্যাকেটটাও গেছে।'

'বুকে গুলি করলে এতোক্ষণে তুমি ঠাণ্ডা মাংস হয়ে যেতে,' পাশ থেকে বললো নেলসন। 'বুঝলে কিভাবে, তুমি পিছন ফিরলে গুলি করবে?'

'ঢুলুঢুলু চোখ দেখে। ব্যাটা ফ্যানাটিক, এবং কাপুরুষ।'

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে একটা করে জানালার নিচে থামছে ফেজ, পিন খুলে বাইরে ছুঁড়ে দিচ্ছে গ্রেনেডগুলো। 'ওরা এসে গেছে!' চিৎকার করলো সে।

কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল নেলসন, ওর ভর্তি একটা চাকা লাগানো ট্রলির পিছন থেকে এক পশলা গুলি চালালো। একেবারে শেষ মুহূর্তে থম্পসনের মাজল ঘুরিয়ে দু'জন টেরোরিস্টকে থামালো রানা, ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে কিভাবে যেন বিধ্বস্ত সাইড অফিসে উঠে এসেছে তারা। পাক খেতে খেতে পড়ে গেল দু'জনেই।

ক্রাশিং মিলটাকে চারদিক থেকে আক্রমণ করলো আল দাউদের লোকেরা। গুলিবর্ষণে কোনো ছেদ পড়লো না, বিশ-পঁচিশ জন একনাগাড়ে গুলি করছে তারা। সবার হাতে স্মল-ক্যালিবারের এ-কে সেভেনটি ফোর।

ক্রাশিং মিলের মেঝেতে অনবরত গড়াগড়ি খেয়ে রানা আর ফেজকে কাভার দিলো নেলসন, একসময় তিনজনই ওরা অস্থায়ী আশ্রয় মিকি

মাউজ দুর্গে পৌঁছে গেল। তুমুল আক্রমণের মুখেও মাথার ওপর হাত তুলে ক্রাশিং মিল থেকে কেউ বেরিয়ে এলো না দেখে মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে পড়লো টেরোরিস্টরা।

আক্রমণের প্রথম ঢেউটাকে ঠেকিয়েছে ওরা, তবে টেরোরিস্টরা অসম্ভব একরোখা, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতেও তাদের জুড়ি নেই। দ্বিতীয় আক্রমণ শুরু করলো তারা। এবার একটানা গুলিবর্ষণের সাথে যোগ হলো গ্রেনেডের বিস্ফোরণ। ছোটো দুটো দল গুলি করতে করতে ভেতরে ঢুকলো, রানার থম্পসন আর ফেজের শটগান তাদেরকে ফেলে দিতেই লাশগুলোকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করলো পিছনের দুটো ছোটো দল। ভীতিকর, বীভৎস একটা দৃশ্যের অবতারণা হলো। ক্রাশিং মিলের ভেতরে দশ-বারোটা আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করছে, একের পর এক গ্রেনেড ফাটছে, একাধিক ভাষায় চিৎকার করছে লোকজন। থরথর করে কাঁপছে গোটা ক্রাশিং মিল। শ্র্যাপনেল আর বুলেট বিশাল মেকানিকাল মিলের গায়ে লেগে পিছলে যাচ্ছে দিকবিদিক। বাতাসে ধোঁয়া আর গানপাউডারের গন্ধ।

আট-দশ জায়গায় আগুন ধরে গেল, কিন্তু সেদিকে খেয়াল দেয়ার সময় নেই কারো। একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে হেলিকপ্টারের টেইল রোটর উড়িয়ে দিলো নেলসন। পালাবার শেষ সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেছে দেখে দ্বিগুণ আক্রোশে আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো টেরোরিস্টরা।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল রানার হাতে পুরনো থম্পসনটা। পঞ্চাশ রাউণ্ডের রোটারি ড্রাম ইজেক্ট করে আরেকটা ঢোকালো ও, এটাই শেষ। তিনজনের কেউই ওরা মৃত্যুকে ভয় পায় না, জানে পিছিয়ে যাবার সুযোগ অনেক আগেই হাতছাড়া হয়ে গেছে। কারো মধ্যে বিন্দুমাত্র ভাবাবেগ বা দ্বিধা দেখা গেল না, গভীর নিষ্ঠার সাথে লড়ে

যাচ্ছে। বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে।

তিনবার পিছিয়ে গেল টেরোরিস্টরা, প্রতিবার নতুন উদ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে এলো। ক্রাশিং মিলে ঢুকতে পারলো বটে, কিন্তু তুমুল গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করে তারবেশি আর সামনে এগোতে পারলো না।

ছিন্ন ভিন্ন দলটাকে নতুন করে শৃংখলার ভেতর আনার চেষ্টা করলো তারা। জানে, এটাই তাদের শেষ আক্রমণ হতে যাচ্ছে। সবাইকে বলে দেয়া হলো, এটা হবে সুইসাইড মিশন। ক্রাশিং মিলের চার-দিকে বৃত্তটাকে এবার তারা ধীরে ধীরে ছোটো করে আনলো।

ধোঁয়া লেগে রানার দু'চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে। ওর আস্তিন ফুটো হয়েছে চার জায়গায়, দু'জায়গায় মাংস পুড়ে গেছে, চামড়া ছড়েছে এক জায়গায়। দম ফেলার অবসর নেই ওদের কারো, কারণ বৃত্ত ছোটো করে এনে আবার ক্রাশিং মিলের ভেতর ঢুকে পড়েছে টেরোরিস্টরা, এবার তারা খানিকটা এগিয়ে পেরিয়ে এসেছে নেলসন আর ফেজের তৈরি ব্যারিকেডটা। গুলিবর্ষণ প্রতিযোগিতা দ্রুত রূপান্তরিত হলো ধস্তাধস্তিতে।

একপশলা গুলির একটা পেটে নিয়ে মেঝেতে নিচু হলো ফেজ, হাঁটু গেড়ে খাড়া থাকার চেষ্টা করলো সে, হাতের খালি শটগানটা মন্থরগতিতে ঘোরাচ্ছে।

নেলসন আহত হয়েছে পাঁচ জায়গায়। ট্রলি থেকে একটা ওর-পাথর তুলে নিলো সে ডান হাতে, বাঁ হাতটা শরীরের পাশে মরা সাপের মতো ঝুলছে, কাঁধের ক্ষতটা থেকে নেমে আসছে রক্তের একটা ধারা।

রানার থম্পসন থেকে বেরিয়ে গেল শেষ কার্টিজটা, হঠাৎ উদয় হওয়া একজন আরবের মুখের ওপর সেটা ছুঁড়ে মারলো ও। কোমর

থেকে ছোঁ দিয়ে কোল্ট অটোমেটিকটা হাতে নিলো ও, ধোঁয়ার ভেতর একটা মুখ দেখতে পেলেই ট্রিগার টানলো।

ঘাড়ের গোড়ায় তীব্র চুলকানির একটা অনুভূতি হলো, বুঝলো আহত হয়েছে ও। দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল কোল্ট, সেটা উল্টো করে ধরে সামনে যাকেই দেখলো তারই মুখ আর মাথা লক্ষ্য করে বাড়ি মারলো। পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পেতে শুরু করেছে।

রানার মনে হলো, ঘটনাটা যেন বাস্তবে ঘটছে না। এভাবে মানুষ সম্ভবত শুধু দুঃস্বপ্নের ভেতর লড়ে। একটা গ্রেনেড ফাটলো, এতো কাছে যে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো ও। ওর গায়ের ওপর ঢলে পড়লো এক লোক। নাকি একটা লাশ?

স্টীলের একটা পাইপের সাথে মাথাটা ঠুকে গেছে রানার। মগজের ভেতর যেন আগুন জ্বলে উঠলো। খালি কোল্টটার খোঁজে মেঝে হাতড়াচ্ছে ও, তারপর কি ঘটলো জানে না।

খনি আর বিল্ডিংগুলো থেকে খানিক দূরে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আছে অসংখ্য ওর-স্তূপ। ল্যাণ্ড করার পর এক জায়গায় জড়ো হলো স্পেশাল ফোর্সের লোকজন, তারপর ছড়িয়ে পড়ে পজিশন নিলো স্তূপগুলোর আড়ালে। খনিটাকে চারদিকে ঘিরে থাকলো স্নাইপাররা, ঢালের গায়ে শুয়ে চোখ রাখলো যে-যার স্কোপে।

কর্নেল মার্টিন, পাশে মেজর রক, একটা স্তূপের মাথায় উঠে এসে উঁকি দিয়ে সামনে তাকালো।

গোলাগুলি থেমে গেছে। শেষ সারির তিনটে বিল্ডিংে আগুন জ্বলছে, নিচু মেঘে গিয়ে মিশছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো। ক্রাশিং মিলটাকে পরিষ্কার দেখতে পেলো ওরা। মিলের সামনের রাস্তায়

অনেকগুলো লাশ পড়ে রয়েছে। মনে মনে গুণলো মেজর রক, বললো, 'রাস্তাতেই শুধু চারটা লাশ দেখতে পাচ্ছি।'

'খারাপ কিছু ভাবতে চাই না,' বিড়বিড় করলো কর্নেল। 'তবে দেখে আমার ভালো মনে হচ্ছে না।'

'প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই,' সায় দিলো মেজর রক, তার চোখে শক্তিশালী বিনোকিউলার।

সতর্ক চোখে আরো পাঁচ সেকেণ্ড বিল্ডিংগুলো পরীক্ষা করলো কর্নেল, তারপর ট্র্যান্সমিটারে কথা বললো, 'ঠিক আছে, বুঝে শুনে পা ফেলে এগোনো যেতে পারে।'

'এক মিনিট, কর্নেল,' যান্ত্রিক একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো রিসিভারে।

'হোল্ড দি অর্ডার,' তাড়াতাড়ি বললো কর্নেল।

'সার্জেণ্ট বাট বলছি, স্যার—ডান দিকের পজিশন থেকে। রেললাইন ধরে পাঁচজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখছি আমি।'

'সশস্ত্র?'

'না, স্যার। মাথার ওপর হাত তুলে।'

'ভেরি গুড। তোমার লোকদের নিয়ে ঘিরে ফেলো ওদের। ফাঁদ কিনা লক্ষ্য রেখো। মেজর রককে নিয়ে আসছি আমি।'

ওর-স্তূপ থেকে নেমে রেললাইনে চলে এলো ওরা, লাইন ধরে খাঁড়ির দিকে ছুটলো। সত্তর মিটারের মতো ছোটার পর দেখলো বৃষ্টির ভেতর লোকজনের ছোট্ট একটা ভিড় ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে।

ভিড়টা থেকে বেরিয়ে এসে রিপোর্ট করলো সার্জেণ্ট বাট। 'চারজন জিম্মি ও একজন টেরোরিস্টকে আমরা বন্দী করেছি, কর্নেল।'

'জিম্মিদের উদ্ধার করেছো?' নিজের অজান্তেই চিৎকার করে

উঠলো কর্নেল। 'চারজনকেই ?'

'জী, স্যার,' জবাব দিলো সার্জেন্ট বার্ট। 'ওঁরা খুব ক্লান্ত, তাছাড়া বহাল-তবিয়তেই আছেন সবাই।'

'নাইস ওঅর্ক, সার্জেন্ট!' খুশিতে সার্জেন্ট বার্টের সাথে সজোরে করমর্দন করলো কর্নেল, ব্যথা হজম করে হাসতে লাগলো লোকটা।

অফিসাররা দু'জন প্রেসিডেন্ট, মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ বন্ধু রাহাত খান ও জাতিসংঘ মহাসচিব উম্মে সালিহার ফটো দেখেছে, ভার্জিনিয়া থেকে রওনা হবার আগেই। ব্যাকুল চেহারা নিয়ে হন হন করে এগোলো তারা। লেডি মেরিয়েটার ভি. আই. পি. প্যাসেঞ্জারদের চিনতে পেরে আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করলো ওদের।

পরম স্বস্তিবোধ বিস্ময়ে পরিণত হলো যখন তারা জানতে পারলো যে বন্দী টেররিস্ট লোকটা আর কেউ নয়, তাদের পরিচিত নুমার সদস্য জর্জ রেডক্লিফ।

এগিয়ে এসে কর্নেলের কাঁধে একটা হাত রাখলেন রাহাত খান। অবাক হয়ে বললেন, 'তোমাকে দেখতে পাবো বলে ভাবিনি। ঠিক বুঝতে পারছি না, কারা আমাদের উদ্ধার করলো।'

ম্লান গলায় কর্নেল বললো, 'হ্যাঁ, নুমার কৃতিত্বে ভাগ বসানো উচিত হবে কিনা, আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না।'

কর্নেলের সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দিলো রেডক্লিফ।

'কিন্তু এখন আমাদে ক রক্ষার দায়িত্ব কর্নেলের,' এগিয়ে এলেন উম্মে সালিহা, কর্নেলকে আলিঙ্গন করলেন তিনি, তাঁর দেখাদেখি প্রেসিডেন্ট ইসমাইল ও প্রেসিডেন্ট মোরেনোও আলিঙ্গন করলেন। এরপর রেডক্লিফকে আলিঙ্গন করার পালা, পাকা টমেটোর মতো লাল হয়ে উঠলো সে।

'আমাকে বলবেন, এখানে আসলে অবস্থাটা কি?' রেডক্লিফকে জিজ্ঞেস করলো কর্নেল।

খোঁচা দেয়ার সুযোগটা ছাড়লো না রেডক্লিফ। 'আপনি আমাদেরকে কঠিন একটা বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন, কর্নেল মার্টিন। খনিতে প্রায় বিশজন টেরোরিস্টকে দেখতে পাই আমরা, সাথে ছিলো দ্বীপ থেকে পালানোর জন্যে লুকানো একটা হেলিকপ্টার। কমিউনিকেশন সিস্টেমের সাথে গেঁথে নিতে আমাদেরকে আপনি যোগ্য মনে করেননি, কাজেই ছুটন্ত একটা ট্রেন পাঠিয়ে আপনাদেরকে সতর্ক করার চেষ্টা করে রানা।'

মাথা ঝাঁকালো মেজর রক। 'হেলিকপ্টারটাই ব্যাখ্যা করছে, মিশরীয় হাইজ্যাকাররা জাহাজ ছেড়ে কেন বেরিয়ে আসে।'

'ট্রেনটাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিল ওরা,' বললো রেডক্লিফ। 'হেলিকপ্টারের কাছে পৌঁছুনোর জন্যে।'

কর্নেল জানতে চাইলো, 'আর সবাই কোথায়?'

'শেষ ওদের আমি দেখেছি ক্রাশিং মিলের ভেতর,' বললো রেডক্লিফ। 'জিম্মিদের সাথে মাত্র দু'জন গার্ড আছে দেখে রানাই তো আমাকে পাঠালো ওঁদেরকে উদ্ধার করার জন্যে। ওরা তখন টেরোরিস্টদের সাথে গুলি বিনিময় করছিল।'

চোখে সন্দেহ আর অবিশ্বাস নিয়ে রেডক্লিফের দিকে ঝুঁকে পড়লো কর্নেল। 'আপনারা মাত্র চারজন পঁচিশ-তিরিশজনের মতো ট্রেনিং পাওয়া টেরোরিস্টকে ঘায়েল করেছেন, বলতে চান?'

কাঁধ ঝাঁকালো রেডক্লিফ। 'বলতে চাইবো কেন। যা ঘটেছে তাই বলছি।'

'আপনি শেষটা দেখে আসেননি, তাই না?'

কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেল রেডক্লিফ।

কর্নেল আর মেজর দৃষ্টি বিনিময় করলো।

'একজনের বিরুদ্ধে প্রায় সাতজন,' বিড়বিড় করলো রক।

মার্টিন বললো, 'চলো দেখা যাক, কি পাই।'

এগিয়ে এলেন রাহাত খান। 'মার্টিন, রেডক্লিফ বলছে, খনিতে রানাকে দেখে এসেছে ও। তোমার সাথে ওখানে আমি যেতে চাই।'

'দুঃখিত, আংকেল। গোটা এলাকা দখলে না এনে ওদিকে ভি. আই. পি. কাউকে আমি যেতে দিতে পারি না।'

এক হাতে রাহাত খানকে জড়িয়ে ধরলো রেডক্লিফ। 'ওদিকটা আমি দেখবো, স্যার। রানাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমাদের সবার চেয়ে বেশিদিন বাঁচবে ও।'

'ধন্যবাদ, রেডক্লিফ।'

কর্নেল অতোটা আশাবাদী হতে পারলো না। 'ওরা বোধহয় কচু-কাটা হয়ে গেছে,' মেজর রকের কানে কানে বললো সে।

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালো মেজর রক। 'টেরোরিস্টরা অভিজ্ঞ, সংখ্যায় সাত-আট গুণ বেশি, মাত্র তিনজন লোক তাদের সাথে পারেই বা কিভাবে!'

কর্নেলের সংকেত পেয়ে তাঁর লোকেরা ভূতের মতো নিঃশব্দে এগোলো। কোনো তাড়াহুড়ো নেই, এক আড়াল থেকে বেরিয়ে আরেক আড়ালে পৌঁছুলো, ভালো করে চারদিকে দেখে নিয়ে পরবর্তী আশ্রয়ের দিকে পা বাড়ালো। যতো এগোলো, লাশের সংখ্যা ততোই বাড়তে লাগলো। ক্রাশিং মিলের বাইরে পাওয়া গেল তেরোটা মৃতদেহ।

ক্রাশিং মিল বিল্ডিংটা বুলেট আর গ্রেনেড বিস্ফোরণে ঝাঁঝরা হয়ে

গেছে। একটা জানালাতেও কোনো কাঁচ নেই। প্রতিটি দরজা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

দেয়ালে তৈরি বিশাল একটা গর্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকলো কর্নেল, সাথে পাঁচজন লোক। এই সময় যেখানে মেইন ডোর ছিলো, এখন সেখানে মুখ ব্যাদান করে আছে বিশাল একটা গুহামুখ, সেটা দিয়ে ঢুকলো মেজর রক আরও কয়েকজনকে নিয়ে। চারদিক থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছে, নিস্তেজ আগুন জ্বলছে এখানে-সেখানে।

মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে লাশের স্তূপ। ওর-ক্রাশারের সামনের স্তূপটা সবচেয়ে বড়। একটার ওপর আরেকটা, লাশের গাদা। গুণতে গিয়ে দু'বার ভুল হলো কর্নেলের। চোদ্দ, নাকি ষোল? বিশাল ঘরটার ভেতর যেন একটা মহাযুদ্ধ ঘটে গেছে, অথচ অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা হেলিকপ্টারটা একদম নতুন আর ঝকঝকে দেখালো, শুধু লেজের দিকটা বিধ্বস্ত হয়েছে ওটার।

বধ্যভূমিতে বেঁচে আছে শুধু তিনজন লোক। এতোই রক্তাক্ত তারা, ধোঁয়া আর কালি মেখে এমনই ভূতের মতো দেখতে হয়েছে, কোনো মানুষ এরকম করুণ আকৃতি পেতে পারে বলে বিশ্বাস হতে চাইলো না কর্নেলের। একজন শুয়ে আছে মেঝেতে, তার মাথা আরেকজনের কোলের ওপর, দ্বিতীয় লোকটার একটা হাত রক্ত ভেজা স্লিঙে ঝুলছে। আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে নিজের পায়ে; রক্ত ঝরছে পা, কাঁধ আর ঘাড়ের সংযোগস্থল, খুলির কিনারা আর মুখের পাশ থেকে।

একেবারে কাছে এসে ঝুঁকে পড়ার আগে ওদের কাউকে চিনতেই পারলো না কর্নেল। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে সে। ভেবে কূল পেলো না, এই বিকৃত আকৃতি নিয়ে তিনজন লোক কিভাবে মনোবল বজায় রাখলো, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে কিভাবে পরাস্ত করলো পেশাদার তিন

ডজন খুনীকে।

এখানে সেখানে জড়ো হয়ে প্রশংসার দৃষ্টিতে চারদিকে চোখ বুলালো স্পেশাল ফোর্সের লোকজন। দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো জর্জ রেডক্লিফের হাসি। কর্নেল মার্টিন আর মেজর রক দাঁড়িয়ে থাকলো, একদম যেন বোবা।

তারপর মেরুদণ্ড টান টান করে পুরোপুরি সিধে হলো রানা, বললো, 'ঠিক সময়েই পৌঁছেচেন আপনারা। কিছু করার থাকলে বলুন, আমাদের হাতে এই মুহূর্তে কোনো কাজ নেই।'

ষোলো

মার্কিন প্রেসিডেন্টের স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট জিমি উইলফোর্স ও সি. আই. এ. চীফ ওয়ারেন হোল্ডিং হোয়াইট হাউসের ভেতর সিঁড়ির একটা ধাপে দাঁড়িয়ে আছেন, হেলিকপ্টার থেকে নেমে সবুজ লনের ওপর দিয়ে ওঁদের দিকে হেঁটে এলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমার জন্যে কিছু আছে নাকি?' করমর্দনের সময় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

উত্তেজনা চেপে রাখতে ব্যর্থ হলেন জিমি উইলফোর্স। 'জেনারেল কগম্যানের কাছ থেকে এইমাত্র একটা মেসেজ পেয়েছি আমরা। তাঁর

স্পেশাল অপারেশনস ফোর্স দক্ষিণ চিলি থেকে অক্ষত অবস্থায় পুনরুদ্ধার করেছে লেডি মেরিয়েটাকে। রাহাত, উম্মে সালিহা, প্রেসিডেন্ট ইসমাইল ও মোরেনো, সবাই তাঁরা ভালো আছেন।'

অটোয়ায় কানাডিয়ান প্রাইম মিনিস্টারের সাথে পরপর কয়েকটা বৈঠক করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট, তবু মেঘ থেকে বেরিয়ে আসা চাঁদের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তাঁর চেহারা। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। দারুণ ভালো খবর। কেউ হতাহত হয়নি তো?'

'স্পেশাল ফোর্সের কয়েকজন আহত হয়েছে, সিরিয়াস নয়। তবে নুমার তিনজন সদস্য শরীরের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আঘাত পায়নি.' রিপোর্ট করলেন সি. আই. এ. চীফ।

'নুমা তাহলে শেষ পর্যন্ত ওদের পিছু ছাড়েনি?'

'প্রমোদতরী লেডি মেরিয়েটাকে খুঁজে বের করেছে নুমার মাসুদ রানা। তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে টেরোরিস্টদের বাধা দেয় সে, ফলে জিম্মিদের নিয়ে পালাতে পারেনি তারা।'

'নুমার মাসুদ রানা,' হেসে ফেললেন প্রেসিডেন্ট। 'শুনতে ভালোই লাগছে।' জিমি উইলফোর্সের দিকে চোখ কুঁচকে তাকালেন, এমন নিচু স্বরে কথা বললেন যেন কুমতলব আঁটছেন, 'চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি, ওকে স্থায়ীভাবে পেতে পারি না আমরা?'

'সে-চেষ্টা আমি ভুলেও করতে চাই না, মিঃ প্রেসিডেন্ট,' ম্লান গলায় জবাব দিলেন জিমি উইলফোর্স। 'রাহাত তার এতো মূল্যবান একটা সম্পদ হারাতে রাজি হবে না।'

হেসে উঠে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'বিশেষ করে সে-ই যখন তাকে বিপদটা থেকে উদ্ধার করেছে।'

'কৃতিত্বের অনেকখানিই তার, কোনো সন্দেহ নেই।'

দুই তালু একসাথে ঘষে মনের আনন্দ প্রকাশ করলেন প্রেসিডেন্ট। 'প্রায় দুপুর হয়ে গেছে, জেন্টলম্যেন। লাঞ্চের আগে আমরা কেন একটা বোতল খুলে ওয়াইন পান করি না? সেই সুযোগে পুরো ঘটনা-টাও শোনা যাবে।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গর্ডন উইন্টার, প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি উপদেষ্টা পল ওয়াকার ও রাজনৈতিক দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী বিল হ্যারিং-টনও যোগ দিলেন লাঞ্চে। লাঞ্চ শেষ করে ফল ও মিষ্টি খাচ্ছেন সবাই, জেনারেল কগম্যানের পাঠানো একটা রিপোর্ট প্রেসিডেন্টের সামনে টেবিলের ওপর রাখলেন পল ওয়াকার।

পড়ার সময় হাতের ফর্ক-টা সারাক্ষণ নাড়াচাড়া করলেন প্রেসি-ডেন্ট। তারপর তিনি মুখ তুললেন, একাধারে আনন্দ ও বিস্ময় ফুটে উঠলো চেহারায়। 'ম্যানুয়েল রিভেরা!'

'ব্যাপারটার সাথে পুরোপুরি জড়িত সে,' সি. আই. এ. চীফ বল-লেন। 'জেনারেল রামোস আর মেক্সিকান টেরোরিস্টদের সে-ই তো পাঠিয়েছে।'

'তারমানে দুই ভাই আলোচনা করে লেডি মেরিয়েটাকে হাইজ্যাক করেছিল,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

মাথা ঝাঁকিয়ে জিমি উইলফোর্স বললেন, 'তবে ব্যাপারটা প্রমাণ করা সহজ হবে না।'

'অপারেশনের পিছনে মাস্টারমাইণ্ড কে, তার পরিচয় জানা গেছে?'

'লোকটার ওপর আমরা একটা ফাইল তৈরি করেছি,' ওয়ারেন হোল্ডিং জানালেন। ফাইলটা তিনি বাড়িয়ে দিলেন প্রেসিডেন্টের সামনে। 'হাইজ্যাক করার পর ক্যাপটেনের ছদ্মবেশ নিয়েছিল, তার-

পর মুখোশ পরে। তবে রানা তার চেহারা দেখেছে। সে তার নাম জানিয়েছে মোহাম্মদ আল দাউদ।'

বিল হ্যারিংটন বললেন, 'লোকটা সম্পর্কে যা শুনেছি, মনে হয় না ওটা তার আসল নাম।'

সি. আই. চীফ মাথা নাড়লেন। 'আসল বলেই মনে হয়। তার অতীত ইতিহাসও উদ্ধার করতে পেরেছি আমরা। ইন্টারপোলও তাকে এ-নামে চেনে। দাউদ নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছিল, মিঃ রানা মারা যাচ্ছেন, তাই নামটা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি সে।'

ছোটো হলো প্রেসিডেন্টের চোখ জোড়া। 'ফাইলে দেখছি, সরাসরি ও পরোক্ষভাবে পঞ্চাশটার ওপর খুনের সাথে জড়িত লোকটা, তার বেশিরভাগ শিকার খ্যাতনামা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এ কিভাবে সম্ভব?'

'এই পেশায় ও সবার সেরা।'

'অকুতোভয় টেরোরিস্ট।'

'আততায়ী,' সংশোধন করলেন ওয়ারেন হোল্ডিং। 'দাউদ শুধু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে অভ্যস্ত। কোল্ড-ব্লাডেড মার্ডারার বলতে যা বোঝায়, সে তাই। গানটা আপনারা সবাই শুনেছেন, তাই না···নোবডি ডাজ ইট বেটার। বেশিরভাগ হত্যাকাণ্ড এতো নিখুঁত যে দুর্ঘটনা বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। মুসলমান হলেও ফ্রেঞ্চ, জার্মান, এমনকি ইসরায়েলিদের হয়েও ভাড়া খাটে সে। তার পেশায় সে-ই সবচেয়ে বেশি টাকা পায়।'

'ধরা পড়েছে?'

'না, স্যার,' ম্লান গলায় বললেন সি. আই. এ. চীফ। 'নিহত বা আহতদের মধ্যে পাওয়া যায়নি তাকে।'

'পালিয়েছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'এখনো যদি বেঁচে থাকে, বেশিদূর পালাতে পারেনি,' তাঁকে আশ্বস্ত করলেন ওয়ারেন হোল্ডিং। 'মাসুদ রানার ধারণা, তিনি অন্তত তিনটে বুলেট ঢুকিয়েছেন তার শরীরে। অত্যন্ত জোরালো ম্যানহান্ট-এর আয়োজন করা হয়েছে, ওই দ্বীপ থেকে পালানো কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাকে আমরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ধরতে পারবো।'

'তাকে দিয়ে যদি কথা বলানো যায়, রীতিমতো একটা ইন্টেলিজেন্স বিপ্লব ঘটে যাবে,' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'হাইজ্যাকারদের আর কেউ বেঁচে নেই?'

'আটজনকে ইন্টারোগেট করা যাবে, তবে তারা শুধু দাউদের ভাড়া করা মার্সেনারি, মোস্তফা কামালের ফ্যানাটিক অনুসারী নয়।'

'দাউদ যে মোস্তফা কামাল আর ম্যানুয়েল রিভেরার হয়ে কাজ করছিল সেটা প্রমাণ করার জন্যে ওদের স্বীকারোক্তি দরকার হবে আমাদের,' বললেন বটে প্রেসিডেন্ট, তবে মোটেও আশাবাদী বলে মনে হলো না তাঁকে।

বিল হ্যারিংটন হতাশ হতে রাজি নন। 'ভালো দিকও কম নয়, মিঃ প্রেসিডেন্ট। জাহাজ ও জিম্মিদের অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ইসমাইল জানেন, মোস্তফা কামালই তাঁকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে এখন তিনি শয়তানটার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগবেন।'

পল ওয়াকার সায় দিয়ে বললেন, 'প্রেসিডেন্ট ইসমাইলকে গোবেচারা মনে করার কোনো কারণ নেই, তার সাথে কেউ বেঈমানী করলে কিভাবে সত্যিকার নাস্তি হতে হয় তিনি জানেন।'

গর্ডন উইন্টার ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ইসমাইল হয়তো

বিদ্রোহের অভিযোগে মোস্তফা কামালের বিচার করার ঝুঁকি নেবেন না, কারণ তাতে দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। তবে মোস্তফা কামালের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করার জন্যে খুন ছাড়া বাকি সব কিছুই করবেন তিনি।'

'মোস্তফা কামালের রাজনৈতিক জীবন ধ্বংস করার জন্যে সেটা যথেষ্ট হবে,' ভবিষ্যদ্বাণী করলেন ওয়ারেন হোল্ডিং। 'মিশরে মৌলবাদীদের মধ্যেও দুটো ভাগ আছে, বেশিরভাগই মধ্যপন্থী, সন্ত্রাস পছন্দ করে না। সব ফাঁস হয়ে গেলে মোস্তফা কামালের দিকে পিছন ফিরবে তারা, ওদিকে প্রেসিডেন্ট ইসমাইল পার্লামেন্ট থেকে পেয়ে যাবেন বিপুল সমর্থন। সামরিক বাহিনীও আইভরি টাওয়ার থেকে নেমে এসে আবার ইসমাইলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে।'

ওয়াইনের গ্লাসে শেষ একটা চুমুক দিয়ে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'শুনতে ভালোই লাগছে।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গর্ডন উইন্টার খুক করে কেশে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

মুচকি হেসে প্রেসিডেন্ট উৎসাহ দিলেন তাঁকে, 'আমরা সবাই তোমার উপস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন, গর্ডন। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার বক্তব্য শোনার জন্যে সবাই আমরা ব্যাকুল হয়ে আছি।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাসলেন না, গম্ভীর সুরে বললেন, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে না, এ প্রতিশ্রুতি কেউ আমরা দিতে পারি না। আমি মনে করি, সময় থাকতে মিশরের পরবর্তী শাসক সম্পর্কে ভাবা উচিত আমাদের।'

টেবিলে নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

প্রথম নড়ে উঠলেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর ভুরু প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো

কুঁচকে আছে। 'কার কথা ভাবছো তুমি?'

'মিশরের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কায়সার আজিজ।'

'তোমার ধারণা, তিনি ক্ষমতা দখল করবেন?'

'উপযুক্ত সময়ে, হ্যাঁ,' ভরাট গলায় ব্যাখ্যা করলেন গর্ডন উইন্টার। 'তাঁর হাতে রয়েছে সামরিক বাহিনীর শক্তি। নরম ও মধ্যপন্থী মুসলিম মৌলবাদীদের সমর্থন আদায়ের জন্যেও কৌশলে চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি।'

'তা যদি ঘটেও অর্থাৎ কায়সার আজিজ যদি ক্ষমতা দখল করেন,' বললেন ওয়ারেন হোল্ডিং, 'আমেরিকার স্বার্থে বিঘ্ন ঘটবে বলে আমি মনে করি না। মিশরে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছি আমরা, আরো অনেকের মতো তিনিও তার কিছুটা ভাগ পাবার চেষ্টা করেননি এমন নয়। মৌলবাদীদের শান্ত করার জন্যে তিনি হয়তো মাঝে-মধ্যে আমেরিকাকে গালিগালাজ করবেন, তবে আমাদের সাথে সম্পর্ক ভালো না রেখে তাঁর উপায় নেই।'

জিমি উইলফোর্স বললেন, 'তাছাড়া, উম্মে সালিহার সাথে তার সুসম্পর্ক আমাদের জন্যে সুসংবাদ।'

হাতের গ্লাসটা উঁচু করে ধরলেন প্রেসিডেন্ট। 'মিশরের সাথে অব্যাহত বন্ধুত্বের উদ্দেশ্যে।'

'হিয়ার, হিয়ার,' পল ওয়াকার ও ওয়ারেন হোল্ডিং একযোগে বলে উঠলেন।

'মিশরের উদ্দেশ্যে,' বিড়বিড় করলেন গর্ডন উইন্টার।

'এবং মেক্সিকোর উদ্দেশ্যে,' বিল হ্যারিংটন নিজের গ্লাস উঁচু করলেন।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে চেয়ার ছাড়লেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর

সহকর্মী ও উপদেষ্টারাও দাঁড়ালেন। 'বৈঠক ছোটো করে আনার জন্যে দুঃখিত, তবে ট্রেজারি কর্মকর্তাদের সাথে জরুরী মিটিং আছে আমার। জিম্মিদের যাঁরা উদ্ধার করেছেন, তাঁদের সবাইকে আমার অভিনন্দন জানাবেন।' গর্ডন উইন্টারের দিকে ফিরলেন তিনি। 'ফেরামাত্র জেনারেল রাহাত খানের সাথে দেখা করতে চাই আমি, সাথে তুমিও থাকবে।'

'প্রেসিডেন্ট ইসমাইলের সাথে তাঁর কি কথা হলো জানতে চান, মিঃ প্রেসিডেন্ট?'

'আমি বরং শুনতে আগ্রহী প্রেসিডেন্ট মোরেনোর সাথে তাঁর কি কথাবার্তা হলো। আমাদের দক্ষিণ সীমান্তে একটা সংকট মাথাচাড়া দিচ্ছে, কেউ যেন অবহেলা না করি। মিশর আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা, প্রথম সমস্যা মেক্সিকো। মোস্তফা কামালকে কেটে সাইজ করার মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হয়েছে। এখনো বিপজ্জনক হুমকি হয়ে রয়েছে ম্যানুয়েল রিভেরা। তার ওপর নজর দিন, জেন্টলমেন। মেক্সিকোকে যদি শান্ত করতে না পারি, সামনে খারাপ দিন আসছে।'

ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙলো রানার। সারা শরীরে আড়ষ্ট ভাব আর ব্যথা অনুভব করে ইচ্ছে হলো আবার ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু নড়ে উঠে আপনা থেকেই খুলে গেল চোখের পাতা, পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠলো ও। দেখলো হাসিখুশি লাল একটা মুখ ঝুঁকে রয়েছে ওর মুখের ওপর।

'দারুণ, দারুণ—উনি জ্যান্ত প্রাণীজগতে ফিরে এসেছেন।' খুশি-মনে চিৎকার করলো ফার্স্ট অফিসার হ্যারি ওয়েট। 'যাই, ক্যাপ-টেনকে খবরটা দিই।'

হ্যারি ওয়েট দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার পর মাথা না ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকালো রানা। কাছেই একটা চেয়ারে বসে নিঃশব্দে হাসছেন

এক ভদ্রলোক। চিনতে পারলো ও, জাহাজের ডাক্তার। 'দুঃখিত, ডাক্তার সাহেব, আপনার নামটা আমার মনে পড়ছে না।'

'টম হাডসন,' সহাস্যে বললেন ভদ্রলোক। 'কোথায় রয়েছেন বলুন তো? লেডি মেরিয়েটার সবচেয়ে সুন্দর স্যুইটে। ব্রু ফিন টো করে নিয়ে যাচ্ছে লেডি মেরিয়েটাকে, পান্টা অ্যারেনাসে পৌঁছুতে খুব বেশি দেরি নেই।'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার সাহেব। কতোক্ষণ ঘুমিয়েছি আমি?'

'কর্নেল মার্টিনের সাথে আপনি কথা বলছিলেন, আমি আপনার ক্ষতগুলো পরীক্ষা করছিলাম। একটু পরই ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়াই আপনাকে।' হাতঘড়ি দেখলেন ডাক্তার। 'বারো ঘণ্টা।'

'তাই তো বলি, পেট চোঁ চোঁ করছে কেন।'

চেয়ার ছাড়লেন ভদ্রলোক। 'আপনাকে পরিবেশনের জন্যে তৈরি হয়ে আছে সেফ···।'

'আমার বন্ধুরা কেমন আছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'নেলসন আর ফেজ?'

নেলসনের শরীর থেকে চারটে বুলেট বের করা হয়েছে, তবে তার কোনো অঙ্গহানি ঘটেনি, সেরে উঠতে খুব বেশি সময় নেবে না। ফেজের ফুসফুস আর কিডনির কাছাকাছি আটকে আছে কয়েকটা বুলেট। যতোটুকু করা সম্ভব করেছেন টম হাডসন, ওয়াল্টার রীড মেডিকেল সেন্টারে তার অপারেশন করা হবে। রানাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়াবার পরপরই হেলিকপ্টারে তুলে পান্টা অ্যারেনাসে পাঠানো হয় নেলসন আর ফেজকে, একটা প্লেন তাদেরকে ওয়াশিং-টনে নিয়ে গেছে। রানার চেয়ে ওদের দু'জনের অবস্থা খারাপ, তাই ওদের সাথে রেডক্লিফও গেছে।

কথা শেষ করে রানার মুখে একটা ডিজিটাল থার্মোমিটার গুঁজে দিলেন টম হাডসন। রিডিঙে চোখ বুলিয়ে খুশি হয়ে উঠলেন তিনি। 'জ্বর নেই। প্রায় সেরে উঠেছেন বলা যায়। কেমন বোধ করছেন?'

'এখুনি ম্যারাথনে যোগ দিতে পারবো না,' ম্লান হাসলো রানা। 'তবে বাড়িতে ডাকাত পড়লে ধাওয়া করতে পারবো।'

'আপনি আসলে ভাগ্যবান,' বললেন হাডসন। 'একটা বুলেটও বোন, আর্টারি বা ইন্টারনাল অরগান স্পর্শ করেনি। আপনার ঘাড় আর পা সেলাই করে দিয়েছি আমি। চোয়ালের ওপরটাও। তবে, ওখানে প্লাস্টিক সার্জারি লাগবে, যদি না দাগটাকে বিউটি স্পট হিসেবে রেখে দিতে চান—অনেক মেয়ে কিন্তু পছন্দ করে।'

হাসলো রানা, সাথে সাথে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো ব্যথায়।

উদ্বিগ্ন হলেন ডাক্তার। 'দুঃখিত। বিছানার পাশে রসিকতা না করে আমি থাকতে পারি না!'

পেশী ঢিল করলো রানা, ধীরে ধীরে ব্যথা গেল।

'ওরা সবাই অপেক্ষা করছেন,' বলে ইঙ্গিতে দরজাটা দেখিয়ে দিলেন হাডসন। 'আমি তাহলে যাই এখন।'

'ধন্যবাদ, ডঃ হাডসন।'

চোখ মটকে মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রলোক, দরজার কাছে পৌঁছে কবাট খুলে সরে দাঁড়ালেন একপাশে। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন সবাই।

প্রথমে ঢুকলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। তাঁর পিছনে উম্মে সালিহা, কর্নেল মার্টিন ও ক্যাপটেন ব্রেকওয়াল।

'লেডিস ফার্স্ট,' বলে একরকম কনুইয়ের ধাক্কায় রাহাত খানকে সামনে থেকে সরিয়ে দিলেন উম্মে সালিহা, সোজা এগিয়ে এসে কর-

মর্দনের জন্যে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন মাখন রঙা সুন্দর হাতটা। তারপর, রাহাত খান বাদে, বাকি সবাই একে একে করমর্দন করলো রানার সাথে।

এগিয়ে এসে রানার পাশে দাঁড়ালেন রাহাত খান। ভালো-মন্দ কিছুই তিনি জিজ্ঞেস করলেন না। প্রায় শান্ত সুরে বলার চেষ্টা করলেও, কথাগুলো রানার কানে ধমকের মতোই শোনালো। 'তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো,' নির্দেশ দিলেন তিনি। 'ওদিকে তোমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

'জ্বী, স্যার!' নিজের অজান্তেই উঠে বসতে যাচ্ছিলো রানা, উম্মে সালিহা ওর ওপর ঝুঁকে পড়লেন, দুই কাঁধ ধরে ঠেকালেন।

'না-না, মিঃ রানা, খবরদার—উঠবেন না!'

কাঁচা পাকা ভুরু কুঁচকে উম্মে সালিহার দিকে তাকালেন রাহাত খান, তবে কিছু বললেন না। রানা বুঝলো, খুশিতে ডগমগ হয়ে আছে ব্যাটা বুড়ো, সেটা চেপে গাম্ভীর্য দেখাবার চেষ্টা করছে। যেন নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ওঁদের সবার প্রাণ বাঁচানো রানার জন্যে খুবই সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার।

'আশা করি, আমার জাহাজে আপনার সেবা-যত্নের কোনো ত্রুটি হচ্ছে না, মিঃ রানা?' জানতে চাইলেন ব্রেকওয়াল।

'স্বর্গে আছি, ক্যাপটেন...,' শুরু করলো রানা।

'আর মাত্র নব্বই মিনিটের জন্যে,' ভারি গলায় বললেন রাহাত খান। 'তুমি, আমি আর মিস সালিহা পান্টা অ্যারেনাস থেকে এয়ারফোর্সের একটা প্লেনে করে ওয়াশিংটন যাচ্ছি।'

রানার সুস্থতা সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন করলেন উম্মে সালিহা। তারপর বাকি সবাই। রানার উত্তর মন দিয়ে শুনলেন রাহাত খান, কিন্তু নিজে

কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। সবশেষে ওদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'সেরে উঠতে কখনোই বেশি সময় নেয় না ও—ব্যস্ত মানুষের নেয়া উচিতও নয়।'

ওরা ভেতরে ঢোকার পর এক মিনিটও পেরোয়নি, নিজের গরজেই কাজের কথা পাড়লো কর্নেল মার্টিন। 'আল দাউদকে আবার দেখলে আপনি চিনতে পারবেন, মিঃ রানা?'

'পারবো,' সংক্ষেপে বললো রানা। 'কেন, ঘুমিয়ে পড়ার আগে আপনাকে তো আমি দাউদের চেহারা সম্পর্কে বলেছি। সে ধরা পড়েনি?'

কর্নেল মার্টিন ওর হাতে কয়েকটা ফটো ধরিয়ে দিলো। 'জাহাজের ফটোগ্রাফার তুলেছে এগুলো, বন্দী ও নিহত হাইজ্যাকারদের লাশ। দেখুন তো, এদের মধ্যে আল দাউদ আছে কিনা?'

ফটোগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখলো রানা। 'না, নেই।'

নিঃশব্দে আরো একটা ফটো রানার দিকে বাড়িয়ে দিলো কর্নেল। 'এটা দেখুন।'

অন্যগুলোর চেয়ে আকারে বড় ফটোটা। একবার চোখ বুলিয়েই মুখ তুললো রানা। 'কি শুনতে চান আপনি?'

'ফটোর লোকটা কি দাউদ?'

কর্নেলের হাতে ফটোটা ফিরিয়ে দিলো রানা। 'আপনি খুব ভালো করেই জানেন, ওটা দাউদের ফটো। তা না হলে এমন নাটকীয় ভঙ্গিতে আমাকে দেখাতেন না।'

'মার্টিন আসলে চেপে রাখার চেষ্টা করছে যে,' বললেন রাহাত খান, 'মৃত বা জীবিত দাউদকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'আমার বস্ জেনারেল কগম্যান দাউদের এই ফটোটা রেডিওতে

পাঠিয়েছেন,' বললো কর্নেল। 'আমার পরবর্তী অ্যাসাইনমেণ্ট তাকে খুঁজে বের করা।'

'ধরা যখন পড়েনি,' বললো রানা, 'নিশ্চয়ই তার লোকজন তাকে দ্বীপে কোথাও কবর দিয়েছে। লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি আমার। কাঁধে আর মুখে তিনটে গুলি লেগেছে। পড়ে যাবার পর তাকে নিরাপদ আড়ালে টেনে নিয়ে গেছে এক লোক। হাঁটার ক্ষমতা তার ছিলো না।'

'মরে গিয়ে না থাকলে দাউদ আপনার জন্যে একটা দুঃসংবাদ, মিঃ রানা,' শান্ত গলায় বললো কর্নেল। 'কারণ, তা না হলে, সে তার পরবর্তী খুনের তালিকায় সবার ওপরে লিখবে—মাসুদ রানা।'

'মিঃ রানা অত্যন্ত দুর্বল,' দু'হাত দু'দিকে বাড়িয়ে রানাকে যেন আগলাবার চেষ্টা করলেন উম্মে সালিহা। 'ভালো খাবার দরকার ওর, বিশ্রাম দরকার। মাত্র এক ঘণ্টার মতো সময় আছে, আমাদের উচিত ওকে একটু একা থাকতে দেয়া।'

ফটোগুলো এনভেলাপে ভরে রানার দিকে তাকালো কর্নেল। রানার দিকে একটা হাত বাড়ালো সে। 'তাহলে এখুনি আপনাকে শুভেচ্ছা জানাতে হয়, মিঃ রানা। দাউদকে খোঁজার জন্যে সাণ্টা ইনেজ দ্বীপে যেতে হবে আমাকে, একটা হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে।'

'মেজর রককে আমার ধন্যবাদ জানাবেন,' বললো রানা।

'জানাবো।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো কর্নেল, যেন অস্বস্তি বোধ করছে, তারপর বললো, 'আপনার ও আপনার বন্ধুদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী, মিঃ রানা। খুবই দুঃখের বিষয় আপনাদেরকে আমি ছোটো করে দেখেছিলাম। যদি কখনো নুমা থেকে স্পেশাল অপারেশনস ফোর্সে বদলি হতে চান, আইন বাধা না হলে, সবার আগে আমি সই করবো সুপারিশে।'

'আমি ঠিক যোগ্য বলে বিবেচিত হবো না,' নিঃশব্দে হাসলো রানা। 'ওই যে, অ্যালার্জি আছে –কারো হুকুম মানতে পারি না।'

'হ্যাঁ, তা আপনি প্রমাণ করেছেন,' ক্ষীণ হেসে বললো কর্নেল।

রানার ঘাড়ের ওপর প্রায় চড়াও হয়ে রাহাত খান জানালেন, 'তোমার সাথে ডেকে দেখা হচ্ছে আমার।'

'আমিও আপনাকে ওখানেই বিদায় জানাবো,' বললেন ব্রেক-ওয়াল।

উম্মে সালিহা কিছুই বললেন না। দু'দিকে দু'হাত মেলে দিয়ে তিনি সবাইকে প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন দরজার দিকে। স্যুইট থেকে ওরা বেরিয়ে যাবার পর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন তিনি, ফিরে এসে বিছানার পাশে দাঁড়ালেন। 'আমি ঋণমুক্ত হতে চাই,' ফিসফিস করে বললেন তিনি, স্কুলে পড়া মেয়ের মতো দুষ্টামিভরা হাসি খেলে গেল আয়ত চোখে।

ভয়ে, আশংকায় আর অস্বস্তিতে আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা। দরজা বন্ধ করে ঋণমুক্ত হতে চান—মানে? গলা শুকিয়ে গেল ওর, ঘামতে শুরু করলো। উনি জাতিসংঘের মহাসচিব!

বিছানার ওপর ধীরে ধীরে বসলেন উম্মে সালিহা। 'বয়স আরো কম হলে, সংসার সম্পর্কে বিতৃষ্ণা না থাকলে, কাঁধে যদি দায়-দায়িত্বের পরিমাণ আরেকটু কম ভারি হতো—বলা যায় না, মিঃ মাসুদ রানা, আমি হয়তো নির্ঘাৎ আপনার প্রেমে পড়তাম।'

'পড়েননি, সেজন্যে সত্যি আমি সাংঘাতিক স্বস্তি বোধ করছি।' নির্ভেজাল সত্যি কথা বললো রানা।

'পড়িনি, কারণ নিজের ওপর কখনো আমি নিয়ন্ত্রণ হারাই না,' বিষণ্ণ, ক্ষীণ হাসির সাথে বললেন উম্মে সালিহা। 'আপনি মানুষটা

কেমন আমি জানি না, জানলে হয়তো এতোটা ভালো না-ও লাগতে পারতো। আপনি এখনো আমার কাছে একটা রহস্যময় চরিত্র, ভালো লাগার সেটাই হয়তো বড় একটা কারণ। তবে, হ্যাঁ, এই অভিজ্ঞতা থেকে একটা শিক্ষা হয়েছে আমার।'

'কি?'

'বেশিদিন কুমারী থাকা উচিত হবে না,' অন্যমনস্ক সুরে বললেন উম্মে সালিহা।

'কেন, এ-কথা বলছেন কেন?'

'পরিকল্পনা ছাড়া কখনোই কোনো কাজে আমি হাত দিই না। আজ যেখানে পৌঁচেছি, অসংখ্য পরিকল্পনার ফল সেটা। আপনার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ার পর বুঝতে পারছি, কাকে ভালোবাসবো বা মন দেবো তা নিয়েও নিখুঁত একটা পরিকল্পনা আমার থাকা দরকার। তা না হলে, আপনার মতো কোনো ম্যাগনেটিক পুরুষ আবারও হয়তো আমাকে প্ররোচিত করবে, কোনো প্ল্যান ছাড়াই হয়তো তার গলা ধরে ঝুলে পড়বো আমি। কাজেই সাবধান হওয়া দরকার।'

'আমি যদি আপনার কোনো ক্ষতি করে থাকি তো ক্ষমা চাই…।'

'ক্ষতি?' হেসে উঠলেন উম্মে সালিহা। 'আপনি আমাকে জীবন দান করেছেন—কয়েকবার। তবে, সেজন্যে আপনি শুধু আমার কাছ থেকে ধন্যবাদটুকু পাবেন; তার বেশি কিছু না। এখনো কোনো পরিকল্পনা করিনি, তাই আপনাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা গেল না। ঋণমুক্ত হতে চাই আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন বলে।'

'তার কোনো দরকার নেই,' আবার আড়ষ্ট হয়ে উঠলো রানা।

রানার ওপর ঝুঁকে পড়লেন উম্মে সালিহা। 'আমাদের বয়সের একটা পার্থক্য আছে, যদিও বন্ধু হবার জন্যে সেটা কোনো বাধা নয়।'

রানার মাথার চুলে আঙুল ঢোকালেন তিনি। আরো একটু ঝুঁকে পড়লেন। দুটো মুখ কাছাকাছি হলো। রানার কপালে আলতোভাবে দু'বার চুমো খেলেন তিনি। 'আপনি সুস্থ থাকুন, পরমায়ু লাভ করুন, সুখী হোন।' রানার হাতটা ধরে মৃদু চাপ দিলেন। যেন মুখ লুকিয়ে ব্যস্ততার সাথে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, হন হন করে এগোলেন দরজার দিকে, কবাট খুলে বেরিয়ে গেলেন বাইরে, একবারও পিছন ফিরে তাকালেন না।

সিলিঙের দিকে চেয়ে থাকলো রানা। বুঝতে পেরেছে ও মেয়েটাকে। মানুষ কী অদ্ভুত!

জ্ঞান ফেরার পর চারদিকে অন্ধকার দেখতে পেলো দাউদ। তার কাঁধে যেন জ্বলন্ত একটুকরো কয়লা চেপে ধরা হয়েছে। হাত দুটো মুখে তোলার চেষ্টা করলো সে, একটা হাত যেন বিস্ফোরিত হলো অসহ্য ব্যথায়। তারপর মনে পড়লো, কাঁধ আর কব্জিতে বুলেট ঢুকেছে। অক্ষত হাতটা তুললো বটে, কিন্তু চোখের জায়গায় শক্ত করে বাঁধা কাপড়ে ঠেকলো আঙুলগুলো। চোখ, কপাল, মাথা, সবই ব্যাণ্ডেজে মোড়া।

জানে, চোখ দুটো রক্ষা পাবে না। অন্ধ হয়ে বেঁচে থাকা···না, সেতা মানবে না। যে-কোনো একটা অস্ত্র দরকার তার। হাতড়াতে শুরু করলো। আত্মহত্যা করা ছাড়া পথ নেই।

স্যাতসেঁতে, ঠাণ্ডা পাথুরে মেঝে ছাড়া কিছুই ঠেকলো না হাতে।

বেপরোয়া হয়ে উঠলো দাউদ, অসহায় জীবনকে সে ভীষণ ভয় করে। টলমল করতে করতে দাঁড়ালো সে, কিন্তু পড়ে গেল। এই সময় তার দুই কাঁধ আঁকড়ে ধরলো একজোড়া হাত।

'নড়াচড়া করবেন না, জনাব। আওয়াজ করলে আমরা ধরা পড়ে যাবো,' এখলাসের ফিসফিসে গলা। 'আমেরিকানরা আমাদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।'

আশ্বস্ত হবার জন্যে এখলাসের হাত দুটো শক্ত করে খামচে ধরলো দাউদ। কথা বলার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু অর্থপূর্ণ কোনো আওয়াজ বেরুলো না গলা থেকে। আহত পশুর মতো গুঙিয়ে উঠলো সে। ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে তার চোয়াল, রক্ত জমাট বেঁধে আছে গলার ভেতর আর দাঁতের গোড়ায়।

'মাইন টানেলের ভেতর, ছোটো একটা চেম্বারে রয়েছি আমরা,' নিচু গলায় বললো এখলাস। 'ওরা খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল, তবে তার আগেই একটা দেয়াল গেঁথে ফেলেছি আমি।'

মাথা ঝাঁকালো দাউদ, এখলাসের কথা বুঝতে পারছে সে।

এখলাস যেন তার মনের কথা টের পেয়ে গেছে। 'আপনি মরতে চান, জনাব? না, তা হতে পারে না। কাজ শেষ না করে, আপনি বা আমি, দু'জনের একজনও মরবো না। একসাথে যাবো আমরা, তবে আল্লাহ যখন চাইবেন তার এক মিনিটও আগে নয়।'

হতাশায় নেতিয়ে পড়লো দাউদ। আগে কখনো এমন উদভ্রান্ত হয়নি সে। নিজের ওপর তার এক ফোঁটা নিয়ন্ত্রণ নেই। ব্যথায় পাগল হয়ে যাচ্ছে সে। তার ওপর দুঃস্বপ্নটা থেকে বেরুতে পারছে না—জেলখানার সেলে কড়া পাহারায় আটকে রাখা হয়েছে তাকে, পঙ্গু ও অন্ধ।

'মনটাকে শান্ত করুন, জনাব,' তার কানে কানে নরম সুরে বললো এখলাস। 'দ্বীপ থেকে পালাবার সময় আপনার সবটুকু শক্তি দরকার হবে।'

পাশ ফিরলো দাউদ। টানেলের মেঝেতে কোথাও কোথাও পানি

রয়েছে, কাঁধের ক্ষতটা ডুবে যাওয়ায় ঠাণ্ডা আরাম লাগলো। না চাই-লেও, চোখের সামনে ছবির মতো একের পর এক ভেসে উঠলো ভীতিকর কয়েকটা দৃশ্য। ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি নিয়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে মাসুদ রানা। সে দেখতে পেলো, তার সামনে পাহাড়ের মতো দৈর্ঘ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোস্তফা কামাল, তাকে ভেংচাচ্ছে। আক্রোশে চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো তার—তুমি আমার সাথে বেঈমানী করেছো। হঠাৎ এক ঝলক আলো দেখতে পেলো দাউদ। সেই আলোয় মনের চোখে ধরা পড়লো ভবিষ্যৎ।

মৃত্যু সমাপ্তি নয়। মৃত্যুর পর মানুষের কীর্তি বেঁচে থাকে। সে বেঁচে থাকবে প্রতিশোধের মধ্যে দিয়ে। আমি প্রতিশোধের মধ্যে বেঁচে থাকবো, কথাটা মনে মনে আওড়াতে শুরু করলো সে। এক সময় সু-সংহত হলো তার চিন্তাধারা, মানসিক সুস্থতা প্রায় পুরোটাই ফিরে এলো।

যে সিদ্ধান্তটা নিতে চেষ্টা করলো দাউদ, সেটা হচ্ছে: তার নিজের হাতে প্রথমে কে মারা যাবে—রানা, নাকি মোস্তফা কামাল? একা তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। দু'জনকে খুন করার মতো শারীরিক সামর্থ্য তার নেই। ধীরে ধীরে একটা প্ল্যান তৈরি হতে লাগলো মাথার ভেতর। প্রতিশোধের ভাগ দিতে হবে এখলাসকেও।

ব্যাপারটা পছন্দ না হলেও, শেষ পর্যন্ত নিজের সাথে আপোষ করলো দাউদ। বেঈমান আর শয়তান, দু'জনের একজনকে নিজ হাতে হত্যা করবে সে। বাকি একজন মারা যাবে এখলাসের হাতে।

সতেরো

স্ট্রেচারে শুয়ে আকাশভ্রমণে রাজি হয়নি রানা। আরামদায়ক একটা এক্সিকিউটিভ চেয়ারে বসে আছে ও, পা তুলে দিয়েছে প্লেনের একটা সিটের ওপর।

কথা খুব কম হলো। ভ্রমণের বেশিরভাগ সময় একটা ব্রিফকেস খুলে প্যাডে নোট লিখতে ব্যস্ত থাকলেন রাহাত খান। লেডি মেরিয়েটায় উনি কিভাবে গেলেন, রানার এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময় মুখ তুলে তাকালেন না। 'প্রেসিডেন্ট ইসমাইল আমাকে একটা কূট-নৈতিক দায়িত্ব দেয়ার জন্যে ডেকেছিলেন,' সব কথা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

মার্কিন ও মিশরীয় প্রেসিডেন্ট, দু'জন প্রায় একই অনুরোধ করেছেন রাহাত খানকে। মিশরীয় প্রেসিডেন্ট বন্ধুবর রাহাত খানকে অনুরোধ করেছেন, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর খোঁজ পাওয়া গেলে, সেখানে যদি পুরনো স্বর্ণ ও তেলখনির নকশা পাওয়া যায়, সে-সব মিশরকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে তিনি যেন কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালান। আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট অনুরোধ করেছেন, রাহাত খান যেন প্রেসি-

ডেন্ট ইসমাইলকে জানান, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী হচ্ছে গোটা দুনিয়ার, পাওয়া গেলে মিশরের প্রাপ্য অংশ দেয়া হবে মিশরকে।

নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন উম্মে সালিহাও। প্লেনের ইন-ফ্লাইট টেলিফোনটা সারাক্ষণ দখল করে রাখলেন তিনি, জাতিসংঘের নিউ ইয়র্ক বিল্ডিঙে তাঁর এইডদের একের পর এক নির্দেশ দিয়ে গেলেন। রানার উপস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে সচেতন মনে হলো শুধু চোখাচোখি হবার সময়, প্রতিবার ছোট্ট করে হাসলেন।

অগত্যা আলেকজান্দ্রিয়া গুপ্তধন নিয়ে চিন্তা করতে লাগলো রানা। উম্মে সালিহা ফোনটা ছাড়লে হেনরি মারলিনের সাথে কথা বলতে পারতো ও। লাইব্রেরীটা সে খুঁজে পেলো কিনা কে জানে। তারপর ইচ্ছেটা বাতিল করে দিলো, সশরীরে উপস্থিত হয়েই জানা যাবে সব। জেনিথ কর্নেলিয়াসের কথা ভেবে খুশি হয়ে উঠলো মনটা। খ্যাতি আর দায়িত্ব গগনচুম্বি হবার পর, কাউকে ভালোবেসে ফেললে, স্বীকার করা বিড়ম্বনার নামান্তর হয়ে ওঠে, বিশেষ করে মেয়েদের জন্যে। কপাল ভালো যে জেনিথ বা তার মতো আরো অনেক মেয়ের সে সমস্যা নেই।

আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর অমূল্য সম্পদগুলো লুকোবার আগে কোন্ নদী পাড়ি দিয়েছিলেন ভেনাটর? মারলিনের ধারণা, আজ যেটাকে নিউ জার্সি বলা হচ্ছে, সেখানে মেরামত করা হয়েছে সেরাপিসকে। অচেনা নদীটা দক্ষিণে হতে বাধ্য।

জাহাজ বহর নিয়ে গালফ অভ মেক্সিকোয় পৌঁচেছিলেন ভেনাটর, সম্ভব? আজ যে স্রোত বইছে, ষোলো শো বছর আগে ঠিক এভাবে বইতো না। মিসিসিপিতে না গিয়ে আমাজনেও গিয়ে থাকতে পারেন ভেনাটর।

ভেনাটর আমেরিকায় এসেছিলেন, এটা যদি নিশ্ছিদ্রভাবে প্রমাণ

করা সম্ভব হয়, ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে। বেচারা এরিকসন ও কলম্বাসের নাম নেমে আসবে ফুটনোটে।

এনড্রুস এয়ারফোর্স বেস্-এ নামলো প্লেন। অ্যালুমিনিয়াম টিউবের ভেতর দিয়ে রানাকে নিয়ে নিচে নেমে এলো হুইল লাগানো চেয়ারটা। সিঁড়ি বেয়ে নামলেন উম্মে সালিহা, রানাকে শুভেচ্ছা জানাবেন। তাঁকে নিয়ে নিউ ইয়র্ক যাবে প্লেনটা। রানার কাঁধে একটা হাত রেখে ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমার জীবনে অত্যন্ত উজ্জ্বল একটা স্মৃতি হয়ে থাকবেন আপনি, মাসুদ রানা।'

'ডিনার খাওয়ার কথাটা কিন্তু বেমালুম ভুলে গেছেন।'

'সময় করে কায়রোয় একবার আসুন না, প্লিজ। আগেই বলে রাখছি, বিল কিন্তু আমি দেবো।'

ওদের কথা শুনতে পেয়ে এগিয়ে এলেন রাহাত খান। 'কায়রো, মিস সালিহা, নিউ ইয়র্ক নয়?'

উম্মে সালিহার নয়, হাসিটা যেন রানী নেফারতিতি-র। বললেন, 'না, নিউ ইয়র্কে নয়, কায়রোয়। মহাসচিবের পদে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছি শীঘ্রি। গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে মিশরে। ওটাকে রক্ষার জন্যে নিজের লোকদের মধ্যে থেকে অনেক বেশি সাহায্য করতে পারবো আমি।'

'কিন্তু মোস্তফা কামাল?'

'প্রেসিডেন্ট ইসমাইল আমাকে কথা দিয়েছেন, তাকে গৃহবন্দী করা হবে।'

চিন্তার রেখা ফুটলো রাহাত খানের কপালে। 'সাবধান থাকবেন। গৃহবন্দী অবস্থায়ও বিপজ্জনক একটা পশু সে।'

'হয় মোস্তফা কামাল, নয়তো তার মতো আর কেউ সব সময়েই

আশপাশে থাকবে,' উম্মে সালিহার হাসিতে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠলো। 'ওদেরকে ভয় করা কাজের লোকের সাজে না। মার্কিন প্রশাসনে আপনার অনেক বন্ধু আছেন, দয়া করে ওঁদের জানাবেন, মিশর কোনোদিনই মৌলবাদীদের খেলনার সামগ্রী হবে না।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান।

'আমার অনুরোধ, আপনার দেশেও যেন আমার এই আশ্বাস পৌঁছায়।'

আবার মাথা ঝাঁকাতে গিয়ে স্থির হয়ে গেলেন রাহাত খান। তিনি দেখলেন, রানার চেয়ারের হাতল ধরে ওর দিকে ঝুঁকে পড়লেন উম্মে সালিহা, চুমো খেলেন রানার কপালে।

সিধে হলেন তিনি, একটা হাত বাড়িয়ে এলোমেলো করে দিলেন রানার চুল। 'আমাকে ভুলে যাবেন না,' বলে চেয়ারটাকে ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন প্লেনে। তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা।

'ওরা তোমার জন্যে একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়েছে,' বসের কথায় সংবিৎ ফিরলো রানার।

'অ্যাম্বুলেন্স? হাসপাতালে যেতে হবে? কিন্তু, স্যার...,' কথা শেষ না করে মুখ আর মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে দিলো ও। 'আমি তো সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছি—।'

'জানি,' গম্ভীর সুরে বললেন রাহাত খান। 'সেজন্যেই তো ফেরত পাঠিয়েছি অ্যাম্বুলেন্স। তুমি সুমা হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছো।'

'জী, স্যার।'

'আমিও চাই, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব লাইব্রেরীটা খুঁজে বের করো। প্যালেস্টাইনে তেলখনি পাওয়া গেলে দারুণ একটা ব্যাপার হবে।'

'আপনি, স্যার, হোয়াইট হাউসে যাবেন কিভাবে?'

অপেক্ষারত একটা হেলিকপ্টারের দিকে ইঙ্গিত করলেন রাহাত খান। 'প্রেসিডেন্ট আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।'

মাথা চুলকে ইতস্তত করলো রানা, তারপর বলেই ফেললো, 'যাবার পথে আমাকে একটু নামিয়ে দেবেন নুমা হেডকোয়ার্টারে, স্যার?'

'এসো, তোমাকে হেলিকপ্টারে তুলি,' বলে রানার চেয়ারটা নিজেই পিছন থেকে ঠেলতে শুরু করলেন রাহাত খান। আড়ষ্ট শরীর, বিব্রত চেহারা, ঘামতে লাগলো রানা, কিন্তু বুকের ভেতর পুলক-শিহরণ। করে কি ব্যাটা! কে বলে এই ব্যাটা আমার বাপ না!

উত্তেজনা বাড়তে বাড়তে টান পড়া গিঁটের মতো অনুভূতি হলো রানার তলপেটে। এলিভেটরে দাঁড়িয়ে আছে ও, সংখ্যাগুলোকে উঠে যেতে দেখছে নুমার কমাপিউটর কমপ্লেক্সে। দরজা খুলে গেল, খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরুবার সময় আউটার অফিসে জেনিথকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ও। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখ।

রানার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল হাসিটা। রানার চোয়ালে এখনো প্লাস্টার লাগানো রয়েছে, বসের কাছ থেকে ধার করা সোয়েটারের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে সাদা ব্যাণ্ডেজ, হাতে ছড়ি থাকলেও একটু একটু খোঁড়াচ্ছে। তারপর, রানার কথা ভেবে, ওকে সাহস দেয়ার জন্যে, উজ্জ্বল হাসিতে আবার চেহারাটা উদ্ভাসিত করে তুললো জেনিথ। 'ওয়েলকাম হোম, সেইলর!'

সামনে এগিয়ে এসে হাত দুটো রানার গলার দু'পাশে ছুঁড়ে দিলো সে। কুঁকড়ে গেল রানা, নিঃশ্বাসের সাথে গুঙিয়ে উঠলো।

লাফ দিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করলো জেনিথ। 'ওহ্ দুঃখিত।'

তাকে আঁকড়ে ধরলো রানা। 'হয়ো না,' বলে তার ঠোঁটের ওপর নিজের ঠোঁট দুটো রাখলো সে। জেনিথের নরম মসৃণ চামড়ায় খোঁচা খোঁচা শক্ত দাড়ি বিঁধে গেল, পুরুষসুলভ গন্ধ ঢুকলো নাকে।

ছাড়া পেয়ে, প্রথম সুযোগেই, অভিযোগের সুরে জেনিথ বললো, 'যে-সব পুরুষ হপ্তায় একবার বাড়ি ফেরে তাদের সম্পর্কে কিছু বলার আছে।'

'আর যে-সব মেয়েরা অপেক্ষা করে তাদের সম্পর্কেও কিছু বলার আছে।' পিছিয়ে গেল রানা। চারদিকে তাকালো। 'আমি যাবার পর কি আবিষ্কার করলে তোমরা?'

'মারলিনের মুখ থেকেই শোনো,' চাপা উত্তেজনার সাথে বললো জেনিথ, রানার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো কমপিউটর সেকশনের দিকে।

নিজের অফিস থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো মারলিন। রানার চেহারা দেখে তার কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। অভিনন্দন বা সহানুভূতি জানাবার কথাও মনে থাকলো না। দু'হাত শূন্যে তুলে প্রায় নাচতে শুরু করলো সে, চিৎকার করে ঘোষণা করলো, 'পেয়ে গেছি! পেয়ে গেছি!'

'নদীটা?' ব্যগ্রতার সাথে জানতে চাইলো রানা।

'শুধু নদীটা নয়। যে গুহার ভেতর শিল্পকর্মগুলো রাখা আছে, তোমাকে আমি তার দু'মাইলের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারি।'

'কোথায়?'

'টেক্সাস। ছোট্ট একটা সীমান্ত শহর রোমা-য়।'

মারলিন আর জেনিথের কাঁধে ভর দিয়ে অফিসে ঢুকছে রানা, জানতে চাইলো, 'ঠিক তো?'

'একশো ভাগ ঠিক,' রানার কানের কাছে মুখ এনে গলা ফাটাতে শুরু করলো মারলিন। 'সাতটা পাহাড়ের নামকরণ করা হয় রোম। তেমন উঁচু নয় কোনোটাই, প্রায় কোনো গুরুত্বই বহন করে না, স্বীকার করছি। কিন্তু রিপোর্ট আছে, অনেক দিন আগে থেকেই এলাকার মাটি খুঁড়ে রোমান শিল্পকর্ম উদ্ধার করা হচ্ছে। বড়বড় নাম-করা আর্কিওলজিস্টরা ভুয়া বলে অগ্রাহ্য করেছেন, কিন্তু তাঁরা কি জানেন?'

'তাহলে নদীটা হলো··· ?'

'রিয়ো ব্রাভো, স্প্যানিশ ভাষায় এই নামেই ডাকা হয়,' মাথা ঝাঁকালো মারলিন। 'সীমান্তের এদিকে সবাই ওটাকে রিয়ো গ্র্যাণ্ড বলে।'

'রিয়ো গ্র্যাণ্ড।' শব্দটা ধীরে ধীরে কয়েকবার উচ্চারণ করলো রানা। নদীটাকে খুঁজে বের করতে এতো বেগ পেতে হয়েছে যে সত্যি ওটা পাওয়া গেছে বলে বিশ্বাস করতে পারছে না ও।

'সত্যি অত্যন্ত দুঃখজনক একটা ঘটনা,' হঠাৎ বিষণ্ণ সুরে বললো মারলিন।

'কি ব্যাপার, এ-কথা বলছো কেন ?'

মাথা নাড়তে নাড়তে মারলিন বললো, 'টেক্সানরা কেমন তা তো জানো তুমি। ওয়েস্টার্ন যুগের কথা স্মরণ করো। যখন জানবে ষোলো শো বছর ধরে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর ওপর বসে আছে ওরা, কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে ওদের সাথে বসবাস করা সম্ভব হবে ?'

পরদিন দুপুরে, কর্পাস ক্রিস্টি ন্যাভাল এয়ার স্টেশনে ল্যাণ্ড করার পর, নুমার ওশেন রিসার্চ সেণ্টার থেকে পাঠানো একজন সীম্যান ফার্স্ট'

রানা, জেনিথ ও অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে গাড়িতে তুলে নিলো। লম্বা একটা ডকের পাশে কংক্রিট প্যাডে অপেক্ষারত হেলি-কপ্টারের কাছে থামার নির্দেশ দিলেন অ্যাডমিরাল। মাথার ওপর কোনো মেঘ নেই, গোটা আকাশে একাই রাজত্ব করছে সূর্য। তাপ-মাত্রা সামান্য, তবে আর্দ্রতা যথেষ্ট, গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে ঘামতে শুরু করলো ওরা।

হাত নেড়ে ওদের দিকে সহাস্যে এগিয়ে এলো নুমার চীফ জিয়ো-লজিস্ট ডিক ফিদার। তেমন লম্বা নয় সে, মুখে দু'একটা বসন্তের দাগ, গায়ের রঙ তামাটে, মাথায় চকচকে কালো চুল। লাল আর উজ্জ্বল হলুদ সুতী কাপড়ের শার্ট পরে আছে সে। 'ডঃ ফিদার,' ভারি গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'আবার তোমার সাথে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম।'

'আপনাদের আসার অপেক্ষায় ছিলাম,' বাদাম চিবাতে চিবাতে বললো ডিক ফিদার। 'এখুনি আপনারা রওনা হতে পারেন।' হ্যারল্ড উইলসন, পাইলটের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো সে, লোকটা 'স্মাইলিং জ্যাক' সানগ্লাস পরে আছে।

ডিক ফিদারের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছুদিন কাজ করেছে রানা, সময়টা ওদের ভালোই কেটেছিল। 'কদ্দিন হলো বলো তো, ডিক? তিন, নাকি চার বছর?'

'কে হিসেব রাখে?' করমর্দনের সময় চওড়া হাসি উপহার দিলো ডিক ফিদার। 'তোমার সাথে আবার জোট বাঁধতে রীতিমতো রোমাঞ্চ অনুভব করছি।'

'মে আই ইন্ট্রোডিউস ডঃ জেনিথ কর্নেলিয়াস।'

সম্ভ্রমের সাথে বাউ করলো ডিক ফিদার। 'সমুদ্রবিজ্ঞানী?'

মাথা নাড়লো জেনিথ। 'ল্যাণ্ড আর্কিওলজি।'

চেহারায় কৌতূহল নিয়ে অ্যাডমিরালের দিকে তাকালো ডিক ফিদার। 'স্যার, এটা কি সী প্রজেক্ট?'

'না, ফিদার। সবটা তোমাকে জানানো হয়নি বলে দুঃখিত। কি জানো, আমাদের আসল উদ্দেশ্য কিছুদিন গোপন রাখতে হবে।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো ডিক ফিদার। 'থাকলো গোপন।'

'আমাকে শুধু একটা দিক বলে দিন,' বললো হ্যারল্ড উইলসন।

'দক্ষিণ,' জানালো রানা। 'দক্ষিণে রিয়ো গ্র্যাণ্ড নদী।'

ইন্টারকোস্টাল ওয়াটারওয়ে বরাবর উড়ে চললো হেলিকপ্টার। সাউথ পাদ্রী দ্বীপের হোটেল আর বাড়িঘর ছাড়িয়ে এলো ওরা, হেলিকপ্টা-রের নাক ঘুরে গেল পশ্চিম দিকে। নিচে চলে এলো পোর্ট ইসাবেল, ওখানে রিয়ো গ্র্যাণ্ড-এর পানি গালফ অভ মেক্সিকোতে গিয়ে মিশেছে।

নিচের দ্বীপটায় ঝোপ-ঝাড় আর মরুভূমি পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে। চাতালের মতো সমতল, বড়বড় গাছের পাশে ক্যাকটাস গজিয়েছে। একটু পরই সামনে দেখা গেল ব্রাউনসভিল শহর। ব্রিজের কাছে সরু হয়ে গেছে নদীটা। ব্রিজের ওপারে মাটামোরোস, মেক্সিকো।

'কি সার্ভে করতে হবে, আমাকে বলা যায়?' জিজ্ঞেস করলো ডিক ফিদার।

'তুমি তো রিয়ো গ্র্যাণ্ড উপত্যকায় মানুষ হয়েছো, তাই না?' জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

'লারেডো নদীর উজানে জন্মেছি, বড় হয়েছি। লেখাপড়া শিখেছি

ব্রাউনসভিল কলেজে। এইমাত্র ছাড়িয়ে এলাম ওটাকে।'

'রোমার চারপাশের জিওলজি সম্পর্কে তুমি তাহলে পরিচিত।'

'এলাকাটায় কয়েকবারই সার্ভের কাজ করেছি, হ্যাঁ।'

আলোচনায় যোগ দিলো রানা, 'আজকের তুলনায়, যিশু খ্রিস্টের কয়েক শো বছর পর নদীটা কতো দূরে ছিলো?'

'পানির প্রবাহে খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি,' বললো ডিক ফিদার। 'তবে, অবশ্যই, বন্যার কারণে পানির গতিপথ বদলেছে দু'মাইলের কিছু বেশি। কয়েক শো বছরে কয়েকবারই পুরনো গতিপথে ফিরে এসেছে নদী। তখনকার দিনে রিয়ো গ্র্যাণ্ড সম্ভবত অনেক উঁচু ছিলো। মেক্সিকোর সাথে যুদ্ধের আগে নদীটা চওড়া ছিলো দুশো থেকে চারশো মিটার। মেইন চ্যানেল ছিলো খুবই গভীর।'

'প্রথম একজন ইউরোপিয়ান কবে ওটাকে দেখে?'

'পনেরো শো উনিশ সালে এই নদীতে জাহাজ নিয়ে এসেছেন আলোনজো ডি পিনেডা।'

এঁকেবেঁকে এগিয়েছে নদী, প্রায় একই ভঙ্গিতে অনুসরণ করে যাচ্ছে হেরাল্ড উইলসন। ঢেউ খেলানো দু'চারটে পাহাড় দেখা গেল। সীমান্তের ওপারে, মেক্সিকোয় দেখা গেল ছোটো ছোটো কয়েকটা শহর, ধুলোয় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। কিছু ঘর-বাড়ি পাথরে তৈরি, কিছু ইট দিয়ে গাঁথা, মাথার ওপর লাল টালি। শহরের বাইরে কুঁড়ে-ঘর। নদীটা কোথাও অগভীর নয়, পানির রঙ গাঢ় সবুজ।

রিয়ো গ্র্যাণ্ড সম্পর্কে ওদের আগ্রহ আছে বুঝতে পেরে অনেক কথাই বলে গেল ডিক ফিদার। প্রাচীন যুগেও নদীটায় জাহাজ চলা-চল করতো। বসতি স্থাপনকারীরা নদীটার দুই তীর ধরে আসা-যাওয়া করেছে। এক সময় ঘোষণা করলো সে, 'রোমার ওপর চলে

আসছি আমরা। নদীর ওপারে মিগুয়েল এলমান্. রোমার সিস্টার সিটি বলা হয়। নামকাওয়াস্তে শহর, ট্যুরিস্টদের জন্যে দু'একটা অ্যান্টিকস শপ ছাড়া তেমন কিছু নেই ওখানে। রাস্তার ওপর স্রেফ একটা বর্ডার ক্রসিং, রাস্তাটা চলে গেছে মন্টেরির দিকে।'

হেলিকপ্টার খানিকটা ওপরে তুললো পাইলট, ইন্টারন্যাশনাল ব্রিজ ছাড়িয়ে এসে আবার নদীর কাছাকাছি নেমে এলো। মেক্সিকোর দিকে নারী-পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গাড়ি ধুচ্ছে, বাগান পরিষ্কার করছে, মাছ ধরার জাল মেরামত করছে, হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে গোসল করছে অনেকে। আমেরিকার দিকে নদীর পাড় থেকে খাড়া হয়েছে হলদেটে স্যাণ্ডস্টোন ব্লাফ, রোমা শহরের মাঝখান পর্যন্ত সেটার বিস্তার। বিল্ডিংগুলো বেশ পুরনো, তবে কোনোটাই ভেঙে পড়েনি, কয়েকটার মেরামত দরকার।

'বিল্ডিংগুলো সম্পর্কে কিছু শোনাবেন নাকি?' ডিক ফিদারকে জিজ্ঞেস করলো জেনিথ।

'সামরিক ও বাণিজ্যিক বোট তৈরির যখন হিড়িক পড়লো, সে-সময় অত্যন্ত ব্যস্ত বন্দর ছিলো রোমা,' লেকচার দিলো ডিক ফিদার। 'বাড়ি ও ব্যবসাকেন্দ্র তৈরির জন্যে সওদাগররা নামীদামী আর্কিটেক্ট-দের ভাড়া করে আনে। ওগুলো কম দিন তো টিকলো না।'

'এক-আধটা বিখ্যাত হয়ে ওঠেনি?'

'বিখ্যাত?' হেসে উঠলো ডিক ফিদার। 'হ্যাঁ, তাও আছে। আঠারো শো সালে তৈরি ওটা। "রোজিটা'স ক্যানটিনা" হিসেবে ব্যবহার করা হয় "ভিভা জাপাটা" ছবিতে। মার্লোন ব্রাণ্ডো ছিলো, রোমায় তোলা, আপনারা জানেন।'

শহরের ওপর উঁচু হয়ে থাকা পাহাড়টাকে চক্কর দেয়ার জন্যে

পাইলটকে নির্দেশ দিলেন অ্যাডমিরাল। 'রোমার নাম রোমের অনুকরণে রাখা হয়েছে এই কারণে কি যে এই শহরটাকেও সাতটা পাহাড় ঘিরে রেখেছে?'

'নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়,' জবাব দিলো ডিক ফিদার। 'সাতটা পাহাড়কে আলাদাভাবে আপনি খুঁজেই পাবেন না। চোখে পড়ার মতো চূড়া আছে মাত্র দুটোর, বাকিগুলো পরস্পরের সাথে জোড়া লেগে আছে।'

'জিওলজি কি বলে?' প্রশ্ন করলো রানা।

'বেশিরভাগ খড়িমাটি বা ওই ধরনের আবর্জনা। একসময় গোটা এলাকা সাগরের নিচে ছিলো। মাটির নিচে ফসিল, ঝিনুকের খোল দেদার। কাছাকাছি একটা গ্র্যাভেল পিট আছে, বিভিন্ন জিওলজিক্যাল পিরিয়ডের নিদর্শন ওখানে পেতে পারো। ঠাণ্ডা হয়ে কোথাও বসার সুযোগ দিলে এ-বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে পারি তোমাকে।'

'এখুনি নয়,' বললো রানা। 'এলাকায় কোথাও ন্যাচারাল কেভ নেই?'

'সারফেসে দেখা যায় না। তারমানে এই নয় যে নদীর নিচে নেই। প্রাচীন সাগর কতো গুহা তৈরি করেছিল কে তার হিসেব রাখে, আপার লেয়ারের নিচে সব চাপা পড়ে আছে। ঠিক জায়গাটিতে যথেষ্ট গভীর করে খোঁড়ো, প্রচুর সম্ভাবনা বড় আকৃতির একটা লাইমস্টোন ডিপোজিট পেয়ে যাবে তুমি। প্রাচীন ইণ্ডিয়ান কিংবদন্তী হলো, মাটির তলায় আত্মারা বসবাস করে।'

'আত্মা? কি ধরনের আত্মা?'

কাঁধ ঝাঁকালো ডিক ফিদার। 'প্রাচীন আত্মা, যারা অপদেবতাদের সাথে যুদ্ধ করার সময় মারা গেছে।'

নিজের অজান্তেই রানার বাহু আঁকড়ে ধরলো জেনিথ। 'পুরনো কোনো শিল্পকর্ম রোমার আশপাশে পাওয়া গেছে?'

'অল্প কিছু তীর আর বর্শার পাথুরে ডগা, পাথুরে ছুরি আর বোট-স্টোন।'

'বোট-স্টোন কি জিনিস?' প্রশ্ন করলো রানা।

'ফাঁপা পাথর, আকৃতিতে ঠিক যেন একটা বোটের খোল,' জবাব দিলো জেনিথ, ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে সে। 'ওগুলোর আদি উৎস সম্পর্কে কারো স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। মনে করা হয়, শখের জিনিস। ইণ্ডিয়ানরা ওগুলো ব্যবহার করতো ভূত তাড়াবার কাজে। কাউকে ডাইনী বলে সন্দেহ করা হলে, ইণ্ডিয়ানরা তার প্রতিমূর্তির সাথে একটা বোট-স্টোন বেঁধে নদীতে ফেলে দিতো, তাতে নাকি সমস্ত অপশক্তি থেকে মুক্তি পেতো ডাইনী।'

রানা আরো একটা প্রশ্ন করলো ডিক ফিদারকে, 'এমন কিছু পাওয়া গেছে, যেটাকে প্রাচীন বা ঐতিহাসিক বলা যায়?'

'কিছু কিছু পাওয়া গেছে, তবে মনে করা হয় সে-সব নকল।'

উত্তেজনা চেপে রেখে জেনিথ জানতে চাইলো, 'কি ধরনের জিনিস?'

'তলোয়ার, ক্রস, বর্মের ভাঙা অংশ, বর্শা দণ্ড, বেশিরভাগই লোহার তৈরি। নদীর কিনারায়, ব্লাফ খুঁড়ে একটা পাথুরে নোঙর পাবার কথাও মনে পড়ছে আমার।'

'সম্ভবত স্প্যানিশ,' মন্তব্য করলেন অ্যাডমিরাল।

মাথা নাড়লো ডিক ফিদার। 'স্প্যানিশ নয়, রোমান। স্টেট মিউজিয়ামের অফিসাররা পাত্তা দেয়নি। তাদের ধারণা, ওগুলো উনবিংশ শতাব্দীর জালিয়াতি—নকল।'

রানার বাহু আরো জোরে চেপে ধরলো জেনিথ। ‘ওগুলো দেখার কোনো সুযোগ আমি পাবো?’ ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সে। ‘নাকি সব হারিয়ে গেছে?’

জানালার দিকে হাত বাড়িয়ে নিচের রাস্তাটা দেখিয়ে দিলো ডিক ফিদার, রোমা থেকে উত্তর দিকে চলে গেছে। ‘ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই, সবই আপনারা ওখানে পাবেন। একজন লোকের কাছে সব জমা আছে, বেশিরভাগ তারই খুঁজে পাওয়া। বুড়ো টেক্সান স্যামুয়েল জনসনকে এখানকার লোকেরা পাগলা জনসন হিসেবে চেনে। এদিকে পঞ্চাশ বছর ধরে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করছে সে। যিশুর কিরে খেয়ে দাবি করে, এখানে নাকি রোমান সেনাদের একটা বাহিনী তাঁবু ফেলেছিল। ছোটো একটা গ্যাস স্টেশন আর দোকান আছে তার, পিছনের ঘরটার নাম দিয়েছে রোমান মিউজিয়াম।’

‘বুড়ো স্যামকেই তো আমরা খুঁজছি,’ মৃদু হেসে বললো রানা। পাইলটের দিকে ফিরলো ও। ‘স্যামের বাড়ির কাছে নামতে পারবেন? ওর সাথে আমাদের কথা হওয়া দরকার।’

বিশাল একটা সাইনবোর্ড, ক্ষতবিক্ষত একজোড়া কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে পিছন দিকে কাত হয়ে। রূপালি জমিতে বড়বড় লাল হরফে লেখা ‘স্যামুয়েল জনসন’স রোমান মিউজিয়াম’ অনেক কষ্টে পড়া গেল। সামনে একটা তিন কামরার দোতলা বাড়ি, সামনের ঘরটা দোকান। দোকানের গায়ে, এক পাশে, আরো একটা সাইনবোর্ড টাঙানো রয়েছে, তাতে লেখা, আটচল্লিশ সেন্টে এক লিটার মেথানল মেশানো ফুয়েল কিনুন। ঠাণ্ডা পানীয় থেকে শুরু করে চকলেট, মণিহারী দ্রব্যাদি, সবই পাওয়া যায় এখানে।

অনেক বয়স জনসনের, পঁচাত্তরের কম নয়, চামড়ায় প্রচুর ভাঁজ আর রেখা, কিন্তু তার পেশীতে সামান্যতম ঢিল পড়েনি। এমন চটপটে, এখনো যেন তরতাজা যুবক সে। গাঢ় সবুজ রঙের শার্ট পরে আছে, হলুদ স্ল্যাকস, পায়ে লিজার্ড গলফ শু, মাথায় সাদা ক্যাপ। হাতে একজোড়া গলফ ক্লাব নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

হেলিকপ্টার থেকে প্রথমে ডিক ফিদার নামলো। 'এই যে, স্যাম কাকা, তোমার মাটি আঁচড়ানোর কাজ কেমন চলছে?'

'আরে, এ যে দেখছি আমাদের মাটি মাপার ঠিকাদার ডিক ফিদার! তা কেমন আছো হে?' বুড়ো জনসন ভাঙা দাঁত বের করে হাসলো।

জনসনের সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দিলো ডিক ফিদার, তবে ভাব দেখে বোঝা গেল খেয়াল করে শুনছে না সে। বাতাসে হাত ঝাপটা দিয়ে ফিদারকে থামিয়ে দিলো বুড়ো, বললো, 'আপনারা আসায় আমি খুশি হয়েছি। জনসন'স রোমান মিউজিয়ামে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাই।' হঠাৎ রানার মুখের দিকে চেয়ে থমকে গেল সে। 'একি, ভাগ্নে, লরির তলায় পড়েছিলে নাকি?'

হেসে ফেলে রানা বললো, 'ঘাতক ট্রাক—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন।'

'এখানে গলফ খেলেন কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

'রিয়ো গ্র্যাণ্ড সিটি গলফ কোর্সে,' গর্বের সাথে জবাব দিলো জনসন। 'কয়েকজন বুড়ো আর্মি অফিসার আছে, আমার বন্ধু-বান্ধব, তাদের সাথে খেলি। এই তো ফিরলাম।'

ডিক ফিদার বললো, 'স্যাম কাকা, আমরা তোমার মিউজিয়ামে একবার উঁকি দিতে চাই।'

'কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য! আহা, আমার শিল্পকর্মগুলো দেখার

সব সময় যদি ভিড় লেগে থাকতো ! ভাইপো, ভাগ্নে আর ভাইজান, বিয়ার চলবে তো ?'

'এ আপনার ভারি অন্যায়,' হাসি চেপে বললো জেনিথ, ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলো সে। 'আমাকে আপনি চিনতেই পারছেন না ?'

'ওহ্-হো ! আরে, তাই তো ! এ যে দেখছি আমার আদরের ভাগনি !' চোখ রাঙালো জনসন। 'তোমার জন্যে বিয়ার নয়, কোকা-কোলা।' ফিদারের দিকে ফিরলো সে। 'ওদের ভেতরে নিয়ে যাও, ডিক। একটু পর আসছি আমি।' দুটো ট্রাক এসেছে গ্যাস নিতে, ড্রাইভারদের সাথে আলাপ জুড়ে দিলো সে।

'ভারি মিশুক লোক,' বিড়বিড় করে বললেন অ্যাডমিরাল।

'আপনি যদি ভালো হন,' নিচু গলায় জবাব দিলো ডিক ফিদার। 'আর যদি ওর ক্ষতি করার চেষ্টা করেন, আপনার লাইফ স্রেফ হেল করে ছেড়ে দেবে।'

দোকানের ভেতর দিয়ে ওদেরকে মিউজিয়ামে নিয়ে এলো সে। ঘরটা বড়ই, পাশাপাশি দুটো গাড়ি রাখা যাবে। কাঁচমোড়া অনেক বাক্স দেখা গেল। অসংখ্য মোমের তৈরি পুতুল রয়েছে, রোমান যুগের পোশাক পরা। শিল্পকর্ম রাখা হয়, তাই ধুলো ঠেকানোর জন্যে জানালা আর দরজায় কাঁচ আছে। প্রতিটি শিল্পকর্ম চকচক করছে, একটাতেও মরচে ধরেনি।

জেনিথের সাথে একটা অ্যাটাশে কেস রয়েছে। সেটা থেকে ছবি-বহুল মোটা একটা বই বেরুলো। জনসনের শিল্পকর্মগুলো ছবির সাথে মেলাতে শুরু করলো সে।

'লক্ষণ তো ভালোই মনে হচ্ছে,' কয়েক মিনিট মিলিয়ে দেখার পর বললো সে। 'তলোয়ার আর বর্শার মাথাগুলোর সাথে চতুর্থ শতাব্দীর

রোমান অস্ত্রের মিল আছে।'

'উত্তেজিত হবেন না,' সতর্ক করে দিলো ডিক ফিদার। 'স্যাম কাকা সম্ভবত নিজের হাতে তৈরি করেছে ওগুলো, রোদে ফেলে রেখে আর এসিড ঢেলে বয়স বাড়িয়েছে।'

'উঁহুঁ, উনি এগুলো তৈরি করেননি,' স্পষ্ট করে বললেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

চোখে কৌতূহল নিয়ে তাঁর দিকে তাকালো ডিক ফিদার। 'কিভাবে বলেন, অ্যাডমিরাল? গালফে প্রি-কলোম্বিয়ান কণ্ট্যাক্টের কোনো রেকর্ড নেই।'

'এখন আছে।'

'আমার জন্যে একটা বিস্ময়কর খবর, স্যার!'

'ঘটনাটা ঘটেছিল তিনশো একানব্বই সালে,' ব্যাখ্যা করলো রানা। 'জাহাজের একটা বহর রিয়ো গ্র্যাণ্ড ধরে এসেছিল। আজ যেখানে রোমা, সেখানে। শহরের পিছনে কোনো একটা পাহাড়ে, রোমান মার্সেনারি, তাদের ক্রীতদাস ও মিশরীয় পণ্ডিতরা আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর বিশাল সংগ্রহ লুকিয়ে রেখে গেছে।'

'জানতাম! আমি জানতাম!' খোলা দরজা থেকে উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো বুড়ো স্যাম। হাতের ট্রে একটুর জন্যে পড়লো না। 'রোমানরা অবশ্যই টেক্সাসের মাটিতে পা রেখেছিল!'

'আপনার বিশ্বাসই ঠিক, মিঃ জনসন,' অ্যাডমিরাল বললেন। 'বাকি সবাই ভুল করেছে।'

'কয়েক যুগ ধরে চিৎকার করছি আমি, কেউ আমার কথা শোনেনি!' গলা খাদে নামিয়ে বিড়বিড় করে বললো বুড়ো জনসন। ছলছল করছে চোখ। 'জানেন, পাথরের লেখাগুলো যখন দেখালাম, বলে

কিনা ওগুলো আমি নিজে লিখেছি!'

'পাথর? পাথরের ওপর লেখা? কোথায়?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো জেনিথ।

'ওই কোণে, খাড়া করে রাখা আছে। অনেক কষ্টে লেখাটা আমি অনুবাদও করি। অফিসাররা দেখে হেসেই অস্থির, বলে, তোমার ল্যাটিন তো চমৎকার, স্যাম—চালিয়ে যাও, বুড়ো বয়েসে দু'পয়সা কামালে আমরা কেন বাধা দিতে যাই। ওদের ধারণা, আমি নকল করেছি!'

'অনুবাদ করা মেসেজের কোনো কপি আছে?' জিজ্ঞেস করলো জেনিথ।

'ওদিকে, দেয়ালে পাবে। টাইপ করিয়ে, কাঁচ দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছি।'

বাঁধানো ফ্রেমটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে শুরু করলো জেনিথ, সবাই তার দু'পাশে ভিড় করলো।

"আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী আমি লুকিয়ে রেখেছি। এই পাথরে তার সূত্র থাকলো।

"অসভ্যরা আমার জাহাজ বহরে আগুন ধরিয়ে দিলো, আমি পানিতে নেমেও অবশিষ্ট একমাত্র জাহাজটাকে ধরতে পারলাম না। তবে, কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে গেলাম, দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে আশ্রয় পেলাম প্রাচীন পিরামিড গোষ্ঠির কাছে, তারা আমাকে উদ্ধারকর্তা ও প্রেরিত পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করলো।

"নক্ষত্র ও বিজ্ঞান সম্পর্কে যা কিছু জানি, সব ওদেরকে শেখালাম আমি। কিন্তু আমার শিক্ষা কর্মক্ষেত্রে খুব কমই ব্যবহার

করলো ওরা। ওরা বরং মূর্তিপূজা বেশি পছন্দ করে, অজ্ঞ ওঝাদের পরামর্শমতো মানুষ বলি দেয়।

"এখানে আশ্রয় পাবার পর সাতটি বছর পেরিয়ে গেছে। ফিরে এসে দেখি আমার পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের হাড়গোড় চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি সেগুলো মাটি চাপা দেয়ার ব্যবস্থা করলাম। আমার জাহাজ তৈরি হয়ে গেছে। খুব শিগগিরই রোমের উদ্দেশে যাত্রা করবো আমি।

"আজও যদি থিয়োডোসিয়াস বেঁচে থাকেন, আমার গর্দান নেয়া হবে। তবে শেষবার আমার পরিবারের সাথে মিলিত হবার জন্যে খুশিমনে ঝুঁকিটা নেবো আমি।

"আমার অস্তিত্ব বিলীন হবার পর, যারা এই লেখা পড়বে, তাদেরকে বলছি: শিল্পকর্ম ও বই সম্পদ পাহাড়ের ভেতর বিশাল একটা চেম্বারে রাখা হয়েছে। সুড়ঙ্গ পথ আছে। উত্তরে দাঁড়াও, সোজাসুজি দক্ষিণে তাকাও, নদীর পাড় লক্ষ্য করে।"

জুনিয়াস ভেনাটর

১০ই আগস্ট, তিনশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দ।

'তারমানে ইণ্ডিয়ানদের হামলা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন ভেনাটর, সাত বছর পর রোমে ফেরার পথে মারা যান,' বললো রানা।

'কিংবা রোমে হয়তো ঠিকই তিনি পৌঁচেছিলেন, তাঁর মৃত্যুদণ্ড চুপ-চাপ সেরে ফেলা হয়,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'উহুঁ, না,' মাথা নেড়ে বললো জেনিথ। 'থিয়োডোসিয়াস মারা গেছেন তিনশো পঁচানব্বই সালে। ভেবে আশ্চর্য লাগছে, এতো বছর ধরে মেসেজটা পড়ে আছে এখানে, অথচ নকল বলে অগ্রাহ্য করা

হয়েছে!'

ভুরু কুঁচকে জনসন জানতে চাইলো, 'তোমরা এই ভেনাটর ভদ্র লোককে চেনো নাকি?'

'আমরা তার খোঁজ করছিলাম,' বললো রানা।

'চেম্বারটা কখনো খুঁজেছেন আপনি, মিঃ জনসন?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

বুড়ো জনসন গম্ভীর হলো। 'এদিকের সব ক'টা পাহাড় খোঁড়াখুঁড়ি করেছি। পাবার মধ্যে, এখানে যা কিছু দেখছেন।'

'কতোটা গভীর?'

'বছর দশেক আগে ছ'মিটার গভীর একটা গর্ত করেছিলাম, ওই যে—শুধু একটা স্যাণ্ডেল পেয়েছি—কেসের ভেতর দেখতে পাচ্ছেন।'

'পাথর আর শিল্পকর্মগুলো যেখানে পেয়েছেন, জায়গাটা আমাদেরকে দেখাতে পারবেন?'

প্রশ্নটা রানা করলেও, বুড়ো জনসন ডিক ফিদারের দিকে তাকালো। 'কোনো অসুবিধে নেই তো, ডিক?'

'এদের তুমি বিশ্বাস করতে পারো, স্যাম কাকা। এরা তোমার শিল্পকর্ম চুরি করতে আসেনি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো স্যামুয়েল জনসন। 'চলো তাহলে, এখুনি রওনা দিই। বাইরে আমার জীপ আছে।'

মেটো পথ ধরে ছুটলো জনসনের পুরনো জীপ। কয়েকটা আধুনিক বাড়িকে পাশ কাটিয়ে এলো ওরা। সামনে পড়লো কাঁটাতারের দীর্ঘ বেড়া, জীপ থেকে নেমে গিয়ে হুক খুলে বেড়ার একটা অংশ সরালো জনসন, সামনের পথটা ঝোপ-ঝাড়ে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে।

খানিক পর একটা ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে এলো জীপ, এঞ্জিন বন্ধ করে জনসন জানালো, 'এই জায়গা। গনগোরা ছিল। অনেক দিন আগে কে যেন বলেছিল আমাকে, পাহাড়টার নাম রাখা হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর এক স্প্যানিশ কবির নামে। আবর্জনার একটা স্তূপ কেন একজন কবির নাম পেলো, ঈশ্বরই বলতে পারবেন।'

উত্তর দিকে চারশো মিটার দূরে একটা পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করলো রানা। 'ওই রিজটাকে কি নামে ডাকা হয়?'

'ওটার কোনো নাম আছে বলে আমার জানা নেই।'

'পাথরটা আপনি কোথায় পান?' জেনিথের প্রশ্ন।

'দাঁড়াও, আরেকটু সামনে।' এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলো জনসন, ঘন ঝোপগুলোকে সাবধানে এড়িয়ে যাচ্ছে। মিনিট দুয়েক ঝাঁকি খাবার পর অগভীর বড়সড় একটা গর্তের পাশে থামলো জীপ। নিচে নেমে কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো সে, ঝুঁকে নিচে তাকালো। 'ঠিক এখানে পেয়েছি। একটা কোণ পাড় থেকে বেরিয়ে ছিলো।'

গর্তের দিকে ইঙ্গিত করলো রানা। 'এই শুকনো গর্ত,' বললো ও, 'গনগোরা আর দূরের ওই পাহাড়ের মাঝখানে জোরালো বাতাস থাকায় তৈরি হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকালো বুড়ো জনসন। 'হ্যাঁ, কিন্তু ওখান থেকে গনগোরার নিচের ঢালে পাথর নেমে আসার কোনো উপায় নেই, যদি না কেউ টেনে আনে।'

'এলাকাটা সমতল নয় যে বন্যা হতে পারে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'অবশ্য দীর্ঘদিন তুমুল বৃষ্টি হলে গনগোরার চূড়া থেকে পঞ্চাশ মিটার নেমে আসা বিচিত্র কিছু নয়, কিন্তু পরবর্তী চূড়ার আধ কিলোমিটারের

মধ্যে এনে ফেলা সম্ভব নয়।'

'আর সব শিল্পকর্ম?' প্রশ্ন করলো জেনিথ। 'ওগুলো কোথায় পেয়েছেন?'

নদীর দিকে হাত তুললো স্যামুয়েল জনসন। 'ঢালের আরো খানিক নিচ থেকে শহরের মাঝখান পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলো ওগুলো।'

'জায়গাগুলো চিহ্নিত করেছেন?'

'দুঃখিত, ভাগনি, আমি তো আর আর্কিওলজিস্ট নই।'

হতাশ বোধ করলেও চুপ করে থাকলো জেনিথ।

'আপনি নিশ্চয়ই মেটাল ডিটেকটর ব্যবহার করেছেন?'

রানার দিকে ফিরলো জনসন। 'নিজেই ওটা তৈরি করে নিই। আধ মিটার দূরে একটা পেনি পড়ে থাকলেও ধরা পড়ে।'

'জায়গাটার মালিক কে?'

'টেক্সাস রিপাবলিক হবার সময় থেকে বারো শো একর আমার, পারিবারিক সূত্রে।'

'আইনগত ব্যাপারে ঝামেলা হবে না,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন অ্যাডমিরাল।

হাতঘড়ি দেখলো রানা। পাহাড়ের ওদিকে ঢলে পড়েছে সূর্য। ইণ্ডিয়ান আর রোমান-ঈজিপশিয়ানদের তুমুল যুদ্ধটা নদী ও প্রাচীন জাহাজগুলোর দিকে সরে যাচ্ছে, মনের চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো ও। আহত মানুষদের কাতর চিৎকার, অস্ত্রের ঝনঝনানি, সবই যেন শুনতে পাচ্ছে। কতো শতো বছর আগের ঘটনা অথচ মনে হলো গতকাল ঘটেছে, ওর চোখের সামনে। জেনিথের প্রশ্ন শুনে বাস্তবে ফিরে এলো রানা।

'আশ্চর্য, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আপনি কোনো হাড় খুঁজে পাননি?'

'স্প্যানিশ নাবিকরা,' জনসনের বদলে জবাব দিলো ডিক ফিদার, 'টেক্সাস গালফ কোস্টে যাদের জাহাজডুবি ঘটে, অল্প দু'চারজন দেশে ফিরতে পেরেছিল, মেক্সিকো সিটিতে ফিরে গিয়ে নরখাদক ইণ্ডিয়ানদের গল্প করেছে তারা।'

শিউরে উঠে জেনিথ বললো, 'নিহত লোকগুলোকে খেয়ে ফেলা হয়েছে, এ-কথা আপনি জোর গলায় বলতে পারেন না।'

'সম্ভবত কয়েকজনকে,' বললো ডিক ফিদার। 'কুকুর বা বন্য জন্তু যে-গুলোকে টেনে নিয়ে যায়নি, পরে ফিরে এসে ভেনাটর সে-সব মাটি চাপা দেন। আমরা ধরে নিতে পারি, সেগুলোও ধুলো হয়ে গেছে।'

'ডিক ঠিকই বলছে,' সায় দিলো রানা। 'সারফেস গ্রাউণ্ডে থাকলে যে-কোনো হাড় এক সময় ভেঙে যাবে।'

স্থির পাথর হয়ে গেল জেনিথ। গনগোরা হিলের একটা চূড়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো সে, যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। 'গুপ্তধনের কয়েক মিটার দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছি, সত্যিই কি তাই? এখনো আমার বিশ্বাস হতে চাইছে না।'

'ষোলো শো বছর আগে তখনকার জ্ঞান ভাণ্ডার রক্ষার জন্যে অনেক মানুষ প্রাণ দিয়েছেন,' নিচু গলায় বললো রানা। 'তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। এবার আমাদের পালা। মাটি খুঁড়ে ওগুলো উদ্ধার করা দরকার।'

আঠারো

পরদিন সকালে লেক ওজার্কস্, মিসৌরীতে পৌঁছুলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। লোহার প্রকাণ্ড গেট খুলে তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দিলো সিক্রেট সার্ভিস গার্ডরা। আঁকাবাঁকা পথ ধরে নিজেই গাড়ি চালিয়ে প্রেসিডেন্টের হান্টিং লজে চলে এলেন তিনি।

শিপস্কিন জ্যাকেট পরে পোর্চ থেকে ধাপের ওপর নেমে এলেন প্রেসিডেন্ট। 'সময়মতো আসতে পেরেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল।'

'ওয়াশিংটনে ডাকলে আরো দেরি হতো।'

'আপনাকে ব্যস্ততার মধ্যে ফেলে দেয়ায় সত্যি আমি দুঃখিত।'

'বৈঠকের গুরুত্ব সম্পর্কে আমি সচেতন।'

অ্যাডমিরালের পিঠে একটা হাত রাখলেন প্রেসিডেন্ট, ধাপ বেয়ে উঠছেন। 'চলুন, আগে ব্রেকফাস্টটা সেরে নেবেন। জিমি উইলফোর্স, বিল হ্যারিংটন আর রাহাত খান অপেক্ষা করতে পারেননি, ডিম আর ভেড়ার মাংসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।' অ্যাডমিরালের চোখে প্রশ্ন ফুটে ওঠার আগেই যোগ করলেন, 'সবাই জানে বিশ্রাম

আর বিনোদনে সময় কাটছে এখানে আমার। কাজ যে-টুকু করছি, রাহাত খানের তাতে ভূমিকা আছে।'

'দেখতে পাচ্ছি, কয়েকজনকে এক জায়গায় জড়ো করেছেন।'

'আপনার আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়া নিয়ে অর্ধেক রাত আলোচনা করেছি আমরা।'

'লোক মারফত যে রিপোর্ট পাঠিয়েছি, নতুন আর কিছু বলার নেই আমার,' জানালেন অ্যাডমিরাল।

'কোথায় খুঁড়বেন তার কোনো ডায়াগ্রাম পাঠাননি।'

'রিপোর্ট পাঠাবার পর স্থির করা হয়েছে, কোথায় খোঁড়া হবে।'

হালকা সুরে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ব্রেকফাস্টের সময় সবাই আমরা দেখবো।'

কয়েকটা সুদৃশ্য কামরা পেরিয়ে লম্বা লিভিংরুমে চলে এলেন তাঁরা। পাথুরে ফায়ারপ্লেসে ছোট্ট আগুন জ্বলছে, সেটাকে পাশ কাটিয়ে আরেক দরজা দিয়ে ডাইনিংহলে ঢুকলেন। জিমি উইলফোর্স আর বিল হ্যারিংটন জেলেদের পোশাক পরে আছেন, রাহাত খান পরে-ছেন স্যুইটস্যুট। খাওয়া ছেড়ে তিনজনই ওঁরা মুখ তুলে তাকালেন। রাহাত খানের গম্ভীর চেহারা দেখে মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল।

এক ভদ্রলোকের কথা প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেননি—এলবার্ট নিকল-সন, প্রেসিডেন্টের একজন উপদেষ্টা, প্রশাসনে তাঁর বিরাট প্রভাব রয়েছে। ইনি কেন উপস্থিত রয়েছেন বুঝতে পারলেন না অ্যাড-মিরাল।

সাদা কোট পরা একজন স্টুয়ার্ড অ্যাডমিরালের অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

কুশলাদি বিনিময়ের পর প্রথম কথা বললেন এলবার্ট নিকলসন। কোনো ভণিতার মধ্যে গেলেন না ভদ্রলোক, সরাসরি বললেন, 'আবিষ্কারটা বিস্ময়কর, কাজেই আমরা সবাই আপনাকে অভিনন্দন জানাই।' ঘন দাড়ি গোঁফ তাঁর ঠোঁট দুটো প্রায় ঢেকে রেখেছে, টাক-মাথাটা ঠিক যেন একটা বাস্কেটবল। বাদামি চোখ। 'মাটি আপনারা কখন সরাবেন বলে ঠিক করেছেন?'

'কাল।' ব্রিফকেস থেকে একটা জিওলজিকাল সার্ভে ম্যাপ বের করলেন অ্যাডমিরাল, তাতে রোমার ওপরকার টপোগ্রাফি দেখানো হয়েছে। কোথায় কোথায় খোঁড়া হবে তা দেখানোর জন্যে ব্রিফকেস থেকে বের করলেন আরেকটা নকশা। 'চূড়া থেকে আট মিটার নিচে দুটো টানেল তৈরি করে এগোবো আমরা।'

'চূড়াটা গনগোরা হিল-এর?'

'হ্যাঁ। টানেলগুলো উল্টোদিকের ঢালে বেরুবে, নদীর সামনে, দুটো আলাদা লেভেলে। দুটোর একটা, আমরা আশা করছি, পাথরে লেখা জুনিয়াস ভেনাটরের চেম্বার বা আদি এন্ট্রি শ্যাফট ছুঁয়ে যাবে।'

'আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর শিল্পকর্ম ওখানে আছে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইলেন এলবার্ট নিকলসন। 'কোনো সন্দেহ নেই?'

'কোনো সন্দেহ নেই,' শান্তসুরে বললেন অ্যাডমিরাল। 'গ্রীন্-ল্যাণ্ডের জাহাজ থেকে উদ্ধার করা ম্যাপ রোমায় স্যামুয়েল জনসনের পাওয়া শিল্পকর্মের কাছে নিয়ে গেছে আমাদেরকে, ফলে খাপে খাপে মিলে গেছে সব।'

'কিন্তু ওগুলো কি···?'

'না, জিনিসগুলো খাঁটি রোমান,' নিকলসনকে মাঝপথে থামিয়ে

দিলেন অ্যাডমিরাল। 'এরমধ্যে কোনো ফাঁকিবাজি বা জালিয়াতি নেই, কেউ ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছে না কাউকে। জিনিসগুলো ওখানে আছে, আমরা জানি। একমাত্র প্রশ্ন হলো ভাণ্ডারটা কতো বড়।'

'গুপ্তধন, সম্পদ, লাইব্রেরী বা শিল্পকর্ম যাই বলি না কেন, ওগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সন্দিহান নই,' পরিবেশ হালকা করার জন্যে বললেন বিল হ্যারিংটন। 'আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি, তা হলো, এ-ধরনের বিশাল একটা আবিষ্কারের ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কি হবে। আমার ধারণা, প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করা অত্যন্ত কঠিন। আরো কঠিন পরিস্থিতিটা সামাল দেয়া।'

নিষ্পলক চোখে বিল হ্যারিংটনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'প্রাচীন দুনিয়ার জ্ঞান প্রকাশ পেলে দাঙ্গা বেধে যাবে, এরকম মনে করার কি কারণ আছে আমি বুঝতে পারছি না। তাছাড়া, বিষয়টা নিয়ে আলোচনা আরো আগে করা উচিত ছিলো না কি? উম্মে সালিহা তো তাঁর ভাষণে ঘোষণা করেছেন…।'

'তিনি সম্ভাবনার কথা বলেছেন,' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'আপনি বোধহয় জানেন না, মিঃ হ্যামিলটন, লাইব্রেরীর নকশাগুলো আন-অফিশিয়ালি দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট ইসমাইল। তিনি যদি সমস্ত শিল্পকর্ম চেয়ে বসেন, আমি আশ্চর্য হবো না। গ্রীস চাইতে পারে আলেকজাণ্ডারের গোল্ড ক্যাসকিট। কে বলতে পারে, ইটালি কি দাবি করে বসে?'

'মিশরের ব্যাপারে আমি তো কোনো সমস্যা দেখছি না,' অ্যাডমিরাল বললেন। 'আমার জানা মতে, আমরাই মিশরকে জানিয়েছি, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী গোটা দুনিয়ার, যাদের যা প্রাপ্য তাদেরকে

তা দেয়া হবে। আমার ধারণা, এটা একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।'

'হ্যাঁ, কিন্তু লোকেশনটা রিয়ো গ্র্যাণ্ড হওয়াতে পরিস্থিতি খানিকটা বদলে গেছে। এখন মেক্সিকোও একটা পক্ষ। ম্যানুয়েল রিভেরা যদি দাবি করে বসে, রোমো এককালে মেক্সিকোর অংশ ছিলো, কাজেই আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর মালিকানা তাদের?'

'এ-ধরনের দাবি তার মতো লোক করতেই পারে,' অ্যাডমিরাল বললেন। 'কিন্তু দাবির পিছনে আইনগত ভিত্তি থাকতে হবে না? আইন বলে, যার জায়গায় পাওয়া যাবে সে-ই মালিক।'

'স্যামুয়েল জনসন তার জায়গার উচিত মূল্য পাবেন, পাবেন সম্পদের অধিকার মূল্য। তাকে দেয় সব টাকা ট্যাক্স ফ্রি হবে।'

বিল হ্যারিংটনের দিকে চোখ কুঁচকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'সম্পদের মূল্য কয়েক শো মিলিয়ন ডলার হতে পারে। সরকার কি অতো টাকা দিতে রাজি আছে?'

'অবশ্যই না।'

'আর যদি মিঃ জনসন আপনার প্রস্তাব গ্রহণ না করেন?'

'চুক্তি করার আরো অনেক পদ্ধতি আছে,' নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা স্বরে বললেন এলবার্ট নিকলসন।

'জানতে পারি, কবে থেকে শিল্প নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো সরকার?'

'শিল্প, ভাস্কর্য আর আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের অবশিষ্ট শুধু ঐতিহাসিক মূল্য পেতে পারে,' নিকলসন বললেন। 'সত্যিকার মূল্য পাবে পার্চমেন্টের লেখাগুলো।'

'সেটা নির্ভর করে যার হাতে থাকবে ওগুলো তার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।'

'সাইন্টিফিক রিপোর্টে যে-সব তথ্য আছে, বিশেষ করে জিয়োলজিকাল ডাটাগুলো, মধ্যপ্রাচ্যের সাথে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক

নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে,' জেদের সুরে বলে গেলেন নিকলসন। 'ধর্মীয় দিকটাও আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে।'

'বিবেচনা করার কি আছে? হিব্রুতে লেখা ওল্ড টেস্টামেন্টের গ্রীক অনুবাদ লাইব্রেরীতে বসে করা হয়েছিল। এই অনুবাদই সমস্ত বাইবেল বইয়ের ভিত্তি।'

'কিন্তু নিউ টেস্টামেন্ট নয়,' ভুল ধরার সুরে বললেন নিকলসন। 'এমন ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার কথা টেক্সাসের মাটির তলায় থাকতে পারে যা প্রকাশ পেলে খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তন সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি হবে। এমন সব ঘটনা, যা হয়তো গোপন থাকাই খ্রিস্টানদের জন্যে ভালো।'

ঠাণ্ডা, শ্বাপদের দৃষ্টিতে নিকলসনকে দেখলেন অ্যাডমিরাল, তারপর প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন। 'আমি ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি, মিঃ প্রেসিডেন্ট। এখানে আমার উপস্থিতির পিছনে কারণটা কি জানতে পারলে কৃতজ্ঞবোধ করবো।'

'এখানে অন্যায় কিছু ঘটছে না, অ্যাডমিরাল, আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। তবে, আমরা সবাই একমত যে ব্যাপারটা বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, কাজেই সময় থাকতে সাবধানে এগোনো উচিত আমাদের।'

অ্যাডমিরাল ভোঁতা নন, কি ঘটতে যাচ্ছে আগেই তিনি আন্দাজ করতে পেরেছেন। 'তারমানে তো এই যে নুমা যেই কঠিন কাজটা শেষ করেছে, অমনি তাদেরকে ঠেলে সরিয়ে দেয়া হবে, তাই কি?'

'আপনাকে স্বীকার করতে হবে, অ্যাডমিরাল,' এলবার্ট নিকলসন কর্তৃত্বের সুরে বললেন, 'পানির নিচে যারা দায়িত্ব পালন করে এমন একটা আধা-সরকারী সংস্থার কাজ এটা নয়।'

রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁস করা যায় না, কাজেই এলবার্ট নিকলসনকে অ্যাডমিরাল বলতে পারলেন না যে পানির নিচে দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারটা আসলে নুমার একটা কাভার, তাঁরা আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিকলসনের কথাটা ঝেড়ে ফেললেন তিনি, বললেন, 'কাজটা আমরাই এতোদূর এগিয়ে নিয়ে এসেছি, বাকিটুকুও শেষ করতে না পারার আমি তো কোনো কারণ দেখছি না।'

'আমি দুঃখিত, অ্যাডমিরাল,' প্রেসিডেন্ট দৃঢ়তার সাথে বললেন। 'আমি ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বটা আপনার হাত থেকে নিয়ে পেন্টাগনকে দিতে চাই।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল। 'সেনাবাহিনী!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। 'আইডিয়াটা কার মাথা থেকে বেরিয়েছে?'

প্রেসিডেন্টের চোখে বিব্রত দৃষ্টি। পলকের জন্যে রাহাত খানের দিকে তাকালেন। 'নতুন প্ল্যানটা যাঁরই হোক, সিদ্ধান্ত আমার।'

'একজন বন্ধু হিসেবে বলছি,' এই প্রথম মুখ খুললেন রাহাত খান, প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাতে তিনি ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে মৌন সমর্থন জানালেন, 'ব্যাপারটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে। জর্জ, তোমরা যা আবিষ্কার করেছো তা শুধুমাত্র আর্কিওলজি নয়। ওই পাহাড়টার ভেতর এমন সব তথ্য থাকা সম্ভব, যা প্রকাশ পেলে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠতে পারে মধ্যপ্রাচ্যে। আবার, তথ্যগুলো কাজে লাগিয়ে, ওখানকার অশান্তি চিরকালের জন্যে দূর করাও সম্ভব হতে পারে।'

'আমরা চাইছি তথ্য যাই উদ্ধার হোক, আগে পরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে। অর্থাৎ গোটা অপারেশনটা ক্লাসিফায়েড হওয়া

দরকার।'

'ভেবে দেখেছো, তাতে বিশ বা একশো বছর লেগে যেতে পারে? ষোলো শো বছর আগের প্যাপিরাস, কি অবস্থায় আছে আমরা জানি না। ওগুলোর সংখ্যা সম্পর্কেও আমাদের কোনো ধারণা নেই।'

'তাই যদি হয়...,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে গেলেন প্রেসিডেন্ট।

অ্যাডমিরালের ব্রেকফাস্ট নিয়ে ভেতরে ঢুকলো স্টুয়ার্ড। খিদে নষ্ট হয়ে গেছে, হাত নেড়ে তাকে বিদায় করে দিলেন অ্যাডমিরাল। 'আসলে আমরা চাইছিটা কি? আলেকজাণ্ডারের হাড় গ্রীসের হাতে তুলে দিয়ে ওখানে আমাদের নৌ-ঘাঁটি রাখার মেয়াদ বাড়িয়ে নেবো? আমরা কি ইসরায়েলের ভয়ে মিশরের বা প্যালেস্টাইনের প্রাপ্য সোনা আর তেল খনির নকশা নষ্ট করে ফেলবো? আমার তো ধারণা, পাবলিককে ভয় পাওয়া উচিত নয়। তাদেরও জানার অধিকার আছে...।'

'আপনি যা ভয় করছেন, সেই একই ভয় আমরাও করছি, অ্যাড-মিরাল,' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'সেজন্যেই ব্যাপারটা গোপনে সারা দরকার। জনগণকে জানানোর ব্যাপারটা, হ্যাঁ, আপনার সাথে আমরা সবাই একমত—তারাও জানবে, তবে আমাদের তৈরি হবার আগে নয়।'

'তারা এরইমধ্যে জানে,' বলে কোটের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ বের করলেন অ্যাডমিরাল। 'আসার পথে কিনেছি। তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন, খবরটা আমি লালকালিতে দাগিয়ে রেখেছি।'

এলবার্ট নিকলসন কাগজটার ভাঁজ খুলে খবরটা পড়তে শুরু করলেন, বাকি সবাই মন দিয়ে শুনলেন।

"রোমানরা টেক্সাসে এসেছিল?
ওয়াশিংটন থেকে রয়টার: উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে যে প্রাচীন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী নামে খ্যাত শিল্পকর্ম ও জ্ঞানভাণ্ডারের বিপুল সম্পদ টেক্সাসের রিয়ো গ্র্যাণ্ড নদীর উত্তরে রোমায় মাটির নিচে আবিষ্কৃত হয়েছে।
মিঃ স্যামুয়েল জনসন নামে এক ভদ্রলোক গত কয়েক বছর ধরে যে-সব শিল্পকর্ম উদ্ধার করেছেন, প্রমাণ হয়েছে সেগুলো রোমান যুগের নির্ভেজাল নিদর্শন।
আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল গ্রীনল্যাণ্ডে একটা বাণিজ্যিক জাহাজ আবিষ্কৃত হবার পর···।"

পড়া বন্ধ করে চাপাকণ্ঠে গর্জে উঠলেন নিকলসন। 'লিক হয়ে গেছে! ফাঁস করে দিয়েছে কেউ।'

'কিন্তু কিভাবে···কে?' বিস্ময় প্রকাশ করলেন জিমি উইলফোর্স।

'উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা,' পুনরাবৃত্তি করলেন অ্যাডমিরাল। 'তারমানে হোয়াইট হাউসের কেউ, এমনকি তিনি একজন উপদেষ্টাও হতে পারেন।'

বিল হ্যারিংটন প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন, তাঁর গলা থমথমে শোনালো, 'গোটা এলাকায় হাজার হাজার লোক ভিড় করবে। আমার পরামর্শ, এলাকাটা ঘিরে ফেলার জন্যে সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দিন আপনি।'

জিমি উইলফোর্স মাথা ঝাঁকালেন। 'বাধা না দিলে ট্রেজার হাণ্টাররা সব ক'টা পাহাড় মাটির সাথে সমান করে দেবে।'

'ঠিক আছে, জিমি। জয়েন্ট চীফস-এর জেনারেল ফেরিকে লাইনে

ডাকো।'

দ্রুত পায়ে ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে স্টাডিরুমে চলে গেলেন জিমি উইলফোর্স, ঘরটা পাহারা দিচ্ছে সিক্রেট সার্ভিসের লোকজন, ভেতরে রয়েছে হোয়াইট হাউসের কমিউনিকেশন টেকনিশিয়ানরা।

'আমরা প্রচার করবো,' এলবার্ট নিকলসন বললেন, 'আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী না ছাই, যা কিছু পাওয়া গেছে সব ভুয়া।'

অ্যাডমিরাল কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাকে থামিয়ে দিয়ে বিল হ্যারিংটন বললেন, 'সেটা উচিত কাজ হবে না, মিঃ প্রেসিডেন্ট। আমেরিকান জনসাধারণকে মিথ্যে তথ্য দিলে তার পরিণতি ভালো হয় না। নিউজ মিডিয়া সন্দেহ করবেই, আপনার পিছনে উঠে পড়ে লাগবে তারা।'

অ্যাডমিরাল ক্লান্ত গলায় বললেন, 'জায়গাটা ঘিরে ফেলুন, তবে খোঁড়ার কাজ বন্ধ করবেন না বা পাবলিকের কাছে কিছু গোপন করবেন না।'

নিকলসনের দিকে ফিরে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'দুঃখিত, এলবার্ট। অ্যাডমিরালের কথায় যুক্তি আছে।'

'বেশ, ভালো,' খবরের কাগজে নাক ডুবিয়ে থাকলেন নিকলসন। 'উন্মাদ ম্যানুয়েল রিভেরা ব্যাপারটাকে যদি একটা ইস্যু বানাতে চায়, কি ঘটবে আমি ভাবতে চাই না।'

জীপের পিছনে রাখা জোড়া ধাতব বাক্সের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো স্যামুয়েল জনসন। 'কি যন্ত্র এটা ? নাম কি ?' একটা বাক্সে স্ক্রীন রয়েছে, স্ক্রীনে ফুটে উঠেছে মাটির নিচ থেকে ফিরে আসা শব্দতরঙ্গের ছবি। অপরটার সরু ফাটল থেকে বেরিয়ে আসছে চ্যাপ্টা

জিভ আকৃতির কাগজ।

'কেতাবী নাম, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রিফ্লেকশন প্রোফাইলিং সিস্টেম ফর সাবসারফেস এক্সপ্লোরেশন,' জবাব দিলো রানা। 'সোজা ভাষায়, এটা একটা গ্রাউণ্ড প্রোবিং রাডার ইউনিট।'

'রাডার পাথর আর মাটির ভেতরও কাজ করে?' বুড়োর চোখে সন্দেহ।

'এটা করে। দশ মিটার গভীরে কি আছে জানিয়ে দিতে পারে।'

'কি খুঁজছেন আপনি?'

'মাটি ও পাথর চাপা একটা গর্ত বা টানেল।'

'আসলটা বাদ দিয়ে, অন্য একটা পাহাড়ের পিছন দিকে কেন খুঁজছেন?' কৌতূহলের সীমা নেই জনসনের।

'ইউনিটটা পরীক্ষা করাও হচ্ছে,' বললো রানা, 'সেই সাথে ভেনাটর অন্য কোথাও কিছু রেখেছেন কিনা তা-ও জানা যাবে।'

বিশ মিটার পর পর একটা করে মার্কার রেখে ফিরে এলো জেনিথ। প্রোব ওয়াগন-এর হাতল ধরে মন্থরগতি জীপের পিছু পিছু চললো রানা। আকাশে হাল্কা মেঘ আছে, হলদেটে সূর্য, রোদের অত্যাচার সইতে হলো না। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল। লাঞ্চ খাবার কথা মনে থাকলো না কারো। মার্কার বসানো তিনটে পথের শেষেরটার মাঝখানে পৌঁছে থামলো জেনিথ, রেকর্ডিং পরীক্ষা করে নোট নিচ্ছে।

'গুড রিডিং?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'কিছু একটার কিনারায় পৌঁচেছি, ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে,' বললো জেনিথ, নিজের কাজে মশগুল।

এই সুযোগে জীপ থেকে স্যাণ্ডউইচ নিয়ে নেমে এলো জনসন,

বগলের নিচে বিয়ারের ক্যান। ক্ষণস্থায়ী বিরতির সময় রানা লক্ষ্য করলো, গনগোরা হিলের নিচে ছুটো-পাঁচটা করে গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। ওপরের ঢালে ছড়িয়ে পড়েছে লোকজন, প্রত্যেকের হাতে মেটাল ডিটেকটর।

জনসন ওদেরকে আগেই লক্ষ্য করেছে। 'প্রবেশ নিষেধ সাইনবোর্ড ঝুলিয়েও কাজ হয়নি। ছ'একজন হলে কথা ছিলো, এতো লোককে কি করে ঠেকানো সম্ভব!'

'কোথেকে আসছে ওরা?' জিজ্ঞেস করলো জেনিথ। 'প্রজেক্টের কথাটা এতো তাড়াতাড়ি জানলোই বা কিভাবে?'

সানগ্লাসের ওপর দিয়ে তাকালো জনসন। 'বেশিরভাগ স্থানীয় লোক। কেউ নিশ্চয়ই ফাঁস করেছে। কাল সকালের মধ্যে দেখবেন সবগুলো রাজ্য থেকে পিলপিল করে লোক আসতে শুরু করেছে।'

জীপ থেকে বেজে উঠলো টেলিফোনটা। রিসিভার তুললো জনসন। তারপর রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলো। 'ভাগ্নে, তোমার। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।'

রিসিভারে কথা বললো রানা, 'বলুন, অ্যাডমিরাল।'

'ছুরি মারা হয়েছে পিঠে। মাটি কাটার কাজ কেড়ে নিয়েছে ওরা। হোয়াইট হাউসের উপদেষ্টারা প্রেসিডেন্টকে রাজি করিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট গোটা অপারেশন তুলে দিয়েছেন পেন্টাগনের হাতে।'

'ব্যাপারটা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়,' শান্ত সুরে বললো রানা। 'কিন্তু পেন্টাগন কেন? আপনাদের দেশে আর্কিওলজিস্টদের অনেক সংগঠন আছে, এ-ধরনের কাজে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা একান্ত দরকার।'

'হোয়াইট হাউস প্যাপিরাসগুলো পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করতে চায়।

অন্যান্য দেশ মালিকানা দাবি করতে পারে, এই ভয়ে সবাই অস্থির।'

জীপের ছাদে ঘুসি মারলো রানা। 'সর্বনাশ! ওগুলো আজকের তৈরি কাগজ নাকি যে ট্রাক ভর্তি করে তুলে নিয়ে গিয়ে কোথাও গাদা করবে? ঠিকমতো যত্ন না নিলে বালির মতো ঝুরঝুরে হয়ে যাবে সব।'

'কে কার কথা শোনে!' ক্ষোভ প্রকাশ করলেন অ্যাডমিরাল। 'এদিকে আরেক কাণ্ড, হোয়াইট হাউস থেকে খবরটা ফাঁস হয়ে গেছে। মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে, টেক্সাসে পাওয়া গেছে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী।'

'সাইটে এরইমধ্যে ভিড় করছে মানুষ।'

'যা ভেবেছি!'

'জমিটা স্যামুয়েল জনসনের, আপনাদের সরকার এ-ব্যাপারে কি ভাবছে?'

'সংক্ষেপে, এমন একটা প্রস্তাব দেয়া হবে, স্যামুয়েল জনসন প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। দুঃখের কথা কি জানো, আমার বন্ধু অর্থাৎ তোমার বসও উপদেষ্টাদের সুরে সুর মিলিয়েছেন!'

'তাই নাকি?' মনে মনে রানা ভাবলো, নিশ্চয়ই ফিলিস্তিনী ও মিশরীরদের স্বার্থে মার্কিন কর্মকর্তাদের সাথে কোনো সমঝোতায় পৌচেছেন বস। 'দায়িত্ব বুঝে নেয়ার জন্যে কারা আসছে জানেন?'

'ফোর্ট হুড থেকে এক কোম্পানি আর্মি এঞ্জিনিয়ার। ইকুইপমেন্ট নিয়ে ট্রাকে করে পৌছুবে ওরা। হেলিকপ্টার নিয়ে পৌছুবে সিকিউরিটি ফোর্স, যে-কোনো মুহূর্তে, গোটা এলাকা সীল করার জন্যে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলো রানা। 'কাজ করতে না দিক, সাইটে আমাদের থাকার কোনো ব্যবস্থা হয় না?'

'উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারো? হোক সেটা কাভার স্টোরি।'

'হেনরি মারলিনকে বাদ দিলে, যারা খুঁড়তে আসবে তাদের চেয়ে আমি আর জেনিথ সার্চপার্টি হিসেবে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। দাবি করুন, প্রজেক্টের কনসালট্যান্ট হিসেবে আমাদের উপস্থিতি একান্ত দরকার। ব্যাকআপ হিসেবে ব্যবহার করুন জেনিথের অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন। ওদের বলুন, সারফেস আর্টিফ্যাক্টস-এর ওপর আমরা একটা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে চালাচ্ছি। যা খুশি বলুন, অ্যাডমিরাল, যেভাবে হোক হোয়াইট হাউসকে বোঝান সাইটে আমাদের থাকা দরকার।'

'দেখি কি করতে পারি,' বললেন অ্যাডমিরাল। আইডিয়াটা উৎসাহিত করে তুললেও, রানা আসলে কি করতে চাইছে সে-সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই। 'একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়াবে এলবার্ট নিকলসন। তবে, রাহাত যদি আমাদেরকে সমর্থন করে, কাজ হতে পারে।'

'বসকে তাহলে আমি কি চাইছি জানান।'

'ঠিক আছে।'

রিসিভারটা জনসনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে জেনিথের দিকে ফিরলো রানা। 'শুনলে তো? আমাদেরকে বাদ দেয়া হয়েছে।'

'সর্বনাশ হয়ে যাবে!' হাঁপিয়ে উঠে বললো জেনিথ। 'যোলো শো বছর ধরে পার্চমেন্ট আর প্যাপিরাস পাণ্ডুলিপিগুলো আণ্ডারগ্রাউণ্ড পড়ে রয়েছে, আঙুলের টোকা লাগলেও গুঁড়িয়ে যেতে পারে ওগুলো। আকস্মিক তাপমাত্রা পরিবর্তনেও ক্ষতি হতে পারে।'

জীপ থেকে বুড়ো জনসন জানতে চাইলো, 'কাজ তাহলে বন্ধ করে দেবো? এখুনি?'

'আরে না! আগে আসুকই না ওরা!' বললো রানা। 'দেখা যাক না কি হয়।'

*

আলেকজান্দ্রিয়ার ইয়ট ক্লাব, ডকে এসে থামলো মার্সিডিজটা। নিচে নেমে দরজা খুলে দিলো শোফার, পিছনের সিট থেকে বেরিয়ে এলো এলিয়ো ভ্যালেটা। সাদা লিনেনের স্যুট পরেছে সে, পাউডার-ব্লু শার্ট আর টাই, এই মুহূর্তে ম্যানুয়েল রিভেরার সাথে কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে না তার চেহারায়।

পথ দেখানোর জন্যে লোক আছে। পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলো এলিয়ো, অপেক্ষারত লঞ্চে চড়লো। নরম কুশনে হেলান দিয়ে বসলো সে, রওনা হয়ে গেল লঞ্চ।

হারবারের প্রবেশমুখ ছাড়িয়ে এলো লঞ্চ। প্রাচীন দুনিয়ার সপ্ত আশ্চর্যের একটা, বিখ্যাত লাইট হাউস, ফারোস অভ আলেকজান্ডার, ঠিক এখানটাতেই দাঁড়িয়ে ছিলো—একশো পঁয়ত্রিশ মিটার উঁচু। বিধ্বস্ত লাইটহাউসটাকে একটা দুর্গে রূপান্তরিত করা হয়, ধ্বংসাবশেষ হিসেবে রয়ে গেছে অল্প কয়েকটা পাথর।

হারবার ছাড়িয়ে, দীর্ঘ সৈকতে নোঙর করেছে একটা বড় ইয়ট, সে-টার দিকে এগোলো লঞ্চ। ওটার ডেকে আগেও কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করেছে এলিয়ো ভ্যালেটা। সে জানে, পঁয়তাল্লিশ মিটার লম্বা ওটা। ত্রিশ নট গতিতে ছুটতে পারে।

ইয়টের পাশে থামলো লঞ্চ। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো এলিয়ো। খোলা সিল্ক শার্ট, শর্টস আর স্যাণ্ডেল পরা এক লোকের সাথে দেখা হলো। পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো ওরা।

'ওয়েলকাম, ব্রাদার,' ইটুরি ভ্যালেটা বললো। 'অনেক দিন পর দেখা হলো।'

'তোমাকে বেশ মোটাতাজা লাগছে, ইটুরি। তোমার আর মোস্তফা

কামালের ওজন সম্ভবত আট পাউণ্ড বেড়েছে।'

'বারো।'

'মোল্লাদের ড্রেস না পরায়, বিশ্বাস করো, অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোমাকে,' হাসলো এলিয়ো।

কাঁধ ঝাঁকালো ইটুরি। 'মোস্তফা কামালের অ্যারাবিয়ান ড্রেস আর পাগড়ি ক্লান্ত করে তুলেছে আমাকে।' পিছিয়ে গিয়ে ভাইকে খুঁটিয়ে দেখলো সে। 'তোমাকেও তো আমি আযটেক দেবতার ড্রেসে দেখছি না।'

'ম্যানুয়েল রিভেরা সাময়িক ছুটিতে আছে,' থেমে ডেকের দিকে ইঙ্গিত করলো এলিয়ো। 'তুমি দেখছি আংকেল পিটচিনির বোটটা ধার করেছো।'

'ড্রাগ ব্যবসা বাদ দেয়ার পারিবারিক সিদ্ধান্তের পর এটা তিনি ব্যবহার করেন না বললেই চলে।' ঘুরে দাঁড়ালো ইটুরি ভ্যালেন্টা, ভাইকে নিয়ে ডাইনিং সেলুনের দিকে এগোলো। 'এসো, লাঞ্চ তৈরি হয়ে আছে। শ্যাম্পেনের স্বাদ নিতে শিখেছো জেনে আংকেল পিট-চিনির কাছ থেকে কয়েকটা বোতলও চেয়ে এনেছি।'

ডাইনিং সেলুনে ঢুকে ভাইয়ের হাত থেকে একটা গ্লাস নিলো এলিয়ো। 'আমি ভেবেছিলাম প্রেসিডেন্ট ইসমাইল তোমাকে গৃহবন্দী করে রেখেছে।'

'দেখতে হবে তো গৃহটা কার!' হেসে উঠলো ইটুরি। 'ওটা আমি কিনেইছিলাম গোপন একটা টানেল আছে বলে। মাটির নিচ দিয়ে একশো মিটার গেছে ওটা, উঠেছে একটা মেকানিকের রিপেয়ার শপে।'

'সেটার মালিকও তুমি।'

'অবশ্যই।'

এলিয়ো তার গ্লাসটা উঁচু করলো। 'মা ও বাবার পুণ্য স্মৃতি এবং তাদের রাজকীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে।'

মাথা ঝাঁকালো ইটুরি। 'যদিও এই মুহূর্তে সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনাটা আমার দ্বারা মিশরে নয়, বরং তোমার দ্বারা মেক্সিকোয় বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনাই বেশি দেখা যাচ্ছে।'

'লেডি মেরিয়েটা নাটকের জন্যে তোমাকে দায়ী করা যায় না। পরিবারের তরফ থেকে পরিকল্পনাটা অনুমোদন করা হয়। আমেরিকানদের চালাকি সম্পর্কে আগে থেকে কিছু আন্দাজ করা সত্যি ভারি কঠিন।'

'নাটকটা পণ্ড করে দেয়ার পিছনে আমেরিকানদের খুব একটা কৃতিত্ব নেই,' গম্ভীর সুরে বললো ইটুরি। 'কানে আসছে, মাসুদ রানা নামে এক বাস্টার্ড নাকি সব গোলমালের জন্যে দায়ী। আমাকে আসলে ডুবিয়েছে আল দাউদ। অপারেশনটা সামলাতে পারেনি সে। দুঃখ এই যে আমি তাকে নিজের হাতে শাস্তি দিতে পারলাম না।'

'কেউ বাঁচেনি?'

'পারিবারিক এজেন্টরা রিপোর্ট করেছে, বেশিরভাগই মারা গেছে, আল দাউদ ও গ্যালেরন সহ। কয়েকজনকে বন্দী করা হয়েছে, তবে তারা কেউ আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু জানে না।'

'সেক্ষেত্রে নিজেদেরকে আমরা ভাগ্যবান ধরে নিতে পারি। গ্যালেরন আর দাউদ নিহত হওয়ায়, দুনিয়ার কোনো ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আমাদেরকে ছুঁতে পারবে না। ওরা দু'জনেই একমাত্র লিঙ্ক ছিলো।'

'প্রেসিডেন্ট ইসমাইল দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছে, তা না হলে আমাকে গৃহবন্দী করতো না।'

'তা ঠিক,' একমত হলো এলিয়ো। 'তবে নিরেট প্রমাণ ছাড়া তোমার বিরুদ্ধে কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে-চেষ্টা করলে তোমার ভক্ত আর অনুসারীরা দাঁড়িয়ে যাবে, ঠেকিয়ে দেবে যে-কোনো ট্রায়াল। পরিবারের তরফ থেকে পরামর্শ হলো, ধৈর্য ধরে চুপচাপ থাকো, এই ফাঁকে তোমার শক্তির ভিতগুলো শক্ত করে নাও। অন্তত একটা বছর কোনো শব্দ করো না, দেখোই না কোন্ দিকে বাতাস বয়।'

'বাতাস এখন শুধু ইসমাইল, উম্মে সালিহা আর কায়সার আজিজের পিঠে লাগবে,' তিক্তকণ্ঠে বললো ইটুরি।

'আরে, রসো। ধর্মীয় উন্মাদনা কি জিনিস বোঝোই তো। মোল্লা-মৌলবীদের যদি ঠিকমতো উত্তেজিত করতে পারো, ওরাই তোমাকে মিশরের পার্লামেন্টে বসাবে। এই আফিম আজও বিক্রি হয়, বিপুল চাহিদা আছে, আর সেজন্যেই তো আমাদের দু'ভাইকে জিনিসটা বিলি করতে পাঠানো হয়েছে।

চোখ কুঁচকে এলিয়োর দিকে তাকালো ইটুরি। 'আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর গুপ্তধন আবিষ্কার হলে ঘটনার গতি সম্ভবত খানিকটা দ্রুত হতো।'

'শেষ খবরটা পড়েছো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো এলিয়ো।

'হ্যাঁ, আমেরিকানরা দাবি করছে স্টোরেজ চেম্বারটা নাকি টেক্সাসে পেয়েছে তারা।'

'প্রাচীন জিওলজিকাল চার্টগুলো হাতে পেলে তোমার খুব কাজে লাগবে। তেল ও সোনার খনি পাওয়া গেলে, মিশরের অর্থনীতি বদলে দেয়ার সমস্ত কৃতিত্ব নিজের বলে দাবি করতে পারবে তুমি।'

'সম্ভাবনাটা নিয়ে ভেবেছি,' বললো ইটুরি। 'আমেরিকানদের

যতোটুকু চিনি, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর সম্পদ নিয়ে দর কষাকষি করবে ওরা, আর মিশরের প্রাপ্য জিনিসগুলো থেকে সামান্য কিছু পাবার জন্যে ওদের হাতে-পায়ে ধরবে ইসমাইল। আমি জনগণকে সাথে নিয়ে দাবি তুলতে পারি, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর সমস্ত সম্পত্তি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের, কাজেই আংশিক নয়, সবটুকু চাই আমাদের।' বাঁকা হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে। 'ইসলামের ইতিহাস এক-আধটু রঙ চড়িয়ে আর পবিত্র কোরানের ব্যাখ্যায় সামান্য হের-ফের ঘটিয়ে জেহাদের ডাক দিলেই সাধারণ ধর্মভীরুরাও ইসমাইলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।'

হেসে উঠলো এলিয়ো। 'ভাষণ দেয়ার সময় সাবধান। তিনশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টানরা হয়তো বেশিরভাগ পার্চমেন্ট আর প্যাপিরাস পুড়িয়ে ফেলেছিল, তবে লাইব্রেরীটাকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয় মুসলমানরা ছয়শো ছেচল্লিশ সালে।'

ইরানের ক্যাভিয়ার আর স্কটল্যাণ্ডের স্মোকড স্যামন পরিবেশন করলো একজন ওয়েটার। খাওয়ার সময় কয়েক মিনিট চুপচাপ থাকলো দুই ভাই।

তারপর ইটুরি বললো, 'লাইব্রেরীর সম্পদ দখল করার গুরুদায়িত্ব তোমার কাঁধে পড়েছে, আশা করি ব্যাপারটা তুমি উপলব্ধি করতে পারছো?'

শ্যাম্পেন ভর্তি গ্লাসের কিনারা দিয়ে ইটুরির দিকে তাকালো এলিয়ো। 'তুমি আমার সাথে কথা বলছো, নাকি ম্যানুয়েল রিভেরার সাথে?'

হেসে উঠলো ইটুরি। 'রিভেরার সাথে।'

গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখলো এলিয়ো, তারপর ধীরে ধীরে হাত

তুটো মাথার তু'পাশে খাড়া করলো, যেন সিলিঙের একটা পোকাকে ধরতে চায়। তার চোখে সম্মোহিত দৃষ্টি ফুটে উঠলো, উদাত্তকণ্ঠে শুরু করলো সে, 'আমরা হাজারে হাজারে মাথাচাড়া দেবো। আমরা মাথাচাড়া দেবো লাখে লাখে। লক্ষ জনতা, কিন্তু এক দেহ এক প্রাণ। জনতা আমরা নদী পেরুবো। নদী পেরিয়ে আমাদের ভূমি থেকে উদ্ধার করবো প্রাচীন সম্পদ। ওই জমি আমাদের, কারণ আমেরিকানরা ওটা আমাদের কাছ থেকে চুরি করে নিয়েছিল। হয়তো বহু-লোক প্রাণ হারাবে, কিন্তু সেটা হবে আত্মত্যাগ। দেবতারা চান, ন্যায্য অধিকার সূত্রে যা মেক্সিকানদের, তা প্রাণ বিসর্জন দিয়ে হলেও উদ্ধার করতে হবে।' হাত নামিয়ে লাজুক হাসি হাসলো সে। 'তবে একটু মাজা-ঘষা করতে হবে!'

'বুঝতে পারছি, আমার ভাষণের ভাবটুকু ধার করছো তুমি।'

'ভাইয়ের কাছ থেকে ধার করায় লজ্জা কি।' মুখে চামচ ভর্তি ক্যাভিয়ার পুরলো এলিয়ো। 'ভারি মজার জিনিস। ট্রাক বোঝাই করে ক্যাভিয়ার দাও, আমার অরুচি হবে না। লাইব্রেরীর গুপ্তধন দখল করলাম, তারপর কি?'

'আমি শুধু ম্যাপগুলো চাই। বাকি যা কিছু সরিয়ে আনা যাবে, তু'চারটে পারিবারিক মিউজিয়ামের জন্যে রেখে, কালোবাজারে সব বিক্রি করে দেয়াই ভালো। তুমি কি বলো?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে এলিয়ো বললো, 'তাই হবে।'

ট্রে হাতে ফিরে এলো ওয়েটার। ট্রে-তে গ্লাস, ব্র্যাণ্ডির বোতল আর সিগারের বাক্স রয়েছে।

ধীরেসুস্থে একটা সিগার ধরালো ইটুরি। ধোঁয়া ছেড়ে চোখ কোঁচ-কালো সে, ভাইয়ের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালো। 'লাইব্রেরীর

সম্পদ কিভাবে তুমি দখল করবে ভেবেছো কিছু?'

'আমার প্ল্যান ছিল, ক্ষমতায় আসার পর নিরস্ত্র জনতাকে সাথে নিয়ে সীমান্ত পথে আমেরিকার দিকে মিছিল করে যাবো। ক্ষমতায় যাবার আগে একটা রিহার্সেল হয়ে গেলে মন্দ কি।' গ্লাসের ভেতর ব্র্যাণ্ডিটুকু ঘন ঘন নাড়লো এলিয়ো। 'আমার রাজনৈতিক দলের কর্মীরা শহরের বস্তিবাসী আর গ্রামের বেকার চাষীদের উত্তেজিত করবে। সীমান্তের দিকে রওনা হবার জন্যে প্রত্যেক লোককে পথ-খরচা দেয়া হবে। অবশ্য, গরীব মানুষদের মনে একবার দেশপ্রেমের আগুন ধরিয়ে দিতে পারলে আর কিছু লাগে না। দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষকে নিয়ে আসার জন্যে ট্রাক আর বাসের ব্যবস্থা করা হবে। পাঁচ থেকে সাত লাখ লোক, রিয়ো গ্র্যাণ্ডে, আমাদের তীরে, অনায়াসে জড়ো করতে পারবো আমি।'

'আমেরিকানরা বাধা দেবে না?'

'টেক্সাসের প্রতিটি সৈনিক, সীমান্তরক্ষী আর শেরিফ অসহায় দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে, মিছিল বা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পারবে না। প্রথম সারিতে মহিলা আর শিশুদের রাখবো আমি, ওরাই সবার আগে ব্রিজ আর নদী পেরুবে। আমেরিকানরা আধ-মাতাল বা বলতে পারো ভাবপ্রবণ জাত। ভিয়েৎনামে গ্রামবাসীদের খুন করতে পারলেও, নিজেদের দোরগোড়ায় নিরস্ত্র শিশু ও মহিলাদের পাইকারী হারে খুন করতে পারবে না। দুনিয়াজুড়ে অমানবিক বলে নিন্দা করা হবে, ওদের এই ভয়টারও সুযোগ নেবো আমি। গুলি করার নির্দেশ দেয়ার সাহস করবে না প্রেসিডেন্ট। আর একবার সীমান্ত পেরোতে পারলে, লাখ লাখ মানুষ চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, কে ওদেরকে ঠেকায়! রোমায় পৌছানো পানির মতো সহজ। যে পাহাড়ে গুপ্তধন

আছে সেটা তারা ঘিরে ফেলবে।'

'আর ম্যানুয়েল রিভেরা তাদেরকে নেতৃত্ব দেবে?'

'আর আমি তাদেরকে নেতৃত্ব দেবো।'

'কিন্তু চেম্বারটা কতোক্ষণ তুমি দখল করে রাখতে পারবে?' প্রশ্ন করলো ইটুরি।

'পার্চমেণ্ট আর প্যাপিরাস যদি বিপুল পরিমাণে থাকে, কাঁধে করে সব নিয়ে আসা সম্ভব নয়। প্রাচীন ভাষা বোঝে এমন অনুবাদক থাকবে আমাদের সাথে। পড়ে দেখবে তারা, শুধু যে-গুলো খনির সন্ধান দেবে সেগুলো নেবো আমরা। তাতে সময় যাই লাগুক, ওখানে আমরা টিকে থাকতে পারবো।''

'কয়েক হপ্তা লাগতে পারে,' চিন্তিত ভাবে বললো ইটুরি। 'অতো সময় তুমি পাবে না, এলিয়ো। আমেরিকান সৈন্যরা গুলি না করেও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারবে। কয়েক দিনের মধ্যে মেক্সিকান-দের সীমান্তের দিকে ঠেলে দেবে তারা।'

হাসলো এলিয়ো। 'কিন্তু আমি যদি লাইব্রেরীর সমস্ত সম্পদ পুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিই?' একটা ন্যাপকিন তুলে নিয়ে আলতো ভাবে ঠোঁট মুছলো সে। 'ইতিমধ্যে বোধহয় আমার জেটে ফুয়েল ভরা হয়ে গেছে। মেক্সিকোয় ফিরে গিয়ে আমি বরং কর্মীদের নির্দেশ দিই।'

এলিয়োর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো ইটুরি। 'প্ল্যানটা সত্যি ভালো। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে তোমার সাথে একটা চুক্তিতে আসতে বাধ্য হবে আমেরিকানরা। সত্যি খুব ভালো লাগছে।'

'আমার আরো বেশি ভালো লাগছে, এই প্রথম কোনো বিদেশী রাষ্ট্র আক্রমণ করতে যাচ্ছে আমেরিকাকে।'

উনিশ

প্রথম দিন তারা এক হাজার দু'হাজার করে এলো, পরদিন এলো দশ হাজার বিশ হাজার করে। গোটা উত্তর মেক্সিকোর মানুষ উত্তেজনায় টগবট করে ফুটছে, শুরু হয়ে গেছে ব্যানার আর ফেস্টুন শোভিত লং মার্চে কে কার আগে যোগ দেবে তারই তীব্র প্রতিযোগিতা। প্রতিটি ব্যানারে আযটেক দেবতার পাশে রয়েছে মানুয়েল রিভেরার বিশাল প্রতিকৃতি, নিচে লেখা—'দেবতাদের আশীর্বাদ পুষ্ট মেক্সিকোর ত্রাণ-কর্তা ম্যানুয়েল রিভেরার ডাকে সাড়া দিন, দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে যোগ দিন।' সীমান্তের দিকে মানুষের যেন ঢল নেমেছে। হাজার হাজার বাস আর ট্রাক ভর্তি লোকজন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রওনা হয়ে গেছে। সমস্ত যানবাহন আর মিছিলের একটাই গন্তব্য—রোমার উল্টোদিকে, নদীর আরেক ধারে, ধুলো ঢাকা মিগুয়েল এলমান শহর। রাস্তায় রাস্তায় যানজট লেগে গেল। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ায় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীকে ডেকে পাঠানো হলো, কিন্তু সংখ্যায় কম বলে মিছিলের স্রোতে খড়কুটোর মতো ভেসে গেল তারাও। সীমান্তরক্ষীরা সংখ্যায় আরো কম, নীরব

দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া তাদেরও কিছু করার থাকলো না।

জরুরী মিটিং ডাকলেন প্রেসিডেন্ট অগাস্টিন মোরেনো। সিদ্ধান্ত হলো, যে-কোনোভাবে এই জলস্রোতকে থামাতে হবে। সেনাবাহিনী-কে তিনি নির্দেশ দিলেন, রাস্তা বন্ধ করো। কিন্তু সেনাবাহিনী দেখলো, এরচেয়ে বরং জলোচ্ছ্বাস থামানো অনেক সহজ। সমস্ত প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, বাধ্য হয়ে গুলি চালালো সৈনিকরা। সামনের মিছিল থেকে পঁয়তাল্লিশ জন মানুষ লুটিয়ে পড়লো রাস্তার ওপর, বেশিরভাগই নারী ও শিশু। লাশের ওপর দিয়ে ধেয়ে এলো উত্তে-জিত জনতা, যেন মৌমাছির চাকে ঢিল পড়েছে।

ম্যানুয়েল রিভেরার কালো হাতে খেলনা পুতুল হয়ে উঠলেন অগা-স্টিন মোরেনো। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো খবরটা, সেনাবাহিনী নিরীহ নারী ও শিশুদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। আর যায় কোথায়, রাজধানী মেক্সিকো সিটি সহ বড় বড় সব শহরে আগুন জ্বলে উঠলো। পুলিশ, সরকার সমর্থক আর সেনাবাহিনীর সাথে দাঙ্গা বেধে গেল উত্তেজিত জনতার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিলেন প্রেসি-ডেন্ট। হোয়াইট হাউসে বিশেষ বার্তা পাঠিয়ে নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে দিলেন তিনি। দুঃখ করে বললেন, সেনাবাহিনীর অনেক লোকও মিছিলে যোগ দিয়েছে।

সমস্ত বাধা নির্মূল করে দিয়ে রিয়ো গ্র্যাণ্ডের দিকে ছুটলো উন্মত্ত জনতা।

গোটা অপারেশনটা সুচারুভাবে পরিচালনা করার জন্যে প্রফে-শনাল প্ল্যানার-দের ভাড়া করেছে ভ্যালেটা পরিবার। এলিয়ো ভ্যালে-টার অনুসারী ও কর্মীবাহিনী পাঁচ বর্গ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে একটা

তাবু শহর তৈরি করলো, সারি সারি রান্নাঘর থাকলো সেখানে, খাবার পরিবেশনের জন্যে নিয়োগ করা হলো কয়েক হাজার লোককে। পয়ঃ-নিষ্কাশন ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি থাকলো না, ভিড়ের চাপে ও সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা করার জন্যে রাস্তার ধারে তাঁবুর ভেতর তৈরি থাকলো মেডিকেল ইউনিটগুলো। লাখ লাখ মানুষের মিছিল ও সমাবেশের কথা মনে রেখে সম্ভাব্য সমস্ত সমস্যা সুরাহা করার ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি নেই। জনতার স্রোতে এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয় যারা এতো উন্নতমানের খাবার জীবনে আর কখনো খায়নি বা এ-ধরনের সযত্ন চিকিৎসা পায়নি। শুধু রাস্তার ধুলো আর গাড়ির ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করা গেল না।

নদীর কিনারা ব্যানার দিয়ে সাজানো হয়েছে। সেগুলোয় লেখা, 'আমেরিকা আমাদের মাটি চুরি করেছে', 'আমাদের জমি আমরা ফেরত চাই', 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক', 'আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর মালিক মেক্সিকানরা' ইত্যাদি। শ্লোগানগুলো ইংরেজি, স্প্যানিশ ও প্রাচীন নাহুয়াটল ভাষায় উচ্চারিত হলো। জনসমুদ্রের ভেতর উপস্থিত হলো ম্যানুয়েল রিভেরা, বজ্রকণ্ঠে আমেরিকার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলো সে। প্রচণ্ড আবেগ ও উত্তেজনায় ফুঁসে উঠলো জনতা।

রোমা শহরে ছড়িয়ে পড়লো আতংক। শহরের অধিবাসীরা ভয়ে রাজ্যের ভেতর দিকে সরে গেল। বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও টিভিনেট-ওঅর্কের কর্মীরা ভিড় করলো সীমান্তে। চব্বিশটা টিভি ক্যামেরা নিয়ে ভ্যান ও ট্রাকের একটা বহর থেমেছে নদীর কিনারায়, সীমান্তের ওপারে যা ঘটছে তার ছবি তুলতে ব্যস্ত ক্যামেরাম্যানরা।

মেক্সিকোর দিকেও, সমাবেশের ছবি তোলা হচ্ছে, সাক্ষাৎকার নেয়া

হচ্ছে লোকজনের। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে কি বলতে হবে, প্রত্যেক পরিবার প্রধানকে ভালোভাবে শিখিয়ে-পড়িয়ে রেখেছে ম্যানুয়েল রিভেরার রাজনৈতিক কর্মীরা। চোখে পানি নিয়ে পরিবারের কর্তারা বলছে, তারা ক্যালিফোর্নিয়া, আরিজোনা, নিউ মেক্সিকো আর টেক্সাসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চায়। কর্তার সুরে সুর মেলালো ক্রন্দনরতা স্ত্রী ও কন্যা। সারা দুনিয়ার টিভি নিউজে দেখানো হলো সে-সব দৃশ্য।

গম্ভীর আর অচঞ্চল থাকলো শুধু মার্কিন সীমান্ত টহল-বাহিনী। গুজব আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা জানতো একটা হুমকি মোকাবিলা করতে হতে পারে। তাদের সবচেয়ে বড় ভয়টাই বাস্তব চেহারা নিয়ে সামনে হাজির হয়েছে। নিজেদের দায়িত্ব থেকে তারা বিচ্যুত হবে না, অপেক্ষা করছে নির্দেশের।

সীমান্ত টহল-বাহিনীকে অস্ত্র তাক করার নির্দেশ দেয়া একটা দুর্লভ ঘটনা। বেআইনী অনুপ্রবেশকারীর সাথে মানবিক আচরণ করে তারা, সীমান্ত রেখার ওপারে আবার তাকে চলে যেতে বলার সময় ভদ্র ব্যবহার করে। আজ তারা নদীর কিনারায় অবস্থান গ্রহণ করেছে। তাদের অটোমেটিক রাইফেল ও বিশটা ট্যাংক নদীর ওপারে, মেক্সিকোর দিকে তাক করা।

সৈনিকরা সবাই তরুণ হলেও সম্মুখ-যুদ্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। মুশকিল হলো, তারা কেউ নিরস্ত্র সিভিলিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করেনি। অস্বস্তি বোধ করার সেটাই কারণ।

কমাণ্ডিং অফিসার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বিউগল বার্গার, ট্যাংক ও আর্মারড কার দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করেছেন ব্রিজের ওপর। তবে এ-ধরনের বাধা সম্পর্কে আগেই ধারণা করেছিল ম্যানুয়েল

রিভেরা। নদীর কিনারায় গিজ গিজ করছে নানা আকৃতির ছোটো বোট, কাঠের ভেলা, ট্রাকের টিউব। দুশো মাইলের মধ্যে ছোটো নৌ-যান যা পাওয়া গেছে সব জড়ো করা হয়েছে সীমান্ত বরাবর। নদীর ওপর রশি ফেলা হয়েছে, যারা সাঁতরে পার হবে তাদের জন্যে। আর আছে বাঁশের তৈরি সাঁকো। জনতার প্রথম মিছিলটা ওগুলো বয়ে নিয়ে যাবে ওপারে।

প্রথম ধাক্কায়, জেনারেল বিউগল বার্গারের ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা হিসেব করলো, বিশ হাজার লোক নদী পেরুবে। এই হিসেবে শুধু জলযানে করে যারা আসবে তাদের সংখ্যা ধরা হয়েছে। সাঁতার কেটে কতো আসবে বলা সম্ভব নয়। তাঁর একজন মেয়ে এজেন্ট একটা ডাইনিং ট্রেইলারে ঢুকে ম্যানুয়েল রিভেরার সহকারীদের কথাবার্তা শুনেছে। রেডিওযোগে পাঠানো মেসেজে জানিয়েছে সে, সন্ধ্যার পর জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবে তাদের আধুনিক আযটেক দেবতা। ম্যানুয়েল রিভেরার সেই ভাষণ শুনে মেক্সিকানরা উন্মাদ হয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভাষণ থামার পরপরই শুরু হবে সীমান্ত পেরোনোর কাজ। তবে কোন্ দিন সন্ধ্যার পর তা সে জানতে পারেনি।

ভিয়েৎনামে তিনবার দায়িত্ব পালন করেছেন বিউগল বার্গার। বিনা নোটিসে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা উন্মত্ত নারী ও পুরুষদের হত্যা করার তিক্ত অভিজ্ঞতা আজও ভুলে যাননি তিনি। মেক্সিকানরা নদী পেরুতে শুরু করলে তাদের মাথার ওপর ফাঁকা গুলি করার নির্দেশ দিয়েছেন সৈনিকদের।

তাতে যদি তারা না থামে, সৈনিক হিসেবে নিজের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন বিউগল বার্গার। যতোই রক্তপাত ঘটুক না কেন, মারা যাক নারী ও শিশু, নির্দেশ পেলে নির্বিচারে গুলিবর্ষণের আদেশ

দেবেন তিনি।

টেলিস্কোপটা শখের জিনিস, ছাদে শুয়ে মাঝে মধ্যে তারা দেখে স্যামুয়েল জনসন। সেটা চেয়ে নিয়ে তার দোকানের ছাদে উঠে পড়েছে রানা।

পশ্চিম পাহাড় সারির পিছনে ঢলে পড়েছে সূর্য, দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছে চারদিকে। হঠাৎ করে রিয়ো গ্র্যাণ্ডের অপর তীর উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো উজ্জ্বল আলোর বন্যায়। একসাথে জ্বলে উঠলো অসংখ্য বহুরঙা ফ্লাডলাইট, কোনোটা অন্ধকার আকাশের গায়ে নকশা তৈরি করলো, কোনোটা শহরের মাঝখানে খাড়া করা উঁচু টাওয়ারের গায়ে স্থির আলো ফেললো।

রঙচঙে কাপড় ও পাখির পালক দিয়ে মাথা ঢাকা একটা মূর্তির ওপর স্থির হলো রানার দৃষ্টি। নব ঘুরিয়ে মূর্তিটাকে আকারে বড় করলো ও। টাওয়ারের মাথায়, সরু একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে সে। পরনে হাঁটু ঢাকা সাদা আলখেল্লা। তার হাত নাড়া আর লাফ-ঝাঁপ লক্ষ্য করে রানা অনুমান করলো, বক্তৃতা দিচ্ছে।

'কে হতে পারে লোকটা?' জিজ্ঞেস করলো রানা, নির্দিষ্ট কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়। সার্ভের ফলাফল, আণ্ডারগ্রাউণ্ড প্রোফাইল রেকর্ডিং পরীক্ষা করছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ও জেনিথ। 'অদ্ভুত কাপড় পরে আছে, ভাব দেখে মনে হচ্ছে লোকজনকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে সে।'

মুখ তুলে রানার দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'কে আবার হবে, নিশ্চয়ই ভুয়া রিভেরা।'

নিজের দেশে এ-ধরনের চরিত্র আগেও দেখেছে রানা, কোটি কোটি

লোককে বোকা বানিয়ে চলেছে। তবে, ভুয়া তারা একাধিক অর্থে।

জেনিথ জানতে চাইলো; 'লক্ষণ দেখে কি বুঝছো, আজ রাতে ওরা সীমান্ত পেরুবে ?'

টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে মাথা নাড়লো রানা। 'সব কিছু গুছিয়ে আনার জন্যে অমানুষিক পরিশ্রম করছে ওরা। আমার ধারণা, আরো আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় নেবে। কাঁচা কাজ করার লোক রিভেরা নয়।'

'ম্যানুয়েল রিভেরা ওর আসল নাম নয়,' রানাকে জানালেন অ্যাডমিরাল। 'ওর আসল নাম এলিয়ো ভ্যালেটা।'

'ব্যবসাটা ভালোই ধরেছে,' মন্তব্য করলো রানা।

দুটো আঙুল খাড়া করলেন অ্যাডমিরাল, দুটোর মাঝখানে এক ইঞ্চির মতো ব্যবধান। 'এটুকু দূরত্ব পেরোতে পারলেই মেক্সিকো দখল করে নেবে এলিয়ো।'

'নদীর ওপারে ওই সমাবেশ যদি কোনো লক্ষণ হয়, লোকটা আমেরিকার গোটা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল দাবি করে বসবে।'

দাঁড়ালো জেনিথ, কোমরে হাত রেখে আড়মোড়া ভাঙলো। 'কাজ ছেড়ে দিয়ে এই বসে থাকা, একদম ভাল্লাগছে না। সব কাজ আমরা করলাম, আর কৃতিত্ব চলে যাচ্ছে সামরিক এঞ্জিনিয়ারদের ভাগে। খোঁড়াখুঁড়ির কাজ দেখতে দিতেও আপত্তি ওদের, জনসন সাহেবের সম্পত্তি থেকে সরে আসতে বাধ্য করলো। ওরা মানুষকে যেন মানুষ বলেই গণ্য করে না।'

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে হাসলো রানা ও অ্যাডমিরাল, কেউ কোনো মন্তব্য করার ঝুঁকি নিলো না।

কলমের মাথাটা চিবাচ্ছে জেনিথ। 'রাহাত খান, তোমার বস,

তিনিই বা কেন যোগাযোগ করছেন না?'

'কি জানি!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল। 'রানা কি চায় আমি তাকে জানিয়েছি। বললো, যা হোক একটা ব্যবস্থা করবে সে।'

'হোয়াইট হাউসে কি ঘটছে জানতে পারলে ভালো হতো,' বিড়-বিড় করলো জেনিথ। 'প্রেসিডেন্ট বা উপদেষ্টাদের যতোই বন্ধু হোন ভদ্রলোক, তিনি তো আর আমেরিকান নন, তার ওপর কালা আদমি ও তৃতীয় বিশ্বের একজন আধা-সরকারী কর্মকর্তা, তাঁর কাছ থেকে খুব একটা কিছু আশা করা বোকামি।'

তিক্ত হলেও, কথাগুলো সত্যি। কেউ কোনো মন্তব্য করলো না। তবে, আবার দৃষ্টি বিনিময় হলো অ্যাডমিরাল ও রানার মধ্যে। এবারও দু'জনের ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি ফুটলো।

অ্যাপ্রন পরে ছাদে উঠে এলো স্যামুয়েল জনসন। 'স্যুপ যে ঠাণ্ডা হয়ে এলো!' উত্তরে কেউ কিছু বলার আগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে রাস্তার ওপর এক সার আলো দেখতে পেলো সে। 'সন্দেহ নেই, আরেকটা আর্মি কনভয়,' ঘোষণার সুরে বললো সে। 'দাড়িওয়ালা জেনারেল রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, গাড়ি বা ট্রাকের এ-পথে আসার কথা নয়।'

পাঁচটা ট্রাক দেখতে পেলো ওরা, সামনে একটা জীপ। পিছনের ট্রাকটা টেনে আনছে ইকুইপমেন্ট বোঝাই লম্বা এক ট্রেইলর-কে, ক্যান-ভাস দিয়ে ঢাকা। কনভয়টা বাঁক নিয়ে গনগোরা হিলে এঞ্জিনিয়ারদের ক্যাম্পের দিকে বা সোজা পথে রোমার দিকে গেল না। জীপের পিছু পিছু ট্রাকগুলো চলে এলো জনসন'স মিউজিয়ামের ড্রাইভওয়ে-তে, থামলো গ্যাস পাম্প আর দোকানের মাঝখানে। জীপ থেকে নিচে নেমে চারদিকে তাকালো আরোহীরা, কাকে যেন খুঁজছে।

তিনটে চেনামুখ দেখতে পেলো রানা। দু'জন ইউনিফর্ম পরে আছে, অপরজন পরেছে সোয়েটার আর ডেনিম। ছাদের কার্নিস থেকে সানশেডে নামলো রানা, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। সানশেডের কিনারা ধরে ঝুলে পড়লো ও। কোনো শব্দ করেনি। কিনারা ছেড়ে দিতেই লোকগুলোর মাঝখানে ঝুপ করে পড়লো, আহত পায়ে ব্যথা লাগায় গুঙিয়ে উঠলো। রানা যেমন ওদেরকে এখানে দেখে অবাক হয়েছে, ওরাও তেমনি হঠাৎ করে রানাকে দেখে বিস্মিত হলো।

'আকাশ থেকে পড়ার অভ্যেসটা দেখছি তোমার গেল না।' দু'কান বিস্তৃত হাসি নিয়ে বললো বেন নেলসন। ফ্লাডলাইটের আলোয় রক্তশূন্য, ম্লান দেখালো তার চেহারা, স্লিঙে ঝুলছে একটা হাত। তবে হাসিখুশি ভাব আর মনের জোর আগের মতোই অটুট আছে তার।

'সে অভিযোগ তো আমারও।'

সামনে এগিয়ে এলো কর্নেল মার্টিন। 'ভাবিনি এতো তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে আমাদের।'

'আমিও না,' যোগ করলো মেজর রক।

ওদের বাড়ানো হাতগুলো এক এক করে মুচড়ে দেয়ার সময় আকস্মিক স্বস্তির একটা পরশ অনুভব করলো রানা। 'যদি বলি তোমাদের দেখে খুশি হয়েছি, তালকে তিল করার একটা উদাহরণ হবে সেটা। জানতে পারি, আপনারা এখানে কেন?'

'লেডি মেরিয়েটা মিশন সম্পর্কে রিপোর্ট দেয়া মাত্র শেষ করেছি,' ব্যাখ্যা করলো কর্নেল, 'এই সময় অর্ডার হলো, টিম রেডি করে এখানে হাজিরা দিতে হবে, মেঠোপথ ধরে। গোটা ব্যাপারটা চুপি চুপি সারার জন্যে বারবার সতর্ক করা হয়েছে। ক্লাসিফায়েড, ক্লাসিফায়েড! আমাকে বলা হয়েছে, আমি রিপোর্ট করার পর শুধু আমাদের উপ-

স্থিতি সম্পর্কে জানতে পারবেন ফিল্ড কমাণ্ডার।'

'অর্ডারটা কোত্থেকে পেলেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'জয়েন্টস চীফ অভ স্টাফ-এর দফতর থেকে। ভেতরের কাহিনী সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই, তবে প্রস্তুতি নেয়ার সময় দেখলাম আপনার বস দফতর থেকে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন— আংকেলকে তেমন অপ্রসন্ন মনে হলো না।'

হাসি গোপন করে রানা বললো, 'এখানে ফিল্ড কমাণ্ডার কে জানেন? ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বিউগল বার্গার।'

'জানি, স্টীল-ট্র্যাপ বার্গার। আট বছর আগে ন্যাটোয় তাঁর অধীনে কাজ করেছি। এখনো তাঁর ধারণা, শুধু আর্মার দিয়েই যুদ্ধে জেতা যায়।'

'আপনার ওপর দায়িত্বটা কি?'

'আপনার ও ডঃ কর্নেলিয়াসের প্রজেক্ট যাই হোক, আপনাদের অ্যাসিস্ট করা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন রাহাত আংকেলের সাথে পরামর্শ করে সরাসরি পেন্টাগনে রিপোর্ট করবেন। ব্যস, এইটুকুই জানি আমি।'

'হোয়াইট হাউসের কথা উঠছে না?'

'কাগজে কিছু লেখা হয়নি,' অ্যাডমিরাল ও জেনিথের দিকে তাকালো কর্নেল, সিঁড়ি বেয়ে এইমাত্র নেমে এসেছেন ওরা।

বেন নেলসনকে আলিঙ্গন করলো জেনিথ, অ্যাডমিরালকে নিজের পরিচয় জানালো মেজর রক। রানাকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল কর্নেল।

'এখানে আসলে ঘটছেটা কি বলুন তো?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো সে। 'সার্কাস?'

ঠোঁট টিপে হাসলো রানা। 'খুব একটা ভুল বলেননি!'

'আমার স্পেশাল ফোর্সের কাজটা কি হবে ?'

'ওরা যখন এসে পড়বে,' বললো রানা, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলো ও, 'আপনার কাজ হবে পাহাড়টা উড়িয়ে দেয়া।'

ভার্জিনিয়া থেকে মাটি কাটার বিরাট এক যন্ত্র 'ব্যাক-হো' নিয়ে এসেছে স্পেশাল অপারেশনস্ ফোর্স। মার্কার পতাকা গাঁথা ঢালের ওপর উঠে এলো সেটা। দশ মিনিট চেষ্টা করার পর যন্ত্রটা কিভাবে চালাতে হয় শিখে ফেললো রানা। আড়াই মিটার চওড়া বালতিতে করে পাথর আর মাটি সরানোর কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।

এক ঘণ্টাও লাগলো না, ছ'মিটার গভীর আর বিশ মিটার লম্বা একটা ট্রেঞ্চ তৈরি করা হলো পাহাড়টার পিছন দিকের ঢালে। এই সময় বাধা পড়লো কাজে। তীর বেগে আগে আগে এলো একটা স্টাফ কার, পিছনে ট্রাক ভর্তি সশস্ত্র সৈনিকের দল।

স্টাফ কারের চাকা পুরোপুরি থামেনি, লাফ দিয়ে নিচে নামলো খাড়া মেরুদণ্ড নিয়ে একজন ক্যাপটেন। 'এটা একটা নিষিদ্ধ এলাকা,' চিবুক উঁচু করে ধমকের সুরে বললো সে। কাল আমি নিজে আপনাদের এদিকে আসতে নিষেধ করেছি। ইকুইপমেণ্ট নিয়ে চলে যান, এখুনি চলে যান।'

ব্যাক-হোর সিট থেকে ধীরেসুস্থে নামলো রানা, ট্রেঞ্চের কিনারায় দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ভেতরে তাকালো, ক্যাপটেন বা সৈনিকদের উপস্থিতি সম্পর্কে যেন সচেতন নয়।

লাল হয়ে উঠলো ক্যাপটেনের চেহারা। সার্জেন্টের উদ্দেশ্যে হুংকার ছাড়লো সে, 'সার্জেন্ট ডাভ, তোমার লোকজনকে তৈরি হতে বলো, এলাকা থেকে সিভিলিয়ানদের সরিয়ে দিতে হবে।'

ধীরে ধীরে ঘুরলো রানা, মৃদু হাসলো। 'দুঃখিত, আমরা কোথাও যাচ্ছি না।'

হাসলো ক্যাপটেনও, তবে সেটা তাচ্ছিল্যের হাসি। 'তিন মিনিট, মিস্টার। ইকুইপমেন্ট নিয়ে কেটে পড়ার জন্যে তিন মিনিট সময় দেয়া হয়েছে আপনাদের।'

'কাগজ-পত্র দেখবেন না? এখানে আমাদের থাকার অধিকার আছে কিনা জানতে চান না?'

'কাগজটা জেনারেল বার্গারের সই করা না হলে, আমি বলবো, আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন।'

'আপনার জেনারেলের চেয়েও ক্ষমতাবান একজন সই করেছেন যে।'

'তিন মিনিট,' উপহাসের সুরে বললো ক্যাপটেন। 'তারপর আপনাদেরকে আমি জোর করে সরিয়ে দেবো।'

জেনিথ, নেলসন আর অ্যাডমিরাল বসে আছেন ছায়ার ভেতর, জনসনের জীপে। ঘটনাটা উপভোগ করার জন্যে এগিয়ে এলো সবাই। শুধু হন্টার আর টাইট শর্টস পরে আছে জেনিথ। এক লাইনে দাঁড়ানো সৈনিকদের চোখের সামনে সুস্বাদু পাকা ফলের মতো হাঁটাহাঁটি শুরু করলো সে। প্রতিটি সৈনিক গিলছে তাকে।

ধীরে ধীরে মেজাজ গরম হচ্ছে রানার। 'আপনারা মাত্র বারোজন, ক্যাপটেন। বারোজন এঞ্জিনিয়ার, সব মিলিয়ে একশো ঘণ্টা কমব্যাট ট্রেনিংও পাননি। আমাকে সাহায্য করছে চল্লিশজন, তাদের যে-কোনো দু'জন ত্রিশ সেকেণ্ডেরও কম সময়ে আপনাদের সব ক'টাকে শুইয়ে দিতে পারবে। আমি আবেদন করছি না, ওদের নিয়ে আপনাকে ফিরে যেতে বলছি।'

শান্তভাবে এদিক-ওদিক তাকালো ক্যাপটেন। রানার এক পাশে

জেনিথকে সৈনিকদের সামনে হাঁটাহাঁটি করতে দেখলো সে। আকাশের দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্তভঙ্গিতে বড় একটা চুরুট ফুঁকছেন অ্যাডমিরাল। তাঁর পাশে গোবেচারা চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরেকজন, স্লিঙের সাথে ঝুলছে একটা হাত, তাকে আগে কখনো দেখেনি সে। দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালো। 'সার্জেন্ট, লোকগুলোকে এই মুহূর্তে ঝেঁটিয়ে বিদায় করো।' গলার রগ ফুলে উঠলো তার।

সৈনিকরা দু'পা এগোবার আগেই, যেন ভোজবাজির মতো উদয় হলো কর্নেল মার্টিন। আশপাশের কালচে সবুজ ও পাথুরে ধূসর পরিবেশের সাথে তার ক্যামোফ্লেজড্ ব্যাটল ড্রেস ও গ্রিজ মাখানো হাত দুটো বিশ্বস্ততার সাথে প্রায় হুবহু সঙ্গতি বজায় রেখেছে। মাত্র পাঁচ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে, ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর প্রায় গোটা শরীরটাই আড়াল করা।

'আমরা কি কোনো সমস্যায় পড়েছি?' ক্যাপটেনকে জিজ্ঞেস করলো সে, খোশগল্পের সুরে।

মুখ ঝুলে পড়লো ক্যাপটেনের, তার সৈনিকরা স্থির হয়ে গেল। কয়েক পা সামনে বাড়লো সে, কর্নেলকে ভালো করে দেখলো। কিন্তু এমন কোনো চিহ্ন চোখে পড়লো না যা দেখে পদ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। 'কে আপনি?' কড়া সুরে জিজ্ঞেস করলো সে। 'কোন আউটফিটের?'

'কর্নেল ডিগ মার্টিন, স্পেশাল অপারেশনস্ ফোর্স।'

'ক্যাপটেন গডফ্রে হিল, স্যার—চারশো পাঁচ এঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়ান।'

স্যালুট বিনিময় হলো। বাগিয়ে ধরা অটোমেটিক অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে

থাকা এঞ্জিনিয়ারদের দিকে ইঙ্গিত করলো কর্নেল। 'তুমি ওদেরকে স্ট্যাণ্ড-অ্যাট-রেস্ট-এর অর্ডার দিতে পারো।'

আকাশ থেকে পড়া অচেনা একজন কর্নেলকে কিভাবে গ্রহণ করবে, ঠিক বুঝতে পারলো না ক্যাপটেন। 'জিজ্ঞেস করতে পারি, কর্নেল, স্পেশাল ফোর্সের একজন অফিসার এখানে কি করছে?'

'ওরা আর্কিলজিক্যাল সার্ভে চালাচ্ছে, আমরা লক্ষ্য রাখছি কেউ যাতে ওদেরকে বিরক্ত না করে।'

'আপনাকে মনে করিয়ে না দিয়ে উপায় নেই, স্যার, যে নিষিদ্ধ ঘোষিত মিলিটারী জোনে সিভিলিয়ানদের প্রবেশ করার অনুমতি নেই।'

'ধরো, যদি বলি, এখানে থাকার পূর্ণ অধিকার ওদের আছে?'

'দুঃখিত, কর্নেল। জেনারেল বিউগল বার্গার সরাসরি অর্ডার করেছেন আমাকে। তাঁর নির্দেশে কোনো অস্পষ্টতা নেই। ব্যাটালিয়ানের সদস্য নয় এমন কেউ এই এলাকায় প্রবেশ করতে পারবে না, তাদের মধ্যে আপনিও পড়েন, স্যার।'

'তারমানে ধরে নিতে পারি, আমাকেও তুমি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাও?'

'জেনারেল বার্গারের সই করা অনুমতি-পত্র যদি দেখাতে না পারেন,' নার্ভাস ভঙ্গিতে বললো ক্যাপটেন হিল। 'নির্দেশ দেয়া হলে, সেটা আমি পালন করি।'

'গোঁয়ার্তুমি করলে তোমার বিপদ হবে, ক্যাপটেন। কিসে নিজের ভালো হবে সেটা আরেকবার চিন্তা করে দেখো।'

'প্লিজ, নো ট্রাবল, কর্নেল।'

'তাহলে যা বলছি করো। লোকদের নিয়ে বেসে ফিরে যাও, পিছন

ফিরে তাকাবার কথা চিন্তা পর্যন্ত করো না।'

বিতর্কটা উপভোগ করছিল রানা, তবে চেহারায় অনিচ্ছার একটা ভাব নিয়ে ওদের দিকে পিছন ফিরলো ও, ঢাল বেয়ে নেমে গেল ট্রেঞ্চে। পায়ের নিচের আলগা মাটি সরাতে শুরু করলো। অলস পায়ে এগিয়ে এসে ট্রেঞ্চের কিনারায় দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল, তাঁর পাশে নেলসন। দু'জনেই রানার কাজ দেখছে।

এখনো ইতস্তত করছে ক্যাপটেন হিল। পদের দিক থেকে অনেক ছোটো সে, কিন্তু তাকে দেয়া নির্দেশটা পরিষ্কার। সিদ্ধান্ত নিলো, সে যে ভূমিকা নিয়েছে সেটাই সঠিক। তদন্ত হলে জেনারেল বার্গার তাকে সমর্থন করবেন।

এলাকাটা খালি করার জন্যে সার্জেন্টকে নির্দেশ দিতে যাচ্ছে সে, তার আগেই ঠোঁটে হুইসেল তুলে বাজিয়ে দিলো কর্নেল মার্টিন।

হরর ফিল্মেই শুধু এ-ধরনের দৃশ্য দেখা যায়, কবর থেকে একযোগে উঠে দাঁড়ায় অতৃপ্ত আত্মারা। এতোক্ষণ যেগুলোকে ঝোপ-ঝাড় বলে মনে হচ্ছিলো, হঠাৎ সেগুলো সটান দাঁড়িয়ে পড়লো খাড়া হয়ে। সচল ঝোপগুলো দ্রুত ক্যাপটেন আর তার সৈনিকদের ঘিরে ফেললো একটা অর্ধবৃত্তের ভেতর।

অগ্নিদৃষ্টি হানলো কর্নেল মার্টিন। 'বুম্‌ম্‌, তুমি মারা গেছো!'

ক্যাপটেন হিলের জেদ চুরমার হয়ে গেল। 'আমি...আমি অবশ্যই রিপোর্ট করবো···জেনারেল বার্গারের কাছে···,' হাঁপাতে শুরু করলো সে।

'করবে বৈ কি,' ঠাণ্ডা সুরে বললো কর্নেল। 'তাকে তুমি আরো রিপোর্ট করবে, আমি যে নির্দেশ পেয়েছি সেটা এসেছে জয়েন্ট চীফস-এর জেনারেল ফেরির কাছ থেকে। পেন্টাগনের সাথে যোগাযোগ করে

সত্যতা যাচাই সম্ভব। সিভিলিয়ান বা আমরা, গনগোরা ছিলে তোমরা যে কাজ করছো তাতে বাধা দিতে আসিনি এখনো। বা, নদীর কিনারায় জেনারেল যে দায়িত্ব পালন করছেন, তাতেও নাক গলাবার কোনো ইচ্ছে আমাদের নেই। আমাদের কাজ হলো রোমান সারফেস আর্টিফ্যাক্টস খুঁজে বের করা ও সংরক্ষণ করা, হারিয়ে বা চুরি হয়ে যাওয়ার আগে। ডু ইউ রিড, ক্যাপটেন?'

'বুঝেছি, স্যার,' জবাব দিলো ক্যাপটেন হিল, চঞ্চল দৃষ্টিতে স্পেশাল ফোর্সের ঝোপ ঢাকা সদস্যদের দেখছে। রঙ লাগানো মুখ-গুলোয় কোনো ভাব ফোটেনি।

'পেয়েছি! আরেকটা পেয়েছি!' ট্রেঞ্চ থেকে রানার চিৎকার ভেসে এলো।'

সবাইকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন অ্যাডমিরাল। 'কিছু একটা আবিষ্কার করেছে ও!'

অধিকার নিয়ে ঝগড়াটা ভুলে যাওয়া হলো, দু'দলের সব ক'জন ভিড় করলো ট্রেঞ্চের কিনারায়। ট্রেঞ্চের মেঝেতে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে রয়েছে রানা, লম্বা একটা ধাতব বস্তুর গা থেকে আলগা মাটি পরিষ্কার করছে। কাজটা শেষ করতে প্রায় দু'মিনিট সময় নিলো ও। তারপর, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ধরিয়ে দিলো জেনিথের হাতে।

রাগ বা রেষারেষি দূর হয়েছে, সবাই আগ্রহের সাথে তাকিয়ে থাকলো জেনিথের দিকে। গভীর মনোযোগের সাথে জিনিসটা পরীক্ষা করছে ডঃ কর্নেলিয়াস। 'চতুর্থ শতাব্দীর তলোয়ার, সমস্ত রোমান বৈশিষ্ট্য উপস্থিত,' ঘোষণা করলো সে। 'সামান্য মরচে ছাড়া প্রায় অক্ষতই বলা যায়।'

'মে আই?' জিজ্ঞেস করলো কর্নেল।

তলোয়ারটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলো জেনিথ, দুহাত দিয়ে সেটার হাতলটা শক্ত করে ধরলো কর্নেল, ফলাটা মাথার ওপর খাড়া করে তুললো। 'ভেবে দেখো, একবার শুধু কল্পনা করো, শেষ যে লোক এটা ধরেছিল সে ছিলো রোমান সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক।' সতর্কতার সাথে তলোয়ারটা ক্যাপটেনের হাতে ধরিয়ে দিলো সে। 'অটোমেটিক ফায়ারআর্মের বদলে এটা দিয়ে যুদ্ধ করতে কেমন লাগবে তোমার?'

'বুলেট খেতে রাজি,' চিন্তিত সুরে বললো হিল, 'কচু-কাটা হতে আপত্তি আছে।'

কাছাকাছি ক্যাম্পে ফিরে গেল এঞ্জিনিয়াররা। তারা অদৃশ্য হতেই কর্নেলের দিকে ফিরলো রানা। 'আপনাদের ক্যামোফ্লেজ সত্যি দারুণ। গোটা টিমের মধ্যে আমি মাত্র তিনজনকে চিনতে পেরেছি।'

'আমার রীতিমতো ভৌতিক লাগছিল পরিবেশটা,' বললো জেনিথ। 'জানি আপনারা সবাই চারপাশে আছেন অথচ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না!'

নির্ভেজাল লজ্জা পেলো কর্নেল, কাঁধ দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেল।

'সত্যি নিখুঁত,' কর্নেলের হাত মুচড়ে দিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল। 'এখন শুধু বেচারা ক্যাপটেনের রিপোর্ট জেনারেল বার্গার গিললে হয়,' মন্তব্য করলো নেলসন।

'যদি শোনার মতো সময় দিতে পারেন,' বললো রানা। 'তাঁর সামনে লাখখানেক শত্রু নদী পেরুবার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের সাথে লাগালাগি করার সময় কোথায় তাঁর?'

'রোমান তলোয়ারটা নিয়ে কি করা হবে?' আবার সেটা মাথার

ওপর খাড়া করে ধরলো কর্নেল।

'যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাবে, মামা জনসনের মিউ-জিয়ামে।'

ঝট করে রানার দিকে তাকালো কর্নেল, চোখ বিস্ফারিত। 'এটা আপনি ট্রেঞ্চে পাননি?'

'না।'

'মাই গড! আপনি দেখছি আমাকেও বোকা বানিয়েছেন!'

রানা ভাব দেখালো, কথাটা যেন শুনতে পায়নি। সামান্য হেঁটে চূড়ার ওপর উঠে এলো ও, ঢাল ছাড়িয়ে মেক্সিকোর দিকে নেমে গেল ওর দৃষ্টি। ষোলো ঘণ্টা আগে যেমন দেখেছিল, তাঁবুর সংখ্যা আজ তার দ্বিগুণ হয়েছে। কাল রাতে, ভাবলো ও। ঝড়ের লাগাম কাল রাতে ছাড়বে রিভেরা। বাঁ দিকে ঘুরলো ও, একটু বেশি উঁচু গনগোরা হিলের দিকে তাকালো।

চারদিন আগে জেনিথ যেখানে আন্দাজ করেছিল, ঠিক সে-জায়গা-তেই মাটি খুঁড়ছে আর্মি এঞ্জিনিয়াররা। দুটো আলাদা জায়গায় খুঁড়ছে ওরা। মাথায় ঝুল-পাথরের ছাদ নিয়ে একটা টানেল আগে থেকেই আছে, সেটার বন্ধ মুখ থেকে মাটি কাটা হচ্ছে। দ্বিতীয়টা খোলা একটা মাইন, পাহাড়ের পাশে গভীর একটা গর্ত, ভেতরে ঢোকার জন্যে আবর্জনা পরিষ্কার ও পথটা চওড়া করা হচ্ছে। খুবই ঢিলে তালে এগোচ্ছে কাজ, কারণ বেশিরভাগ এঞ্জিনিয়ারকে সীমান্তে ডেকে নিয়ে-ছেন জেনারেল বার্গার।

ঢাল বেয়ে নেমে এলো রানা। থামলো কর্নেলের সামনে। 'আপ-নার সেরা ডিমোলিশন এক্সপার্ট কে?'

'গোটা আর্মিতে সেরা এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট মেজর রক। কেন?'

জবাব না দিয়ে রানা বললো, ‘দু’কিলোগ্রাম সি-সিক্স নাইট্রোগ্লিসারিন জেল চাই আমার।’

অবাক দৃষ্টিতে রানাকে দেখলো কর্নেল। ‘দু’কিলো সি-সিক্স? দশ কিলোয় একটা যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেয়া যায়। কি চাইছেন আপনি জানেন? জানেন নাইট্রোজেন সিক্স শক-হ্যাযারডাস?’

‘আরো চাই অনেকগুলো স্পটলাইট,’ বলে গেল রানা। ‘ওগুলো আমরা কোনো রক-কনসার্ট গ্রুপের কাছ থেকে ধার করতে পারবো। স্পটলাইট, স্ট্রোবলাইট আর কান-ফাটানো অডিও ইকুইপমেন্ট।’ এরপর জেনিথের দিকে ফিরলো ও। ‘তোমার কাজ হলো, একজন কাঠ মিস্ত্রী যোগাড় করা, তাকে একটা বাক্স বানাতে হবে।’

‘ফর গডস সেক, এ-সব দিয়ে কি করবে তুমি?’ কৌতূহলে হাঁপিয়ে উঠলো জেনিথ।

‘সে তুমি বুঝবে না,’ গুঙিয়ে ওঠার সুরে টিটকারী মারলো নেলসন।

‘পরে আমি ব্যাখ্যা করবো,’ এড়িয়ে গেল রানা।

‘শুনে আমার পাগলামি মনে হচ্ছে,’ ভুরু কুঁচকে বললো জেনিথ।

কমিয়ে বলেছে জেনিথ, ভাবলো রানা। ওর প্ল্যানটা পাগলামিরও বাড়া। তবে, আপাতত সবাইকে অন্ধকারে রাখতে হবে। ও যে মঞ্চে অভিনয় করতে চায়, সে-কথা বলার সময় এখনো আসেনি।

বিশ

গায়ে ট্যাক্সি লেখা ভলভো গাড়িটা আলেকজান্দ্রিয়ার কাছাকাছি মোস্তফা কামালের প্রাসাদতুল্য ভিলার গাড়ি-পথে থামলো। প্রেসিডেন্ট ইসমাইলের ব্যক্তিগত নির্দেশে মিশরীয় আর্মি গার্ডরা পাহারায় রয়েছে গেটে। গাড়িটা থেকে কাউকে নামতে না দেখে সতর্ক হয়ে উঠলো তারা।

পিছনের সিটে বসে আছে আল দাউদ, তার চোখ আর চোয়ালে মোটা ব্যাণ্ডেজ। নীল সিল্কের আলখেল্লা পরে আছে সে, মাথায় ছোটো আকারের লাল পাগড়ি। সান্টা ইনেজ দ্বীপ থেকে পালাবার পর আর্জেন্টিনার মার ডেল প্লাটা শহরের একজন সার্জেনের হাতে দু'ঘণ্টার জন্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল সে। তারপর একটা প্রাইভেট জেট ভাড়া করে মহাসাগর পেরিয়ে চলে এসেছে শহরের বাইরে ছোটো একটা এয়ারপোর্টে।

খালি চোখের কোটরে কোনো ব্যথা নেই, কাজ হয়েছে ওষুধে। তবে গুঁড়িয়ে যাওয়া চোয়াল নিয়ে কথা বলতে এখনো তার জান বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়। গোটা অস্তিত্বে আচ্ছন্ন, ঘুম ঘুম ভাব থাকলেও তার মন আর মাথা আগের মতোই নির্দয় দক্ষতার সাথে কাজ করছে।

'আমরা পৌঁছে গেছি,' ড্রাইভারের সিট থেকে বললো এখলাস।

কল্পনার চোখে মোস্তফা কামালের ভিলাটা দেখতে পেলো দাউদ, এতো পরিষ্কারভাবে, যেন চক্ষুষ্মান একজন লোক ভিলার ভেতর দিয়ে হাঁটছে। 'জানি,' মৃদুকণ্ঠে বললো সে।

'এ-কাজ আপনার না করলেও চলে, জনাব।'

'আর কোনো ভয় নেই আমার, আর কোনো আশা নেই,' শান্ত গলায়, ধীরে ধীরে বললো দাউদ, প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করতে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করলো। 'এ আল্লাহরই ইচ্ছা।'

দরজা খুলে নিচে নামলো এখলাস, দাউদকে নামতে সাহায্য করলো। গাড়ি-পথ ধরে কয়েক পা সামনে এনে দাঁড় করালো তাকে। 'আপনার পাঁচ মিটার সামনে গেট, জনাব,' থেমে থেমে, আবেগে বুজে আসা গলায় বললো এখলাস। দাউদকে বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলো সে। 'বিদায়, জনাব। আপনার কথা আমি কখনো ভুলবো না।'

'প্রতিজ্ঞা রক্ষা করো, বিশ্বস্ত বৎস। শিষ্যদের মধ্যে তুমিই আমার সবচেয়ে প্রিয়। বেহেশতের বাগানে আবার আমাদের দেখা হবে।'

দ্রুত ঘুরলো এখলাস, হন হন করে ফিরে এলো গাড়ির কাছে। স্থির পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকলো দাউদ, এক সময় দূরে মিলিয়ে গেল এঞ্জিনের আওয়াজ। এবার সে ধীর পায়ে গেটের দিকে এগোলো।

'এই যে, অন্ধ, থামো ওখানে!' নির্দেশ দিলো একজন গার্ড।

'আমি আমার ভাগ্নের সাথে দেখা করতে এসেছি। আমার ভাগ্নে, মোস্তফা কামাল।'

গার্ড তার এক সঙ্গীর উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকালো। গার্ডহাউসে ঢুকে

আবার বেরিয়ে এলো সঙ্গী, হাতে বিশজনের একটা তালিকা। 'বলছেন মামা। কি নাম আপনার?'

ছদ্মবেশী হিসেবে জীবনের শেষ অভিনয়টা উপভোগ করছে দাউদ। পুরনো উপকারের শোধ চেয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক কর্নেলের কাছ থেকে কিছু লোকের একটা তালিকা পেয়েছে সে, মোস্তফা কামালের ভিলায় যাদের প্রবেশাধিকার আছে। তালিকা থেকে এমন একজনকে বেছে নিয়েছে, সাথে সাথে তার সাথে যোগাযোগ করার উপায় নেই। 'নাসির আহমেদ।'

'এখানে আপনার নাম আছে তা ঠিক, তবে পরিচয়-পত্র দেখাতে হবে।' দাউদের জাল করা কাগজ-পত্র পরীক্ষা করলো গার্ড, ব্যাণ্ডেজ ঢাকা চেহারার সাথে ফটোর মিল খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে। 'আপনার মুখের এই অবস্থা হলো কি করে?'

'আল মনসুরা বাজারে একটা গাড়ি-বোমা ফেটেছে, শোনোনি?'

'শুনবো না কেন!' রাগের সাথে বললো গার্ড। 'ফাটিয়েছে তো আপনার ভাগ্নের লোকেরাই।' সঙ্গীর দিকে ফিরলো সে, 'মেটাল ডিটেকটর আওয়াজ না করলে, পথ দেখিয়ে বাড়ির ভেতর দিয়ে এসো।'

মেটাল ডিটেকটরে কিছু ধরা পড়লো না।

সামনের দরজা, তৃপ্তির সাথে ভাবলো দাউদ। মোস্তফা কামালের সাথে দেখা করার জন্যে আজ তাকে পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে না। দুঃখ এই যে তাদের দেখা হবার সময় মোস্তফা কামালের চেহারাটা সে দেখতে পাবে না।

বড় হলঘরে নিয়ে আসা হলো দাউদকে। পাথরের একটা বেঞ্চে বসলো সে।

'অপেক্ষা করুন এখানে।'

দাউদ শুনতে পেলো, গেটে ফিরে যাবার আগে কার সাথে যেন নিচু গলায় ফিসফিস করলো গার্ড। কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকলো সে। তারপর পায়ের আওয়াজ ঢুকলো কানে। শব্দটা এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ, কঠিন একটা গলা শোনা গেল, 'আপনি নাসির আহমেদ?'

গলার আওয়াজটা সাথে সাথে চিনতে পারলো দাউদ। 'হ্যাঁ,' সহজ সুরে জবাব দিলো সে। 'তোমাকে আমি চিনি?'

'আমাদের দেখা হয়নি। আমার নাম মুশাররফ মালিক, জনাব কামালের বৈপ্লবিক কাউন্সিলের লিডার।'

'আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি আমি,' সাথে সাথে বললো দাউদ। ভাবলো, তুমি শালা চিরকাল আমার পিছনে লেগে আছো। আমার ভাগ্য ভালো যে চিনতে পারোনি। 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে গর্ববোধ করছি।'

'আসুন,' দাউদের একটা হাত ধরে বললো মুশাররফ মালিক। 'আপনাকে আমি জনাব কামালের কাছে নিয়ে যাই। তাঁর ধারণা, এখনো আপনি বাগদাদে রয়েছেন মিশনের কাজে। আপনি যে আহত হয়েছেন তিনি বোধহয় জানেন না।'

'তিন দিন আগে আমার ওপর হামলা করা হয়েছে,' অবলীলায় মিথ্যে বলে গেল দাউদ। 'আজই সকালে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছি, প্লেন ধরে সোজা চলে এসেছি ভাগ্নের সাথে দেখা করার জন্যে।'

'আপনার এই অবস্থা দেখে দুঃখ পাবেন জনাব কামাল। তবে, অসময়ে এসেছেন আপনি।'

'তার সাথে আমার দেখা হবে না ?'

'তিনি নামাজে দাঁড়িয়েছেন।'

এতো ভোগান্তির মধ্যেও গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করলো দাউদের। ধীরে ধীরে সচেতন হলো সে, কামরায় আরেকজন উপস্থিত রয়েছে। 'কিন্তু তার সাথে আমার দেখা না করলেই যে নয়!'

'যা বলার আমাকে বলতে পারেন, নাসির আহমেদ,' নামটা ব্যঙ্গের স্বরে উচ্চারণ করলো মুশাররফ মালিক। 'আপনার কথা জনাব কামালের কাছে পৌছে দেবো আমি।'

'মোস্তফাকে বলুন, আমি তার মিত্র সম্পর্কে একটা খবর নিয়ে এসেছি।'

'মিত্র ? কে ?'

'ম্যানুয়েল রিভেরা।'

নামটা যেন ঘরের বাতাসে অনন্তকাল ধরে ঝুলে থাকলো। জমাট বাঁধলো নিস্তব্ধতা। তারপর, হঠাৎ সেটা খান খান হলো নতুন একটা কণ্ঠের ভারি আওয়াজে।

'মরে গিয়ে দ্বীপটাতেই ভূত হয়ে থাকা উচিত ছিলো তোমার, দাউদ,' তিরস্কার করলো মোস্তফা কামাল।

স্থির থাকলো দাউদ। আক্রোশ আর ক্রোধের লাগামে ঢিল পড়তে দিলো না; বুদ্ধি আর সর্বশেষ শক্তিটুকু এই মুহূর্তের জন্যে ধরে রেখেছে সে। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে অলিঙ্গন করবে সে। পঙ্গু, অসহায়, অন্ধকারময় জীবন তার জন্যে নয়। প্রতিশোধই হতে পারে জীবনের শেষ অর্জন। 'কি করে মরি, জনাব ? আপনার সামনে দাঁড়িয়ে শেষবার ক্ষমা না চেয়ে কি করে মরি!'

'বন্ধ করো তোমার প্রলাপ! ন্যাকামি তোমাকে মানায় না! আবার ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে আসা হয়েছে। খোলো ওসব! নাসিরের ছদ্মবেশ নিতে গিয়ে কি কাণ্ড করেছো তুমি নিজেও জানো না। রীতিমতো হাস্যকর লাগছে তোমাকে।'

দাউদ জবাব দিলো না। ধীরে ধীরে ব্যাণ্ডেজটা খুলতে শুরু করলো সে। সবটুকু খুলে ফেলে দিলো মেঝেতে।

আঁতকে উঠলো মোস্তফা কামাল। নিজের অজান্তেই এক পা পিছু হটলো সে, দাউদের বিকৃত চেহারায় চুম্বকের মতো আটকে থাকলো তার দৃষ্টি।

মুশাররফ মালিকের গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল। রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত মানুষের শরীর আগেও তাকে অদ্ভুত এক শিহরণ উপহার দিয়েছে।

'আপনার সেবা করতে গিয়ে,' ধীরে ধীরে বললো দাউদ, 'এই মূল্য দিতে হয়েছে আমাকে।'

'তুমি বেঁচে আছো কি করে?' জিজ্ঞেস করলো মোস্তফা কামাল, তার গলা কেঁপে গেল।

'আমার বিশ্বস্ত ভক্ত এখলাস দ্বীপটায় দু'দিন লুকিয়ে রাখে আমাকে। নিজের হাতে কাঠের একটা ভেলা তৈরি করে সে। স্রোত আমাদের টেনে নিয়ে যায় একটানা দশ ঘণ্টা। আল্লাহ মেহেরবান, চিলির একটা ফিশিং বোট আমাদের তুলে নিয়ে নামিয়ে দেয় তীরে, সেখান থেকে প্লেনে করে চলে আসি মার ডেল প্লাটা-য়। ওখান থেকে প্লেন চার্টার করে মিশরে পৌঁছুতে তেমন অসুবিধে হয়নি।'

'মৃত্যু তোমার সাথে পেরে উঠছে না,' বিড়বিড় করে বললো মোস্তফা কামাল।

'কিন্তু বুঝতে পারছো তো,' ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করলো মুশাররফ

মালিক, 'এখানে এসে নিজের ডেথ ওয়ারেণ্টে সই করেছো তুমি?'

'আমি অন্ধ হলেও, বুদ্ধি হারাইনি।'

'মোহাম্মদ আল দাউদ,' বিষণ্ণ সুরে বললো মোস্তফা কামাল। 'তার সময়ের শ্রেষ্ঠ আততায়ী, যাকে যমের মতো ভয় করতো সি. আই. এ. আর কে. জি. বি.। অসমসাহস আর অতুলনীয় চাতুর্যের পরিচয় দিয়ে গত দুই দশকের বহুল আলোচিত অন্তত পঞ্চাশটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তার কৃতিত্ব ও দাপটের এখানেই সমাপ্তি। কৃতিত্ব ও দাপটের, তবে অস্তিত্বের নয়। নাম-ঠিকানা বদলে তোমাকে ঠাঁই নিতে হবে ফুটপাতে, মেনে নিতে হবে অন্ধ ভিক্ষুকের অসহায় জীবন। সত্যি, অত্যন্ত দুঃখজনক। আমার কথা বুঝতে পারছো, দাউদ?'

'কি বলছেন আপনি, জনাব?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো মুশাররফ মালিক।

'হ্যাঁ, লোকটা আগেই মারা গেছে।' মোস্তফা কামালের চেহারায় ধীরে ধীরে তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠলো। 'আমাদের ফাইন্যানশিয়াল এক্সপার্টরা ওর বিষয়-সম্পত্তি আর ইনভেস্টমেণ্ট আমার নামে লিখিয়ে নেবে। ওকে রাস্তার মোড়ে বসিয়ে দিয়ে, ওর ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখার ব্যবস্থা হবে। জীবনের বাকি ক'টা দিন ভিক্ষা করে কাটবে ওর। আকস্মিক মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি কঠিন শাস্তি সেটা।'

মোস্তফা কামালের মুখের ওপর হাসলো দাউদ। 'যা শোনাবো, আপনি আমাকে সাথে সাথে খুন করবেন, জনাব।'

'কি শোনাবে।'

'লেডি মেরিয়েটা অপারেশন সম্পর্কে ত্রিশ পাতার একটা রিপোর্ট লিখেছি আমি। তাতে আপনার সাথে ম্যানুয়েল রিভেরার সম্পর্ক,

আপনাদের পারিবারিক ইতিহাস ইত্যাদি সবই আছে। রিপোর্টের অনেকগুলো কপি তৈরি করেছি, এই মুহূর্তে সেগুলো বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টার ও নিউজ সেন্টারে পড়া হচ্ছে। আমাকে নিয়ে আপনি যাই করুন না কেন, জনাব মোস্তফা কামাল, ওরফে মিঃ ইটুরি ভ্যালেটা, আপনার দিনও শেষ হয়ে এসেছে···।'

হঠাৎ থামলো দাউদ, তার গোটা মাথা যেন প্রচণ্ড ব্যথায় বিস্ফোরিত হলো। মুশাররফ মালিক নিজেকে সামলাতে না পেরে বেমক্কা একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়েছে তার মাথায়। টলতে টলতে পিছিয়ে এলো দাউদ, প্রায় জ্ঞান হারাবার মতো অবস্থা। আবার তাকে মুশাররফ আঘাত করতে যাচ্ছে দেখে চিৎকার করলো মোস্তফা কামাল, 'থামো! বুঝতে পারছো না, লোকটা মরতে চায়? মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে ও, এই মুহূর্তে যাতে ওকে আমরা খুন করি।'

ধীরে ধীরে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনলো দাউদ। ধীরে ধীরে ঘুরলো সে, মোস্তফা কামালের গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে। মুশাররফ মালিকের ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পেলো সে।

সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকলো দাউদ, আচমকা বাঁ হাত বাড়িয়ে খপ করে খামচে ধরলো মোস্তফা কামালের ডান হাত। খালি হাতটা উঠে গেছে পিঠের ওপর, ঘাড়ের পিছনে।

খুলির নিচে, শিরদাঁড়ার সাথে সাদা সার্জিকাল টেপ দিয়ে আটকানো ছুরিটা তার হাতে চলে এলো। গুপ্তঘাতকরাই এ-ধরনের ছুরি ব্যবহার করে, এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে মেটাল ডিটেকটরে ধরা না পড়ে। বিদ্যুৎবেগে ছুরি ধরা হাতটা নামিয়ে আনলো সে, তারপর ঢুকিয়ে দিল ছুরিটা মোস্তফা কামালের বুকে, আঠারো সেন্টিমিটার লম্বা ব্লেডটা আমূল গেঁথে গেল বুকের খাঁচার নিচে।

ধাক্কা খেয়ে মেঝে থেকে শূন্যে উঠে পড়লো মোস্তফা কামাল। বিস্ময় ও আতংকে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো ইটুরি ভ্যালেটার চোখ জোড়া। গলা থেকে বেরুলো আহত পশুর গোঙানি।

'বিদায়, বেজন্মা কুত্তা!' হ্যাঁচকা টানে ছুরিটা বের করলো দাউদ, মুশাররফ মালিকের নিঃশ্বাসের শব্দ লক্ষ্য করে ঝট করে ঘুরলো। ছুরিটা জায়গা মতো লাগলো না, প্রতিপক্ষের নাকের পাশে মাংস দু'ভাগ করে দিলো।

দাউদ জানে মুশাররফ মালিক ডান-হাতি, সাথে সব সময় একটা আগ্নেয়াস্ত্র রাখে, বাম বগলের নিচে পুরনো একটা নাইন মিলিমিটার ল্যুগার। তার গায়ে ঢলে পড়লো সে, মৌলবাদী টেরোরিস্ট লিডারকে আঁকড়ে ধরে থাকলো, সেই সাথে চেষ্টা করলো মোক্ষম কোথাও ছুরিটা ঢোকাতে।

অন্ধ বলে দেরি করে ফেললো সে। ল্যুগারটা মুশাররফ মালিকের হাতে চলে এসেছে। তার হৃৎপিণ্ডে দাউদের ছুরি ঢোকার পূর্ব মুহূর্তে ল্যুগারের মাজল থেকে আগুনের ফুলকি ছুটলো। পেটে দুটো বুলেট নিয়ে মুশাররফকে ছেড়ে দিলো দাউদ। টলতে টলতে পিছিয়ে এলো মুশাররফ, বুকে বিদ্ধ ছুরিটার হাতল ধরে আছে দু'হাতে। চোখ উল্টে গেল তার, ধপাস করে পড়লো মেঝের ওপর মোস্তফা কামালের দেহ থেকে সামান্য দূরে।

ধীরে ধীরে হাঁটু দুটো ভাঁজ হলো দাউদের। মেঝের ওপর শুয়ে পড়লো সে। আশ্চর্য, কোথাও কোনো ব্যথা নেই তার। দৃষ্টি না থাকলেও, গোটা অতীত তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

এক লোকের সাথে অল্প সময়ের জন্যে দেখা হয়েছিল তার, সেই লোকটাই তার নিয়তি নির্ধারণ করে দিয়েছে। ঘৃণায় তার সারা শরীর

কেঁপে উঠলো। মাসুদ রানা, তোমাকে আমি···এর বেশি কিছু ভাবতে পারলো না আল দাউদ। মারা গেল সে; তবে একটা আশা নিয়ে। এখলাসকে সব বলে গেছে সে, তার হয়ে এখলাসই করবে যা করার। মাসুদ রানার বাঁচার কোনো উপায় নেই।

একুশ

লেদার আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে টেলিভিশন মনিটরগুলোর দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। প্রথম শ্রেণীর নেটওঅর্ক-এ টিউন করা রয়েছে তিনটে, অপরটা সরাসরি রোমার একটা আর্মি কমিউনিকেশন ট্রাক থেকে খোরাক সংগ্রহ করছে। ক্লান্তি বোধ করছেন তিনি, তবে চক-চকে চোখে ফুটে আছে তীব্র দৃষ্টি। পালা করে এক মনিটর থেকে আরেক মনিটরে তাকাচ্ছেন। 'বিশ্বাস করা কঠিন এতো অল্প জায়গায় এতো বেশি লোক জড়ো হতে পারে,' মৃদুকণ্ঠে বললেন তিনি।

'ওদের খাবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।' সি. আই. এ.-র তাজা একটা রিপোর্ট থেকে মুখ তুললেন বিল হ্যারিংটন। 'খাবার পানির সংকট চলছে। প্রায় অচল হয়ে পড়েছে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা।'

'আমার ধারণা আজ রাতেই!' রুদ্ধশ্বাসে বললেন জিমি উইল-

ফোর্স। 'রিভেরা আর সময় নেবে না।'

'কতো লোক দেখা যাচ্ছে?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। 'সংখ্যাটা আসলে কতো হতে পারে?'

'এরিয়াল ফটোগ্রাফ থেকে কমপিউটর মাথা গুণেছে—চার লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার,' জবাব দিলেন বিল হ্যারিংটন।

'এক কিলোমিটারেরও কম চওড়া একটা করিডর ধরে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসবে।' গম্ভীর হলেন জিমি উইলফোর্স।

'ডাম দ্যাট মার্ডারিং বাস্টার্ড!' হাঁটুর ওপর মৃদু ঘুসি মেরে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'হারামজাদা বুঝতে পারছে না ধাক্কাধাক্কিতেই মারা যাবে কয়েক হাজার লোক! আর ডুবে যে কতো মরবে…'

'বেশিরভাগ মহিলা আর শিশু,' জিমি উইলফোর্স যোগ করলেন।

'এখনো দেরি হয়ে যায়নি,' সি. আই. এ. চীফ ওয়ারেন হোল্ডিং বললেন, 'ওকে আমরা শেষ করার কথা ভাবতে পারি।'

'কিন্তু আপনার আততায়ীকে ওর যথেষ্ট কাছাকাছি পৌছুতে হবে তো,' বললেন জিমি উইলফোর্স। 'তারপর কি ঘটবে? ওর ভক্তরা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলবে আপনার লোককে।'

'চারশো মিটার দূর থেকে হাই-পাওয়ারড্ রাইফেলের কথা বলছি আমি।'

বিল হ্যারিংটন মাথা নাড়লেন। 'এটা কোনো সমাধান নয়। উঁচু কোথা থেকে গুলি করা হয়েছে, বুঝতে পারবে ওরা। টের পেয়ে যাবে, আমরা দায়ী। শান্তিপূর্ণ সমাবেশ বা মিছিলের বদলে জেনারেল বার্গারকে সামলাতে হবে বিশাল উন্মত্ত জনতাকে। সত্যিকার যুদ্ধের মোকাবিলা করতে হবে আমাদের।'

'আমি একমত,' জিমি উইলফোর্স জানালেন। 'আমেরিকান নাগ-

রিক ও সৈনিকদের বাঁচাবার জন্যে মেক্সিকানদের ওপর ফায়ার ওপেন করা ছাড়া জেনারেল বার্গারের আর কোনো উপায় থাকবে না।'

হাঁটুর ওপর আবার মৃদু ঘুসি মেরে প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, 'পাইকারী হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কোনো সমাধান নেই?'

'আছে। ওদেরকে শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে সীমান্ত পেরোতে দেয়া।'

'আর যদি আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী প্রেসিডেন্ট মোরেনোর হাতে তুলে দিই?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট। 'তাতে অন্তত লাইব্রেরীর ওপর রিভেরার নোংরা হাত পড়বে না।'

'রিভেরা তো আসলে লাইব্রেরীটাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে,' ওয়ারেন হোল্ডিং বললেন। 'আমাদের ইন্টেলিজেন্স সোর্স রিপোর্ট করেছে, এই একই ধরনের জন-সমাবেশের আয়োজন করতে যাচ্ছে সে সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া আর আরিজোনা সীমান্তে।'

চারটে টেলিফোন, একটা বেজে উঠলো। রিসিভার তুলে শুনলেন জিমি উইলফোর্স। 'জেনারেল বার্গার, মিঃ প্রেসিডেন্ট। মনিটরে আসছেন তিনি।'

প্রায় সাথে সাথে মনিটরে ফুটে উঠলো জেনারেল বার্গারের ছবি। বয়স পঞ্চাশ, বাঘের মতো চেহারা, মাথা জোড়া প্রকাণ্ড চকচকে টাক। নীল চোখে কঠোর দৃষ্টি।

'গুড মর্নিং, জেনারেল,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'দুঃখের বিষয় আপনাকে আমি দেখতে পেলেও, আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। এদিকে কোনো ক্যামেরা নেই।'

'বুঝতে পারছি, মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

'পরিস্থিতিটা কি?'

'এইমাত্র তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বেচারা মেক্সিকানদের জন্যে

আশীর্বাদ বলা যায়। পানির সংকট কিছুটা ঘুচবে, ধুলো থাকবে না।'

'ওদিক থেকে কোনোভাবে প্ররোচিত করার চেষ্টা হয়েছে?'

'আপত্তিকর শ্লোগান শুনছি, ব্যানারের লেখাগুলোও গা জ্বালিয়ে দেয়ার মতো, তবে কোনো ভায়োলেন্সের লক্ষণ এখনও দেখছি না।'

'হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে লোকজন, এমন ঘটনা দু'একটা চোখে পড়েনি?'

'না, স্যার। উৎসাহ বরং প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। সবার ধারণা, ওদের আধুনিক আযটেক দেবতা বৃষ্টি আনিয়েছে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে নিজের বুকে চাপড় মারতে মারতে সেই দাবি করছে রিভেরা।'

'আমার উপদেষ্টাদের ধারণা, জনতাকে নিয়ে আজ রাতেই সীমান্ত পেরোবে সে।'

'আমার ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টও তাই বলে।' খানিক ইতস্তত করে জেনারেল বিউগল বার্গার জানতে চাইলেন, 'স্যার, আগের নির্দেশই কি বহাল থাকবে? যে-কোনো মূল্যে ওদেরকে হটিয়ে দেবো আমি?'

'যতোক্ষণ না নতুন নির্দেশ দিই, জেনারেল।'

'আপনি, স্যার, আমাকে উভয়সংকটে ফেলে দিয়েছেন। নির্দেশ দিলেও আমার লোকেরা নিরীহ শিশু আর মহিলাদের ওপর নির্বিচারে গুলি করবে কিনা আমি জানি না।'

'নিয়তি আপনাকে এই ভূমিকা দান করেছে,' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'কিন্তু রোমায় যদি ওদেরকে ঢুকতে দেয়া হয়, মেক্সিকানরা মনে করবে বিনা বাধায় অন্যান্য সীমান্ত দিয়েও অনায়াসে ঢুকতে পারে তারা। তখন কয়েক মিলিয়ন মেক্সিকানকে সামলাতে হবে আমাদের।'

'আপনার নির্দেশ নিয়ে তর্ক চলে না, আমি জানি, মিঃ প্রেসিডেন্ট। কিন্তু পাঁচ লাখ লোক কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে এগিয়ে এলে, আমাকে যদি

তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে হয়, ইতিহাসে মানবতার বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে সেটা।'

'এখন মনে হচ্ছে বটে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, কিন্তু সীমান্ত পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার পর মিছিলগুলো শান্তিপূর্ণ থাকবে না,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'উন্মত্ত জনতা আমেরিকানদের যাকেই সামনে পাবে, নির্মমভাবে খুন করবে। আমেরিকান নাগরিকদের জান-মাল ও প্রাণ রক্ষা করাই কি আমাদের প্রধান দায়িত্ব নয়?'

ঝাড়া বিশ সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন জেনারেল বার্গার। 'ধন্যবাদ, মিঃ প্রেসিডেন্ট,' অবশেষে ক্লান্ত সুরে বললেন তিনি। 'আমি চাই কমিউনিকেশন লাইন সারাক্ষণ খোলা থাকুক।'

'থাকবে।'

—

সন্ধ্যার এক ঘণ্টা পর রওনা হলো ওরা।

জনস্রোতের সামনের অংশে থাকলো মহিলা, শিশু, পুরুষ; সবার হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি। বৃষ্টি থেমে যাবার পরও আকাশে ইতস্তত করছে মেঘ, অগণিত মোমবাতির শিখা গোলাপি আভা দান করলো মেঘের গায়ে।

বিশাল একটা ঢেউ-এর মতো নদীর তীর লক্ষ্য করে এগোলো তারা, লাখো জনতার সম্মিলিত কণ্ঠ থেকে ধর্মীয় সঙ্গীতের সুর প্রথমে গুঞ্জনের মতো শোনালো, ক্রমশ বদলে গিয়ে হয়ে উঠলো গুরুগম্ভীর গর্জন। পাহাড়ের গায়ে লেগে ফিরে এলো প্রতিধ্বনিগুলো, থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো রোমার জানালা-দরজা।

নদীর পাড়ের দিকে পথটা কাদায় থকথক করছে। শুধু আছাড় খেয়ে পড়ে নয়, অনেক শিশু ভয়েও কেঁদে উঠছে, গ্রাম্য মায়েরা বুকে

তুলে নিয়ে আদর করছে বাচ্চাদের। বড়দের কারো চেহারায় ভয় বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। বেশিরভাগ তারা বস্তিবাসী, আধপেটা খেয়ে জীবন ধারণ করছে যুগের পর যুগ। আধুনিক আযটেক দেবতা ম্যানুয়েল রিভেরা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সীমান্ত পেরিয়ে পূর্ব-পুরুষদের হারানো শহরগুলো দখল করতে পারলে গরীব মানুষের ভাগ্য রাতারাতি বদলে যাবে। দখলদার আমেরিকানদের তাড়িয়ে দেয়া কোনো সমস্যা নয়, এতো লোককে একসাথে সীমান্ত পেরুতে দেখলে ভয়েই তারা লেজ গুটিয়ে পালাবে। সরল, নিরীহ মেক্সিকানরা বিশ্বাস করেছে তার কথা। নদীর পাড় থেকে ধীরে ধীরে, সতর্কতার সাথে পানিতে নামলো তারা, পরস্পরকে যথাসম্ভব সাহায্য করলো। দেখতে দেখতে হাজার হাজার নৌকো, এঞ্জিন চালিত বোট আর ভেলা ভর্তি হয়ে গেল। নদীর পাড়ে তারপরও দাঁড়িয়ে থাকলো হাজার হাজার মানুষ। ভেলা ও নৌকো ফিরে আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নয় অনেকে, কাঁধে বাচ্চাকে নিয়ে পানিতে নামলো তারা, সাঁতার কেটে নদী পেরুবে। জনস্রোতের আরেকটা অংশ ব্রিজের দিকে এগোলো। কিছু লোকের নদীতে নামার ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু পিছন থেকে ভিড়ের প্রচণ্ড চাপ নামতে বাধ্য করলো তাদেরকে।

ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল। আছাড় খেয়ে পড়ার পর সঙ্গীদের পায়ের তলায় চ্যাপ্টা হলো বহু লোক। অনেক নৌকো উল্টে গেল, ডুবে গেল সাঁতার না জানা বহু শিশু আর বৃদ্ধ। তবু, জনস্রোতের অগ্রযাত্রা থামলো না। কয়েক মিনিটের মধ্যে গোটা নদীতে ছড়িয়ে পড়লো ছোটো ছোটো জলযানগুলো।

মার্কিনীদের আর্মি সার্চলাইট আর টেলিভিশন ক্রুদের ফ্লাডলাইট

নদীর ওপর বিশৃংখল দৃশ্যটাকে আলোকিত করে রেখেছে। আনাড়ি লোকজনের করুণ পরিণতি এবং সচল মানব-পাঁচিলের অগ্রযাত্রা বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখছে সৈনিকরা।

রাফ-এর মাঝখানে রোমার পুলিশ স্টেশন, তার ছাদে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জেনারেল বিউগল বার্গার। উজ্জ্বল আলোয় ফ্যাকাসে দেখালো তাঁর চেহারা, চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি। কলারের সাথে ক্লিপ দিয়ে আটকানো খুদে মাইক্রোফোনে কথা বললেন তিনি, 'দেখতে পাচ্ছেন, মিঃ প্রেসিডেন্ট? দেখতে পাচ্ছেন কি রকম পাগলামি?'

সবাইকে নিয়ে সিচুয়েশন রুমে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন বিশাল মনিটরের দিকে। 'হ্যাঁ, ট্র্যান্সমিশন পরিষ্কার আসছে।' লম্বা একটা টেবিলের মাথায় বসে আছেন তিনি, সাথে রয়েছেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও উপদেষ্টারা এবং চারজন জয়েন্ট চীফস অভ স্টাফ-এর দু'জন।

তীরে পৌঁছুলো প্রথমে দ্রুতগামী বোটগুলো। ঝটপট নেমে পড়লো আরোহীরা। হাজার হাজার নৌকো ও বোট তীরে ভেড়ার পর জনস্রোতের প্রথম ঢেউটা ধীরে ধীরে বিশাল এক মিছিলের আকৃতি পেলো। আরোহীদের নামিয়ে দিয়েই ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেছে জলযানগুলো।

নারী ও শিশুদের সাথে অল্প কিছু পুরুষ এপারে এসেছে, মিছিলের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লো তারা, সবার মুখে একটা করে বুলহর্ন, মহিলা নেত্রীদের উৎসাহ ও নির্দেশ দিচ্ছে।

মহিলাদের এক হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি, অপর হাত বুকের সাথে চেপে ধরে আছে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে, মুখে প্রাচীন আযটেক গান, রাফটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করলো। রাফের নিচের ঢালগুলোতে

উঠে পড়লো। অনেকে, সার সার বসানো কামান আর সৈনিকদের হাতে ধরা রাইফেলের মাজল তাক করা রয়েছে দেখে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠলো বাচ্চারা। মায়েদের মনে কোনো ভয় নেই, কারণ আযটেক অবতার ম্যানুয়েল রিভেরা আশ্বাস দিয়েছে, তার আধ্যাত্মিক শক্তিই রক্ষা করবে তাদেরকে।

'গুড লর্ড!' আঁতকে উঠলেন গর্ডন উইন্টার। 'প্রথমে শুধু দেখছি মহিলা আর শিশুদের পাঠিয়েছে!'

কেউ কোনো কথা বললেন না, কারণ মনিটরে দেখা যাচ্ছে ব্রিজের ওপর ব্যারিকেডের দিকে এগোচ্ছে বিশাল একটা মিছিল। তাদের সামনে বড় বড় ট্যাংক আর আর্মারড কার, পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

'জেনারেল, ওদের মাথার ওপর ফাঁকা গুলি করতে পারেন?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

'ইয়েস, স্যার,' জবাব দিলেন জেনারেল বার্গার। 'ব্ল্যাঙ্ক রাউণ্ড লোড করার জন্যে আগেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

'ফাইন,' জয়েন্ট চীফস-এর জেনারেল ফেরি বললেন, 'বার্গার তার কাজ বোঝে।'

এইডদের একজনের দিকে ফিরলেন জেনারেল বার্গার। 'এক পশলা ফাঁকা গুলি করার নির্দেশ দাও।'

এইড, একজন মেজর, রেডিও রিসিভারে গর্জে উঠলো, 'ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার!'

বিকট আওয়াজের সাথে রাতের আকাশে লাল শিখার একটা চাদর উড়লো। কানের পর্দা ফাটানো কামানের শব্দগুলো ফিরে এলো

পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে। শক-ওয়েভে নিভে গেল অনেক মোমবাতি। বিরতিহীন আওয়াজে কেঁপে উঠলো উপত্যকা।

মাত্র দশ সেকেণ্ড পর নির্দেশ হলো, 'সীজ ফায়ার।'

নিশ্চল জনারণ্যে নেমে এলো অটুট নিস্তব্ধতা। পরমুহূর্তে সম্মিলিত নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল, শুরু হলো শিশুদের গলা ফাটানোর প্রতিযোগিতা। অনেকেই আতংকে শুয়ে পড়েছিল, কোথাও ব্যথা লাগেনি বা রক্ত ঝরছে না দেখে আবার তারা দাঁড়ালো।

সীমান্তের ওপারে হঠাৎ জ্বলে উঠলো সার সার স্পটলাইট। সাদা আলখেল্লা পরা কিছু লোক কাঁধে একটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যীশুর মতো হাত তুলে ছোট্ট প্ল্যাটফর্মে স্থির হয়ে রয়েছে ম্যানুয়েল রিভেরা, লাউডস্পীকারের মাধ্যমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তার ভাষণ। 'হোক গুলি, কিন্তু প্রিয় শিষ্যরা আমার পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তোমরা কেউ আহত হবে না। এক ফোঁটা রক্ত, দেখাতে পারো কেউ? কেউ কি তোমরা আহত হয়েছো? আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, মা ও বোনেরা।'

উন্মাদিনীর মতো হেসে উঠলো অনেক মহিলা। দুলে উঠলো জনসমুদ্র।

'বার্গারের আর কোনো উপায় থাকলো না,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন জিমি উইলফোর্স।

মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল ফেরি। 'হ্যাঁ, সমস্ত দায়িত্ব এখন ওকেই কাঁধে নিতে হবে।'

থমথমে চেহারা নিয়ে র‍্যাকের মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন জেনারেল বার্গার। সীমান্ত পেরিয়ে মেক্সিকানদের দ্বিতীয় স্রোতটা হুড়মুড় করে ভেতরে

ঢুকছে। প্রথম স্রোতটা এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে ট্যাংক বহরের কাছে।

'স্যার, গুলি করার অর্ডার?' একজন এইড জিজ্ঞেস করলো।

অসহায় শিশুদের কান্না শুনতে পাচ্ছেন জেনারেল, দেখতে পাচ্ছেন আদর করে মায়েরা চুমো খাচ্ছে তাদের। মা ও শিশু, দু'জনেই হাঁ করে তাকিয়ে আছে ট্যাংক আর কামানগুলোর দিকে।

'জেনারেল, আপনার অর্ডার?' প্রায় চিৎকার করে উঠলো এইড।

বিড়বিড় করে কি যেন বললেন জেনারেল, কিন্তু মেক্সিকানদের মহা হৈ-চৈ-এর মধ্যে এইড তা শুনতে পেলো না।

'স্যার! দুঃখিত, স্যার, আমি কি শুনলাম···ফায়ার?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন জেনারেল, চোখ দুটো চকচক করছে। 'ওদের আসতে দাও।'

'স্যার?'

'আমার অর্ডার তুমি শুনতে পেয়েছো, মেজর। শিশু হত্যাকারী হিসেবে নাম কেনার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। ফর গডস সেক, ভুলে এমনকি ডোণ্ট ফায়ার শব্দ দুটোও উচ্চারণ করো না। হাঁদা কোনো প্লাটুন কমাণ্ডার ভুল করতে পারে।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যস্ত সুরে মাইক্রোফোনে কথা বললো এইড।

'মাফ করবেন, মিঃ প্রেসিডেণ্ট,' ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বললেন জেনারেল বার্গার, 'জানি, কমাণ্ডার-ইন-চীফ-এর সরাসরি নির্দেশ অমান্য করে ক্যারিয়ারের বারোটা বাজিয়েছি। কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে আমি বুঝেছি···।'

'চিন্তা করবেন না,' জেনারেলকে থামিয়ে দিয়ে বললেন প্রেসিডেণ্ট। 'সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন আপনি।' জেনারেল ফেরির দিকে ফিরলেন

তিনি। 'সিনিয়রিটি তালিকায় জেনারেল বার্গার কোথায় রয়েছেন আমি জানতে চাই না, দেখতে চাই আরেকটা স্টার পেয়েছেন উনি।'

'ওটা সত্যিই ওর পাওনা হয়েছে। আমি আপনার সাথে একমত, মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

টিভি মনিটরে সবাই ওরা দেখতে পেলেন, অস্ত্র নামিয়ে নিয়েছে আমেরিকান সৈনিকরা। হাঁটু মুড়ে নিচু হলো তাদের অনেকে, ক্লান্ত শিশুদের কোলে তুলে নিয়ে আদর করলো, মুছিয়ে দিলো চোখের পানি। যুবতী মেয়েদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে দেখা গেল অনেককে।

'বেআইনী অনুপ্রবেশে বাধা দিইনি,' প্রেসিডেন্ট বললেন, 'এবার আমাকে কংগ্রেসের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।'

'তবে মানবিক দিকটা বিচার করে দেখতে হবে তাদেরও। ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে পারলে, শুধু দেশে নয়, ল্যাটিন আমেরিকাতেও আপনার জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে, মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

পল ওয়াকার বললেন, 'দাঙ্গা বেধে যাবার আগে মেক্সিকান পুরুষগুলোকে ঘিরে ফেলবে আমাদের বাহিনী, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দেয়া হবে ওদের।'

'একটা কথা বোধহয় আমরা সবাই ভুলে যাচ্ছি।'

'ইয়েস, জেনারেল?' জেনারেল ফেরির দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট।

'আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী। শিল্পকর্মগুলো লুঠ করে নেবে রিভেরা।'

বিদেশী একজন অতিথির দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট, ভদ্রলোক টেবিলের আরেক প্রান্তে চুপচাপ বসে আছেন। 'মিঃ রাহাত,' তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। 'দেখতেই পাচ্ছেন, আমেরিকান সৈনিকরা নিরুপায়। প্লিজ, আপনি কি বিকল্প প্ল্যানটা সম্পর্কে সবাইকে অবহিত

করবেন ?' উপস্থিত সবার দিকে পালা করে তাকালেন তিনি। 'তার আগে একটা কথা বলে নেয়া দরকার। আমি অন্তত কোনো রকম হীনমন্যতায় ভুগছি না। ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা এর আগেও সংকটে পড়লে বিদেশী এজেন্সির সাহায্য গ্রহণ করেছে।'

সিচুয়েশন রুমে পিন-পতন নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

'কথাটা হলো,' বিরতির পর বললেন প্রেসিডেন্ট, 'হোয়াইট হাউস আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সাহায্য প্রার্থনা করেছে। আমি কৃতজ্ঞ যে মিঃ রাহাত খান এই বিপদে আমাদেরকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন। ইয়েস, জেন্টলমেন, সমাধানের পথ দেখিয়ে উনি একটা প্ল্যানও দিয়েছেন আমাকে। ওয়েল, মিঃ রাহাত খান, প্লিজ।'

স্মিত হেসে রাহাত খান বললেন, 'প্ল্যানটা কি, অল্প সময়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, মিঃ প্রেসিডেন্ট। গোটা ব্যাপারটা আমার এক-জন এজেন্ট সামলাচ্ছে। সব যদি ঠিকঠাক মতো ঘটে তাহলে ম্যানুয়েল রিভেরা অর্থাৎ এলিয়ো ভ্যালেটা আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীতে হাত লাগাতে পারবে না, এইটুকু প্রতিশ্রুতি আপনাদের আমি দিতে পারি। তবে…,' হঠাৎ থেমে গিয়ে সবার দিকে তাকালেন রাহাত খান, '…তবে, প্ল্যানটা যদি ব্যর্থ হয়, ভ্যালেটা পরিবার চিরকাল শাসন করবে মেক্সিকোকে, এবং চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী।'

বাইশ

সবাই এই ভেবে কৃতজ্ঞ বোধ করলো যে লাখো মানুষের ধর্মীয় উন্মাদনা এবং ম্যানুয়েল রিভেরার ক্ষমতা দখলের লোভ এখনো কোনো রক্তপাত ঘটায়নি। বুলেটের আঘাতে মারা যায়নি কেউ। শুধু প্রথমবার নদী পেরুতে গিয়ে কিছু লোক ডুবে মারা গেছে।

মিছিলের পর মিছিল আর্মি ইউনিটগুলোকে পাশ কাটিয়ে এলো, রোমা শহরের ভেতর দিয়ে ধীরগতিতে গনগোরা হিলের দিকে এগোচ্ছে জনস্রোত। গান থেমে গেছে, শুরু হয়েছে আযটেক ভাষায় শ্লোগান, বেশিরভাগ মেক্সিকান দর্শক বা আমেরিকানরা তার কিছুই বুঝলো না।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো মিছিলগুলো, নেতৃত্ব দিচ্ছে ম্যানুয়েল রিভেরা। সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে গেছে তার। মিশরীয় গুপ্তধন হাতের নাগালে চলে আসছে। লাইব্রেরীর দলিল, নকশা, শিল্পকর্ম ইত্যাদি সবই নগদ টাকায় রূপান্তর করা হবে। হাতে অঢেল টাকা থাকলে তার রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত সারা দেশে শক্তিশালী করা কোনো সমস্যা নয়। ইলেকশনের

জন্যে অপেক্ষা করার দরকার কি, পেশাদার ও সুসংগঠিত কর্মীবাহিনী-কে দিয়ে, পেশী-শক্তির সহায়তায়, অগাস্টিন মোরেনো সরকারকে উৎখাত করলেই তার স্বপ্ন সার্থক হবে। আর, একবার যদি ক্ষমতা পায় সে, মেক্সিকোকে ভ্যালেটা পরিবারের সাম্রাজ্য ঘোষণা করা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

মিশরে তার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ এখনো তার কানে আসেনি। তুমুল উত্তেজনার মুহূর্তে তার উপদেষ্টা আর ঘনিষ্ঠ সহকারীরা কমিউ-নিকেশন ট্রাক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, ফলে জরুরী বার্তাটা শুনতে পায়নি। হাতে ধরা প্ল্যাটফর্মের পিছু পিছু আসছে তারা, গুপ্তধন দেখার লোভ সামলাতে পারেনি।

সাদা আলখেল্লা পরেছে রিভেরা, মাথা আর কাঁধ থেকে ঝুলে আছে একটা বাঘের ছাল। তার হাতে, কাপড় পেঁচানো সরু বাঁশের মাথায় একটা ব্যানার, তাতে সাপ ও ঈগলের ছবি আঁকা। একগাদা পোর্টেবল স্পটলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে প্ল্যাটফর্মটা। হাত-ইশারায় সামনের ঢালে আলো ফেলার নির্দেশ দিলো সে।

ভারি কিছু ইকুইপমেন্ট ছাড়া দেখার মতো কিছু নেই। খোঁড়াখুঁড়ির কাজ ফেলে চলে গেছে সবাই। গভীর গর্তটায় বা টানেলে কাউকেই দেখা গেল না। পরিবেশটা পছন্দ হলো না রিভেরার। একটা হাত তুলে মিছিলগুলোকে থামার নির্দেশ দিলো সে।

আচমকা পাহাড়ের চূড়া থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো নারীকণ্ঠের সুতীক্ষ্ণ বিলাপধ্বনি। তীব্র থেকে তীব্রতর হলো আধিভৌতিক আও-য়াজটা, যেন কোনো বিদেহী আত্মা বা বাস্তুপরী আর্তনাদ করেছে। চিৎকারটা এতোই জোরালো, এতোই কর্ণবিদারক যে মিছিলে উপস্থিত নারী ও পুরুষরা কানে হাত চাপা দিতে বাধ্য হলো।

এরপর হঠাৎ করেই অনেকগুলো স্ট্রোবলাইটের অত্যুজ্জ্বল আলো সরাসরি মেক্সিকান জনতার মুখের ওপর ঘুসির মতো আঘাত করলো। আরেকটা আলোর টানেল, নিঃসঙ্গ, উত্তর আকাশের কালো গায়ে বিচিত্র আকৃতির নকশা বোনায় ব্যস্ত। হতভম্ব, সম্মোহিত জনতা নির্বাক তাকিয়ে থাকলো আলোটার দিকে।

প্রতি মুহূর্তে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হলো আলোর প্রদর্শনী। বাতাসে চাবুক মারার সাথে প্রায় হুবহু মিল রেখে অদৃশ্য নারীকণ্ঠের আর্তনাদ বিরতিহীন অত্যাচার হয়ে দাঁড়ালো।

তারপর হঠাৎ করেই নিভে গেল স্ট্রোবলাইট, থেমে গেল বিলাপ-ধ্বনি।

তারপরও ঝাড়া প্রায় এক মিনিট ধরে সেই রোমহর্ষক চিৎকার শুনতে পেলো জনতা, চোখে লেগে থাকলো আলোর বিস্ফোরণ। তারপর, অজানা উৎস থেকে তাক করা একটুকরো আলো ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত করে তুললো দীর্ঘদেহী এক ছায়ামূর্তিকে, দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়-চূড়ায়। দৃশ্যটা নিখাদ ভৌতিক। ছায়ামূর্তিকে ঘিরে থাকা ধাতব আবরণে লেগে বিচ্ছুরিত হলো আলো, পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার মধ্যে অনেকের চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

দীর্ঘদেহীর সারা শরীর আলোকিত হয়ে উঠলো। এখন তাকে চেনা যাচ্ছে। যোদ্ধার পোশাকে একজন রোমান সৈনিক। তার কোমরে রয়েছে দু'ফলা তলোয়ার, এক হাতে বর্শা, অপর হাতে গোল ঢাল।

হতচকিত ভাব নিয়ে তাকিয়ে থাকলো রিভেরা। খেলা, নাকি কৌতুক? আমেরিকানদের ফন্দিটা কি? আলোকিত রোমান সৈনিকের দিক থেকে আযটেক দেবতার দিকে ফিরলো জনতা, প্রত্যাশায় অধীর

হয়ে অপেক্ষায় থাকলো তিনি কি করেন দেখার জন্যে।

মরিয়া হয়ে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছে আমেরিকানরা, সিদ্ধান্ত নিলো রিভেরা। মিছিল নিয়ে গুপ্তধনের কাছে তাকে পৌছুতে না দেয়ার হাস্যকর অপচেষ্টা।

'ব্যাপারটা ফাঁদ হতে পারে,' তার উপদেষ্টাদের একজন মন্তব্য করলো। 'আপনাকে কিডন্যাপ করে জিম্মি রাখতে চায়।'

ঘৃণার সাথে তার দিকে তাকালো রিভেরা। 'চালাকি হতে পারে। বাট কিডন্যাপ, নো! আমার গায়ে হাত দিলে জনতা খেপে উঠবে, আমেরিকানরা জানে। ওরা আসলে আমার সাথে আলোচনায় বসতে চাইছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের সাথে বৈঠক করার অনেক প্রস্তাব আগে আমাকে দিয়েছে ওরা, কান দিইনি আমি। ভৌতিক পরিবেশটা তৈরি করা হয়েছে স্রেফ আমার সাথে মুখোমুখি বসার শেষ একটা চেষ্টা হিসেবে। কি বলার আছে ওদের শুনতে পেলে মন্দ হয় না।'

প্ল্যাটফর্ম নিচে নামাতে বললো রিভেরা। উপদেষ্টারা কথা বলতে চাইলেও, ইশারায় তাদের থামিয়ে দিলো সে। প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো একা, স্পটলাইটের উজ্জ্বল আলো উদ্ভাসিত করে রাখলো তাকে। আলখেল্লার নিচে তার পা দেখা যাচ্ছে না, মনে হলো উড়ে চলেছে সে।

মাপা পদক্ষেপে এগোলো রিভেরা, কোল্ট পাইথন '৩৫৭ রিভলভারটা আলখেল্লার ভেতর বেল্টে রয়েছে, হাত দিয়ে ছুঁয়ে আছে সেটা। আরেক হাতে রয়েছে একটা স্মোক বম্ব।

কাছাকাছি পৌছে রিভেরা দেখলো রোমান সৈনিক জ্যান্ত নয় বা রোমান সৈনিকও নয়, ওটা একটা ম্যানিকিন, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে

এ-ধরনের অনেক ডামি সাজিয়ে রাখতে দেখেছে সে। ডামির মুখে স্থির হয়ে আছে বিদ্রূপাত্মক এক চিলতে হাসি, রঙ করা চোখে নিষ্প্রাণ দৃষ্টি, প্লাস্টার করা হাত আর মুখ নিষ্প্রভ।

ডামিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কৌতূহল আরো বেড়ে গেল রিভেরার, তবে প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য বুঝতে না পারায় অস্বস্তিও বোধ করছে সে। এরইমধ্যে ঘাম ফুটে উঠেছে তার কপালে।

তারপর একটা ঝোপের আড়াল থেকে সিধে হলো দীর্ঘদেহী এক লোক। তার পায়ে রেঞ্জ বুট, পরনে ডেনিম আর সাদা টার্টল-নেক সোয়েটার। এগিয়ে এসে আলোর বৃত্তে দাঁড়ালো সে। ঘন কালো আর দুধ সাদা চোখ তার, আর্কটিক বরফের মতো ঠাণ্ডা দৃষ্টি। ম্যানিকিনের ঠিক পাশে দাঁড়িয়েছে সে।

তার কৌতূহলের জয় হয়েছে ভেবে খুশি হয়ে উঠলো রিভেরা। ইংরেজিতে কথা বললো সে, 'ডামি আর আলোর আয়োজন থেকে কি পেতে চাও তোমরা?'

'তোমার মনোযোগ।'

'দেখা যাচ্ছে সাধনায় সফল হয়েছো। এবার বলো, কি বলতে চায় তোমার সরকার?'

আগন্তুক দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো রিভেরার দিকে। তারপর বললো, 'আমি আমেরিকান নই, রিভেরা। যে-কারণে আমেরিকানরা তোমার ওপর খেপে আছে, আমার রাগের কারণ ঠিক তা নয়। আমার একটা প্রশ্ন আছে।'

'তুমি আমেরিকান নও? তুমি আমেরিকান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছো না?' রিভেরার কণ্ঠে আশাভঙ্গের সুর স্পষ্ট। তারপর সে রেগে গেল। 'তাহলে কে তুমি? কি চাও?'

'প্রশ্নটা হলো – মৌলবাদ দুর্গন্ধময় বমি, নিরক্ষর অজ্ঞদের গেলানো যায়, ঠিক কিনা ?'

দপ্ করে জ্বলে উঠলো রিভেরার চোখ দুটো। 'সরাসরি ঈশ্বরের সাথে যে অবতার কথা বলেন, তাঁর প্রতি অসম্মান দেখিয়ে বহুলোক নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। আগন্তুক, মুখ সামলে কথা বলো।'

'তুমি একটা ফ্রড, আপাদমস্তক তুমি একটা জোচ্চোর। এলিয়ো ভ্যালেটা, তোমাদের অপকৌশল ফাঁস হয়ে গেছে।'

রিভেরার মুখ হাঁ হয়ে গেল। এক পা পিছালো সে, চোখে অবাক বিস্ময়, শুনতে ভুল করেছে কিনা বুঝতে পারছে না। রানার দিকে আতংকিত চোখে তাকিয়ে থাকলো সে। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, 'আর কি জানো তুমি ?'

'সবাই আমরা সব জানি,' বললো রানা। 'তোমার পয়গম্বর ভাই-টির কথাও জানি। লেডি মেরিয়েটাকে হাইজ্যাক করে আরোহীদের খুন করার জন্যে যাকে তোমরা ভাড়া করেছিলে, সে কি করেছে শুনবে ?' হেসে উঠলো রানা। 'যে-সাম্রাজ্য তোমরা গড়ে তুলতে পারোনি, সেই সাম্রাজ্যের হবু সম্রাট ইটুরি ভ্যালেটাকে খুন করেছে সে।'

'আমার ভাই…,' এলিয়ো ভ্যালেটা 'মারা গেছে' শব্দ দুটো উচ্চারণ করতে পারলো না, '…অসম্ভব, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'এখনো তাহলে জানো না ?' একটু অবাকই হলো রানা।

'চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি তার সাথে কথা হয়েছে আমার,' জেদের সুরে বললো রিভেরা। 'ইটুরি…মোস্তফা কামাল অবশ্যই সুস্থ শরীরে বেঁচে আছে।'

'তোমার ভাই তো ছদ্মবেশের রাজা, তাই না? লাশের ছদ্মবেশ নিয়ে আছে কিনা, দেখলে বলতে পারবে?'

'তোমার পরিচয় বলো। কি চাও তুমি? মার্কিন সরকারের সাথে তোমার সম্পর্ক কি?'

'আমি মাসুদ রানা। আজ এখানে আমার উপস্থিতির পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে।'

'যেমন?'

'একটা কারণ, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী,' বললো রানা। 'তোমার অনুসারীরা ডিপোজিটরি চেম্বারে একবার ঢুকলে সব তছনছ করে ফেলবে। মূল্যবান নকশা, দলিল, পাণ্ডুলিপি সব নষ্ট হবে। চুরি হবে শিল্পকর্মগুলো… ।'

'তুমি বোধহয় একজন আর্কিওলজিস্ট,' বললো রিভেরা। 'ভয় নেই, আমার লোকজন ভেতরে ঢুকবে না।'

'তোমার ধারণা, ওদেরকে তুমি ঠেকাতে পারবে?'

'আমি ওদের আধুনিক আযটেক দেবতা, আমি যা বলি ওরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।'

'তাহলে ওদের বলো, সবাই যেন সীমান্ত পেরিয়ে মেক্সিকোয় ফিরে যায়। মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে বলছি, ওয়াশিংটনের সাথে আলোচনায় বসতে হলে তোমাকে কথা দিতে হবে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীকে একটা সাইন্টিফিক প্রজেক্ট হিসেবে গণ্য করবে তুমি।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রানার মুখে কি যেন খুঁজলো রিভেরা। টান টান করলো শিরদাঁড়া। লম্বায় রানার চেয়ে দশ সেন্টিমিটার ছোটো সে। ফণা তোলা কেউটের মতো মৃদু দুলছে শরীরটা। 'কথা দিতে হবে, তাই না?' কর্কশ স্বরে হেসে উঠলো সে। 'আমেরিকানদের স্পর্ধা দেখে

অবাক হচ্ছি আমি। শর্ত তো যা দেয়ার আমি দেবো। পাঁচ লাখ লোক নিয়ে সীমান্ত পেরিয়েছি আমি, আমেরিকান সেনাবাহিনী ঠেকাতে পারেনি। সমস্ত ভালো তাস এখন আমার হাতে। মিশরীয় গুপ্তধন আমার। গোটা সাউথওয়েস্টার্ন স্টেটস আমার হতে যাচ্ছে। আমার ভাই ইটুরি শাসন করবে মিশরকে। আমাদের ছোটো ভাইও একদিন ক্ষমতা দখল করবে ব্রাজিলে। আমেরিকানদের জানিয়ে দাও, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী মেক্সিকোয় তুলে নিয়ে যাচ্ছি আমরা। বাধা দেয়া হলে, পাঁচ লাখ লোককে লেলিয়ে দেবো আমি। আগুন ধরিয়ে দেবো লাইব্রেরীতে।'

'অত্যাচারী শোষক আর মনীষীদের মধ্যে অদ্ভুত একটা মিল আছে, তুমি জানো, এলিয়ো ?' শান্তভাবে, প্রায় বিষণ্ন সুরে বললো রানা। 'দু'দলই বড়বড় স্বপ্ন দেখে। মজার নাকি অদ্ভুত জানি না, প্রকৃতিও তাদেরকে সাহায্য করে, অনুকূল সাড়া দেয়।'

হেসে উঠলো ম্যানুয়েল রিভেরা। 'এটা তো একটা গোপন মন্ত্র, বলতে পারো আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি, তুমি জানলে কিভাবে ?'

'কিন্তু জানো কি, প্রকৃতি বাড়াবাড়ি সহ্য করে না ?'

রানার শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন হাবভাব লক্ষ্য করে অস্বস্তিবোধ করছে রিভেরা। 'গুডবাই, মিঃ রানা। ফালতু আলাপ করার সময় নেই আমার হাতে। চিন্তা করো না, তোমার ছাল ছাড়িয়ে পাঠিয়ে দেয়া হবে হোয়াইট হাউসে।'

'ছাল ছাড়ানোটাকে দেখছি অভ্যেসে পরিণত করতে চাও তুমি।'

রিভেরার অস্বস্তি বাড়লো আরো। এমন নির্লিপ্ত তাচ্ছিল্যের সাথে কেউ তার সাথে কথা বলে না। রানার দিকে পিছন ফিরলো সে, নিচে দাঁড়ানো জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে হাত দুটো তুলতে শুরু করলো।

আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী লুঠ করার সময় হয়েছে।

'বিশাল সম্পদ, সব কিছুর মালিক তুমি হতে যাচ্ছো, জনতার মধ্যে বিলিয়ে দেয়ার আগে নিজের চোখে একবার দেখবে না? আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের সোনার ক্যাসকিট রয়েছে ওখানে। রয়েছে··· ।'

ধীরে ধীরে শরীরের দু'পাশে নেমে এলো রিভেরার হাত দুটো। তার মুখ লালচে হয়ে উঠলো উত্তেজনায়। 'কি বললে? আলেকজাণ্ডারের ক্যাসকিট? সত্যি ওটার অস্তিত্ব আছে?'

'অবশ্যই আছে। শুধু তাই নয়, আলেকজাণ্ডারের দেহাবশিষ্টও দেখাতে পারি তোমাকে। যদি ভয় না পাও, আমি তোমার গাইড হতে রাজি আছি।'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো রিভেরা। জনতার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে সে, আলখেল্লার ভেতর থেকে রিভলভারটা বের করে আস্তিনের একটা পকেটে রাখলো। ভক্তরা জানে, আধ্যাত্মিক শক্তিই রক্ষা করবে তাকে, তাদের আযটেক অবতার সাথে কোনো রকম অস্ত্র রাখেন না। অপর হাতে স্মোক বমটা শক্ত করে ধরলো সে। 'যদি ভেবে থাকো আমার কোনো ক্ষতি করবে, ভুলে যাও। টানেলে আর কেউ যদি থাকে, দেখামাত্র প্রথমে তোমার শিরদাঁড়ায় গুলি করবো আমি।'

চেহারায় কৃত্রিম গোবেচারা ভাব ফুটিয়ে রানা বললো, 'তোমার ক্ষতি করে আমার কি লাভ? ভেবেছো জানি না, তোমার ক্ষতি হলে মেক্সিকান জনতা আমাকে টুকরো টুকরো করবে?'

'এঞ্জিনিয়াররা কোথায়, টানেলে যারা কাজ করছিল?'

'সবাইকে ডেকে নেয়া হয়েছে নদীর ধারে।'

কথাটা সত্যি বলে বিশ্বাস করলো রিভেরা। 'তোমার শার্ট তোলো

আমাকে দেখাও বগলের নিচে বা শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে কিছু লুকিয়ে রেখেছো কিনা।'

'এতো লোকের সামনে?'

'যা বলছি করো,' ধমক দিলো রিভেরা। 'বুট দুটোও খুলবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাই করলো রানা। লুকানো ট্র্যান্সমিটার বা অস্ত্র, কিছুই রিভেরার চোখে পড়লো না।

মাথা ঝাঁকালো সে। শ্যাফটের প্রবেশ মুখের দিকে ইঙ্গিত করলো। 'তুমি আগে থাকো, আমি অনুসরণ করবো।'

'ডামিটা ভেতরে বয়ে নিয়ে গেলে তুমি কিছু মনে করবে? অস্ত্র-গুলো সত্যি রোমান যুগের।'

'ভেতরে ঢোকার পর একপাশে নামিয়ে রাখবে ওগুলো,' অনুমতি দিলো রিভেরা। রানার দিকে পিছন ফিরে উপদেষ্টাদের সংকেত দিলো সে, জানালো সব ঠিক আছে।

কাপড়চোপড় ঠিকঠাক করে নিয়ে তৈরি হলো রানা। ডামি থেকে অস্ত্রগুলো খুলে নিয়ে শ্যাফটের ভেতর ঢুকলো।

ছাদটা দু'মিটারের চেয়ে কম উঁচু, হাঁটার সময় মাথা নিচু করে রাখতে হলো রানাকে। বর্শা আর তলোয়ারটা টানেলের দেয়াল ঘেঁষে নামিয়ে রাখলো ও, শুধু ঢালটা সাথে থাকলো। মাথার ওপর আড়াল হিসেবে ধরে রাখলো সেটাকে, যেন ভয় করছে ছাদ থেকে পাথর খসে পড়তে পারে।

ব্যাপারটা দেখেও গুরুত্ব দিলো না রিভেরা। '৩৫৭-ম্যাগনাম হ্যাণ্ড-গানের একটা বুলেটের সামনে ঢালটা একটা পাতলা কাগজ ছাড়া আর কি।

টানেলের মেঝে প্রথম বারো ফুট ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ছাদ থেকে

ঝুলে আছে খানিক পর পর একটা করে ফ্লাডলাইট। আর্মি এঞ্জিনিয়াররা দক্ষতার সাথে পরিচ্ছন্ন কাজ করেছে, মেঝে ও দেয়াল প্রায় সমতল ও মসৃণ। হাঁটতে কোনো অসুবিধে হলো না ওদের। তবে ভ্যাপসা একটা গন্ধ আছে বাতাসে। আর পায়ের চারধারে উড়ছে ধুলো।

'ছবি আর শব্দ রিসিভ করছেন, মিঃ প্রেসিডেন্ট?' জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল বিউগল বার্গার।

'সব ঠিক আছে, জেনারেল। ওদের কথাবার্তা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। তবে টানেলে ঢোকার পর ক্যামেরার নাগাল থেকে বেরিয়ে গেছে।'

'ক্যাসকিট চেম্বারে আবার ওদেরকে দেখতে পাবো আমরা, ওখানেও আমাদের লুকানো ক্যামেরা আছে।'

'রানার সাথে যোগাযোগের কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?' সি. আই. এ. চীফের প্রশ্ন।

'প্রাচীন ঢালের ভেতর ঢোকানো আছে মাইক্রোফোন আর ট্র্যান্সমিটার।'

'উনি কি সশস্ত্র?'

'বোধহয় না।'

সিচুয়েশন রুমে নেমে এলো নিস্তব্ধতা। উপস্থিত সবার দৃষ্টি সরে গেল দ্বিতীয় মনিটরে, গনগোরা হিলের নিচের একটা সদ্য খোঁড়া চেম্বার দেখা যাচ্ছে সেটায়। ক্যামেরা তাক করা রয়েছে চেম্বারের মাঝখানে রাখা সোনালি ক্যাসকিটের ওপর।

'ও আবার কে?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলেন জিমি উইলফোর্স।

চোখ সরু হয়ে গেল ওয়ারেন হোল্ডিঙের। 'কার কথা বলছেন?'

টানেলে ঢোকার প্রবেশমুখে তাক করে থাকা ক্যামেরার ছবি প্রথম মনিটরে এখনো ফুটে রয়েছে, সেটার দিকে হাত তুললেন জিমি উইলফোর্স। 'পরিষ্কার দেখলাম ক্যামেরার সামনে দিয়ে একটা ছায়া সরে গেল। টানেলে ঢুকেছে কেউ।'

'আমি কিছু দেখিনি,' বললেন জেনারেল ফেরি।

'আমিও দ্বিতীয় মনিটরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম,' বললেন প্রেসিডেন্ট। সামনে ঝুঁকে মাইক্রোফোনের বোতামে চাপ দিলেন তিনি। 'জেনারেল বার্গার?'

'মিঃ প্রেসিডেন্ট,' তাড়াতাড়ি সাড়া দিলেন জেনারেল।

'জিমি উইলফোর্স বলছেন, রানা ও রিভেরার পিছু পিছু আরেকজন কেউ টানেলে ঢুকেছে।'

'আমার এইডদের একজনও তাই বলছে।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন জিমি উইলফোর্স। 'আমি তাহলে ভূত দেখিনি।'

'কোনো ধারণা আছে, কে হতে পারে লোকটা?'

'যে-ই হোক,' বললেন জেনারেল বার্গার, উদ্বেগ ফুটে উঠলো তাঁর চেহারায়, 'লোকটা আমাদের কেউ নয়।'

তেইশ

'তুমি খোঁড়াচ্ছো,' বললো এলিয়ো। 'কেন?'

'ও কিছু না, সামান্য চোট পেয়েছি,' বললো রানা। 'বিনিময়ে রক্ষা পেয়েছে দুজন প্রেসিডেন্ট আর মহাসচিব উম্মে সালিহার প্রাণ।'

রানার প্রতিটি নড়াচড়ার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে এলিয়ো। মনে প্রশ্ন ও কৌতূহল থাকলেও, এ-প্রসঙ্গে আলোচনাটা বাড়তে দিলো না সে।

আরো খানিকটা সামনে চওড়া হয়ে গেছে টানেল, মিশেছে বৃত্তাকার একটা গ্যালারিতে। চারটে পায়ার ওপর রয়েছে সোনালি ক্যাসকিট-টা, পায়াগুলো দেখতে অনেকটা চাইনিজ ড্রাগনের মতো। মাথার ওপর থেকে আলো পড়ায় সোনালি রঙ চকচক করছে। একদিকের দেয়ালে কাত করে রাখা হয়েছে রোমান সৈনিকদের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র।

'আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট,' ঘোষণার সুরে বললো রানা। 'শিল্প আর প্যাপিরাস রয়েছে পাশের চেম্বারে।'

মুগ্ধ চেহারা নিয়ে ধীরে ধীরে এগোলো এলিয়ো, একটা চোখ রানার ওপর। ক্যাসকিটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো সে। হাত বাড়িয়ে ছুঁলো। তারপর, হঠাৎ, ঝট করে হাতটা তুলে নিয়ে রানার দিকে পুরোপুরি ঘুরলো সে। 'আমার সাথে চালাকি, তাই না? দু'হাজার বছরের পুরনো কফিন এটা, তাই না?' রাগে, আক্রোশে হাঁপাচ্ছে

সে। 'এখনো রঙ পর্যন্ত শুকায়নি।'

'গ্রীক বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত অ্যাডভান্সড···।'

'শাট আপ।' গর্জে উঠলো এলিয়ো, ডান আস্তিন থেকে হাতে চলে এলো রিভলভারটা। 'আর একটা কথাও শুনতে চাই না। আমি জানতে চাই, গুপ্তধনগুলো কোথায়?'

পিছু হটতে শুরু করলো রানা, চেহারায় কৃত্রিম আতংক। 'আমাকে মেরো না, এলিয়ো।' প্রাচীন বর্শা আর তলোয়ার ঝুলে থাকা দেয়ালে পিঠ ঠেকলো। 'তোমাকে আমি সত্যি কথাটা বলে দিচ্ছি। মেইন ডিপোজিটরি চেম্বার এখনো পাইনি আমরা।' রানার দৃষ্টি প্রতি মুহূর্তে সোনালি ক্যাসকিট আর এলিয়োর মুখে ওঠা-নামা করছে, যেন ওটা থেকে হঠাৎ কেউ বেরিয়ে আসবে বলে ভয় পাচ্ছে ও।

রানার চোরা দৃষ্টি লক্ষ্য করে হাসতে শুরু করলো এলিয়ো। কফিন-টার দিকে রিভলভার তাক করলো সে। ট্রিগার টেপার সময় তার চোখে পলক পড়লো না। চারটে ফুটো তৈরি হলো কফিনের গায়ে। পাথুরে চেম্বারের ভেতর কামান দাগার শব্দ হলো।

ঢাকনিটা ধরলো এলিয়ো। 'তোমার ব্যাক আপ, মিঃ রানা?' খেঁকিয়ে উঠলো সে। 'তুমি দেখছি একটা রামছাগল।'

'ওকে লুকিয়ে রাখার আর কোনো জায়গা পাইনি,' হতাশ সুরে বললো রানা।

এক ঝটকায় কফিনের ঢাকনিটা তুলে ভেতরে তাকালো এলিয়ো। আচমকা রক্তশূন্য দেখালো তাকে। আতংকে কেঁপে উঠলো গোটা শরীর, হাত থেকে খসে গিয়ে সশব্দে বন্ধ হলো ঢাকনিটা। ঠোঁটের ফাঁক গলে বেরিয়ে এলো অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ।

সামান্য একটু ঘুরলো রানা, ফলে ঢালের আড়ালে ওর ডান হাতের

নড়াচড়া ধরা পড়লো না এলিয়োর চোখে। চেম্বারের দেয়াল ঘেঁষে সরে যাচ্ছে ও, এক সময় এলিয়োর বাম দিকে মুখ করলো; অস্বস্তির সাথে চোখ বুলালো একবার হাতঘড়ির ওপর। ওর জন্যে নির্দিষ্ট করা সময় এরইমধ্যে পেরিয়ে গেছে।

কাঁপা হাতে আরেকবার কফিনের ঢাকনিটা ধরলো এলিয়ো। এবার ঢাকনিটা পুরোপুরি তুললো সে, ফলে ছেড়ে দেয়ার সাথে সাথে উল্টো দিকে পড়লো সেটা, খোলা থাকলো কফিন। ভেতরে তাকিয়ে বিড়-বিড় করে উঠলো সে, 'ইটুরি···সত্যি ইটুরি ও!' শোকে ও বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেছে লোকটা।

'প্রেসিডেন্ট ইসমাইল চাননি মোস্তফা কামালকে মিশরে কবর দেয়া হোক,' মৃদুকণ্ঠে বললো রানা। 'মৌলবাদীরা তাকে শহীদ বানিয়ে ফেলতে পারে। সেজন্যেই লাশটা এখানে পাঠানো হয়েছে, তোমরা দু'জনেই যাতে এক জায়গায় শুয়ে থাকতে পারো।'

কফিনের দিক থেকে চোখ তুললো এলিয়ো। উদভ্রান্ত দৃষ্টি। 'এ-সবের সাথে তোমার কি সম্পর্ক?'

'সে অনেক কথা,' মৃদু হাসলো রানা। 'শুধু জেনে রাখো, তোমাদের দুজনের সব প্ল্যান আমি বানচাল করে দিয়েছি। দুঃখিত, এ-জন্মে তোমরা আর সম্রাট হতে পারলে না।'

'তবে রে, শয়তান!' বলেই লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে নিচু হলো এলিয়ো, রিভলভার ধরা হাতটা লম্বা করলো রানার দিকে।

তৈরি ছিলো রানা। দেয়াল থেকে আগেই একটা তলোয়ার নিয়েছে ও, ইতিমধ্যে মাথার ওপর তুলেও ফেলেছে। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে নামিয়ে আনলো সেটা।

গুলি হলো। মাত্র এক মিটার দূর থেকে রানার মাথা লক্ষ্য করে

দু'হাতে ধরা রিভলভারের ট্রিগার টেনেছে এলিয়ো। ঢালে লেগে পিছলে গেল বুলেট। পরমুহূর্তে বিকট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো তার গলা চিরে। অবিশ্বাসে বিস্ফারিত চোখে কনুই থেকে বিচ্ছিন্ন জোড়া হাতের দিকে তাকিয়ে আছে সে, ছিটকে খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে সেগুলো।

শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে নিচে নেমে এলো জোড়া হাত, এখনো এক হয়ে আছে, দুই তালুর মাঝখানে আটকে রয়েছে রিভলভারটা। লাইম-স্টোন মেঝেতে পড়ার পরও দুটো হাত আলাদা হলো না।

এলিয়োর গলাফাটানো চিৎকারে চেম্বারে টেকা দায় হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে হাঁটু দুটো ভাঁজ হলো তার, বিকৃত চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে হাত দুটোর দিকে, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ওগুলো এখন আর তার শরীরের অংশ নয়।

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে থাকলো এলিয়ো, এদিক ওদিক দুলছে। ধীরে ধীরে মুখ তুলে রানার দিকে তাকালো সে। চোখে ঢুলুঢুলু দৃষ্টি। 'এটা কেন?' ফিসফিস করে জানতে চাইলো সে। 'একটা বুলেট নয় কেন?'

'তোমাকে দিয়ে ছোট্ট একটা ঋণ শোধ করানো হলো,' বললো রানা। 'পেড্রো ফেডানোর কথা মনে পড়ে?'

'ফেডানোকে তুমি চিনতে?'

মাথা নাড়লো রানা। 'তার বন্ধুদের কাছে শুনেছি, কিভাবে তুমি তাকে কষ্ট দিয়েছো। শুনেছি, আত্মীয়স্বজনরা জানতো না যে তারা শুধু তার চামড়াটুকু কবর দিচ্ছে।'

'বন্ধু?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো এলিয়ো।

'আমার নয়, আরেক ভদ্রলোকের, যিনি হোয়াইট হাউসে বাস করেন,' ঠাণ্ডা সুরে বললো রানা। আরেকবার হাতঘড়ির ওপর চোখ

বুলালো। তারপর তাকালো এলিয়েো ভ্যালেটার দিকে। লোকটার করুণ পরিণতি দেখে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জাগলো না মনে। 'দুঃখিত, জায়গাটা পরিষ্কার করার কাজে তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারছি না। আমাকে কেটে পড়তে হবে।' ঘুরলো রানা, পা বাড়ালো এগজিট টানেলের দিকে।

দু'পা এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো রানা। বেঁটেখাটো, স্থূল এক লোক চেম্বারে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতে একটা শটগান-পিস্তল, সরাসরি রানার তলপেট লক্ষ্য করে ধরা।

'তাড়াহুড়োর কোনো দরকার নেই, মিঃ রানা,' কর্তৃত্বের স্বরে, থমথমে গলায় বললো সে। 'কেউ আপনারা কোথাও যাচ্ছেন না।'

চব্বিশ

তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি সম্পর্কে ধারণা থাকলেও, লোকটাকে আচমকা উদয় হতে দেখে সিচুয়েশন রুমের দর্শকরা প্রায় সবাই আঁতকে উঠলেন। গনগোরা হিলের গভীর পাতালে উত্তেজনাকর নাটকটা বিপজ্জনক মোড় নিতে যাচ্ছে।

'জেনারেল বার্গার,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট, 'কি ঘটছে ওখানে? কে এই লোক?'

'মনিটরে আমরাও ওকে দেখতে পাচ্ছি, মিঃ প্রেসিডেন্ট। ঠিক বুঝতে

পারছি না, সম্ভবত রিভেরার লোকই হবে।'

'রানাকে সাহায্য করার জন্যে একটা দল পাঠান,' নির্দেশ দিলেন জেনারেল ফেরি।

প্রতিবাদ করলেন জেনারেল বার্গার, 'স্যার, জনতা বাধা দেবে। ভিড়ের ভেতর দিয়ে ছাড়া ওখানে ওঠার আর কোনো পথ নেই।'

'উনি ঠিকই বলছেন,' সায় দিলেন বিল হ্যারিংটন। 'জনতা খেপে উঠলে সামলানো যাবে না।'

'আগন্তুক গেল কিভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল ফেরি। 'সে যদি পারে, তোমরা দু'জন লোক পাঠাতে পারবে না কেন?'

'সেটা দশ মিনিট আগের ঘটনা, এখন আর সম্ভব নয়, স্যার। রিভেরার লোকেরা আরো ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা করেছে। গোটা এলাকায় গিজ গিজ করছে মেক্সিকানরা। ঢালগুলোয় পা ফেলার জায়গা নেই। গাড়ি নিয়ে এগোনো তো অসম্ভব।'

রাহাত খানের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। কথা বলার আগে বড় করে দম নিলেন তিনি। 'মিঃ খান, মেক্সিকানরা যদি পাহাড়ের ওপর উঠতে শুরু করে, আপনার ছেলে বেরিয়ে আসার আগেই অপারেশনের ইতি ঘটাতে হবে আমাদের।'

চোখের ওপর একবার হাত বুলালেন রাহাত খান। তারপর মনিটরের দিকে তাকালেন। 'রানা পারবে,' ছোট্ট করে বললেন তিনি।

আচমকা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন জিমি উইলফোর্স। মনিটরের দিকে একটা হাত লম্বা করে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'ওরা খেপে গেছে! মেক্সিকানরা পাগল হয়ে গেছে! পাহাড় বেয়ে উঠছে ওরা! ও মাই গড!'

*

আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরে সবাই যখন ওর প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা নিয়ে তর্ক করছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে রানার প্রধান মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে শটগান-পিস্তলের কালো মুখ। অস্ত্রটা বাগিয়ে ধরার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারলো, এ লোক আরো বহুবার খুন করেছে। অস্ত্রের পিছনে লোকটার মুখ ম্লান, চোখে উৎসাহহীন দৃষ্টি, সব মিলিয়ে যেন একঘেয়েমির শিকার। আরেকজন জাতখুনী, ভাবলো রানা।—বিদায় মাসুদ রানা, বিদায়। প্রায় প্রতিটা অ্যাসাইনমেন্টেই দেখেছে, কখনো না কখনো, এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয় ওকে, দাঁড়াতে হয় জীবন আর মৃত্যুর সীমারেখার ওপর। আজ পর্যন্ত প্রতিবার মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে সীমানার নিরাপদ দিকটায় ফিরে আসতে পেরেছে ও। আশংকা ও সম্ভাবনা ছিলো শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। যে-কোনো অ্যাসাইনমেন্টে মারা যেতে পারতো ও।

কিন্তু আজকের পরিস্থিতি অন্যরকম। আশংকার পরিমাণ শতকরা নব্বই ভাগ, কি তারও বেশি। আগেই অনেক দেরি করে ফেলেছে ও। পথ খুঁজে নিয়ে বেরুতে পারবে কিনা জানে না। মহামূল্যবান সময় কেড়ে নেয়ার জন্যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে অচেনা এক শত্রু। বুলেটে যদি ঝাঁঝরা নাও হয়, কয়েকশো টন মাটি আর পাথরের নিচে চাপা পড়বে ওর দেহ।

'কে তুমি?'

'মোহাম্মদ এখলাস। আল দাউদ আমাকে তাঁর বিশ্বস্ত ভক্ত হিসেবে চিনতেন।'

হ্যাঁ, ভাবলো রানা। কল্পনার চোখে ক্রাশিং মিলের সামনের রাস্তায় টেরোরিস্টদের দেখতে পেলো ও। 'তোমরা দেখছি প্রতিশোধ নেয়ার কথা ভোলো না।'

'তাঁর শেষ ইচ্ছে ছিলো আমি যেন তোমাকে খুন করি।'

ডান হাতটা অত্যন্ত ধীরে নিচে নামালো রানা, তলোয়ারের ডগাটা চেম্বারের মেঝের দিকে তাক করলো। তার এই ভঙ্গি, সাহসী লোকের পরাজয় মেনে নেয়ার ভঙ্গি। পেশী শিথিল করে দিলো ও, ঝুলে পড়লো কাঁধ, সামান্য বাঁকা হলো হাঁটু দুটো। 'সান্টা ইনেজে ছিলে তুমি?'

'হ্যা, আল দাউদ আর আমি একসাথে মিশরে পালিয়ে যাই।'

রানার ঘন কালো ভুরু দুটো এক হলো। গুলি খাবার পর দাউদ তাহলে বেঁচে গিয়েছিল? নাহ্, আর বোধহয় পালাবার সময়ও হাতে নেই। কথার জবাব না দিয়ে লোকটার উচিত ছিলো ওকে লক্ষ্য করে গুলি করা। লোকটা ওকে নিয়ে খেলছে, বিড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলে। পঞ্চাশটা পেলেট ছুটে আসবে কথার মাঝখানে হঠাৎ।

সময় নষ্ট করলেও পুরস্কার পাওয়ার কোনো উপায় নেই। এখলা-সের দিকে তাকিয়ে দূরত্বটা আন্দাজ করার চেষ্টা করলো রানা। কোন্ দিকে লাফ দেয়া যায়, যখন গুলি হবে? সহজভঙ্গিতে ঢালটা শরীরের সামনে আনলো।

রক্তাক্ত দুই কনুইয়ে আলখেল্লা জড়ানো শেষ করলো এলিয়ো ভ্যালেটা। সারাক্ষণ ফোঁপাচ্ছে সে। রক্তে ভিজে আলখেল্লার একটা অংশ লালে লাল। এখলাসের দিকে তাকালো সে। 'মারো ওকে!' নিস্তেজ গলা থেকে চিঁচিঁ আওয়াজ বেরুলো। 'দেখো আমার কি অবস্থা করেছে ও! মারো! গুলি করো!'

'তুমি কে?' জিজ্ঞেস করলো এখলাস, রানার ওপর চোখ।

'আমি ম্যানুয়েল রিভেরা।'

'ওর আসল নাম এলিয়ো ভ্যালেটা,' বললো রানা। 'ওরা দুই ভাই

সম্রাট হতে চেয়েছিল।'

ক্রল করে এখলাসের দিকে এগোলো এলিয়ো, তার পায়ের কাছে এসে থামলো। কাঁদছে, হাঁপাচ্ছে, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে এখলাসের দিকে। 'ওর কথায় কান দিয়ো না,' আবেদনে কাঙালের সুর। 'হি ইজ আ কমোন ক্রিমিনাল।'

এই প্রথম নিঃশব্দে হাসলো এখলাস। 'তা কি করে হয়। ওর ফাইল আমি পড়েছি। কোনো ব্যাপারেই কমোন নয় ও।'

পরিস্থিতি অনুকূল, ভাবলো রানা। মুহূর্তের জন্যে হলেও, এখলাসের মনোযোগ কেড়ে নিতে পেরেছে এলিয়ো। এক পাশে সরতে শুরু করলো ও, প্রতিবার এক সেন্টিমিটারের বেশি নয়, চেষ্টা করছে ওর আর এখলাসের মাঝখানে যেন চলে আসে এলিয়ো।

'আল দাউদ কোথায়?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো রানা।

'উনি মারা গেছেন,' জানালো এখলাস। হঠাৎ জ্বলে উঠলো তার চোখ দুটো। 'শূয়রের বাচ্চা মোস্তফা কামালটাকে খুন করার পর উনি মারা গেছেন।'

চেম্বারে যেন বোমা ফাটলো, অন্তত এলিয়োকে চমকে উঠতে দেখে তাই মনে হলো রানার। নিজের অজান্তেই এলিয়োর দৃষ্টি ছুটে গেল সোনালি কফিনটার ওপর। আবার সেই চিঁচিঁ, অস্পষ্ট গলায় বললো সে, 'তারমানে আমার ভাই নিজের লোকের হাতে খুন হয়েছে। ওই লোককেই তো ইটুরি লেডি মেরিয়েটা হাইজ্যাক করার দায়িত্ব দিয়েছিল।'

আরেক সেন্টিমিটার সরলো রানা।

ভুরু কপালে তুলে মিশরীয় আততায়ী জিজ্ঞেস করলো, 'মোস্তফা কামাল তোমার ভাই ছিলো?'

'দেখলে তুমি মোস্তফা কামালকে চিনতে পারবে ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

রানার দিকে ফিরে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো এখলাস। 'মিশরে কে তাকে চেনে না ?'

মরিয়া হয়ে ভাবলো রানা, কিছু সুবিধে সে পাচ্ছে, কিন্তু সময় মতো কাজে লাগাতে পারবে তো ? মোস্তফা কামালকে দেখার পর এখলা-সের কি প্রতিক্রিয়া হয় তার ওপর নির্ভর করছে সব। 'তাহলে কফিন-টার ভেতর উঁকি দাও।'

'নড়ো না, রানা। নড়ার কথা ভাবতেও নিষেধ করছি তোমাকে,' বলতে বলতে কফিনটার দিকে এগোলো এখলাস। রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে, পা ফেলছে ধীরে ধীরে, প্রতিবার একটা করে। তার ডান নিতম্বে কফিনের একটা কোণ ঠেকলো। হাতের শটগান রানার দিকে স্থির রেখে কফিনের ভেতর একবার তাকালো সে, পর-মুহূর্তে রানার দিকে ফিরলো।

এক চুলও নড়েনি রানা।

এ এক ধরনের জুয়া খেলা। অপ্রত্যাশিত কিছু দেখলে একবার নয়, অন্তত দুইবার তাকায় মানুষ। প্রথমবার এখলাস শুধু চোখ বুলিয়েছে। আরেকবার ভালো করে দেখার একটা তীব্র ইচ্ছে তার অজান্তেই মনের ভেতর মাথাচাড়া দিচ্ছে। রানার বিশ্বাস, দ্বিতীয় বার কফিনের ভেতর তাকাতেই হবে এখলাসকে। ঘটলোও তাই।

গনগোরা পাহাড়ের আধ কিলোমিটার পশ্চিমে রয়েছে স্পেশাল অপা-রেশনস ফোর্সের কমাণ্ড ট্রাক। টিভি মনিটরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে

রয়েছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, তাঁর দু'পাশে বাকি সবাই।

অনড় মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে জেনিথ, মুখ রক্তশূন্য।

অস্থির পায়ে পায়চারি করছে কর্নেল মার্টিন। তার এক হাতে ছোট একটা আলট্রাহাই-ফ্রিকোয়েন্সি ডিটোনেশন ট্র্যান্সমিটার, অপর হাতে শক্ত করে ধরা ফোনের রিসিভার। রিসিভারে চিৎকার করছে সে, জেনারেল বার্গারের একজন এইডের উদ্দেশ্যে, 'বললেই আমি ডিটোনেট করবো? সবদিক আমাকে ভেবে দেখতে হবে না? মেক্সিকানরা আগে ডেঞ্জার পেরিমিটার পেরুক, তারপর দেখা যাবে।'

এইড, একজন কর্নেল, বললো, 'ঢাল বেয়ে প্রায় উঠে পড়েছে লোকজন।'

'আরো ত্রিশ সেকেণ্ড পর। তার আগে নয়!' হুংকার ছাড়লো কর্নেল মার্টিন।

'জেনারেল বার্গার চাইছেন এই মুহূর্তে আপনি উড়িয়ে দিন পাহাড়টা।' পাল্টা হুংকার ছাড়লো এইড। 'আপনার প্রতি এটা একটা অর্ডার, স্বয়ং প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে।'

'আপনি টেলিফোনে একটা কণ্ঠস্বর ছাড়া কিছু নন, কর্নেল,' প্রায় বিদ্রূপের সুরে বললো কর্নেল মার্টিন। 'অর্ডারটা আমি সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে পেতে চাই।'

'আপনি কোর্ট-মার্শালের ঝুঁকি নিচ্ছেন, কর্নেল মার্টিন।'

'এই প্রথমবার নয়।'

ভয়ে আর অস্থিরতায় হাঁপাচ্ছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'পারবে না! রানা পারবে না!'

'আপনারা শুধু বসে বসে চিৎকার করবেন আর মাথার চুল ছিঁড়বেন? কিছু করতে পারেন না?' আবেদনভরা দৃষ্টিতে অ্যাডমিরালের দিকে তাকালো জেনিথ। 'ওর সাথে কথা বলুন। টিভি ক্যামেরার

সাথে লাগানো স্পীকারে আপনাদের গলা শুনতে পাবে রানা।'

'ওর মনোযোগ নষ্ট করলে সর্বনাশ ঘটে যাবে,' জবাব দিলো কর্নেল। 'স্পীকার থেকে আওয়াজ বেরুলেই চমকে উঠবে রানা, সাথে সাথে ওকে খুন করবে এখলাস। '

'আমি এখানে কি করছি ?' বিড়বিড় করে নিজেকেই প্রশ্নটা করলো বেন নেলসন, রাগে কাঁপছে ও। হ্যাঁচকা টানে কমাণ্ড ট্রাকের দরজা খুলে নিচে লাফ দিয়ে পড়লো সে, ছুটলো স্যামুয়েল জনসনের জীপ লক্ষ্য করে। কর্নেল মার্টিনের লোকজন বাধা দেয়ার আগেই তীরবেগে রওনা হয়ে গেল জীপটা গনগোরা হিল অভিমুখে।

দ্রুত লাফ দিলো রানা, যেন কুণ্ডলী খুলে ছোবল দিলো একটা সাপ। আবার ঝিক্ করে উঠলো তলোয়ারের ফলা।

ওর পেশীবহুল হাতটা কাঁধের সমস্ত শক্তি নিয়ে নিচে নামলো। অনুভব করলো, শুনতেও পেলো, তলোয়ারের ফলা নরম কিছুতে সেঁধোবার আগে কঠিন কিছুর সাথে ঘষা খেয়েছে। একটা বিস্ফোরণ ঘটলো, ঠিক যেন ওর মুখের ওপর। বিস্ফোরণের ধাক্কা প্রায় সবটুকু ঢালের মাঝখানে লাগলো, পিছলে সিলিঙের দিকে উঠে গেল পেলেটগুলো। প্রাচীন ঢালের গায়ে শক্ত কাঠের আবরণ লাগিয়েছে আজ দুপুরে মেজর রক, সেটায় গর্ত হলেও ফুটো হলো না। তলোয়ার ধরা রানার হাত বৃত্ত রচনা শেষ করলো। দেরি না করে আবার সেটাকে হ্যাঁচকা টানে ওর ওপর দিকে তুললো রানা।

এখলাস যথেষ্ট ক্ষিপ্র, তবে মোস্তফা কামালকে কফিনের ভেতর দেখে, বিস্ময়ের ঘোর কাটতে এক সেকেণ্ড দেরি হলো তার। চোখের কোণ থেকে রানাকে লাফ দিতে দেখতে পেয়ে ঠিকমতো লক্ষ্যস্থির না করেই শটগানের ট্রিগার টেনে দেয়, পরমুহূর্তে শটগানের ব্রিচে ঘষা খেয়ে

কব্জির কয়েক ইঞ্চি নিচে আঘাত করলো তলোয়ারের ফলা। পাঁচটার মধ্যে চারটে আঙুলই হাত থেকে খসে মেঝেতে পড়ে গেল।

এমনভাবে গোঙাতে শুরু করলো এখলাস, যেন বিষম খেয়েছে। এলিয়োর জোড়া হাতে এখনো ধরা রয়েছে কোল্ট পাইথন, ঠিক সেটার পাশে ছিটকে পড়েছে শটগানটা। তবে নিচের দিক থেকে উঠে আসা রানার দ্বিতীয় আঘাতটা এড়িয়ে গেল এখলাস ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে। পরমুহূর্তে, দমকা বাতাসের মতো, শরীরে মোচড় দিয়ে, রানাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে।

সরে যেতে গিয়ে বিপদটা টের পেলো রানা। লাফ দিলো, কিন্তু ভাঁজ হয়ে গেল ডান হাঁটু। দেরিতে হলেও, কারণটা বুঝতে পারলো ও। শটগানের একটা কি দুটো পেলেট ওর পায়েও ঢুকেছে। আহত পা-টাই জখম হয়েছে আবার।

ভাঁজ করা হাত-পা নিয়ে রানার ওপর আছড়ে পড়লো এখলাস। তাল সামলাতে গিয়ে তলোয়ারটা হাতছাড়া হয়ে গেল রানার। অপর হাতটা ঢালের ভেতর দিকে স্ট্র্যাপের সাথে আটকে গেছে। ধীরে ধীরে, সচেতনভাবে, অক্ষত হাতটা দিয়ে রানার গলা চেপে ধরলো এখলাস।

'কিল হিম!' উন্মাদের মতো চিৎকার জুড়ে দিলো এলিয়ো ভ্যালেটা। 'এই সুযোগ ছেড়ো না! খুন করো ওকে! কিল হিম! কিল হিম!'

এখলাসের ভারি শরীর বুকে নিয়ে ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরতে চেষ্টা করলো রানা, হাতের কিনারা দিয়ে কোপ মারলো শত্রুর কণ্ঠায়। এ-ধরনের আঘাতে বেশিরভাগ মানুষ দম আটকে মারা যায়, অন্তত জ্ঞান না হারিয়ে পারে না। এখলাস শুধু ঘর্ঘর ঘর্ঘর আওয়াজ ছেড়ে দুহাতে

চেপে ধরলো নিজের গলাটা, গড়িয়ে নেমে গেল রানার বুক থেকে।

মাতালের মতো টলতে টলতে দু'জনেই দাঁড়ালো ওরা। এক পায়ে একই জায়গায় লাফাচ্ছে রানা, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে এখলাস, মাত্র একটা আঙুল নিয়ে তার ডান হাতটা ঝুলে আছে শরীরের পাশে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা।

প্রথম হামলাটা এলো তৃতীয় পক্ষ থেকে। হঠাৎ মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এলিয়ো তার কোল্ট লক্ষ্য করে। বগল আর বাহুর মাঝখানে কোল্টটা আটকাতে চেষ্টা করছে সে। সন্দেহ নেই, অস্ত্রটা এখলাসকে দেয়ার ইচ্ছে তার। কিন্তু তার নিজের বিচ্ছিন্ন হাত শক্ত হয়ে আটকে গেছে, বগলের নিচে আটকে টান দিতেও কোল্টটা বেরুলো না আঙুলগুলো থেকে। টানটা আরো জোরে না হলে বেরোবে না।

রানা আর এখলাস, দু'জনেই ওরা আশপাশে তাকালো অস্ত্রের খোঁজে।

হার হলো রানার। শটগানটা এখলাসের দিকে পড়ে রয়েছে। তার পাশে রোমান তলোয়ারটাও। ঝড়ের সময় যে-কোনো বন্দরে নোঙর ফেলা যায়, ভাবলো রানা। ঢাল সহ হাতটা এখলাসের দিকে ছুঁড়লো ও, আহত ডান পা দিয়ে সরাসরি লাথি মারলো এলিয়োর বুকে। শটগানটা তোলার জন্যে ঝুঁকতে যাচ্ছিলো এখলাস, ঢালের বাড়িটা কাঁধে লাগলো তার। ভারসাম্য রক্ষার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো সে। ঝুঁকলো রানা, এলিয়োর বিচ্ছিন্ন হাতে আটকে থাকা কোল্টটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো। জোড়া হাত সহ উঠে এলো সেটা।

লাথি খেয়ে ত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিয়েছে এলিয়ো। জোড়া হাত থেকে কোল্টটা ছাড়াতে চেষ্টা করছে রানা। মুক্ত হলো, কিন্তু আঙুল থেকে পিছলে বেরিয়ে গেল সেটা, শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে উঠে যাচ্ছে

ওপর দিকে। লাফ দিয়ে ধরে ফেললো রানা।

ট্রিগার গার্ড রক্তে পিচ্ছিল হয়ে আছে।

তাল সামলে শটগানের দিকে বাম হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে এখলাস। ধরলো। তুলছে। এই সময় গুলি করলো রানা।

পরবর্তী রিকয়েলের জন্যে মুঠো শক্ত করলো রানা। চেম্বারের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল এখলাস।

দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিসের মতো শব্দ করে বাতাস ছাড়লো রানা। এতোক্ষণে ওর খেয়াল হলো, টিভি ক্যামেরায় সংযুক্ত স্পীকার থেকে কর্নেল মার্টিনের চিৎকার ভেসে আসছে, 'বেরিয়ে আসুন, ফর গডস সেক, বেরিয়ে আসুন!'

দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে রানা। অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে এতোই মগ্ন ছিলো, এখন মনেই করতে পারছে না কোন্ পথ ধরে টানেল থেকে বেরুতে হবে। অনেকগুলো সুড়ঙ্গ, মাত্র একটা দিয়ে বেরুনো সম্ভব।

শেষবার এলিয়ো ভ্যালেটার দিকে একবার তাকালো রানা। ভয়ে নয়, রক্তক্ষরণে সাদা হয়ে গেছে মুখটা। অর্ধনিমীলিত নেত্রে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে, দৃষ্টিতে রাজ্যের ঘৃণা। ক্লান্ত, মৃদু হেসে বললো রানা, 'এনজয় ইওর ট্রিপ টু হেল।'

জবাবে স্মোক বমটা ফাটিয়ে দিলো এলিয়ো। যেভাবেই হোক, পিনটা খুলে ফেলেছে সে। এক পলকে ঘন কমলা রঙের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল চেম্বারটা।

'কি ঘটলো?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট। কমলা রঙের কুয়াশায় ক্যামেরা কোনো ছবি পাঠাতে পারছে না।

'এলিয়ো সম্ভবত একটা স্মোক বোমা ফাটিয়ে দিয়েছে,' জেনারেল

বার্গার রুদ্ধশ্বাসে বললেন।

'এক্সপ্লোসিভগুলো এখনো ফাটছে না কেন?'

'এক সেকেণ্ড, স্যার।' রাগের সাথে একজন এইডের দিকে ফির-লেন জেনারেল। কথা বলে ক্যামেরার দিকে তাকালেন আবার। 'কর্নেল মার্টিন বলছেন সরাসরি আপনি অর্ডার দিলে তবে সে বিস্ফোরণ ঘটাবে।'

'যোগাযোগ চাই।' ধমকের সুরে বললেন প্রেসিডেণ্ট।

চার সেকেণ্ড পর একটা মনিটরে দেখা গেল কর্নেল মার্টিনকে।

'আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না, কর্নেল মার্টিন,' প্রেসিডেণ্ট বললেন। 'আশা করি, আমার গলা চিনতে পারছেন?'

'পারছি, স্যার।'

'আপনার কমাণ্ডার-ইন-চীফ হিসেবে, আপনাকে আমি অর্ডার দিচ্ছি, পাহাড়টা উড়িয়ে দিন—উড়িয়ে দিন এই মুহূর্তে।'

'ঢাল বেয়ে প্রায় চূড়ায় উঠে পড়েছে জনতা,' জিমি উইলফোর্স বললেন।

আতংকের সাথে সবাই মনিটরে দৃশ্যটা দেখলেন। আবার মিছিল শুরু হয়েছে। পাহাড়ের নিচ থেকে হাজার হাজার লোক ঢাল বেয়ে উঠছে চূড়ার দিকে, সবার মুখে ম্যানুয়েল রিভেরার নাম, সুর করে উচ্চারণ করছে।

'এরপরও যদি অপেক্ষা করো, কর্নেল মার্টিন,' থমথমে গলায় বল-লেন জেনারেল ফেরি, 'কয়েক হাজার লোককে খুন করবে তুমি। ফাটিয়ে দাও।'

সুইচের ওপর স্থির হয়ে আছে কর্নেল মার্টিনের একটা আঙুল। ট্র্যান্স-

নিচারে ঘোষণা করলো সে, 'ডিটোনেশন!'

তারপরও সুইচটা টিপলো না সে। হুকুম মানতে রাজি না হলে কোর্ট-মার্শাল হবে। কিন্তু যদি হুকুম মানতে দেরি করা হয় বা দেরি হয়ে যায়? কোর্ট-মার্শাল হলেও, অযোগ্যতা প্রমাণ করা ভারি কঠিন কাজ।

সুইচ টিপবে কর্নেল, কিন্তু তার আগে যতোটা পারা যায় সময় দেবে সে রানাকে।

ধোঁয়া নয়, যেন গভীর আর ভারি পানির তলায় রয়েছে রানা। চোখ বুজে আছে ও, দম বন্ধ করে রেখেছে। ইচ্ছাশক্তির জোরে পা দুটো নাড়তে চাইছে, ইচ্ছে হচ্ছে দৌড় দেয় বা হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। আতংকভরা চেম্বার থেকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরে সরে যেতে চায়। একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু জানে না এটাই ঠিক পথ কিনা। ছোটার ক্ষমতা নেই, দেয়াল ধরে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে। হয় টানেলের মুখে বেরুতে হবে, নয়তো মাইনের মুখে। দুটোই যদি হারিয়ে ফেলে, মাটি খুঁড়ে ওর লাশ বের করতে হবে রাহাত খানকে।

প্যাসেজের মেঝে ক্রমশ উঁচু হতে শুরু করলো। কমলা রঙের ধোঁয়া এখনো আছে, তবে আগের চেয়ে অনেক হালকা। একটু কি বাড়লো তাপমাত্রা? গায়ে কি মৃদু বাতাসের ছোঁয়া পেলো? প্রথমে অস্পষ্ট, তারপর উজ্জ্বল লাগলো চোখে আলোটা। টানেল থেকে বেরিয়ে এলো রানা। সামনে তারা জ্বলছে, ফ্লাডলাইটের আলোয় ম্লান দেখাচ্ছে।

রানা জানে, বিপদ এখনো কাটেনি। মাইনের মুখ থেকে বাইরে

বেরিয়ে এসেছে ও। ক্রমশঃ উঁচু হয়ে আরো পাঁচ মিটারের মতো উঠে গেছে সামনের মেঝে। উঠতে গিয়ে পিছলে নেমে আসছে শরীরটা। মাত্র একটা পা ব্যবহার করতে পারছে, ডান পা বোঝা হয়ে আছে পিছনে। গর্তের মুখটা এতো কাছে অথচ কতো দূরে। মাত্র পাঁচ মিটার। ঢালু মেঝের নিচে মৃত্যু, ওপরে জীবন।

চুপ মেরে গেছে কর্নেল মার্টিন। তার আর কিছু বলার নেই। তৃতীয়বার ঢাল থেকে নিচে খসে পড়ে রানা উপলব্ধি করলো, নিজের হাতে সাজানো মৃত্যুফাঁদে ধরা পড়ে গেছে ও। বিস্ফোরকগুলো সাজাবার সময় মেজর রকের সাথে সে-ও ছিলো।

প্রায় যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে রানা, গর্তের খোলা মুখে একটা ছায়ামূর্তি উদয় হলো। গর্তের কিনারায় শুয়ে একটা হাত রানার দিকে লম্বা করে দিলো সে। শত্রু না মিত্র? না জেনেই হাতটা ধরলো রানা। ওকে টেনে গর্তের মুখে তুললো লোকটা। সমতল মাটিতে পৌঁছে হাঁপাতে লাগলো রানা।

লোকটা দু'হাতে ধরলো রানাকে, অনায়াস ভঙ্গিতে তুলে নিলো বুকে। ছুটতে ছুটতে এগোলো জীপের দিকে।

নেলসন ব্যাটাকে চিনতে পেরেছে রানা। কৃতজ্ঞতায় চোখে পানি এসে গেল ওর। স্টার্ট নিলো জীপ, একশো মিটারও এগোতে পারেনি, বিস্ফোরিত হলো গনগোরা হিল।

বিশাল মিছিল প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো মাটির ওপর। প্রথমে থরথর করে কাঁপলো পাহাড়টা। তারপর আগ্নেয়গিরির নিক্ষিপ্ত লাভার মতো মাটি আর পাথর সবেগে ছুটলো আকাশের দিকে। গনগোরা হিলের গোটা চূড়া লাফ দিয়ে দশ মিটার শূন্যে উঠে পড়লো। শুরু হলো পাথর বৃষ্টি।

পঁচিশ

পাঁচ দিন পর, মাঝরাত হতে আর মাত্র তিন মিনিট বাকি, রোমার কয়েক মাইল দূরে ছোট্ট একটা এয়ারপোর্টে নামলো প্রেসিডেন্টের হেলিকপ্টার। তাঁর সফর সঙ্গীদের মধ্যে মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খান ও বিল হ্যারিংটন রয়েছেন। ওঁদেরকে অভ্যর্থনা জানা-লেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

'কংগ্রাচুলেশন্স, অ্যাডমিরাল,' সহাস্যে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'তবে স্বীকার করতে আপত্তি নেই, বিশ্বাস করতে পারিনি মুমা এতো নিখুঁতভাবে করতে পারবে কাজটা।'

'ধন্যবাদ, মিঃ প্রেসিডেন্ট। আপনি আমাদের প্ল্যান অনুমোদন করায় আমরা সবাই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'আমাকে রাজি করানোর জন্যে আপনার ধন্যবাদ দেয়া উচিত জেনারেল রাহাত খানকে,' রাহাত খানের কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'উনি, সত্যি কথা বলতে কি, আমার একেবারে ঘাড়ে চেপে বসেছিলেন।'

দশটা চাকা লাগানো বিরাট একটা ট্রাকে উঠে পড়লেন ওঁরা। ড্রাইভারের পাশে আগেই দু'জন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট উঠে বসেছে। ট্রাক রওনা হয়ে গেল, পিছু নিলো একটা ডজ ভ্যান।

'গোটা এলাকায় মৌমাছির মতো হেলিকপ্টার উড়ে বেড়াচ্ছে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ব্যাপারটা গোপন রাখার স্বার্থে এই ট্রাক

ছাড়া উপায় ছিলো না।' ভেতরে ছ'টা চেয়ার রয়েছে। ট্রাকের দুই পাশ ও মাথার দিকটা মোটা ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা।

খানিক পর-প্রেসিডেণ্ট বললেন, 'আমরা আসলে ভাগ্যবান। রিভেরা মারা গেছে জানার পর মেক্সিকান জনতা দাঙ্গা বাধিয়ে দিলে আমরা সামলাতে পারতাম না।'

'পাহাড়টা ভেঙে পড়ার পর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে লোকজন,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'বাচ্চা আর মেয়েরা ছিলো বলে দাঙ্গা বাধেনি। তাছাড়া, জনতাকে উত্তেজিত করার জন্যেও কেউ ছিলো না। রিভেরার ঘনিষ্ঠ অনুসারীরা অবস্থা সুবিধের নয় বুঝতে পেরে সীমান্ত পেরিয়ে পালিয়ে যায়। খিদে, পরিশ্রম, আর হতাশায় ক্লান্ত হয়ে নদীর দিকে হাঁটা ধরে সবাই।'

বিল হ্যারিংটন বললেন, 'সীমান্তের ওপারে মেক্সিকান পুলিশ রিভেরার বেশিরভাগ অনুসারীকে গ্রেফতার করেছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রেসিডেণ্ট। 'নিরীহ মানুষজনের রক্তপাত ঘটেনি তাতেই আমি খুশি।'

'কিন্তু ভ্যালেটা পরিবার?' প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল।

'এ-দেশে ওদের কোনো সম্পত্তি আছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখছে জাস্টিস ডিপার্টমেণ্ট,' প্রেসিডেণ্ট বললেন। 'কর্নেল মার্টিন তার স্পেশাল ফোর্সকে নিয়ে ক্যারিবিয়ানের একটা দ্বীপে হানা দেয়ার প্ল্যান করছে। ভ্যালেটা পরিবারের কেউ যদি ওখানে থাকে, তার কপালে খারাবি আছে।'

বিল হ্যারিংটন বললেন, 'মিশর আপাততঃ শান্ত। স্বাস্থ্যগত কারণে মিঃ ইসমাইল পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছেন কায়সার আজিজের হাতে। মোস্তফা কামালের আসল পরিচয়

জানার পর মিশরীয় মুসলমানরা ভয়ানক খেপেছে মোল্লা আর মৌলবাদিদের ওপর, কারণ তাদের সমর্থন পেয়েই এতো বাড় বেড়েছিল লোকটার।'

'আপনাদের জন্যে আরেকটা সুখবর আছে,' বললেন রাহাত খান। 'উম্মে সালিহা আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছেন, বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙতে যাচ্ছেন।'

'কে…কার সাথে বিয়ে হচ্ছে ভদ্রমহিলার?' সবার আগে কৌতূহলী হলেন প্রেসিডেন্ট।

'কায়সার আজিজ।'

ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়লো, খুলে গেল দরজা, সিঁড়ি বেয়ে সবাই নামতে শুরু করলেন।

নিচে নেমে ওঁরা দেখলেন, সাধারণ তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে জায়গাটা। গেটে একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা—'স্যামুয়েল জনসন স্যাণ্ড অ্যাণ্ড গ্র্যাভেল কোম্পানী'। বড় আকারের কিছু বালতি, একটা ট্রাক, গোটা দশেক কোদাল আর বেলচা ছাড়া গোটা এলাকা খালি পড়ে আছে।

সিকিউরিটি গার্ড ইউনিট, ইলেকট্রনিক ডিটেকশন ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি সবই আছে, তবে চোখের আড়ালে।

'মিঃ স্যামুয়েল জনসনের সাথে আমার দেখা হতে পারে?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'খুব ভালো মানুষ। স্বেচ্ছায় সরকারকে তার সম্পত্তি লিখে দেয়ার পর গলফ খেলার জন্যে ওয়ার্ল্ড ট্যুর করতে বেরিয়েছে সে।'

'আশা করি তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে, তাই না?'

ওপর দিকে। লাফ দিয়ে ধরে ফেললো রানা।

ট্রিগার গার্ড রক্তে পিচ্ছিল হয়ে আছে।

তাল সামলে শটগানের দিকে বাম হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে এখলাস। ধরলো। তুলছে। এই সময় গুলি করলো রানা।

পরবর্তী রিকয়েলের জন্যে মুঠো শক্ত করলো রানা। চেম্বারের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল এখলাস।

দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিসের মতো শব্দ করে বাতাস ছাড়লো রানা। এতোক্ষণে ওর খেয়াল হলো, টিভি ক্যামেরায় সংযুক্ত স্পীকার থেকে কর্নেল মার্টিনের চিৎকার ভেসে আসছে, 'বেরিয়ে আসুন, ফর গডস সেক, বেরিয়ে আসুন!'

দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে রানা। অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে এতোই মগ্ন ছিলো, এখন মনেই করতে পারছে না কোন্ পথ ধরে টানেল থেকে বেরুতে হবে। অনেকগুলো সুড়ঙ্গ, মাত্র একটা দিয়ে বেরুনো সম্ভব।

শেষবার এলিয়ো ভ্যালেটার দিকে একবার তাকালো রানা। ভয়ে নয়, রক্তক্ষরণে সাদা হয়ে গেছে মুখটা। অর্ধনিমীলিত নেত্রে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে, দৃষ্টিতে রাজ্যের ঘৃণা। ক্লান্ত, মৃদু হেসে বললো রানা, 'এনজয় ইওর ট্রিপ টু হেল।'

জবাবে স্মোক বম্‌টা ফাটিয়ে দিলো এলিয়ো। যেভাবেই হোক, পিনটা খুলে ফেলেছে সে। এক পলকে ঘন কমলা রঙের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল চেম্বারটা।

'কি ঘটলো?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট। কমলা রঙের কুয়াশায় ক্যামেরা কোনো ছবি পাঠাতে পারছে না।

'এলিয়ো সম্ভবত একটা স্মোক বোমা ফাটিয়ে দিয়েছে,' জেনারেল

বার্গার রুদ্ধশ্বাসে বললেন।

'এক্সপ্লোসিভগুলো এখনো ফাটছে না কেন?'

'এক সেকেণ্ড, স্যার।' রাগের সাথে একজন এইডের দিকে ফিরলেন জেনারেল। কথা বলে ক্যামেরার দিকে তাকালেন আবার। 'কর্নেল মার্টিন বলছেন সরাসরি আপনি অর্ডার দিলে তবে সে বিস্ফোরণ ঘটাবে।'

'যোগাযোগ চাই।' ধমকের সুরে বললেন প্রেসিডেন্ট।

চার সেকেণ্ড পর একটা মনিটরে দেখা গেল কর্নেল মার্টিনকে।

'আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না, কর্নেল মার্টিন,' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'আশা করি, আমার গলা চিনতে পারছেন?'

'পারছি, স্যার।'

'আপনার কমাণ্ডার-ইন-চীফ হিসেবে, আপনাকে আমি অর্ডার দিচ্ছি, পাহাড়টা উড়িয়ে দিন—উড়িয়ে দিন এই মুহূর্তে।'

'ঢাল বেয়ে প্রায় চূড়ায় উঠে পড়েছে জনতা,' জিমি উইলফোর্স বললেন।

আতংকের সাথে সবাই মনিটরে দৃশ্যটা দেখলেন। আবার মিছিল শুরু হয়েছে। পাহাড়ের নিচ থেকে হাজার হাজার লোক ঢাল বেয়ে উঠছে চূড়ার দিকে, সবার মুখে ম্যানুয়েল রিভেরার নাম, সুর করে উচ্চারণ করছে।

'এরপরও যদি অপেক্ষা করো, কর্নেল মার্টিন,' থমথমে গলায় বললেন জেনারেল ফেরি, 'কয়েক হাজার লোককে খুন করবে তুমি। ফাটিয়ে দাও।'

সুইচের ওপর স্থির হয়ে আছে কর্নেল মার্টিনের একটা আঙুল। ট্রান্স-

মিটারে ঘোষণা করলো সে, 'ডিটোনেশন।'

তারপরও সুইচটা টিপলো না সে। হুকুম মানতে রাজি না হলে কোর্ট-মার্শাল হবে। কিন্তু যদি হুকুম মানতে দেরি করা হয় বা দেরি হয়ে যায়? কোর্ট-মার্শাল হলেও, অযোগ্যতা প্রমাণ করা ভারি কঠিন কাজ।

সুইচ টিপবে কর্নেল, কিন্তু তার আগে যতোটা পারা যায় সময় দেবে সে রানাকে।

ধোঁয়া নয়, যেন গভীর আর ভারি পানির তলায় রয়েছে রানা। চোখ বুজে আছে ও, দম বন্ধ করে রেখেছে। ইচ্ছাশক্তির জোরে পা দুটো নাড়তে চাইছে, ইচ্ছে হচ্ছে দৌড় দেয় বা হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। আতংকভরা চেম্বার থেকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরে সরে যেতে চায়। একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু জানে না এটাই ঠিক পথ কিনা। ছোটার ক্ষমতা নেই, দেয়াল ধরে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে। হয় টানেলের মুখে বেরুতে হবে, নয়তো মাইনের মুখে। দুটোই যদি হারিয়ে ফেলে, মাটি খুঁড়ে ওর লাশ বের করতে হবে রাহাত খানকে।

প্যাসেজের মেঝে ক্রমশ উঁচু হতে শুরু করলো। কমলা রঙের ধোঁয়া এখনো আছে, তবে আগের চেয়ে অনেক হালকা। একটু কি বাড়লো তাপমাত্রা? গায়ে কি মৃদু বাতাসের ছোঁয়া পেলো? প্রথমে অস্পষ্ট, তারপর উজ্জ্বল লাগলো চোখে আলোটা। টানেল থেকে বেরিয়ে এলো রানা। সামনে তারা জ্বলছে, ফ্লাডলাইটের আলোয় ম্লান দেখাচ্ছে।

রানা জানে, বিপদ এখনো কাটেনি। মাইনের মুখ থেকে বাইরে

বেরিয়ে এসেছে ও। ক্রমশ উঁচু হয়ে আরো পাঁচ মিটারের মতো উঠে গেছে সামনের মেঝে। উঠতে গিয়ে পিছলে নেমে আসছে শরীরটা। মাত্র একটা পা ব্যবহার করতে পারছে, ডান পা বোঝা হয়ে আছে পিছনে। গর্তের মুখটা এতো কাছে অথচ কতো দূরে। মাত্র পাঁচ মিটার। ঢালু মেঝের নিচে মৃত্যু, ওপরে জীবন।

চুপ মেরে গেছে কর্নেল মার্টিন। তার আর কিছু বলার নেই। তৃতীয়বার ঢাল থেকে নিচে খসে পড়ে রানা উপলব্ধি করলো, নিজের হাতে সাজানো মৃত্যুফাঁদে ধরা পড়ে গেছে ও। বিস্ফোরকগুলো সাজাবার সময় মেজর রকের সাথে সে-ও ছিলো।

প্রায় যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে রানা, গর্তের খোলা মুখে একটা ছায়ামূর্তি উদয় হলো। গর্তের কিনারায় শুয়ে একটা হাত রানার দিকে লম্বা করে দিলো সে। শত্রু না মিত্র? না জেনেই হাতটা ধরলো রানা। ওকে টেনে গর্তের মুখে তুললো লোকটা। সমতল মাটিতে পৌঁছে হাঁপাতে লাগলো রানা।

লোকটা দু'হাতে ধরলো রানাকে, অনায়াস ভঙ্গিতে তুলে নিলো বুকে। ছুটতে ছুটতে এগোলো জীপের দিকে।

নেলসন ব্যাটাকে চিনতে পেরেছে রানা। কৃতজ্ঞতায় চোখে পানি এসে গেল ওর। স্টার্ট নিলো জীপ, একশো মিটারও এগোতে পারেনি, বিস্ফোরিত হলো গনগোরা হিল।

বিশাল মিছিল প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো মাটির ওপর। প্রথমে থরথর করে কাঁপলো পাহাড়টা। তারপর আগ্নেয়গিরির নিক্ষিপ্ত লাভার মতো মাটি আর পাথর সবেগে ছুটলো আকাশের দিকে। গনগোরা হিলের গোটা চূড়া লাফ দিয়ে দশ মিটার শূন্যে উঠে পড়লো। শুরু হলো পাথর বৃষ্টি।

পঁচিশ

পাঁচ দিন পর, মাঝরাত হতে আর মাত্র তিন মিনিট বাকি, রোমার কয়েক মাইল দূরে ছোট্ট একটা এয়ারপোর্টে নামলো প্রেসিডেন্টের হেলিকপ্টার। তাঁর সফর সঙ্গীদের মধ্যে মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খান ও বিল হ্যারিংটন রয়েছেন। ওঁদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

'কংগ্রাচুলেশন্স, অ্যাডমিরাল,' সহাস্যে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'তবে স্বীকার করতে আপত্তি নেই, বিশ্বাস করতে পারিনি মুমা এতো নিখুঁতভাবে করতে পারবে কাজটা।'

'ধন্যবাদ, মিঃ প্রেসিডেন্ট। আপনি আমাদের প্ল্যান অনুমোদন করায় আমরা সবাই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'আমাকে রাজি করানোর জন্যে আপনার ধন্যবাদ দেয়া উচিত জেনারেল রাহাত খানকে,' রাহাত খানের কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'উনি, সত্যি কথা বলতে কি, আমার একেবারে ঘাড়ে চেপে বসেছিলেন।'

দশটা চাকা লাগানো বিরাট একটা ট্রাকে উঠে পড়লেন ওঁরা। ড্রাইভারের পাশে আগেই দু'জন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট উঠে বসেছে। ট্রাক রওনা হয়ে গেল, পিছু নিলো একটা ডজ ভ্যান।

'গোটা এলাকায় মৌমাছির মতো হেলিকপ্টার উড়ে বেড়াচ্ছে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ব্যাপারটা গোপন রাখার স্বার্থে এই ট্রাক

ছাড়া উপায় ছিলো না।' ভেতরে ছ'টা চেয়ার রয়েছে। ট্রাকের দুই পাশ ও মাথার দিকটা মোটা ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা।

খানিক পর-প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আমরা আসলে ভাগ্যবান। রিভেরা মারা গেছে জানার পর মেক্সিকান জনতা দাঙ্গা বাধিয়ে দিলে আমরা সামলাতে পারতাম না।'

'পাহাড়টা ভেঙে পড়ার পর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে লোকজন,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'বাচ্চা আর মেয়েরা ছিলো বলে দাঙ্গা বাধেনি। তাছাড়া, জনতাকে উত্তেজিত করার জন্যেও কেউ ছিলো না। রিভেরার ঘনিষ্ঠ অনুসারীরা অবস্থা সুবিধের নয় বুঝতে পেরে সীমান্ত পেরিয়ে পালিয়ে যায়। খিদে, পরিশ্রম, আর হতাশায় ক্লান্ত হয়ে নদীর দিকে হাঁটা ধরে সবাই।'

বিল হ্যারিংটন বললেন, 'সীমান্তের ওপারে মেক্সিকান পুলিশ রিভেরার বেশিরভাগ অনুসারীকে গ্রেফতার করেছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রেসিডেন্ট। 'নিরীহ মানুষজনের রক্তপাত ঘটেনি তাতেই আমি খুশি।'

'কিন্তু ভ্যালেটা পরিবার?' প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল।

'এ-দেশে ওদের কোনো সম্পত্তি আছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখছে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট,' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'কর্নেল মার্টিন তার স্পেশাল ফোর্সকে নিয়ে ক্যারিবিয়ানের একটা দ্বীপে হানা দেয়ার প্ল্যান করছে। ভ্যালেটা পরিবারের কেউ যদি ওখানে থাকে, তার কপালে খারাবি আছে।'

বিল হ্যারিংটন বললেন, 'মিশর আপাততঃ শান্ত। স্বাস্থ্যগত কারণে মিঃ ইসমাইল পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছেন কায়সার আজিজের হাতে। মোস্তফা কামালের আসল পরিচয়

জানার পর মিশরীয় মুসলমানরা ভয়ানক খেপেছে মোল্লা আর মৌলবাদিদের ওপর, কারণ তাদের সমর্থন পেয়েই এতো বাড় বেড়েছিল লোকটার।'

'আপনাদের জন্যে আরেকটা সুখবর আছে,' বললেন রাহাত খান। 'উম্মে সালিহা আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছেন, বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙতে যাচ্ছেন।'

'কে…কার সাথে বিয়ে হচ্ছে ভদ্রমহিলার ?'-সবার আগে কৌতূহলী হলেন প্রেসিডেণ্ট।

'কায়সার আজিজ।'

ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়লো, খুলে গেল দরজা, সিঁড়ি বেয়ে সবাই নামতে শুরু করলেন।

নিচে নেমে ওঁরা দেখলেন, সাধারণ তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে জায়গাটা। গেটে একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা—'স্যামুয়েল জনসন স্যাণ্ড অ্যাণ্ড গ্র্যাভেল কোম্পানী'। বড় আকারের কিছু বালতি, একটা ট্রাক, গোটা দশেক কোদাল আর বেলচা ছাড়া গোটা এলাকা খালি পড়ে আছে।

সিকিউরিটি গার্ড ইউনিট, ইলেকট্রনিক ডিটেকশন ইকুইপমেণ্ট ইত্যাদি সবই আছে, তবে চোখের আড়ালে।

'মিঃ স্যামুয়েল জনসনের সাথে আমার দেখা হতে পারে ?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেণ্ট।

মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'খুব ভালো মানুষ। স্বেচ্ছায় সরকারকে তার সম্পত্তি লিখে দেয়ার পর গলফ খেলার জন্যে ওয়ার্ল্ড ট্যুর করতে বেরিয়েছে সে।'

'আশা করি তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে, তাই না ?'

'ট্যাক্সমুক্ত দশ মিলিয়ন ডলার,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'নিতে রাজি করার জন্যে রীতিমতো হাতে-পায়ে ধরতে হয়েছে।' কয়েক শো মিটার দূরে গভীর একটা গর্ত দেখালেন অ্যাডমিরাল। 'গনগোরা হিলের ওই হলো অবশিষ্ট। এখন ওটা নুড়ি পাথর আর কাঁকরের খনি। ওগুলো বিক্রি করেও লাভের মুখ দেখবো আমরা।'

প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস না করে পারলেন না, 'রিভেরা আর মোস্তফা কামালের লাশ দুটো কি আপনারা খুঁজে পেয়েছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। 'দু'দিন আগে। যতোটুকু পাওয়া গেছে আর কি। সব রক ক্রাশারে ঢেলে দেয়া হয়েছে। আমার বিশ্বাস দু'জনেই তারা রাস্তার উপকরণ হয়ে আছে।'

প্রেসিডেন্টকে সন্তুষ্ট দেখালো। 'যার যা প্রাপ্য।'

'টানেলটা কোথায়?' চারদিকে তাকালেন বিল হ্যারিংটন।

'এই যে, এদিকে।' ইঙ্গিতে একটা মোবাইল ট্রেইলর দেখালেন অ্যাডমিরাল, ওটাকে একটা অফিসে রূপান্তর করা হয়েছে। জানালায় বড় বড় অক্ষরে লেখা—'ডিসপ্যাচার'।

মোবাইল অফিসে উঠে এলেন ওঁরা, আরেক দরজা দিয়ে নেমে পড়লেন সবাই সমতল টানেলের মেঝেতে। শুরু হলো আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী। একাধিক টিভিক্যামেরা রয়েছে সিলিং আর দেয়ালে। দরজায় মেটাল ডিটেকটর মেশিন। জেনারেটরের আওয়াজ শোনা গেল। সিলিঙে সার সার টিউব লাইট জ্বলছে। খানিক দূর এগিয়ে এলিভেটরে চড়লেন ওঁরা।

সারফেস থেকে ত্রিশ মিটার নেমে এলো এলিভেটর। টানেলে বেরিয়ে এসে সার সার দাঁড় করানো ভাস্কর্য দেখতে পেলেন ওঁরা, দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে।

একজন তরুণী এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালো ওদের।

'মিঃ প্রেসিডেন্ট,' অ্যাডমিরাল বললেন, 'আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি ডঃ কর্নেলিয়াস, ক্যাটালগিং প্রোগ্রামের ডিরেক্টর।'

'ডঃ কর্নেলিয়াস, আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

লালচে চেহারা নিয়ে জেনিথ বললো, 'আমার অবদান খুবই সামান্য···।'

সবার সাথে করমর্দনের পর অতিথিদের নিয়ে রওনা হলো জেনিথ। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী দেখানোর জন্যে তাকেই গাইড নির্বাচিত করা হয়েছে। 'চারশো পঁচিশ ধরনের স্কাল্পচার ক্যাটালগে তুলেছি আমরা,' ব্যাখ্যা করলো সে। 'তারমধ্যে খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার সালের ব্রোঞ্জমূর্তিও আছে। শেষ দিকের, অর্থাৎ চতুর্থ শতাব্দীর মূর্তিও অনেক। সামান্য দাগ ছাড়া ওগুলোর কোনো ক্ষতি হয়নি, দাগ-গুলোও কেমিকেলের সাহায্যে তোলা যাবে।'

দীর্ঘ প্যাসেজ ধরে নিঃশব্দে হাঁটছেন প্রেসিডেন্ট। মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে বিস্ময় বাধ মানছে না তাঁর। কোনো কোনোটা পাঁচ হাজার বছরের পুরনো। মূর্তির সংখ্যা দেখেও অবাক হলেন। প্রতিটি যুগের, প্রতিটি সাম্রাজ্যের শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রে-রীতে। 'বিস্ফোরণের পর আমি ভাবতেও পারিনি আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী চোখে দেখতে পাবো।'

'বিস্ফোরণে কোনো ক্ষতিই হয়নি লাইব্রেরীর,' বললো জেনিথ। 'টানেলের ভেতর সামান্য মাটি খসে পড়েছিল শুধু।'

একটানা দু'ঘণ্টা ধরে প্রদর্শনী দেখার পর সর্বশেষ শিল্পকর্মটির পাশে এসে দাঁড়ালেন ওঁরা। সবাইকে নিয়ে এবার প্রধান গ্যালারিতে ঢুকবে জেনিথ। হাত বাড়ালো সে, ফিসফিস করে বললো, 'ওই যে,

আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট-এর গোল্ডেন ক্যাসকিট।'

প্রেসিডেন্টের অনুভূতি হলো, তাঁর সাথে যেন ঈশ্বরের দেখা হতে যাচ্ছে। দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাদের একজন, মহাবীর আলেকজাণ্ডার। কাঁপা পায়ে এগোলেন প্রেসিডেন্ট।

কফিনটা খোলা রয়েছে। আলেকজাণ্ডারের বর্ম ও হেলমেট খাঁটি সোনার তৈরি। পারস্যের সিল্ক দিয়ে তৈরি হয়েছিল তাঁর টিউনিক, বেশিরভাগই অদৃশ্য হয়েছে, প্রায় চব্বিশ শতাব্দীর পর অবশিষ্ট আছে সামান্য কিছু গুঁড়ো। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের অবশিষ্ট বলতেও রয়েছে শুধু ক'খানা হাড়।

'ক্লিওপেট্রা, জুলিয়াস সিজার, মার্ক অ্যান্টনি, সবাই শ্রদ্ধাবনত মস্তকে দাঁড়িয়েছেন এই মহানায়কের কফিনের পাশে,' লেকচার দিলো জেনিথ।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন সবাই, কেউই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এরপর পথ দেখিয়ে ওঁদেরকে স্টোরেজ গ্যালারিতে নিয়ে এলো জেনিথ।

প্রায় ত্রিশজন লোক কঠোর পরিশ্রম করছে। গ্যালারির মাঝখানে জড়ো করা কাঠের বাক্সের ভেতর কি আছে দেখার কাজে একদল লোক ব্যস্ত। একদিকের দেয়ালে সার সার সাজানো রয়েছে পেইন্টিং। হাতির দাঁত, মার্বেল, সোনা, রূপা ও তামা দিয়ে অদ্ভুত সব খেলনা, মূর্তি, ব্যবহারিক উপকরণ ইত্যাদি বানানো হয়েছে। শ্রেণীবিভাগের কাজ চলছে, কাজ চলছে নতুন বাক্সে ভরার। পার্চমেন্ট ও প্যাপিরাসগুলো পাঠিয়ে দেয়া হবে মেরিল্যাণ্ডে, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণের জন্যে।

হাত নেড়ে গ্যালারির চারদিকটা দেখালো জেনিথ। 'এই হলো প্রাচীন দুনিয়ার জ্ঞান আর শিল্প, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী। এরই-মধ্যে হোমারের সমস্ত রচনা উদ্ধার করেছি আমরা। যে-সব গ্রীক

দার্শনিকদের দর্শন হারিয়ে গিয়েছিল, বেশিরভাগই রয়েছে এখানে। আদি হিব্রু সাহিত্য পাবার পর খিস্টধর্মের ওপর নতুন আলোকপাত সম্ভব হবে। কিছু ম্যাপ থেকে অজানা মন্দির, প্রাচীন রাজা ও রানীদের সমাধি, নাম-না-জানা বাণিজ্যিক শহর, সোনা আর হীরের খনি, তেলখনি ইত্যাদির ঠিকানা জানা যাচ্ছে। ইতিহাসের মাঝখানে যে-সব ফাঁক আছে, যে-সব যুগান্তকারী ঘটনা সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই, যে-সব সভ্যতার কথা আমরা কখনো শুনিওনি, সহজবোধ্য রূপকথার গল্পের মতো সমস্ত কিছু পড়ে ফেলছেন আমাদের বিশেষজ্ঞরা।'

মুহূর্তের জন্যে বাকশক্তি হারিয়ে ফেললেন প্রেসিডেণ্ট। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর তাৎপর্য এতো বিরাট, ধারণার মধ্যে আনতে হিমশিম খেয়ে গেলেন তিনি। শিল্প হিসেবে এগুলোর প্রত্যেকটি অমূল্য। জ্ঞান হিসেবে এগুলোর মূল্য অপরিসীম। অবশেষে অস্পষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কাজ শেষ করতে কতো দিন লাগবে আপনাদের?'

'প্রথমে আমরা প্যাপিরাস সরাবো, তারপর শিল্পকর্ম,' জানালো জেনিথ। 'প্রথমে যাবে স্কাল্পচার। শেষ না হওয়া পর্যন্ত দিনে চব্বিশ ঘণ্টা করে কাজ চলবে। ধরুন, আগামী বছরের জানুয়ারী নাগাদ শেষ করতে পারবো আমরা।'

'তারমানে প্রায় নব্বই দিন,' বললেন অ্যাডমিরাল।

জেনিথ জানতে চাইলো, 'আমাদের কাজ আমরা শেষ করলাম, কিন্তু তারপর? শিল্পকর্ম আর সাহিত্য, শেষ পর্যন্ত কোথায় ঠাঁই পাবে ওগুলো?'

'ভাগাভাগি হবে,' বললেন প্রেসিডেণ্ট। 'বাছাই করার প্রথম সুযোগ,

আমরা নেবো, স্বভাবতই। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী আসলে কারো একার সম্পত্তি হতে পারে না। মিশর, ইটালি আর গ্রীস তাদের ভাগেরটা বুঝে নেয়ার পর যা থাকবে, সব আমরা আমাদের মিত্রদেশ-গুলোর মধ্যে বিলি করবো। এ তো গেল শিল্পকর্ম। দলিল, নকশা আর সাহিত্য বেশিরভাগই জাতিসংঘের জিম্মায় রাখবো আমরা, যখন যেটা যার প্রয়োজন হবে, তখন সেটা তাকে দেয়া হবে। মিশরে একটা তেলখনি আবিষ্কার হলে মন্দ হয় না, কারণ ওদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার। কাজেই তেলখনির কোনো নকশা পাওয়া গেলে সরাসরি কায়রোয় পৌঁছে দেয়া হবে।'

সহাস্যে জেনিথ জানালো, 'পাওয়া গেছে।'

ঠোঁটে একটা আঙুল রাখলেন প্রেসিডেন্ট। 'চুপ, চুপ। দেয়ালেরও কান আছে।' সবাই তাঁর সাথে যোগ দিলেন হাসিতে।

অতিথিদের নিয়ে আরেক দিকে এগোলো জেনিথ। ওদিকে একজন বিশেষজ্ঞ, গ্রীক-ল্যাটিন অনুবাদক, একটা প্যাপিরাস পরীক্ষা করছেন। তাঁর দুই কাঁধের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে রানা আর নেলসন। ওদেরকে চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি পা বাড়ালেন প্রেসিডেন্ট। 'আপনি সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন দেখে আমি ভারি আনন্দিত, মিঃ রানা,' বললেন তিনি, আন্তরিক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তাঁর মুখ। 'গোটা আমেরিকান জাতি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমেরিকানদের পক্ষ থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

যতোটা সম্ভব সিধে হলো রানা, একটা ছড়িতে ভর দিয়ে। 'ভাগ্যের একটা ভূমিকা, আর বন্ধুদের অবদান আছে, মিঃ প্রেসিডেন্ট,' স্মিত হেসে বললো রানা। 'আমার বন্ধু বেন নেলসন আর কর্নেল মার্টিন যদি না থাকতো, এখনো আমি গনগোরা হিলের নিচে থাকতাম।'

'রহস্যটা পরিষ্কার করবেন, প্লিজ ?' জিজ্ঞেস করলেন বিল হ্যারিংটন। 'এই ছোটো পাহাড়টার নিচে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী আছে, আসলে গনগোরা হিলে নেই, আপনি জানলেন কিভাবে ?'

'ভুল করে আপনি লাইব্রেরীটাই উড়িয়ে দিচ্ছেন কিনা, এই ভয়ে সবাই আমরা রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, মিঃ রানা।' প্রেসিডেণ্ট স্বীকার করলেন।

'তখন সব কিছু ব্যাখ্যা করার সময় ছিলো না,' বললো রানা। 'আপনারা আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছিলেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। তবে, আসলে কোনো সন্দেহ ছিলো না। পাথরে যে সূত্র দিয়ে গেছেন জুনিয়াস ভেনাটর, সেটা অত্যন্ত পরিষ্কার, ভুল বোঝার অবকাশ নেই বললেই চলে। তিনি লিখেছেন, উত্তরে দাঁড়িয়ে সরাসরি দক্ষিণে, নদীর দিকে তাকাও। গনগোরা হিলের উত্তরে দাঁড়িয়ে দক্ষিণে তাকিয়ে আমি কি দেখলাম ? দেখলাম আধ কিলোমিটার দূরে, আমার ডান অর্থাৎ পশ্চিম দিকে রয়েছে রোমা-ব্লাফ। নদীর দিকে তাকাতে বলেছেন ভেনাটর, তারমানে পাহাড়টা নদীর সবচেয়ে কাছে হবে। গনগোরা হিল নদীর সবচেয়ে কাছে নয়, রোমা ব্লাফ-ও নয়। কাজেই খানিকটা পশ্চিম দিকে এবং সামান্য উত্তর দিকে সরে গেলাম আমি, ফলে প্রথম যে পাহাড়টা পেলাম সেটা আকারে ততো বড় না হলেও, নদীর সবচেয়ে কাছাকাছি।'

'পাহাড়টার নাম কি, রানা ?' জিজ্ঞেস করলেন বি. সি. আই. চীফ।

'এই পাহাড়টার, স্যার ? কি জানি, কেউ কোনো নাম বলতে পারছে না। বোধহয় রাখা হয়নি।'

'রাখা হয়েছে,' সহাস্যে বললেন প্রেসিডেণ্ট। 'এইমাত্র। আজ

থেকে এটার নাম হলো, জ্ঞানের পাহাড়।' পালা করে রানা আর জেনিথের দিকে বারকয়েক তাকালেন প্রেসিডেন্ট। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, পছন্দ হয়েছে?'

রানা আর জেনিথ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলো, একযোগে মাথা ঝাঁকালো ওরা। 'চমৎকার হয়েছে নামটা।'

টানেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন ওঁরা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওঁদের পিছু নিলো রানা। অন্যমনস্ক, তাই টেরও পায়নি প্রেসিডেন্টের পাশ থেকে কখন যেন পিছিয়ে এসেছেন ওর প্রিয় মানুষটা। কাঁধে হাত পড়তে চমকে উঠলো, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

'ওয়েল ডান, মাই বয়,' মৃদু কণ্ঠে বললেন রাহাত খান। রানা দেখলো, বৃদ্ধের মুখে পিতার হাসি।

ঠিক সেই মুহূর্তে ক্লিক করে ঝলসে উঠলো ক্যামেরা, লেন্স থেকে চোখ সরিয়ে সিধে হলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

রানা ভাবলো, ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে থাকবে ছবিটা। যেমন করে হোক সংগ্রহ করবে সে এক কপি।

জানে না, এই একই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাহাত খানও।

(শেষ)